

الأدب المفرد

আল-আদাবুল মুফরাদ

(অনন্য শিষ্টাচার)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ

ইবন ইসমাইল বুখারী (র)

الأدب المفرد

আল-আদাবুল মুফরাদ

(অনন্য শিষ্টাচার)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-আদাবুল মুফরাদ

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র)

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১১৯০/৩

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪

ISBN : 984-06-0963-7

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

চতুর্থ সংস্করণ (রাজস্ব)

সেপ্টেম্বর ২০০৮

ভাদ্র ১৪১৫

রমযান ১৪২৯

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ অংকন

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৭৮.০০ টাকা

AL-ADABUL MUFRAD (Unique Etiquette): Compiled by Imam Abu Abdullah Muhammad Ibne Ismail Bukhari (R) in Arabic, translated into Bangla by Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068
September 2008

E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Web site : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 278.00 ; US Dollar : 8.00

সূচিপত্র

১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার। আল্লাহ তা'আলা বলেন : “আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছি।”/২৫
২. অনুচ্ছেদ : মাতার প্রতি সদ্যবহার/২৬
৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি সদ্যবহার/২৮
৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার যুলুম সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সদ্যবহার/২৮
৫. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার সহিত নম্রভাষায় কথা বলা/২৯
৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতিদান/৩০
৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতা/৩২
৮. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে অভিশাপকারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত/৩৫
৯. অনুচ্ছেদ : পাপ কার্য ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য/৩৬
১০. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াও যে ব্যক্তি বেহেশ্ত লাভ করে না/৩৮
১১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার সহিত সদ্যবহারে আয়ু বৃদ্ধি/৩৯
১২. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতে নাই/৪০
১৩. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সহিত সদ্যবহারে/৪১
১৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে গালিগালাজ করিবে না/৪৩
১৫. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি/৪৪
১৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে কাঁদানো/৪৫
১৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার দু'আ/৪৫
১৮. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী মাতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান/৪৭
১৯. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার--তাহাদের মৃত্যুর পর/৪৮
২০. অনুচ্ছেদ : পিতা যাহাদের প্রতি সদ্যবহার করিতেন তাহাদের প্রতি সদ্যবহার/৫০
২১. অনুচ্ছেদ : পিতার বন্ধুর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, করিলে আলো নির্বাপিত হইবে/৫১
২২. অনুচ্ছেদ : ভালবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে/৫২
২৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি পুত্রের সৌজন্য/৫২
২৪. অনুচ্ছেদ : পিতাকে কি পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায় ?/৫৩
২৫. অনুচ্ছেদ : ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্যবহার/৫৩
২৬. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ/৫৪
২৭. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত/৫৬
২৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয় স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ু বৃদ্ধি পায়/৫৮
২৯. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন/৫৯
৩০. অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠতর জনের সহিত ঘনিষ্ঠতর আচরণ/৫৯
৩১. অনুচ্ছেদ : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারী থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না/৬১
৩২. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদনকারীর পাপ/৬১
৩৩. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারীর শাস্তি-পার্বিষ জগতে/৬২
৩৪. অনুচ্ছেদ : প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নহে/৬২
৩৫. অনুচ্ছেদ : যালিম আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত/৬৩
৩৬. অনুচ্ছেদ : ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্যবহারের ফল/৬৩
৩৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিক আত্মীয়ের সহিত সদ্যবহার ও উপহার দেওয়া/৬৪

৩৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জানিয়া রাখা/৩৮
৩৯. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে ?/৬৫
৪০. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত/৬৬
৪১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান প্রতিপালন কর/৬৭
৪২. অনুচ্ছেদ : তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী/৬৮
৪৩. অনুচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কন্যা প্রতিপালন/৬৯
৪৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে/৭০
৪৫. অনুচ্ছেদ : সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীরু করে/৭০
৪৬. অনুচ্ছেদ : শিশুকে কাঁধে উঠানো/৭১
৪৭. অনুচ্ছেদ : সন্তানে চক্ষু জুড়ায়/৭২
৪৮. অনুচ্ছেদ : সাথীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা/৭৩
৪৯. অনুচ্ছেদ : মাতৃজাতি স্নেহময়ী/৭৪
৫০. অনুচ্ছেদ : শিশুদিগকে চুষন/৭৪
৫১. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার ও আদব শিক্ষা দান/৭৫
৫২. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার/৭৬
৫৩. অনুচ্ছেদ : যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না/৭৭
৫৪. অনুচ্ছেদ : দয়ার শত ভাগ/৭৮
৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ/৭৮
৫৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর হক/৭৯
৫৭. অনুচ্ছেদ : দান প্রতিবেশী হইতে শুরু করিবে/৮০
৫৮. অনুচ্ছেদ : সর্ব নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে/৮১
৫৯. অনুচ্ছেদ : নিকট হইতে নিকটতর প্রতিবেশী/৮১
৬০. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর জন্য যে জন দরজা বন্ধ করিয়া দেয়/৮২
৬১. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে ছাড়িয়া ভূরি ভোজন/৮২
৬২. অনুচ্ছেদ : ঝোলে পানি বেশী করিয়া দিবে এবং প্রতিবেশীকে বিলাইবে/৮৩
৬৩. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম প্রতিবেশী/৮৩
৬৪. অনুচ্ছেদ : সৎ প্রতিবেশী/৮৪
৬৫. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্ট প্রতিবেশী/৮৪
৬৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না/৮৫
৬৭. অনুচ্ছেদ : কোন প্রতিবেশিনী তাহার অপর কোন প্রতিবেশিনীকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেওয়াকেও অবমাননা মনে করিবে না/৮৭
৬৮. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অভিযোগ/৮৭
৬৯. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে এমন নির্যাতন-যাহাতে সে গৃহত্যাগী হয়/৮৯
৭০. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদী প্রতিবেশী/৯০
৭১. অনুচ্ছেদ : সর্বাধিক মর্যাদাশালী কে ?/৯০
৭২. অনুচ্ছেদ : সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্যবহার/৯১
৭৩. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য/৯১
৭৪. অনুচ্ছেদ : নিজের ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য/৯১
৭৫. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের ব্যয় নির্বাহের ফযীলত/৯২
৭৬. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদ্যবহার করা হয়/৯৩
৭৭. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও/৯৪
৭৮. অনুচ্ছেদ : ধৈর্যশীলা বিধবা রমণীর মাহাত্ম্য-সন্তানের মুখ চাহিয়া যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না/৯৫
৭৯. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে শাসন/৯৫
৮০. অনুচ্ছেদ : সন্তানহারার মাহাত্ম্য/৯৬
৮১. অনুচ্ছেদ : গর্ভকালেই যাহার সন্তানের মৃত্যু হইল/৯৯

৮২. অনুচ্ছেদ : সদ্যবহার/১০০
৮৩. অনুচ্ছেদ : অসদ্যবহার/১০১
৮৪. অনুচ্ছেদ : বেদঙ্গনের নিকট দাসদাসী বিক্রি/১০৩
৮৫. অনুচ্ছেদ : খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন/১০৩
৮৬. অনুচ্ছেদ : দাস যখন চুরি করে/১০৪
৮৭. অনুচ্ছেদ : খাদেম অপরাধ করিলে/১০৫
৮৮. অনুচ্ছেদ : মোহরাংকিত করিয়া খাদেমের কাছে মাল দেওয়া/১০৫
৮৯. অনুচ্ছেদ : কু-ধারণা হইতে বাঁচার জন্য খাদেমের কাছে মাল গুনিয়া দেওয়া/১০৬
৯০. অনুচ্ছেদ : খাদেমকে শাসন করা/১০৬
৯১. অনুচ্ছেদ : চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ/১০৭
৯২. অনুচ্ছেদ : মুখমণ্ডলের উপর মারিবে না/১০৭
৯৩. অনুচ্ছেদ : দাসের গালে যে চপেটাঘাত করে তাহার উচিৎ তাহাকে স্বৈচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আযাদ করে/১০৮
৯৪. অনুচ্ছেদ : গোলামের প্রতিশোধ/১১০
৯৫. অনুচ্ছেদ : তোমরা যাহা পরিধান কর, দাসদাসীদিগকে তাহাই পরাইবে/১১২
৯৬. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীকে গালি দেওয়া/১১৩
৯৭. অনুচ্ছেদ : দাসকে কি সাহায্য করিবে?/১১৪
৯৮. অনুচ্ছেদ : দাসের ঘাড়ে সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপাইবে না/১১৪
৯৯. অনুচ্ছেদ : চাকর নওকরের ভরণপোষণ সাদাকা স্বরূপ/১১৫
১০০. অনুচ্ছেদ : কেহ যদি ভৃত্যের সহিত খাইতে না চাহে/১১৬
১০১. অনুচ্ছেদ : নিজে যাহা খাইবে, তাহাই দাসকে খাওয়াইবে/১১৭
১০২. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে?/১১৭
১০৩. অনুচ্ছেদ : দাস যখন মনিবের মঙ্গল কামনা করে/১১৮
১০৪. অনুচ্ছেদ : দাস রাখাল স্বরূপ/১২০
১০৫. অনুচ্ছেদ : দাস হওয়ার সাধ/১২০
১০৬. অনুচ্ছেদ : 'আমার দাস' বলিবে না/১২১
১০৭. অনুচ্ছেদ : দাস কি মনিবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিবে?/১২১
১০৮. অনুচ্ছেদ : গৃহকর্তা গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ/১২২
১০৯. অনুচ্ছেদ : নারী ঘরের রাখাল/১২৩
১১০. অনুচ্ছেদ : উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্তব্য/১২৩
১১১. অনুচ্ছেদ : উপকারী প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে তাহার জন্য দু'আ করিবে/১২৪
১১২. অনুচ্ছেদ : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে/১২৫
১১৩. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের সাহায্য করা/১২৫
১১৪. অনুচ্ছেদ : ইহকালের সৎকর্মশীলগণই পরকালেরও সৎকর্মশীল/১২৬
১১৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিটি সৎকর্ম সাদাকা স্বরূপ/১২৭
১১৬. অনুচ্ছেদ : কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ/১২৯
১১৭. অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা/১৩০
১১৮. অনুচ্ছেদ : সবজি বাগানে যাওয়া ও জাব্বিল কাঁধে উঠানো/১৩০
১১৯. অনুচ্ছেদ : খেজুর বাগানে বেড়াইতে যাওয়া/১৩৩
১২০. অনুচ্ছেদ : মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের দর্পণ স্বরূপ/১৩৩
১২১. অনুচ্ছেদ : অবৈধ হাসি-ঠাট্টা/১৩৪
১২২. অনুচ্ছেদ : পুণ্যের পথ যে দেখায়/১৩৫
১২৩. অনুচ্ছেদ : ক্ষমাপরায়ণতা/১৩৫
১২৪. অনুচ্ছেদ : লোকের সহিত হাসিমুখে মেলামেশা করা/১৩৬
১২৫. অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি/১৩৮

১২৬. অনুচ্ছেদ : হাস্যালাপ/১৩৯
১২৭. অনুচ্ছেদ : তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো/১৪০
১২৮. অনুচ্ছেদ : পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হওয়া চাই/১৪১
১২৯. অনুচ্ছেদ : পরামর্শ/১৪২
১৩০. অনুচ্ছেদ : ভুল পরামর্শদানের গোনাহ/১৪২
১৩১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সম্মতি/১৪৩
১৩২. অনুচ্ছেদ : অন্তরঙ্গতা/১৪৩
১৩৩. অনুচ্ছেদ : রসিকতা/১৪৪
১৩৪. অনুচ্ছেদ : শিশুদের সাথে রসিকতা/১৪৬
১৩৫. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্রতা/১৪৬
১৩৬. অনুচ্ছেদ : চিত্তের উদারতা/১৪৮
১৩৭. অনুচ্ছেদ : কৃপণতা/১৫০
১৩৮. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্র যদি লোকে বোঝে/১৫১
১৩৯. অনুচ্ছেদ : কার্পণ্য/১৫৫
১৪০. অনুচ্ছেদ : নেক লোকের জন্য সম্পদ/১৫৬
১৪১. অনুচ্ছেদ : যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ/১৫৭
১৪২. অনুচ্ছেদ : মনের প্রসন্নতা/১৫৭
১৪৩. অনুচ্ছেদ : দুঃস্থের সাহায্য অপরিহার্য/১৫৯
১৪৪. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা/১৬০
১৪৫. অনুচ্ছেদ : মু'মিন খোঁটা দিতে পারে না/১৬১
১৪৬. অনুচ্ছেদ : অভিশাপকারী/১৬২
১৪৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে অভিশাপ দিল তাহার উচিত তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়া/১৬৩
১৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর লা'নত, আল্লাহর গযব এবং দোষখের অভিশাপ দেওয়া/১৬৪
১৪৯. অনুচ্ছেদ : কাফিরদিগকে অভিসম্পাত দেওয়া/১৬৪
১৫০. অনুচ্ছেদ : চোগলখোর/১৬৪
১৫১. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা শ্রবণ করিয়া যে উহা ছড়ায়/১৬৫
১৫২. অনুচ্ছেদ : লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী/১৬৬
১৫৩. অনুচ্ছেদ : সম্মুখে প্রশংসা করা/১৬৭
১৫৪. অনুচ্ছেদ : সেই সাধীর প্রশংসা—যাহার ঐ প্রশংসায় অনিষ্ট হওয়ার আশংকা নাই/১৬৯
১৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রশংসাকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ/১৭০
১৫৬. অনুচ্ছেদ : কবিতা স্তুতিবদ্ধ করা/১৭২
১৫৭. অনুচ্ছেদ : অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা/১৭২
১৫৮. অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সম্মান এমনভাবে না করা যে তাহার কষ্ট হয়/১৭৩
১৫৯. অনুচ্ছেদ : সৌজন্য সাক্ষাৎ/১৭৩
১৬০. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাৎ করিতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করা/১৭৪
১৬১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলত/১৭৬
১৬২. অনুচ্ছেদ : যে এমন লোকদিগকে ভালবাসে (আমলের দ্বারা) যাহাদের নাগাল পাইতে পারে না/১৭৬
১৬৩. অনুচ্ছেদ : বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা/১৭৭
১৬৪. অনুচ্ছেদ : বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন/১৭৮
১৬৫. অনুচ্ছেদ : বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্যের ও প্রশ্নের সূচনা করিবে/১৭৯
১৬৬. অনুচ্ছেদ : জ্যেষ্ঠগণ কথা না বলিলে কনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে পারে কি/১৮০
১৬৭. অনুচ্ছেদ : বয়োঃজ্যেষ্ঠদিগের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া/১৮০
১৬৮. অনুচ্ছেদ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে প্রথম ফল খাইতে দেওয়া/১৮১
১৬৯. অনুচ্ছেদ : ছোটদের প্রতি দয়া/১৮১
১৭০. অনুচ্ছেদ : বালকদের সহিত আলিঙ্গন/১৮২

১৭১. অনুচ্ছেদ : ছোট বালিকাকে চুমু খাওয়া/১৮২
১৭২. অনুচ্ছেদ : বালক-বালিকাদের মাথায় হাত বুলানো/১৮৩
১৭৩. অনুচ্ছেদ : ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলিয়া সম্বোধন/১৮৩
১৭৪. অনুচ্ছেদ : ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া কর/১৮৫
১৭৫. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া/১৮৬
১৭৬. অনুচ্ছেদ : পশুর প্রতি দয়া/১৮৭
১৭৭. অনুচ্ছেদ : হুম্মারা পাখির ডিম পাড়িয়া আনা/১৮৮
১৭৮. অনুচ্ছেদ : পিজিরায় পাখি রাখা/১৮৯
১৭৯. অনুচ্ছেদ : লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা/১৮৯
১৮০. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য/১৯০
১৮১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে/১৯০
১৮২. অনুচ্ছেদ : লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ/১৯১
১৮৩. অনুচ্ছেদ : আপোস-মীমাংসা/১৯১
১৮৪. অনুচ্ছেদ : কাহারো সহিত এমনভাবে মিথ্যা বলা যে সে উহাকে সত্য মনে করে/১৯২
১৮৫. অনুচ্ছেদ : তোমার ভাইয়ের সহিত ওয়াদা করিয়া ওয়াদা ভঙ্গ করিও না/১৯২
১৮৬. অনুচ্ছেদ : বংশ তুলিয়া খোঁটা দেওয়া/১৯৩
১৮৭. অনুচ্ছেদ : নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি মহব্বত/১৯৩
১৮৮. অনুচ্ছেদ : লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা/১৯৩
১৮৯. অনুচ্ছেদ : মুসলমানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ/১৯৫
১৯০. অনুচ্ছেদ : বৎসরব্যাপী ভাইয়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা/১৯৭
১৯১. অনুচ্ছেদ : সম্পর্কচ্ছেদকারী/১৯৮
১৯২. অনুচ্ছেদ : হিংসা-বিদ্বেষ/১৯৮
১৯৩. অনুচ্ছেদ : সালাম কথা বন্ধ করার কাফফারা স্বরূপ/২০০
১৯৪. অনুচ্ছেদ : তরুণদিগকে পৃথক পৃথক রাখা/২০০
১৯৫. অনুচ্ছেদ : না চাহিতেই বেচ্ছায় ভাইকে পরামর্শ দেওয়া/২০১
১৯৬. অনুচ্ছেদ : মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দনীয় হইলে/২০১
১৯৭. অনুচ্ছেদ : ছল ও প্রতারণা/২০১
১৯৮. অনুচ্ছেদ : গালি দেওয়া/২০২
১৯৯. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানো/২০৩
২০০. অনুচ্ছেদ : গালাগালির যে সূচনা করিবে উভয় পক্ষের পাপ তাহার ঘাড়ে চাপিবে/২০৩
২০১. অনুচ্ছেদ : গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে/২২০৪
২০২. অনুচ্ছেদ : মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ/২০৫
২০৩. অনুচ্ছেদ : মুখের উপর কথা না বলা/২০৭
২০৪. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কাহাকেও মুনাফিক বলা/২০৮
২০৫. অনুচ্ছেদ : কোন মুসলমানকে যে কাফির বলে/২০৯
২০৬. অনুচ্ছেদ : শত্রুর উদ্ধাস/২১০
২০৭. অনুচ্ছেদ : সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়/২১০
২০৮. অনুচ্ছেদ : অপচয়কারীগণ/২১১
২০৯. অনুচ্ছেদ : বাসস্থান নিরাপদকরণ/২১১
২১০. অনুচ্ছেদ : বাড়ির পিছনে অর্থ ব্যয়/২১১
২১১. অনুচ্ছেদ : মালিক ব্যক্তির মজুর কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা/২১২
২১২. অনুচ্ছেদ : অট্টালিকা লইয়া গর্ব করা/২১২
২১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করে/২১৩
২১৪. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ত বাসগৃহ/২১৪

২১৫. অনুচ্ছেদ : যে কোঠায় অবস্থান করিল/২১৫
২১৬. অনুচ্ছেদ : অটালিকায় কারুকার্য/২১৬
২১৭. অনুচ্ছেদ : নম্রতা অবলম্বন/২১৭
২১৮. অনুচ্ছেদ : সহজ-সরল জীবনযাত্রা/২১৯
২১৯. অনুচ্ছেদ : নম্রতায় যাহা মিলে/২২০
২২০. অনুচ্ছেদ : শান্তি/২২০
২২১. অনুচ্ছেদ : কঠোরতা/২২১
২২২. অনুচ্ছেদ : উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ/২২২
২২৩. অনুচ্ছেদ : মাযলুমের দু'আ/২২৩
২২৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বান্দাদিগকে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন "প্রভু, আমাদের জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি ইহাতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।" (৫ : ১৬)/২২৩
২২৫. অনুচ্ছেদ : যুল্ম হইল অন্ধকার/২২৪
২২৬. অনুচ্ছেদ : রোগীর রোগ-যাতনা তাহার শুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ/২২৮
২২৭. অনুচ্ছেদ : গভীর রাত্রে রোগী দেখিতে যাওয়া/২৩০
২২৮. অনুচ্ছেদ : রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে/২৩২
২২৯. অনুচ্ছেদ : অসুস্থতার কথা প্রকাশ করা কি অভিযোগ?/২৩৬
২৩০. অনুচ্ছেদ : সংজ্ঞাহীনকে দেখিতে যাওয়া/২৩৭
২৩১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ছেলে-মেয়েদেরকে দেখিতে যাওয়া/২৩৮
২৩২. অনুচ্ছেদ : /২৩৯
২৩৩. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন বেদুঈনকে দেখিতে যাওয়া/২৩৯
২৩৪. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া/২৩৯
২৩৫. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া তাহার জন্য দু'আ করা/২৪২
২৩৬. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার ফযীলত/২৪৩
২৩৭. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা/২৪৩
২৩৮. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির নিকট নামায পড়া/২৪৪
২৩৯. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাওয়া/২৪৪
২৪০. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া কি বলিবে?/২৪৪
২৪১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তি কি জবাব দিবে?/২৪৬
২৪২. অনুচ্ছেদ : ফাসেকের রুগ্নাবস্থায় তাহার কুশল জানিতে যাওয়া/২৪৭
২৪৪. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া গৃহের এদিক-ওদিক তাকানো/২৪৭
২৪৫. অনুচ্ছেদ : চক্ষু রোগীকে দেখিতে যাওয়া/২৪৮
২৪৬. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তি সাক্ষাতকারী কোথায় বসিবে?/২৪৯
২৪৭. অনুচ্ছেদ : পুরুষ তাহার গৃহে কি কাজ করিবে?/২৫০
২৪৮. অনুচ্ছেদ : যে তাহার ভাইকে ভালবাসিল, তাহাকে উহা জানাইয়া দিবে/২৫১
২৪৯. অনুচ্ছেদ : যাহাকে ভালবাসিবে তাহার সহিত কলহ করিবে না ও তাহার নিকট কিছু চাহিবে না/২৫২
২৫০. অনুচ্ছেদ : বুদ্ধির স্থান অন্তঃকরণ/২৫২
২৫১. অনুচ্ছেদ : অহংকার/২৫৩
২৫২. অনুচ্ছেদ : যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়/২৫৭
২৫৩. অনুচ্ছেদ : দুর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন/২৫৮
২৫৪. অনুচ্ছেদ : অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন/২৬০
২৫৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তার ভাইকে খাওয়ায়/২৬১
২৫৬. অনুচ্ছেদ : জাহিলী যুগে কসম ও চুক্তি/২৬১
২৫৭. অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন/২৬১
২৫৮. অনুচ্ছেদ : ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি/২৬২

২৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রথম বৃত্তিতে ভেজা/২৬২
২৬০. অনুচ্ছেদ : ছাগল বরকত স্বরূপ/২৬২
২৬১. অনুচ্ছেদ : উট তাহার মালিকের জন্য মর্যাদার বস্তু/২৬৪
২৬২. অনুচ্ছেদ : যাযাবর জীবন/২৬৫
২৬৩. অনুচ্ছেদ : উজাড় জনপদে বাসকারী/২৬৫
২৬৪. অনুচ্ছেদ : মরু এলাকায় বসবাস/২৬৬
২৬৫. অনুচ্ছেদ : গোপনীয়তা রক্ষা এবং জানাশোনার উদ্দেশ্যে লোকের সাথে মেলামেশা/২৬৬
২৬৬. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা/২৬৭
২৬৭. অনুচ্ছেদ : ধীরেসুস্থে কাজ করা/২৬৯
২৬৮. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ/২৭০
২৬৯. অনুচ্ছেদ : হাদিয়া, তোহফা গ্রহণ করা/২৭২
২৭০. অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না/২৭৩
২৭১. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা/২৭৩
২৭২. অনুচ্ছেদ : সকালে উঠিয়া কি বলিবে?/২৭৬
২৭৩. অনুচ্ছেদ : অপরকে দু'আয় শামিল করা/২৭৭
২৭৪. অনুচ্ছেদ : অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে দু'আ/২৭৮
২৭৫. অনুচ্ছেদ : পরম আগ্রহভরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ কিছু করিতে বাধ্য নহেন/২৭৯
২৭৬. অনুচ্ছেদ : দু'আর সময় হাত উঠানো/২৭৯
২৭৭. অনুচ্ছেদ : সাইয়্যদুল ইস্তিগফার-গুনাহ মাফের সেরা দু'আ/২৮২
২৭৮. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের জন্য দু'আ/২৮৫
২৭৯. অনুচ্ছেদ : /২৮৭
২৮০. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর প্রতি দরুদ/২৯১
২৮১. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যে দরুদ পড়ে না/২৯৩
২৮২. অনুচ্ছেদ : যালিমের প্রতি বদদু'আ করা/২৯৬
২৮৩. অনুচ্ছেদ : দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা/২৯৭
২৮৪. অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া না করিলে দু'আ কবুল হইয়া থাকে/২৯৮
২৮৫. অনুচ্ছেদ : অলসতা থেকে যে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়/২৯৯
২৮৬. অনুচ্ছেদ : যে আল্লাহর নিকট যাক্ষগ করে না আল্লাহ তাহার উপর ত্রুদ্ব হন/২৯৯
২৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ/৩০১
২৮৮. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ/৩০১
২৮৯. অনুচ্ছেদ : ঝড়-বৃষ্টিকালীন দু'আ/৩১০
২৯০. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর জন্য দু'আ করা/৩১০
২৯১. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ/৩১১
২৯২. অনুচ্ছেদ : আপদকালীন দু'আ/৩১৯
২৯৩. অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার দু'আ/৩২১
২৯৪. অনুচ্ছেদ : শাসকের পক্ষ হইতে যুলুমের ভয় হইলে/৩২৪
২৯৫. অনুচ্ছেদ : প্রার্থনাকারীর জন্য যে সাওয়াব সঞ্চিত হয়/৩২৬
২৯৬. অনুচ্ছেদ : দু'আর ফযীলত/৩২৭
২৯৭. অনুচ্ছেদ : তুফানের সময় পড়িবার দু'আ/৩২৮
২৯৮. অনুচ্ছেদ : বায়ুকে গাল দিবে না/৩২৯
২৯৯. অনুচ্ছেদ : বজ্রধ্বনির সময় দু'আ/৩৩০
৩০০. অনুচ্ছেদ : যখন বজ্রধ্বনি শুনিবে/৩৩০
৩০১. অনুচ্ছেদ : যে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে/৩৩১
৩০২. অনুচ্ছেদ : পরীক্ষায় নিঃপতিত হওয়ার দু'আ করা দৃশ্যীয়/৩০২
৩০৩. অনুচ্ছেদ : যে চরম পরীক্ষা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে/৩৩৩

৩০৪. অনুচ্ছেদ : যে রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে/৩৩৪
৩০৫. অনুচ্ছেদ : /৩৩৪
৩০৬. অনুচ্ছেদ : গীবত : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তোমরা একে অপরের গীবত করিবে না”/৩৩৫
৩০৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গীবত/৩৩৬
৩০৮. অনুচ্ছেদ : পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য বরকতের দু'আ করা/৩৩৭
৩০৯. অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের মধ্যে একের মালের উপর অপরের আবদার খাটানো/৩৩৮
৩১০. অনুচ্ছেদ : নিজের মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা/৩৩৯
৩১১. অনুচ্ছেদ : মেহমানের অতিথেয়তা/৩৪০
৩১২. অনুচ্ছেদ : আতিথ্য তিনদিন/৩৪০
৩১৩. অনুচ্ছেদ : মেহমান মেজবানের অসুবিধা করিয়া থাকিবে না/৩৪০
৩১৪. অনুচ্ছেদ : মেহমানের বাড়িতে মেহমানের ভোর/৩৪১
৩১৫. অনুচ্ছেদ : বঞ্চিত অতিথি/৩৪১
৩১৬. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সেবায় মেহমান/৩৪২
৩১৭. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়া নিজে নামাযে দাঁড়াইয়া যাওয়া/৩৪২
৩১৮. অনুচ্ছেদ : নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা/৩৪৪
৩১৯. অনুচ্ছেদ : সর্ব ব্যাপারেই সওয়াব আছে এমন কি স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দেওয়া গ্রাসেও/৩৪৫
৩২০. অনুচ্ছেদ : রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ/৩৪৬
৩২১. অনুচ্ছেদ : নিন্দার উদ্দেশ্যে নহে পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কাহাকেও কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি প্রভৃতি বলা/৩৪৬
৩২২. অনুচ্ছেদ : ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নহে/৩৪৮
৩২৩. অনুচ্ছেদ : যে মুসলমানের দোষ গোপন করে/৩৪৯
৩২৪. অনুচ্ছেদ : লোক ধ্বংস হইয়াছে বলা/৩৪৯
৩২৫. অনুচ্ছেদ : মুনাফিককে নেতা বলিবে না/৩৪৯
৩২৬. অনুচ্ছেদ : অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিলে কি বলিবে/৩৫০
৩২৭. অনুচ্ছেদ : অজানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন বলিবে/৩৫১
৩২৮. অনুচ্ছেদ : রংধনু/৩৫১
৩২৯. অনুচ্ছেদ : ছায়াপথ/৩৫১
৩৩০. অনুচ্ছেদ : রহমতের স্থানের দু'আ/৩৫২
৩৩১. অনুচ্ছেদ : তোমরা যুগ-কালকে গালি দিও না/৩৫২
৩৩২. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ভাইয়ের প্রতি তাহার প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইবে না/৩৫৩
৩৩৩. অনুচ্ছেদ : তোমার সর্বনাশ হউক বলা/৩৫৩
৩৩৪. অনুচ্ছেদ : ইমারত নির্মাণ/৩৫৫
৩৩৫. অনুচ্ছেদ : তোমার মঙ্গল হউক বলা/৩৫৫
৩৩৬. অনুচ্ছেদ : কাহারো কাছে কিছু চাহিতে হইলে তোষামোদ না করিয়া সোজাসুজি চাহিবে/৩৫৬
৩৩৭. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুর অমঙ্গল হউক বলা/৩৫৭
৩৩৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ও অমুক বলিবে না/৩৫৭
৩৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর মর্জি ও আপনার মর্জি বলা/৩৫৮
৩৪০. অনুচ্ছেদ : গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ/৩৫৮
৩৪১. অনুচ্ছেদ : সৎ স্বভাব ও উত্তম পছন্দ/৩৫৯
৩৪২. অনুচ্ছেদ : যাকে তুমি পাথের দাঁও নাই সে উত্তম বার্তা তোমার নিকট পৌছাইবে/৩৬১
৩৪৩. অনুচ্ছেদ : আবাস্থিত আকাঙক্ষা/৩৬২
৩৪৪. অনুচ্ছেদ : আগুরকে ‘করম’ বলা/৩৬২
৩৪৫. অনুচ্ছেদ : কাহাকে এইরূপ বলা তোমার মন্দ হউক/৩৬২
৩৪৬. অনুচ্ছেদ : লোকের কথা ‘ইয়া হানতাহ’/৩৬৩
৩৪৭. অনুচ্ছেদ : আমি ক্লান্ত বলা/৩৬৪

৩৪৮. অনুচ্ছেদ : অলসতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা/৩৬৪
৩৪৯. অনুচ্ছেদ : আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত/৩৬৪
৩৫০. অনুচ্ছেদ : আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান বলা/৩৬৬
৩৫১. অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের শিশু-সন্তানকে বৎস সম্বোধন/৩৬৬
৩৫২. অনুচ্ছেদ : 'আমি খবীস নাপাক হইয়া গিয়াছি' বলিবে না/৩৬৭
৩৫৩. অনুচ্ছেদ : উপ-নাম রাখিতে সত্ৰতি রক্ষা/৩৬৮
৩৫৪. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা) ভাল নাম পছন্দ করিতেন/৩৬৯
৩৫৫. অনুচ্ছেদ : দ্রুত হাঁটা/৩৬৯
৩৫৬. অনুচ্ছেদ : মহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নাম/৩৭০
৩৫৭. অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন/৩৭০
৩৫৮. অনুচ্ছেদ : মহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট সব চাইতে নিকৃষ্ট নাম/৩৭১
৩৫৯. অনুচ্ছেদ : অপরকে ক্ষুদ্রতা বাচক নামে ডাকা/৩৭১
৩৬০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে তাহার পছন্দনীয় নামে ডাকা/৩৭২
৩৬১. অনুচ্ছেদ : আছিয়া নাম পরিবর্তন/৩৭২
৩৬২. অনুচ্ছেদ : সারম ও নাম পরিবর্তন করা/৩৭৩
৩৬৩. অনুচ্ছেদ : গুরাব নামের পরিবর্তন/৩৭৪
৩৬৪. অনুচ্ছেদ : শিহাব নামের পরিবর্তন/৩৭৪
৩৬৫. অনুচ্ছেদ : আস বা অবাদ্য নাম রাখা/৩৭৫
৩৬৬. অনুচ্ছেদ : নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকা/৩৭৫
৩৬৭. অনুচ্ছেদ : জাহাম নাম রাখা/৩৭৬
৩৬৮. অনুচ্ছেদ : বারী নাম পরিবর্তন/৩৭৭
৩৬৯. অনুচ্ছেদ : আফলাহ, বরকত, নাকি প্রভৃতি নাম সম্পর্কে/৩৭৮
৩৭০. অনুচ্ছেদ : রাবাহ নাম/৩৭৮
৩৭১. অনুচ্ছেদ : নবীগণের নামানুসারে নাম রাখা/৩৭৯
৩৭২. অনুচ্ছেদ : হুয়ন-দুঃখ (নাম প্রসঙ্গে)/৩৮০
৩৭৩. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর নাম ও কুনিয়ত/৩৮১
৩৭৪. অনুচ্ছেদ : মুশরিকের ব্যাপারে কুনিয়ত প্রয়োগ করা যায় কি?/৩৮২
৩৭৫. অনুচ্ছেদ : বালকের কুনিয়ত/৩৮৩
৩৭৬. অনুচ্ছেদ : শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পিতা বলিয়া অভিহিত করা/৩৮৩
৩৭৭. অনুচ্ছেদ : নারীদের কুনিয়ত, অমুকের মা বলিয়া অভিহিত করা/৩৮৪
৩৭৮. অনুচ্ছেদ : অবস্থা অনুপাতে কুনিয়ত বা নাম রাখা/৩৮৪
৩৭৯. অনুচ্ছেদ : বুয়ুর্গ ও জ্ঞানিগণের সাথে চলার নিয়ম/৩৮৫
৩৮০. অনুচ্ছেদ : শিরোনামবিহীন অধ্যায়/৩৮৫
৩৮১. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে/৩৮৬
৩৮২. অনুচ্ছেদ : উত্তম বাক্যের ন্যায় কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে/৩৮৮
৩৮৩. অনুচ্ছেদ : কবিতা শোনানের ফরমায়েশ করা/৩৮৯
৩৮৪. অনুচ্ছেদ : কবিতা প্রাধান্য লাভ করা নিন্দনীয়/৩৯০
৩৮৬. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে/৩৯১
৩৮৭. অনুচ্ছেদ : অবাস্তিত কবিতা/৩৯১
৩৮৮. অনুচ্ছেদ : বাচালতা/৩৯২
৩৮৯. অনুচ্ছেদ : আশা-আকাঙ্ক্ষা/৩৯৩
৩৯০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বস্তু বা ঘোড়াকে সাগর বলা/৩৯৪
৩৯১. অনুচ্ছেদ : ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা/৩৯৪
৩৯২. অনুচ্ছেদ : বাতিল বস্তু সম্পর্কে 'উহা কিছুই না' বলা/৩৯৪
৩৯৩. অনুচ্ছেদ : কাব্যিক উপমা প্রয়োগ/৩৯৫

৩৯৪. অনুচ্ছেদ : গোপন তথ্য ফাঁস করা/৩৯৬
৩৯৫. অনুচ্ছেদ : উপহাস করা/৩৯৬
৩৯৬. অনুচ্ছেদ : রহিয়া সহিয়া চলা/৩৯৭
৩৯৭. অনুচ্ছেদ : পথ দেখাইয়া দেওয়া/৩৯৭
৩৯৮. অনুচ্ছেদ : অন্ধকে পথহারা করা/৩৯৮
৩৯৯. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ/৩৯৮
৪০০. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহের পরিণাম/৩৯৯
৪০১. অনুচ্ছেদ : কৌলীণ্য/৪০০
৪০২. অনুচ্ছেদ : মানবাত্মাসমূহ বিন্যাসবদ্ধ সৈন্যদল/৪০১
৪০৩. অনুচ্ছেদ : আশ্চর্যান্বিত হইলে 'সুবহানাল্লাহ্ বলা'/৪০২
৪০৪. অনুচ্ছেদ : মাটিতে হাত বুলানো/৪০৩
৪০৫. অনুচ্ছেদ : গুলতি ব্যবহার না করা/৪০৩
৪০৬. অনুচ্ছেদ : হাওয়াকে গালি দিও না/৪০৪
৪০৭. অনুচ্ছেদ : গ্রহের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে বলা/৪০৪
৪০৮. অনুচ্ছেদ : লোকজন মেঘমালা দর্শনে কি বলিবে ?/৪০৫
৪০৯. অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ ধরা/৪০৬
৪১০. অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ যাহারা ধরে না তাহাদের মাহাত্ম্য/৪০৬
৪১১. অনুচ্ছেদ : জিনের আছর হইতে বাঁচিবার অহেতুক তদবীর/৪০৭
৪১২. অনুচ্ছেদ : ফাল নেওয়া/৪০৮
৪১৩. অনুচ্ছেদ : উত্তম নামকে বরকতের লক্ষণ হিসাবে নেওয়া/৪০৮
৪১৪. অনুচ্ছেদ : ঘোড়াতে কুলক্ষণ/৪০৯
৪১৫. অনুচ্ছেদ : হাঁচি/৪১০
৪১৬. অনুচ্ছেদ : হাঁচির সময় কি বলিবে/৪১০
৪১৭. অনুচ্ছেদ : যে হাঁচি দেয় তাহার জবাব দেওয়া/৪১১
৪১৮. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনিয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলা/৪১৪
৪১৯. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনিলে কিভাবে জবাব দিবে?/৪১৪
৪২০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র প্রশংসা না করিলে হাঁচির জবাব দিতে নাই/৪১৫
৪২১. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা কি বলিবে ?/৪১৬
৪২২. অনুচ্ছেদ : 'তুমি যদি আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়া থাক তবে আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করুন' বলা/৪১৭
৪২৩. অনুচ্ছেদ : 'আ-বা' বলিবে না/৪১৭
৪২৪. অনুচ্ছেদ : পুনঃ পুনঃ হাঁচি আসিলে/৪১৮
৪২৫. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ইয়াহুদী হাঁচি দেয়/৪১৮
৪২৬. অনুচ্ছেদ : নারীর হাঁচির জবাব পুরুষের দেওয়া/৪১৯
৪২৭. অনুচ্ছেদ : হাই তোলা/৪১৯
৪২৮. অনুচ্ছেদ : ডাকের জবাবে হাযির বলা/৪২০
৪২৯. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির তাহার ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানো/৪২০
৪৩০. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো/৪২৩
৪৩১. অনুচ্ছেদ : হাই উঠিলে মুখে হাত দিবে/৪২৪
৪৩২. অনুচ্ছেদ : অপরের মাথায় উকুন বাছাই করা/৪২৪
৪৩৩. অনুচ্ছেদ : বিশ্বয়ের ক্ষেত্রে মাথা দোলানো ও দাঁত দিয়া ঠোট চাপিয়া ধরা/৪২৭
৪৩৪. অনুচ্ছেদ : বিশ্বয়ের ক্ষেত্রে উরুতে হাত মারা/৪২৮
৪৩৫. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের উরুতে থাপ্পড় মারিয়া কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়/৪২৯
৪৩৬. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া অপছন্দনীয়/৪৩২
৪৩৭. অনুচ্ছেদ : /৪৩৩
৪৩৮. অনুচ্ছেদ : পায়ে ঝি ঝি ধরিলে কি বলিবে/৪৩৪

৪৩৯. অনুচ্ছেদ : /৪৩৪
৪৪০. অনুচ্ছেদ : বালকদের সাথে মোসাফাহা/৪৩৫
৪৪১. অনুচ্ছেদ : মোসাফাহা (করমর্দন)/৪৩৫
৪৪২. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের বালকদের মাথায় হাত বুলানো/৪৩৬
৪৪৩. অনুচ্ছেদ : মু'আনাকা (আলিঙ্গন)/৪৩৬
৪৪৪. অনুচ্ছেদ : কন্যাকে চুশন প্রদান/৪৩৭
৪৪৫. অনুচ্ছেদ : হাতে চুশন দেওয়া/৪৩৮
৪৪৬. অনুচ্ছেদ : কদমবুসি বা পদচুশন/৪৩৯
৪৪৭. অনুচ্ছেদ : কাহারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো/৪৪০
৪৪৮. অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা/৪৪০
৪৪৯. অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার/৪৪১
৪৫০. অনুচ্ছেদ : যে সালাম প্রথমে দেয়/৪৪২
৪৫১. অনুচ্ছেদ : সালামের মাহাত্ম্য/৪৪৩
৪৫২. অনুচ্ছেদ : সালাম আদ্বাহর নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম/৪৪৪
৪৫৩. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাতে সালাম করা মুসলমানের হক/৪৪৫
৪৫৪. অনুচ্ছেদ : পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে/৪৪৬
৪৫৫. অনুচ্ছেদ : আরোহী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে/৪৪৭
৪৫৬. অনুচ্ছেদ : পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?/৪৪৭
৪৫৭. অনুচ্ছেদ : কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে/৪৪৭
৪৫৮. অনুচ্ছেদ : ছোট বড়কে সালাম দিবে/৪৪৮
৪৫৯. অনুচ্ছেদ : সালামের পরম সীমা/৪৪৮
৪৬০. অনুচ্ছেদ : ইঙ্গিতে সালাম/৪৪৯
৪৬১. অনুচ্ছেদ : শুনাইয়া সালাম/৪৫০
৪৬২. অনুচ্ছেদ : সালাম আদান প্রদানের জন্য বাহির হওয়া/৪৫০
৪৬৩. অনুচ্ছেদ : মজলিসে গিয়া সালাম দেওয়া/৪৫১
৪৬৪. অনুচ্ছেদ : মজলিস হইতে উঠিবার সময় সালাম/৪৫১
৪৬৫. অনুচ্ছেদ : মজলিস হইতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক/৪৫২
৪৬৬. অনুচ্ছেদ : করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করা/৪৫৩
৪৬৭. অনুচ্ছেদ : পরিচয় অপরিচয়ে সালাম/৪৫৩
৪৬৮. অনুচ্ছেদ : রাস্তার হক/৪৫৩
৪৬৯. অনুচ্ছেদ : ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম দিবে না/৪৫৪
৪৭০. অনুচ্ছেদ : আবীর মাখা ব্যক্তি ও পাপাসজ্জদিগকে সালাম না দেওয়া/৪৫৫
৪৭১. অনুচ্ছেদ : আমীরকে সালাম প্রদান/৪৫৭
৪৭২. অনুচ্ছেদ : ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া/৪৬০
৪৭৩. অনুচ্ছেদ : 'আদ্বাহ্ হায়াত দরাজ করুন' বলা/৪৬১
৪৭৪. অনুচ্ছেদ : মারহাবা স্বাগতম/৪৬১
৪৭৫. অনুচ্ছেদ : কিভাবে সালামের জবাব দিবে/৪৬১
৪৭৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না/৪৬৩
৪৭৭. অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য/৪৬৪
৪৭৮. অনুচ্ছেদ : বালকদিগকে সালাম দেওয়া/৪৬৪
৪৭৯. অনুচ্ছেদ : মহিলার সালাম পুরুষকে/৪৬৫
৪৮০. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সালাম করা/৪৬৫
৪৮১. অনুচ্ছেদ : নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে/৪৬৬
৪৮২. অনুচ্ছেদ : পর্দার আয়াত কেমন করিয়া নাখিল হয়?/৪৬৭
৪৮৩. অনুচ্ছেদ : পর্দার তিনটি সময়/৪৬৮

৪৮৪. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির আপন স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার/৪৬৯
৪৮৫. অনুচ্ছেদ : অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ/৪৭০
৪৮৬. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীগণ যেন অনুমতি নিয়া ঘরে প্রবেশ করে/৪৭১
৪৮৭. অনুচ্ছেদ : 'শিশুর যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়' কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে/৪৭১
৪৮৮. অনুচ্ছেদ : মাতার কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা/৪৭১
৪৮৯. অনুচ্ছেদ : পিতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা/৪৭২
৪৮৯. অনুচ্ছেদ : পিতা এবং পুত্রের নিকট যাইতে অনুমতি চাহিবে/৪৭২
৪৯১. অনুচ্ছেদ : বোনের নিকট যাইতে অনুমতি চাওয়া/৪৭২
৪৯২. অনুচ্ছেদ : ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া/৪৭৩
৪৯৩. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা তিনবার/৪৭৪
৪৯৪. অনুচ্ছেদ : সালাম না করিয়া অনুমতি প্রার্থনা/৪৭৪
৪৯৫. অনুচ্ছেদ : ঘরে উঁকি মারিলে চক্ষু ফুঁড়িয়া দেওয়া/৪৭৫
৪৯৬. অনুচ্ছেদ : তাকাইবার জন্যই অনুমতির প্রয়োজন/৪৭৫
৪৯৭. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেওয়া/৪৭৬
৪৯৮. অনুচ্ছেদ : ডাকিয়া পাঠানোই অনুমতি দান/৪৭৮
৪৯৯. অনুচ্ছেদ : দরজার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে ?/৪৭৯
৫০০. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা করিলে যদি জবাব আসে যে, 'আমি আসিতেছি তখন কোথায় বসিবে ?/৪৭৯
৫০১. অনুচ্ছেদ : দরজা খটখটানো/৪৮০
৫০২. অনুচ্ছেদ : বিনা অনুমতিতে প্রবেশ/৪৮০
৫০৩. অনুচ্ছেদ : যখন কেহ বলে, 'আসিতে পারি কি ? এবং সালাম করে না'/৪৮১
৫০৪. অনুচ্ছেদ : কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়?/৪৮২
৫০৫. অনুচ্ছেদ : প্রশ্নকারীর 'কে ?' বলার জবাবে 'আমি' বলা সম্পর্কে/৪৮৩
৫০৬. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনার জবাবে 'শান্তি সহযোগে প্রবেশ কর' বলা/৪৮৩
৫০৭. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরে উঁকি মারা !/৪৮৪
৫০৮. অনুচ্ছেদ : সালামের সাথে ঘরে প্রবেশ করার ফযীলত/৪৮৫
৫০৯. অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশের সময় আত্মাহর নাম না নিলে সেই ঘরে শয়তান রাক্ষিয়াপন করে/৪৮৬
৫১০. অনুচ্ছেদ : যেখানে প্রবেশ করিতে অনুমতির প্রয়োজন নাই/৪৮৭
৫১১. অনুচ্ছেদ : বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশে অনুমতি লাগে না/৪৮৭
৫১২. অনুচ্ছেদ : ফারসীতে অনুমতি গ্রহণ/৪৮৭
৫১৩. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী সালাম লিখিয়া পত্র দিলে জবাব দেওয়া/৪৮৮
৫১৪. অনুচ্ছেদ : যিস্মীকে (বিধর্মীকে) আগে সালাম দিবে না/৪৮৮
৫১৫. অনুচ্ছেদ : যিস্মীদিগকে (বিধর্মীদিগকে) ইশারায় সালাম করা/৪৮৯
৫১৬. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীদের সালামের জবাব কী ভাবে দিতে হয়?/৪৮৯
৫১৭. অনুচ্ছেদ : মুসলিমও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিসে সালাম দেওয়া/৪৯০
৫১৮. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদিগকে কী ভাবে পত্র লিখিবে?/৪৯০
৫১৯. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাব যখন 'আস-সা-মু আলাইকুম' বলে/৪৯১
৫২০. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদিগকে সংকীর্ণ পথে ঠেলিয়া দিতে হইবে/৪৯২
৫২১. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীর জন্য কীভাবে দু'আ করিবে ?/৪৯২
৫২২. অনুচ্ছেদ : না চিনিয়া খৃষ্টানকে সালাম দেওয়া/৪৯৩
৫২৩. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, 'অমুক আপনাকে সালাম দিয়াছে/৪৯৪
৫২৪. অনুচ্ছেদ : পত্রের জবাব দান/৪৯৪
৫২৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়/৪৯৪
৫২৬. অনুচ্ছেদ : পত্রের শিরোনামা কিভাবে লেখা হইবে ?/৪৯৫
৫২৭. অনুচ্ছেদ : 'বাদ সমাচার' লেখা/৪৯৫
৫২৮. অনুচ্ছেদ : পত্রের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা/৪৯৬

৫২৯. অনুচ্ছেদ : পত্রের প্রারম্ভে কী লেখা হইবে?/৪৯৬
৫৩০. অনুচ্ছেদ : 'সকাল কেমন-অতিবাহিত হইল'-বলা/৪৯৭
৫৩১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পত্র শেষে সালাম এবং তারিখ লিখে/৪৯৯
৫৩২. অনুচ্ছেদ : কেমন আছেন? বলা/৫০০
৫৩৩. অনুচ্ছেদ : 'সকাল কেমন গেল', বলিলে জবাবে কী বলা হইবে/৫০০
৫৩৪. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম/৫০২
৫৩৫. অনুচ্ছেদ : কেবলামুখী হইয়া বসা/৫০২
৫৩৬. অনুচ্ছেদ : মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসা/৫০৩
৫৩৭. অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা/৫০৩
৫৩৮. অনুচ্ছেদ : মজলিসের স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া/৫০৩
৫৩৯. অনুচ্ছেদ : মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা/৫০৪
৫৪০. অনুচ্ছেদ : দুইজনের মধ্যস্থলে বসিবে না/৫০৪
৫৪১. অনুচ্ছেদ : মজলিস-প্রধানের কাছে লোক ডিঙ্গাইয়া যাওয়া/৫০৪
৫৪২. অনুচ্ছেদ : তাহার পার্শ্বচরই সর্বাধিক সম্মানের পাত্র/৫০৬
৫৪৩. অনুচ্ছেদ : পার্শ্বচরের দিকে কি পদবিস্তার করা যাইবে?/৫০৬
৫৪৪. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলা/৫০৭
৫৪৫. অনুচ্ছেদ : বারান্দায় মজলিস জমানো/৫০৭
৫৪৬. অনুচ্ছেদ : কুয়ার কিনারে পা লটকাইয়া বসা/৫০৮
৫৪৭. অনুচ্ছেদ : মজলিসে কেহ জায়গা ছাড়িয়া দিলেও সেখানে বসিবে না/৫১০
৫৪৮. অনুচ্ছেদ : আমানতদারী/৫১১
৫৪৯. অনুচ্ছেদ : কাহারও পানে তাকাইলে পুরাপুরি তাকাইবে/৫১১
৫৫০. অনুচ্ছেদ : কাহারও তদন্তের জন্য গেলে আগে তাহার কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে না/৫১২
৫৫১. অনুচ্ছেদ : 'কোথা হইতে আসিলেন' বলা/৫১২
৫৫২. অনুচ্ছেদ : কাহারও অপছন্দ সত্ত্বেও আড়ি পাতিয়া তাহার কথা শোনা/৫১৩
৫৫৩. অনুচ্ছেদ : খাটে উপবেশন/৫১৪
৫৫৪. অনুচ্ছেদ : চুপি চুপি যাহারা কথা বলিতেছে তাহাদের মধ্যে ঢুকিবে না/৫১৬
৫৫৫. অনুচ্ছেদ : তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানেকানে কথা বলিবে না/৫১৭
৫৫৬. অনুচ্ছেদ : যখন চারিজন থাকে/৫১৭
৫৫৭. অনুচ্ছেদ : যখন কাহারও কাছে বসিবে তখন উঠিবার সময় তাহার অনুমতি লইবে/৫১৮
৫৫৮. অনুচ্ছেদ : রৌদ্রে বসিবে না/৫১৮
৫৫৯. অনুচ্ছেদ : পায়ের গোছা ও কোমরে বাঁধিয়া কাপড় পরা/৫১৯
৫৬০. অনুচ্ছেদ : আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান/৫১৯
৫৬১. অনুচ্ছেদ : গোট মারিয়া বসা/৫২০
৫৬২. অনুচ্ছেদ : চারজানু বসা/৫২০
৫৬৩. অনুচ্ছেদ : কাপড় জড়াইয়া গোট মারিয়া বসা/৫২১
৫৬৪. অনুচ্ছেদ : দুই জানু বসা/৫২২
৫৬৫. অনুচ্ছেদ : চিৎ হইয়া শয়ন/৫২৩
৫৬৬. অনুচ্ছেদ : উপুড় হইয়া শয়ন করা/৫২৪
৫৬৭. অনুচ্ছেদ : ডান হাতে আদান-প্রদান/৫২৫
৫৬৮. অনুচ্ছেদ : বসিবার সময় জুতা কোথা রাখিবে?/৫২৫
৫৬৯. অনুচ্ছেদ : বিছানায় ধুলাবালি নিক্ষেপ শয়তানের কাজ/৫২৫
৫৭০. অনুচ্ছেদ : উনুজ ছাদে শয়ন করা/৫২৬
৫৭১. অনুচ্ছেদ : পা' ঝুলাইয়া বসা/৫২৭
৫৭২. অনুচ্ছেদ : ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কী পড়িবে?/৫২৭
৫৭৩. অনুচ্ছেদ : বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসা বা তাকিয়া ব্যবহার করা/৫২৮

৫৭৪. অনুচ্ছেদ : প্রত্যুষে পড়িবার দু'আ/৫৩০
৫৭৫. অনুচ্ছেদ : সন্ধ্যাকালে কী বলিবে ?/৫৩২
৫৭৬. অনুচ্ছেদ : শয্যাগ্রহণের সময় যাহা বলিবে/৫৩৩
৫৭৭. অনুচ্ছেদ : শয়নকালে দু'আর ফযীলত/৫৩৭
৫৭৮. অনুচ্ছেদ : গালের নীচে হাত রাখিবে/৫৩৮
৫৭৯. অনুচ্ছেদ : (তাসবীহ-তাহলীলের মাহাত্ম্য)/৫৩৮
৫৮০. অনুচ্ছেদ : শয্যা ত্যাগের পর পুনরায় শুইলে বিছানা ঝাঁড়িয়া লইবে/৫৩৯
৫৮১. অনুচ্ছেদ : রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে কী বলিবে ?/৫৪০
৫৮২. অনুচ্ছেদ : হাতে চর্বি লাগিয়া অবস্থায় শয়ন করিবে না/৫৪০
৫৮৩. অনুচ্ছেদ : বাতি নিভাইয়া দেওয়া/৫৪১
৫৮৪. অনুচ্ছেদ : শয়নকালে ঘরে প্রজ্বলিত আগুন রাখিবে না/৫৪২
৫৮৫. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দ্বারা বরকত হাসিল করা/৫৪৩
৫৮৬. অনুচ্ছেদ : কোড়া ঘরে লটকাইয়া রাখা/৫৪৩
৫৮৭. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে দরজা বন্ধ করা/৫৪৩
৫৮৮. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে শিশুদিগকে বাহির হইতে দিবে না/৫৪৪
৫৮৯. অনুচ্ছেদ : চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করান/৫৪৪
৫৯০. অনুচ্ছেদ : কুকুর ও গাধার নৈশ চাঁৎকার/৫৪৪
৫৯১. অনুচ্ছেদ : মোরগের বাক শুনিলে/৫৪৫
৫৯২. অনুচ্ছেদ : মশাকে গালি দিবে না/৫৪৬
৫৯৩. অনুচ্ছেদ : কায়লুলা বা দুপুরে আহারোত্তর বিশ্রাম/৫৪৬
৫৯৪. অনুচ্ছেদ : শেষ প্রহরে নিদ্রা/৫৪৮
৫৯৫. অনুচ্ছেদ : ঘিয়াফত খাওয়ানো/৫৪৮
৫৯৬. অনুচ্ছেদ : খাতনা/৫৪৯
৫৯৭. অনুচ্ছেদ : স্ত্রী লোকের খাতনা/৫৪৯
৫৯৮. অনুচ্ছেদ : খাতনা উপলক্ষে দাওয়াত/৫৪৯
৫৯৯. অনুচ্ছেদ : খাতনা উপলক্ষে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ/৫৪৯
৬০০. অনুচ্ছেদ : বিধমীর দাওয়াত/৫৫০
৬০১. অনুচ্ছেদ : বাঁদীদের খাতনা/৫৫১
৬০২. অনুচ্ছেদ : অধিক বয়সে খাতনা/৫৫১
৬০৩. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের জন্য উপলক্ষে দাওয়াত/৫৫২
৬০৪. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের মুখে মিষ্ট দ্রব্য দান/৫৫৩
৬০৫. অনুচ্ছেদ : জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ দেওয়া/৫৫৩
৬০৬. অনুচ্ছেদ : ছেলে মেয়ে নির্বেশেষে সুষ্ঠু দেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা/৫৫৪
৬০৭. অনুচ্ছেদ : নাতীর নীচের লোম পরিষ্কার করা/৫৫৪
৬০৮. অনুচ্ছেদ : সময় সীমা নির্ধারণ/৫৫৪
৬০৯. অনুচ্ছেদ : জুয়া/৫৫৫
৬১০. অনুচ্ছেদ : মোরগের দ্বারা জুয়া খেলা/৫৫৫
৬১১. অনুচ্ছেদ : বন্ধুকে জুয়ার দাওয়াত দেওয়া/৫৫৬
৬১২. অনুচ্ছেদ : কবুতরের জুয়া/৫৫৬
৬১৩. অনুচ্ছেদ : রমনীদের উদ্দেশ্যে হুদীখানি বা গান গাওয়া/৫৫৬
৬১৪. অনুচ্ছেদ : গান গাওয়া/৫৫৭
৬১৫. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়দিগকে সালাম দিবে না/৫৫৮
৬১৬. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলার পাপ/৫৫৮
৬১৭. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান ও ঘর হইতে বহিস্কার করা/৫৫৯
৬১৮. অনুচ্ছেদ : মু'মিন একই গর্তে দুইবার দাফনিত হয় না/৫৬১

৬১৯. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে তীরন্দাযী করা/৫৬১
৬২০. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুস্থানের হাতছানি/৫৬২
৬২১. অনুচ্ছেদ : কাপড় দিয়া নাক ঝাঁড়া/৫৬২
৬২২. অনুচ্ছেদ : ওসুওয়াসা বা অস্তরের কুমন্ত্রণা/৫৬২
৬২৩. অনুচ্ছেদ : কু-ধারণা/৫৬৩
৬২৪. অনুচ্ছেদ : বাদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুণ্ডন/৫৬৫
৬২৫. অনুচ্ছেদ : বগলের লোম পরিষ্কার করা/৫৬৫
৬২৬. অনুচ্ছেদ : সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহার্দ প্রদর্শন/৫৬৬
৬২৭. অনুচ্ছেদ : পরিচয়/৫৬৬
৬২৮. অনুচ্ছেদ : বালকদের জন্য খেলাধুলার অনুমতি/৫৬৭
৬২৯. অনুচ্ছেদ : কবুতর যবাহু করা/৫৬৭
৬৩০. অনুচ্ছেদ : যাহার প্রয়োজন সে-ই অপরজনের কাছে যাইবে/৫৬৮
৬৩১. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসিয়া খুথু ফেলিতে হইলে/৫৬৮
৬৩২. অনুচ্ছেদ : মজলিসে কথা বলিতে একজনের দিকেই কেবল তাকাইবে না/৫৬৯
৬৩৩. অনুচ্ছেদ : অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো/৫৬৯
৬৩৪. অনুচ্ছেদ : বেহুদা কথাবার্তা/৫৭০
৬৩৫. অনুচ্ছেদ : দু'মুখী লোক/৫৭০
৬৩৬. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সে, যাহার অনিষ্ট হইতে মানুষ দূরে পালায়/৫৭১
৬৩৮. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা/৫৭১
৬৩৯. অনুচ্ছেদ : অত্যাচার/৫৭২
৬৪০. অনুচ্ছেদ : যখন লজ্জাই বোধ কর না তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পার/৫৭২
৬৪১. অনুচ্ছেদ : ক্রোধ/৫৭৩
৬৪২. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় কী বলিবে ?/৫৭৩
৬৪৩. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় মৌনতা অবলম্বন করিবে/৫৭৪
৬৪৪. অনুচ্ছেদ : বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আতিশয্য বাঞ্ছিত নহে/৫৭৪
৬৪৫. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়/৫৭৫

মহাপরিচালকের কথা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে আরাম-আয়েশ সুখ-সন্তোষের সকল উপকরণই আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। মর্ত্যের মানুষ আজ চন্দ্রে তার বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়েছে, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ হয়ত শিগগিরই তার পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু এই চরম বস্তুবাদী উন্নতির যুগেও মানুষ কি তার চির-ঈশ্বরিত 'শান্তি'-র দেখা পেয়েছে?

বস্তুবাদী উন্নতি মানুষকে তার কাক্ষিত শান্তির সন্ধান দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বসেও আজকের সভ্য মানুষ একান্তই অসহায়। আণবিক শক্তির অধিকারী পরাশক্তিসমূহের শাসকদের মুখে শান্তির ললিত বাণী ঘন ঘন উচ্চারিত হলেও স্বয়ং তাদের নিরাপত্তা ছমকির সম্মুখীন।

শান্তির ধর্ম ইসলামই কেবল মানুষকে হিংস্রতা ও হানাহানি থেকে বাঁচাতে পারে। কেননা, ইসলাম মানুষকে পুলিশের ভয়ে আইন মানতে শেখায় না। বরং মু'মিনের সদাজগত বিবেকই অন্তরের নিভৃত কোণ থেকে তাকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। ইসলামের নবী (সা) কেবল নামায-রোযার বাহ্যিক কিছু রসম-রেওয়াজ শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, মানুষকে চলার পথের সকল খুঁটিনাটি শিক্ষাও ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বাণীতে—তাঁর অনুশীলনে। তাঁর এ শিক্ষা মানবীয় চরিত্রকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করে তোলার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। আল্লাহর নবীর চরিত্র গঠনমূলক বাণী ও অনুশীলনসমূহের অপূর্ব সমাহার ঘটেছে ইমামুল হাদীস ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (র)-এর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' নামক এই কিতাবখানিতে। হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে তাই এই কিতাবখানি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী বিশ্বনবীর হাদীসের এই অনন্য কিতাবের তরজমায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহর শোকর, তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য ভাষায় কিতাবখানির তরজমা করেছেন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যামূলক টীকাও তিনি এতে সংযোজন করেছেন। ফলে, তা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয়েছে। হাদীসে নববীর এ রত্নভাণ্ডার প্রথম ১৯৮৪ সালে বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরার সৌভাগ্য লাভ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ২০০৪ সালে কিতাবখানির সব খণ্ড একত্র করে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

সুধী পাঠক সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে, এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি পাঠক সমাজের কাছে গ্রন্থটি পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় হাবীবের আদর্শে জীবন গড়ার তাওফিক দিন! আমীন!!

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়াহর উৎস হিসেবে আল-কুরআনের পরই আল-হাদীসের স্থান। আল-হাদীস একদিকে যেমন আল-কুরআনের ব্যাখ্যা, অন্যদিকে রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনের বাস্তব চিত্র।

হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে বুখারী শরীফ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম বুখারী নামে খ্যাত হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র)।

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র)-এর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সতর্কতা সুবিদিত। সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে তিনি সনদসহ প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওয়া আক্দাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রহণের আগে মোরাকাবার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন।

ইমাম বুখারী (র) সংকলিত সহীহ আল-বুখারীর পর তাঁর যে কিতাবটি মুসলিম সমাজে সমধিক পরিচিত ও সমাদৃত তা হচ্ছে ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’। এটি মূলত শিষ্টাচার সংক্রান্ত হাদীসের সংকলন। ইসলামী সমাজে ‘মু‘আমিলা’ তথা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মূলে মুসলমানদের এই গ্রন্থটিই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : “হে মু‘মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।” (সূরা সাফ্ফ : ২-৩)

কুরআনুল করীমের এ আয়াতের নির্দেশ ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজে যেমন বাস্তবে অনুসরণ করেছেন, সাহাবীগণকেও তা আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁদের এই আমলের বাস্তব প্রতিফলনের ফলস্বরূপ ইসলামের রূপ ও মাধুর্য খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়াব্যাপী মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে। দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

আজও যারা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত তাঁদের শিষ্টাচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের ব্যবহার, আচার-আচরণ, নৈতিকতা ইত্যাদি দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে—যে নসীহত প্রদান করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রথমেই তা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া, মানব সম্প্রদায়কে অন্যান্য প্রাণী জগত থেকে স্বতন্ত্র করার পেছনে যে কয়টি কার্যকারণ রয়েছে তার মধ্যে শিষ্টাচার অন্যতম। তাই মানব সভ্যতার বিকাশেও শিষ্টাচারের ভূমিকা অনন্য।

এ দিক থেকে এ গ্রন্থের ভূমিকা অসাধারণ। এতে ১৩৩৯ খানা হাদীস ৬৪৫টি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। আদব ও নৈতিকতা সংক্রান্ত হাদীসের এতো বড় সমাহার আর দ্বিতীয়টি নেই।

এসব গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম ১৯৮৪ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ১৯৯১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে সব খণ্ড একত্রিত করে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এই অনন্য সাধারণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের কুরআন ও হাদীস বোঝা ও তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উৎসর্গ

যে আক্বাজানের ছিয়াশি বছরের জীবনের অস্তিম দিনগুলোর তাহজ্জুদের দু'আ থেকে কোন দিন আমি বঞ্চিত থাকিনি, যে আম্বাজান তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত আমার কোন পরীক্ষার দিনেও রোযা ছাড়া থাকতেন না, আর যাঁদের ত্যাগী ও আল্লাহু প্রেমে মাতোয়ারা মন-মানসিকতা তথাকথিত উজ্জ্বল ও রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ গড়ার পরিবর্তে আমাকে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের দৈন্যভরা জীবনকেই গৌরবের পথ বলে বরণ করার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছেন- সেই মরহুম আক্বাজান মওলবী সাঈদ উল্লাহ ও মরহুমা আম্বাজান মোসাম্মাৎ কাফুরুন-নেসা-এর মাগফিরাত কামনায়

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

“পরোয়ারদিগার! তাঁদের প্রতি ঠিক সেরূপ দয়া প্রদর্শন করুন, যেসূরূপ দয়া দ্বারা তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।”

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

অনুবাদের কথা

সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্য ও জটিল রহস্যময় তত্ত্বকথা দ্বারা কোন ধর্ম বা আদর্শের ততটুকু প্রসার ঘটে না, যতটুকু ঘটে সে ধর্ম বা আদর্শের ধারক-বাহকের ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য তথা চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে। তাই যাতে কেউ বড় বড় বুলি কপ্‌চিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্টি না হন, তজ্জন্য ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনের কঠোর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।” (সূরা সাফ : ২)

তাই ইসলামের নবী এমন কোন কথা কোন দিন উচ্চারণ করেন নি, এমন কোন উপদেশ ভক্তদের দেন নি, যা তিনি নিজে করে না দেখিয়েছেন! তাই ‘আপনি আচরি-ধর্ম অপরে শিখাও’ উপদেশ বাক্যটি অপর সকলের ব্যাপারে প্রযোজ্য হলেও ইসলামের নবীর জীবনে এটাই ছিল সত্য। তিনি প্রথমে নিজে আমল করে দেখিয়েছেন, তারপর অন্যদেরকে আমলের দাওয়াত দিয়েছেন। তাই কতিপয় সাহাবা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে উম্মুল মু‘মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন হযরত আয়েশা (রা) অবাক বিস্ময়ে পাণ্টা প্রশ্ন করলেন : ‘আপনারা কি কুরআন পড়েন নি ? তাঁর চরিত্র তো ছিল কুরআনেরই জলজ্যন্তু নমুনা!’

তাই কুরআন শরীফের শিক্ষাবলী কি তা জানতে হলে নবী করীম (সা)-এর জীবন-কাহিনী ও তাঁর চরিত্র অধ্যয়ন করতে হয় আর নবী করীম (সা)-এর জীবন ও আদর্শ কি তা জানতে হলেও কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করতে হয়। অন্য কথায় কুরআনের শব্দরাশি নবী করীমের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে আর রাসূলের চরিত্রই কুরআনের শব্দসম্ভারে রেকর্ড করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন-আশ্রিত জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম যে কত সুন্দর, কত মধুর, কত যথার্থ হয়ে উঠেছে ফারসী কবি শেখ সা‘দীর আরবী দু’টি পংক্তিতে—যা আমাদের মিলাদ মাহফিলগুলোতে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে :

“পূর্ণতার শীর্ষে তিনি পৌঁছলেন তাঁর কামালতে,
তাঁর অপরূপ রূপের ছটা নাশ্লো আঁধার ধরা হতে।
কী যে মধুর স্বভাব তাঁর, কী অপরূপ চাল ও চলন,
তাঁর প্রতি, তাঁর পরিজনে পড়ো দরুদ প্রেমিক সৃজন!

ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (র) নবী করীম (সা)-এর কুরআন-আশ্রিত জীবনের খুঁটিনাটি চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর সংকলিত প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’-এ। হাদীসের প্রায় প্রত্যেক কিতাবেই কিতাবুল আদব বা শিষ্টাচার অধ্যায় একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কিন্তু ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ কেবল শিষ্টাচারের বর্ণনায়ই ভরপুর। এ শুধু আল্লাহর রাসূলের উপদেশ

নয়, এটা তাঁর ব্যবহারিক জীবনের একটি নিখুঁত আলেখ্যও বটে। হিদায়াতের আলোকস্তম্ভরূপে তিনি যে সাহাবী-সমাজকে উন্মাতের জন্য রেখে গিয়েছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদেরও কারো কারো বাস্তব জীবনের উদাহরণসমূহ এতে স্থান পেয়েছে। তাই বাংলাদেশের প্রথম উলামা ডেলিগেশনের অন্যতম সদস্যরূপে ১৯৭২ সালে রাশিয়া সফর করে এসে তাসখন্দে মুদ্রিত ইমাম বুখারী (র)-র এই ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ কিতাবখানা যখন আমার অনুজ মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আমার হাতে এনে তুলে দেন, তখন আমি এর অনুবাদ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। কেননা, সুসভ্য জাতি গঠনের সমস্ত উপাদান এতে এত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত রয়েছে, আধুনিক যুগের Most etiquette Society বা সুসভ্য সমাজেও তার অনেক কিছুই অনুপস্থিত। আমার বিশ্বাস, চারিত্রিক অধঃপতন ও চরম নৈরাজ্যের এই আধুনিক যুগে এ কিতাবখানি ঘন তমসাবৃত রাতে অকূল-পাথারে পথহারা-দিশাহারা জাহাজের যাত্রীদের সম্মুখে ধ্রুবতারা তুল্য প্রমাণিত হবে।

কিতাবখানার তরজমা আমি সেই কবেই শুরু করেছিলাম, কিন্তু এরূপ একখানি দুর্লভ কিতাবের অনুবাদ কর্ম সত্যিই কম আয়াসসাধ্য কাজ নয়। কেননা, পাঠ্য তালিকাভুক্ত হাদীসের কিতাবসমূহের যেমন শরাহ বা ব্যাখ্যা পুস্তকাদি বাজারে পাওয়া যায়, এ কিতাবের তেমন কোন শরাহ পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া হাদীসসমূহের অনেক স্থানেই আমাকে বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়েছে। নতুবা অনেক হাদীসই পাঠকের কাছে সঙ্গতিবিহীন মনে হতো। এ কাজটি যেমন কঠিন ও দুঃসাধ্য তার চেয়ে বেশি উৎসাহ ও তাকীদ বাইরে থেকে না পাওয়া গেলে এ কাজে অগ্রসর হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই অনুবাদ কর্মের প্রায় মধ্যভাগেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমনি এক সময়ে (১৯৭৯) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকরূপে কর্মবীর জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমের শুভাগমন ঘটলো।

‘আল-আদাবুল মুফরাদ’-এর মত একখানি কিতাবের তরজমায় হাত দিয়ে মাঝপথে এসে আমি নিখর নিষ্পন্দন—এ কথা তাঁর চোখে ধরা পড়তেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখা করতেই বন্ধুসুলভ ভর্তসনার কশাঘাতে তিনি আমাকে জর্জরিত করে তুললেন। তাই বাধ্য হয়ে মাত্র দুই মাসে আমাকে সেই কিতাবের বাকি অর্ধেকের তরজমা সম্পন্ন করে দিতে হলো—যার প্রথমার্ধের অনুবাদে আমার ইতিপূর্বে প্রায় চারটি বছর কেটে গিয়েছিল। সহধর্মিণী বেগম উম্মে হানীও ঘন ঘন তাকীদ দিয়ে কাজটিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেন। ঘরে বাইরের এরূপ ঘন ঘন তাকীদ ও উপদ্রব না থাকলে আমার মত কর্মব্যস্ত অলসের পক্ষে এ কিতাবখানির তরজমা সম্পন্ন করতে আরো অনেক বেশি সময় লাগার কথা ছিল। উপস্থিত সময়ে তাঁদের এ উপদ্রবে রীতিমত অতিষ্ঠ বোধ করলেও কিতাবখানি প্রকাশের শুভ মুহূর্তে তাঁদের এ দানকে আমি কোন মতেই ছোট করে দেখতে পারছি না। নবী করীম (সা)-এর ব্যবহারিক জীবনের এ নিখুঁত আলেখ্য গ্রন্থের অনুবাদে আমি কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি, তার বিবেচনার ভার সুধী পাঠক সমাজের উপর রইলো।

বিশ্ব মানবের শ্রেষ্ঠতম দিকদিশারী ও শিক্ষক আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুত্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ শিক্ষাবলী দীপ্ত হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিটি কাজে-কর্মে তথা সমগ্র সন্তায়, আল্লাহ তা‘আলার দরবারে এ তৌফিক কামনা করেই এ ভূমিকার ইতি টানছি।

ইমাম বুখারী (র)

মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমার রাত্রিতে সাবেক সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত তাজাকিস্তানের রাজধানী সমরকন্দ হইতে প্রায় ৩৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত ইসলামী জ্ঞানপীঠ বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। মাতার তত্ত্বাবধানেই তিনি লেখাপড়া করেন। মহল্লার মজবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তাঁহার সমপাঠিগণ যা দিনের পর দিন খাতায় লিখিয়া যাইতেন, তিনি আদৌ তা না লিখিয়াও দীর্ঘ সনদসহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। এমনকি সমপাঠীরা তাঁহার কাছে হাদীস ও হাদীসের সনদগুলি শুনিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ভুল শুদ্ধ করিতেন। ২১০ হিজরীতে তিনি তাঁহার মাতা এবং ভাইদের সাথে একত্রে হজ্জ করিতে যান। হজ্জ সমাপন করিয়া মাতা এবং ভাইগণ তো দেশে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে থাকিয়া গেলেন। অতঃপর হিজায়, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি ইসলামী জ্ঞানপীঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাগণের নিকট তিনি হাদীসের জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন।

মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হন। এই সময় তিনি সাহাবী ও তাবিঈগণের মাহাত্ম্য ও তাঁহাদের বাণীসমূহের সংকলন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাযারে বসিয়াই ‘কিতাবুত-তারীখ’ (ইতিহাস গ্রন্থ) প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। রাত্রি বেলা চন্দ্রের আলোতে বসিয়া তিনি পুস্তক প্রণয়নের কাজ করিতেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেন যে, ‘এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির নামের সহিত এক একটি দীর্ঘ কাহিনী আমার জানা আছে, যাহা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি সযত্নে পরিহার করিয়াছি।’

তাঁহার সর্বাধিক খ্যাত কিতাব হইতেছে “আল-জামিউস সাহীহ আল-মুসনাদু আল-মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহী” যাহা সংক্ষেপে সহীহ বুখারী নামেই খ্যাত। বিশুদ্ধতার দিক হইতে আল্লাহর কুরআনের পরেই ইহার স্থান। ছয় লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া উহাতে মাত্র ৩৭৬১ খানা হাদীস তিনি সংকলিত করেন। ইহাতে তাঁহার সুদীর্ঘ ষোলটি বৎসর অতিবাহিত হয়। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি গোসল করিয়া দুই রাক‘আত নফল নামায আদায় করেন।

এই কিতাবখানি তাঁহার জীবদ্দশায়ই এত প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ইমাম তিরমিযীসহ প্রায় এক লক্ষ শাগরিদ উহা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। এই কিতাবের শতাধিক শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখিত হয়। বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ বা অনন্য শিষ্টাচার নামে সংকলিত তাঁহার হাদীস গ্রন্থখানিতে ১৩৩৯ খানা হাদীস তিনি ৬৪৫টি শিরোনামে বর্ণনা করিয়াছেন। আদব ও নৈতিকতা শিক্ষার এত বড় সংকলন পৃথিবীতের আর দ্বিতীয়টি নাই।

মধ্য এশিয়া ও কাষাকিস্তানের মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড সম্প্রতি তাশখন্দ হইতে উহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। বর্তমান অনুবাদটি ১৩৯০ (১৯৭০ ইং) সালে মুদ্রিত উক্ত সংস্করণকে সম্মুখে রাখিয়াই করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ইলমে ও আমলে যেমন অনন্য ছিলেন, তেমনি অনন্য ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ। পার্থিব বৈভব ও মর্যাদা লাভের জন্য আমীর-উমরাদের তোষামোদ করা তো দূরের কথা, ইলমে নববীর সামান্যতম অবমাননাও যাহাতে কোনরূপ হইতে না পারে, সেদিকে তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন। বুখারার তৎকালীন শাসক তাঁহার সম্মানদিগকে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ইমাম সাহেব হাদীসের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসকের বাড়ি গিয়া হাদীস পড়াইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অগত্যা শাসক তাঁহাকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার ছেলেরা হাদীস শিক্ষার জন্য তাঁহার খেদমতেই হাযির হইবে, তবে ঐ সময় যেন অন্য কোন শিক্ষার্থীকে হাযির থাকিতে দেওয়া না হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব ইহাতেও অস্বীকৃত হন। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে, হাদীস হইতেছে হযরত নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ—যাহাতে মুসলিম মাত্রেই সমান অধিকার। সুতরাং নবীর হাদীস শিক্ষাদানে এই বিভেদ নীতিকে তিনি কোন মতেই প্রশ্রয় দেবেন না। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। শাসকের রোষানলে পড়িয়া ইমাম সাহেব মাতৃভূমি বুখারা হইতে বহিস্কৃত হইলেন। ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের রাত্রিতে তাঁহার ইত্তিকাল হয় এবং বুখারা ও সমরকন্দের মধ্যবর্তী ‘খরতঙ্গ’ নামক গ্রামে তিনি সমাহিত হন। বর্তমানে এই গ্রামটি ‘কারিয়া খাজা সাহেব’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও বয়সের সংখ্যা নিরূপক নিম্নলিখিত আরবী বাক্যটি অতি প্রসিদ্ধ—

অর্থাৎ ‘সিদ্কে’ (সত্য) তাঁহার জন্ম, ‘হামীদ’ (প্রশংসনীয়) তাঁহার জীবনকাল এবং ‘নূরে’ (আলোকে) তাঁহার মৃত্যু। এখানে সিদ্ক ১৯৪, হামীদ ৬২ এবং নূর শব্দটি ২৫৬ সংখ্যাজ্ঞাপক—যাহা যথাক্রমে তাঁহার জন্ম, বয়স ও মৃত্যুর সাল নির্দেশ করিতেছে।

আল্লাহ্ তা‘আলা ইলমে নববীর এই শ্রেষ্ঠ সেবকের মর্যাদা আরও বুলন্দ করুন এবং আমাদিগকে তাঁহার অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন! সুখ্যা আমীন!!



১- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا (২৭ : ৮)

১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছি।”

—আল-কুরআন ২৯ : ৮

১- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدٍ بْنُ هَارُونَ بْنِ الْجَبَّارِ الْبُخَارِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ النَّيَّازِ كَيْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقْرَبَهُ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًا فِي صَفَرِ سَنَةِ سَبْعِينَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْجَلِيلِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حُرَيْثِ الْبُخَارِيُّ الْكَرْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ الْبَزَارُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مَا بَيْدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي -

১. আবু নাসর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন হামিদ ইবন হারুন ইবন আবদুল জাব্বার আল-বুখারী উরফে ইবনুল নিয়াযেকী যখন ৩৭০ হিজরীর সফর মাসে হজ্জ উপলক্ষে আমাদের এখানে

আসেন। তখন তিনি বর্ণনা করেন এই ভাবে যে, এই কিতাব “আল-আদবুল মুফরাদ” তাঁহার সম্মুখে পঠিত হয় এবং তিনি উহা অনুমোদন করেন। তিনি বলেন যে, আবুল খায়ের আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল জলীল ইব্ন খালিদ ইব্ন হুরায়স আল-বুখারী আল-কিরমানী আল-আব্বাসী আল-বাজ্জার (র) ৩২২ হিজরীতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম ইবনুল মুগীরা ইবনুল আহনাফ আল-জু‘ফ আল-বুখারী (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল ওয়ালীদ তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শু‘বা (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ওয়ালীদ ইব্ন ইজার (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : আবু আমর শায়বানীকে আমি বলিতে শুনিয়াছি এই বাটীর মালিক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন-বলিয়া তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন--আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর নিকট সব চাইতে প্রিয় আমল কি ? ফরমাইলেন : নামায যথাসময়ে আদায়। আমি বলিলাম : তারপর কোনটি ? ফরমাইলেন : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা। আমি বলিলাম : অতঃপর কোনটি ? ফরমাইলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বর্ণনা করিলেন। যদি আমি আরো অধিক প্রশ্ন করিতাম, তবে তিনি অবশ্যই আরও অধিক বর্ণনা করিতেন।

٢- حَدَّثَنَا أَدُمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ -

২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন : প্রতিপালকের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।'

٢. بَابُ بِرِّ الْأُمِّ

২. অনুচ্ছেদ : মাতার প্রতি সদ্যবহার

٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ -

১. ইসলামের দৃষ্টিতে আদ্বাহর সবচাইতে বড় ইবাদত হইতেছে নামায। এহেন নামাযের পরপরই জিহাদের মত প্রাণান্তর ও সর্বজন-স্বীকৃত পূর্ণ কর্মের কথা উল্লেখ না করিয়া তাহার পূর্বে হাদীসে পিতার সম্বাবহারের কথা উল্লেখ করায় পিতামাতার প্রতি সম্বাবহারের গুরুত্ব যে কত বেশী এবং ইহা যে আদ্বাহর কাছে কত বেশী প্রিয়, তাহাই বুঝানো হইয়াছে। ইহার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) উভয় মনীষীই তাঁহাদের সহীহাইনে এ হাদীসখানা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুরআন শরীফের আয়াতে তো এই ব্যাপারটা আরো বেশী গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হইয়াছে, যেখানে আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো ইবাদত বা পূজা-অর্চনা না করার কথা বলার পরপরই পিতামাতার প্রতি সদ্‌বহারের কথা বলা হইয়াছে। বিষয়টির এহেন গুরুত্বের জন্যই ইমাম বুখারী (র) তাঁহার এই কিতাব “আল-আদবুল মুফরাদ”-এর প্রথম শিরোনামরূপে ইহাকেই বাছিয়া লইয়াছেন।

৩. আবু আসিম বাহু ইবন হাকীমের প্রমুখাৎ, তিনি তদীয় পিতার এবং তদীয় পিতা তদীয় পিতামহের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সদ্যবহার লাভের সর্বাধিক যোগ্য পাত্র কে ? তিনি ফরমাইলেন : তোমার মাতা। বলিলাম : তারপর কে ? ফরমাইলেন : তোমার মাতা। আবার বলিলাম : তারপর কে ? ফরমাইলেন : তোমার মাতা। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম : তারপর কে? ফরমাইলেন : তোমার পিতা। অতঃপর যে যত ঘনিষ্ঠ সে তত বেশী।

৪- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي وَخَطَبْتُهَا غَيْرِي فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَنْكِحَهُ فَغَرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ أُمُّكَ حَيَّةٌ ؟ قَالَ لَا قَالَ تَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَاعَتْ فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ -

৪. আতা ইবন ইয়াসার (রা) বলেন : এক ব্যক্তি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, আমি একটি রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে তাহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল এবং সে ঐ প্রস্তাব পছন্দ করিল। ইহাতে আমার আশ্চর্য্যাদায় আঘাত লাগিল এবং আমি তাহাকে রাগের মাথায় হত্যা করিয়া বসিলাম। আমার জন্য কি তাওবার মাধ্যমে উক্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন সুযোগ আছে ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার মাতা কি জীবিত আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল : জী না। তিনি বলিলেন : তুমি আল্লাহর নিকট তাওবা কর এবং যথাসাধ্য ইবাদত ও নফল কার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও!

রাবী আতা ইবন ইয়াসার (রা) বলেন : তখন আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা) এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : হুযুর! তাহার মাতা জীবিত কি না, এ কথা আপনার জিজ্ঞাসা করার হেতু কি? তিনি বলিলেন : মাতার সহিত সদ্যবহারের চাইতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রকৃষ্টতর কোন কার্য আমার জানা নেই।

১. এই হাদীসের দ্বারা বোঝা গেল যে, মাতার সহিত সদ্যবহার এমন একটি পুণ্যকর্ম যাহা নরহত্যার জঘন্য গোনাহরও কাফ্ফারা হইতে পারে।
হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দ্বারা একটি জঘন্য পাপকার্য সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এখন আমার তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ? জবাবে নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : তোমার মাতা কি এখনও জীবদ্দশায় আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল, জী না, তবে আমার খালা এখনও বাঁচিয়া আছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তবে তাঁহার সহিত সদ্যবহার করিবে। তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসখানা সম্পর্কে প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইবন হাক্বান ও হাকিম (র) ইমাম বুখারী ও মুসলিমের নির্ধারিত বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই 'মারফু' হাদীসের ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত 'মাওকুফ' হাদীসের মর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।
(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৩. بَابُ بِرِّ الْأَبِ

৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি সদ্যবহার

৫- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبَاكَ-

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, যে একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সদ্যবহার লাভের সর্বাধিক যোগ্য পাত্র কে? ফরমাইলেন : তোমার মাতা। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : অতঃপর কে? ফরমাইলেন : তোমার মাতা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন : অতঃপর কে? ফরমাইলেন : তোমার মাতা। সে ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন : অতঃপর কে ফরমাইলেন : তোমার পিতা।

৬- حَدَّثَنَا بُسْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُنِيَ رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ بِرُّ أُمِّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرُّ أُمِّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بِرُّ أَبَاكَ-

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরম্ভ করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে কি করিতে আদেশ করেন? তিনি ফরমাইলেন : তোমার মাতার প্রতি সদ্যবহার করিবে। সে ব্যক্তি পুনরায় ঐ একই প্রশ্ন করিল, জবাবে তিনি বলিলেন : তোমার মাতার সহিত সদ্যবহার করিবে। সে ব্যক্তি আবার ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল, তিনি ফরমাইলেন : তোমার মাতার প্রতি সদ্যবহার করিবে। অতঃপর সে ব্যক্তি চতুর্থবার প্রশ্ন করিল, তিনি বলিলেন : তোমার পিতার সাথে সদ্যবহার করিবে।

৪. بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظَلَمَا

৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার যুলুম সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি সদ্যবহার

৭- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْقُتَيْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান : আমি যখন বেহেশতে যাই (মি'রাজ-রজনীতে বেহেশতে গমনের ইঙ্গিত); তখন জনৈক ক্বারীর কিরা'আতের আওয়াজ আমার কানে পৌঁছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই কিরা'আতের আওয়াজ কাহার? জবাব পাওয়া গেল, 'হারিসা ইবন নু'মানের' এই ঘটনা বর্ণনার পর নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : তোমরাও এরূপ সদাচারী হও! তোমরাও এরূপ সদাচারী হও! কেননা, সে তাঁহার মায়ের সহিত অন্যদের তুলনায় অধিকতর সদাচারী ছিল। শারহুস সুন্নাহ ও বায়হাকী-বর্ণিত এই হাদীসখানা দ্বারাও একবার প্রমাণ যাইতেছে যে, মাতার সহিত সদ্যবহার এমন একটি পুণ্যকর্ম যদ্বারা বেহেশত পাওয়া যাইবে।

مُحْتَسِبًا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ يَغْنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٍ وَإِنْ
 أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ قِيلَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ
 ৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই-যাহার মুসলিম পিতামাতা রহিয়াছেন
 এবং সে প্রত্যুষে তাঁহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে অথচ আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশতের
 দুইটি দরজা খুলিয়া না দেন। আর যদি একজন থাকেন তবে একটি দরজা। আর যদি সে ব্যক্তি
 তাঁহাদের মধ্যকার কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাকে সন্তুষ্ট না করে,
 ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাহার উপর সন্তুষ্ট হন না। জিজ্ঞাসা করা হইল : যদি তাহার উপর যুলুম করেন,
 তবুও কি ? ফরমাইলেন : হাঁ, যদি তাহার উপর যুলুমও করেন তবুও।
 এই মারফু' হাদীসের দ্বারা উক্ত মাওকুফ হাদীসের মর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

৫- بَابُ لَيْنِ الْكَلَامِ لِوَالِدَيْهِ

৫. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার সহিত নম্রভাষায় কথা বলা

৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مَخْرَاقٍ
 قَالَ حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّجْدَاتِ فَاصْبَتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا
 مِنَ الْكِبَائِرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا هِيَ ؟ قُلْتُ كَذَا كَذَا قَالَ لَيْسَتْ هَذِهِ
 مِنَ الْكِبَائِرِ هُنَّ تِسْعُ الْأَشْرَاقِ بِاللَّهِ وَقَتْلُ نَسَمَةٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ
 الْمُحْصَنَةِ وَaklُ الرِّبَا وَaklُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْحَادُ فِي الْمَسْجِدِ وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ
 وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ اتَّفَرَّقُ مِنَ النَّارِ وَتَحِبُّ أَنْ تَدْخَلَ
 الْجَنَّةَ ؟ قُلْتُ أَيْ وَاللَّهِ : قَالَ أَحَى وَالذَّاك ؟ قُلْتُ عِنْدِي أُمِّي قَالَ فَوَاللَّهِ ! لَوْ
 أَلَنْتُ لَهَا الْكَلَامَ وَأَطَعْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخَلْنَ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكِبَائِرَ -

৮. তাইসালা ইবন মাইয়াস বলেন : আমি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। সেখানে এমন কিছু কার্যকলাপ
 আমার দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলিকে আমি কবীরা গোনাহ বলিয়া মনে করি। হযরত ইবন উমর
 (রা)-এর খেদমতে আমি সে প্রশ্নটি উত্থাপন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তাহা কি কি ? আমি
 বলিলাম : অমুক অমুক ব্যাপার। তিনি বলিলেন : এ গুলি তো কবীরা গোনাহ নহে, কবীরা গোনাহ
 হইতেছে নয়টি :

১. বায়হাকী কর্তৃক “শু'আবুল ঈমান”-এ সংকলিত হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এরই প্রমুখাৎ বর্ণিত মারফু' হাদীসে
 আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহর ফরমানবরদার বান্দা হিসেবে গাত্রোখান করে তাহার জন্য
 বেহেশতের দুইটি দরজা খুলিয়া যায় ; আর যদি তাঁহাদের দুইজনের একজন থাকেন, তবে একটি দরজা। আর
 যদি সে প্রত্যুষে পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহর না-ফরমান বান্দারূপে গাত্রোখান করে, তবে তাহার জন্য জাহান্নামের
 দুইটি দরজা খুলিয়া যায়। আর যদি তাঁহাদের মধ্যকার একজন থাকেন, তবে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।
 এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : যদি তাহার সে ব্যক্তির উপর যুলুম করিয়া থাকেন, তবুও কি ? বলিলেন : হা, যদি
 তাহারা তাহার উপর যুলুম করেন, তবুও।

১. আল্লাহর সহিত শিরক করা, ২. নরহত্যা, ৩. জিহাদ হইতে পলায়ন, ৪. সতীসাক্ষী নারীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের অপবাদ রটানো, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, ৭. মসজিদে ধর্মদ্রোহিতা (ইহলাদ), ৮. ধর্ম নিয়া উপহাস করা, এবং ৯. সন্তানের অবাধ্যতার দ্বারা মাতাপিতাকে কাঁদানো।

ইবন উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি জাহান্নাম হইতে দূরে থাকিতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিতে চাও ? সে ব্যক্তি বলিল : আল্লাহর কসম, আমি তাহাই চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন ? তিনি বলিলেন : কসম আল্লাহর, তুমি যদি তাঁহার সহিত নম্রভাষায় কথা বল এবং তাঁহাকে ভরণপোষণ কর তবে, তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। অবশ্য, যতক্ষণ কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বিরত থাক।

৯- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [১৭ : ২৪] قَالَ لَا تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ -

৯. হিশাম ইবন উরওয়া তদীয় প্রমুখাৎ কুরআন শরীফের আয়াত :

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

“দয়াদর্ভতার সহিত বিনয় ও নম্রতার ডানা তাহাদের নিমিত্ত সম্প্রসারিত করিয়া দাও।” প্রসঙ্গে বলেন : তাঁহারা যে বস্তুই পসন্দ করেন না কেন, তাহাই তাঁহাদিগকে প্রদান কর।

৬- بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ

৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতিদান

১- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَجْزِي وَلَدٍ وَالِدَهُ ، إِلَّا يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْرِبُهُ فَيُعْتِقَهُ -

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফরমাইছেন : সন্তানের পক্ষে তাহার পিতার প্রতিদান দেওয়া সম্ভবপর নহে, তবে হ্যাঁ, সে যদি তাঁহাকে ক্রীতদাস অবস্থায় পায় এবং সে তাঁহাকে খরিদ করিয়া আশ্রয় করিয়া দেয়, তবেই প্রতিদান হইতে পারে।

১১- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَمْلَ أُمِّهِ وَرَأَى ظَهْرَهُ يَقُولُ :

إِنْ أَذْعَرْتُ رِكَابَهَا لَمْ أَذْعَرْ * إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُدَّلَّلُ

তুমি কোথায় : য়া ইবন উমর ! অত্রনি জরীত্বে ? قَالَ , لَا وَلَا بِزُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ فَاتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ ! أَبِي مُوسَى إِنْ كُلَّ رَكَعَتَيْنِ تُكْفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا -

১১. সাঈদ ইব্ন আবু বুরদা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) একদা জনৈক ইয়েমনী যুবককে স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে নিয়া তাওয়াফরত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সে তখন নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল : **انْ اَذْعَرْتُ رَكَابَهَا لَمْ اَذْعَرْ + اِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمَذْلُ**।
“আমি তাঁহার অনুগত উষ্ট্রের মত। যদি তাঁহার রেকাব (পা-দানী) দ্বারা আমি আঘাতপ্রাপ্ত হই, তবুও নিরুদ্বেগে তাহা সহ্য করিয়া যাই।”

তারপর সে বলিল : আমি কি আমার প্রতিদান দিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনি মনে করেন ? তিনি বলিলেন : না, তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তো হয় নাই! অতঃপর ইব্ন উমর (রা) তাওয়াফ করিলেন এবং মাকামে-ইব্রাহীমে পৌছিয়া দুই রাক‘আত নামায পড়িলেন এবং বলিলেন : হে আবু মূসার পুত্র! প্রত্যেক দুই রাক‘আত নামায পূর্ববর্তী পাপের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।’

১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيدٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانَ وَكَانَ يَكُونُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرٍ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، يَا أُمَّتَاهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَتَقُولُ : وَعَلَيْكَ يَا بَنِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَقُولُ : رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا وَبَيْتِنِي صَغِيرًا فَتَقُولُ : رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَهُ -

১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা মারওয়ান তাঁহাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিল এবং তিনি তখন যুল-হলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। তিনি একটি ঘরে বাস করিতেন এবং তাঁহার মাতা ভিন্ন আর একটি ঘরে বাস করিতেন। যখন তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার মাতার দরজার দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন : “আসসালামু আলাইকে ইয়া উম্মাতাহ্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্”-আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ওয়া বরকত বর্ষিত হউক হে আম্মাজান! প্রত্যুত্তরে তাঁহার মাতা বলিতেন : ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্-তোমার উপরও শান্তি, রহমত ওয়া বরকত বর্ষিত হইক হে বৎস!

অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) আবার বলিতেন : رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا “আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন যে ভাবে আপনি আমার শৈশবকালে আমার প্রতিপালন করিয়া ছিলেন।” প্রত্যুত্তরে আবার মা বলিতেন : رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا “আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন-যে রূপ বার্ধক্যে আমার প্রতি তুমি সদ্যবহার করিয়াছ।” অতঃপর গৃহে প্রত্যাভর্তন করিয়াও তিনি অনুরূপ সালাম-সম্ভাষণ করিতেন।

১. এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, মাতাকে আপন পৃষ্ঠে বহন করিয়া হজ্জ করাইলেও তাঁহার ঋণ শোধ করা যায় না। এমন একটি পুণ্য কর্মও মাতার প্রতিদান হিসাবে অতি নগন্য, উপরন্তু নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়-যদিও তাহা দুই রাক‘আত মাত্রই হউক না কেন!

১৩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَبَايِعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ ، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَأَضْحَكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا -

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়'আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, অথচ ঘরে তাহার পিতামাতা তখন ক্রন্দরত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তুমি তোমার পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাঁহাদিগকে যেমন কাঁদাইয়াছ, তেমনি তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া দাও !

১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُذَيْكِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، يَا أُمَّتَاهُ : تَقُولُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَقُولُ : رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا فَتَقُولُ : يَا بُنَى وَأَنْتَ ، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا -

قَالَ مُوسَى : كَانَ اسْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -

১৪. আবু হাযিম বর্ণনা করেন, উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের আযাদকৃত গোলাম আবু মুররা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একদা তিনি আকীকে অবস্থিত তাঁহার জমিতে উপনীত হইলেন, তখন উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন : আলাইকিস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া উম্মাতাহ্। প্রত্যুত্তরে তাঁহার মাতা বলিলেন : ওয়া আলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন : রাহিমাকেল্লাহি কামা রাব্বায়তিনী সাগীরা। প্রত্যুত্তরে তাঁহার মাতা বলিলেন : ইয়া বুনাইয়া ওয়া আন্তা জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাযিয়া আনকা কামা বারারতানী কাবীরা-“আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন বৎস এবং তোমার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হউন যেভাবে আমার বার্দকো তুমি আমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিয়াছ।”

আবু হাযিমের কাছে এ হাদীসখানা বর্ণনাকারী রাবী মূসা বলেন : আবু হুরায়রার আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন আমর।

৭- بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ

৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতা

১৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضِلِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ

الْكَبَائِرِ ؟ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكَبِّئًا " أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْر " مَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْتُ :
لَيْتَهُ سَكَتَ -

১৫. হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : আমি কি তোমাদিগকে কবীরা গোনাহ সম্পর্কে অবগত করিব ? এ কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। সাহাবাগণ আরয় করিলেন : আলবৎ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ফরমাইলেন : আল্লাহর সহিত শরীক সাব্যস্ত করা (শিরক) এবং পিতামাতার অবাধ্যতা-এ কথা বলিয়া তিনি হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, “এবং মিথ্যা বলা” তিনি এ কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। তখন আমি মনে মনে বলিতেছিলাম হায়। যদি নবী করীম (সা) এবার ক্ষান্ত হইতেন।

١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ،
عَنْ وَرَادٍ ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ ، أَلَّا تَكْتُبَ إِلَيَّ
بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ وَرَادٌ : فَأَمَلِي عَلَى وَ كَتَبْتُ بِيَدِي : إِنِّي
سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَأِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَعَنْ قِيلٍ وَقَالَ -

১৬. হযরত মুগীরা ইবন শু'বার সচিব (কাতিব) ওয়াররাদ বলেন : একদা হযরত মুয়াবিয়া (রা) মুগীরাকে পত্র লিখিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখে তুমি যাহা (হাদীস) শুনিয়াছ, তাহা আমাকে লিখিয়া জানাও। ওয়াররাদ বলেন : তখন মুগীরা আমার দ্বারাই লিখাইলেন এবং আমি স্বহস্তে লিখিলাম : আমি তাঁহাকে বেশী যাত্ৰা করিতে, সম্পদের অপচয় করিতে এবং অনাবশ্যক বিতর্কে লিপ্ত হইতে বারণ করিতে শুনিয়াছি।

১. বাহ্যত শিরোনামার সহিত এই রিওয়ায়েতের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না; কিন্তু সহীহ বুখারীতে অন্যান্য প্রসঙ্গে এই রিওয়ায়েতখানা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ
السُّؤَالِ وَأِضَاعَةَ الْمَالِ -

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করা এবং দানের ব্যাপারে নিজে হস্ত গুটাইয়া রাখা ও অন্যের কাছে পাওয়ার মনোবৃত্তি পোষণ করাকে এবং তিনি তোমাদিগের জন্য অপছন্দ করেন অনাবশ্যক বাদানুবাদ, অধিক যাত্ৰা এবং সম্পদের অপচয়।

পিতামাতার অবাধ্যতার কুফল সংক্রান্ত আরও কয়েকখানা হাদীস এই প্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল- যাহাতে উক্ত শিরোনামে বর্ণিত দাহীসমূহের পূর্ণ সমর্থন মিলে :

১. হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে একটি হইল “সজ্জানে মিথ্যা কসম খাওয়া।” - বুখারী (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

২. নবী করীম (সা) উমর ইবন হাযাম (রা)-এর মাধ্যমে ইয়েমেনবাসীদের জন্য যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল : কিয়ামতের দিন যেসব ব্যাপার কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যেও জঘন্যতর প্রতিপন্ন হইবে, সেগুলি হইতেছে : আল্লাহর সহিত শরীক সাব্যস্ত করা (শিরক), কোন মু'মিনকে হত্যা করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, বিবাহিতা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ রটনা, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা, সুদ খাওয়া ও ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা। -ইবন হাক্বান।
৩. হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে : তিন ব্যক্তি এমন--যাহাদের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অপ্রসন্ন থাকিবেন; তাহারা হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, উপকার করিয়া খোঁটা দানকারী।
অতঃপর বলেন, তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, দাইয়ুস অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যাহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী অথচ সে তাহাতে বাধা দান করে না বা ইহার প্রতিকার করে না এবং পুরুষ বেশধারীণী নারী। -ইবন হাক্বান
৪. হযরত আবু হুরায়রার রিওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : জান্নাতের হাওয়া পাঁচশত বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আসে। কিন্তু উপকার করার পর যে খোঁটা দেয়, পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং মদ্যপানে ব্যক্তি এই হাওয়ার পরশটুকুও পাইবে না। -তাবারানী, সাগীর
৫. হযরত আবু উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের ফরয-নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না; তাহার হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, উপকার করিয়া খোঁটা দানকারী এবং তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। -কিতাবুস সুন্নাহ ও ইবন আবু আসেম।
৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, চার ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা যদি বেহেশতে স্থান না দেন, তবে তাহা অত্যন্ত সংগতই হইবে; তাহারা হইতেছে মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, সুদখোর, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাসকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি। -হাকিম
৭. হযরত সাওবান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনটি ব্যাপার এমনি—যেগুলি বর্তমানে কোন আমলই ফলদায়ক হয় না। সেই তিনটি ব্যাপার হইতেছে আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং জিহাদকালে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পৃষ্ঠদর্শন। -তাবারানী
৮. হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার ইচ্ছামত অনেক গোনাহের শাস্তি কিয়ামতের দিনে প্রদানের জন্য রাখিয়া দেন, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতা এমনি একটি পাপ, যাহার শাস্তি তিনি এই দুনিয়ায় তাহার মৃত্যুর পূর্বেই দিয়া দেন।
৯. ইবন আবু আওফা (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, একটি যুবকের মৃত্যুকালে কোন মতেই তাহার মুখ দিয়া কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। কেননা তাহার মাতা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে তাহার মাতা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিল, তখনই তাহার মুখে কলেমা নিঃসৃত হইল।
১০. শাহর ইবন হাওশাব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের নামাযের পর লক্ষ্য করিলেন যে, এমন এক ব্যক্তি—যাহার মাথার অংশ ছিল গাধার এবং অবশিষ্ট দেহ মানুষের। সে কবর হইতে বাহির হইয়া তিনবার গাধার বিকট আওয়াজ দিয়া পুনরায় কবরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ঐব্যক্তি মদ্যপান করিত। তাহার মাতা তাহাকে এজন্য তিরস্কার করিলে সে বলিত, “তুমি তো গাধার মত চীৎকারই করিতে থাক।” অতঃপর একদিন আসরের সময় তাহার মৃত্যু হয় এবং এখন প্রতিদিনই আসরের পর কবর ফাঁক হইয়া সে বাহির হয় এবং গাধার মত তিনবার চিৎকার করিয়া আবার কবরে আবদ্ধ হয়। -ইসফাহানী

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৪- بَابُ لَعْنِ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

৮. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে অভিশাপকারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত

১৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : سُئِلَ عَلَى : هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُ بِهِ النَّاسُ إِلَّا مَا فِي قُرَابٍ سَيْفِيٍّ ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ- لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدَّثًا -

১৭. আবু তোফায়ল বলেন, হযরত আলী (রা)-কে একথা প্রশ্ন করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এমন কোন ব্যাপার বিশেষভাবে আপনাকে বলিয়াছেন, যাহা সাধারণভাবে সবাইকে তিনি বলেন নাই? জবাবে হযরত আলী (রা) বলিলেন : অন্য কাহাকেও বলেন নাই এমন কোন বিশেষ কথা তো রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিশেষভাবে বলেন নাই; অবশ্য আমার তরবারীর কোষ মধ্যে রক্ষিত এ ব্যাপারটি ছাড়া। একথা বলিয়াই তিনি (তাহার কোষ মধ্যে রক্ষিত) একখানি লিপি বাহির করিলেন। উহাতে লিখা ছিল : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারো নামে পশু যবাই করে, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা-চিহ্ন চুরি করে, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতার প্রতি অভিসম্পাত করে, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন নয়া আবিষ্কারের (বিদ্'আতের) প্রশংসা দেয়, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ!”

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

আবুল আব্বাস আসম এই হাদীসখানা নিশাপুরে হাফেযে হাদীসগণের সমাবেশে লিপিবদ্ধ করান, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

১১. আমর ইবন মুররা জুহানী (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। আমি পাঞ্জগানা নামাযও রীতিমত আদায় করিয়া থাকি, নিজের সম্পত্তির যাকাতও আদায় করিয়া থাকি, রোযাও রাখিয়া থাকি, প্রতিদানে আমি কী পাইব?

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : যেন ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে কিয়ামতের দিন সে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সহিত এইরূপে অবস্থান করিবে যেরূপ আমার এই দুইটি অঙ্গুলি-এই কথা বলিয়া তিনি তাহার দুইটি অঙ্গুলি উঠাইয়া দেখাইলেন-অবশ্য, যদি সে তাহার পিতামাতার অবাধ্যতা না করিয়া থাকে। -আহমদ ও তাবারানী

১. দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ আমাদের দেশে অনেক লোকই পীর ফকীর আউলিয়াগণের নামে গরু-ছাগল ও শিল্পী মানত করে, অথচ তাহারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না যে, পুণ্যকর্ম মনে করিয়া তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা দ্বারাই তাহারা আল্লাহর লা'নতের পথে অগ্রসর হইতেছে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায়)

৯- بَابُ يَبْرُ وَالِدَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً

৯. অনুচ্ছেদ : পাপ কার্য ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য

۱۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرَةَ الْبَصْرِيُّ لَقِيْتُهُ بِالرَّمْلَةِ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتِسْعٍ لَا تَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ أَوْ حُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا ، وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ ، فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلَا تَنَازَعْ عَنْ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

বিদ্'আত বা নব আবিক্ত ধর্ম-বিধানসমূহ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। কেননা, বিদ্'আতী ব্যক্তি ঠিক ধর্মকর্ম মনে করিয়া যাহা করে, তাহাই তাহাকে আল্লাহর লা'নতের পথে ঠেলিয়া দেয় আর যখন দেখা যায় যে, কোন বিদ্'আতী ব্যক্তি তাহার বিদ্'আতের সমর্থন বা অনুসরণ না করার জন্য অন্য মুসলমানের মানহানি পর্যন্ত করিতে দ্বিধাবোধ করে না, তখন তাহার এই অন্ধত্বের জন্য সত্যই করুণার উদ্বেগ হয়। অথচ এসব বিদ্'আতী ব্যক্তির কাহাকেও নামায-রোযা ফরয-ওয়াজিব তরক করিতে দেখিয়াও এতটুকু কঠোরতা অবলম্বন করিতে দেখা যায় না।

বিদ্'আত যে বর্জনীয় ও মন্দ কাজ, উহা মুখে সকলেই স্বীকার করেন, অথচ 'হাসানা' ও 'সায়িয়া' তথা সুন্দর ও মন্দ এই দুইটি মনগড়া নামে অভিহিত করিয়া অনেকেই কার্যত এই বিদ্'আতের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদ হযরত শায়খ আহমাদ সরহিন্দী (মুজাদ্দিদে আলফেসানী [র]) এ সম্পর্কে লিখেন :

“এই ফকীর হক সুবহানুহ তা'আলার নিকট বড়ই বিনয় ও ক্রন্দনের সহিত দু'আ করে যে, দীনের মধ্যে যে সমস্ত নূতন বিষয় আমদানী করা হইয়াছে যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাহার খলীফাগণের সময় মওজুদ ছিল না—এরূপ যে সমস্ত বিদ্'আত আবিক্কার করা হইয়াছে যদিও উহা আলোকের দিক হইতে উম্মাকালীন গুভতার ন্যায় দৃষ্ট হয় তবুও এই ফকীরকে যেন উহা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন।.....

“তাহারা বলিয়া থাকে যে, বিদ্'আত দুই প্রকারের--হাসানা ও সাইয়েয়া; এই ফকীর উক্ত বিদ্'আতগুলির মধ্য হইতে কোনটিতেই সৌন্দর্য ও নুরানী কিছু অবলোকন করে না এবং অন্ধকার ও কদর্যতা ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কিছুই অনুভব করে না। সাইয়েয়াদুল বাশার (সা) ফরমাইয়াছেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“যাহারা আমাদের দীনের মধ্যে এমন কিছু আমদানী করে যাহা উহাতে নাই, উহা বর্জনীয়।” কাজেই যাহা বর্জনীয়, তাহা আবার সৌন্দর্য কি প্রকারে হইতে পারে ?

إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“তোমরা নিজদিগকে ধর্মকর্মের ব্যাপারে নব-উদ্ভাবিত বিষয়গুলি হইতে রক্ষা কর; কেননা, প্রত্যেক নব-উদ্ভূত ব্যাপারই বিদ্'আত এবং বিদ্'আত মাত্রই গোমরাহী।” এমতাবস্থায় বিদ্'আতের মধ্যে সৌন্দর্যের কী অর্থ ? (মকতুব : ১৩৬, দফতর : ১)

(বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা আবদুল আযীয (র) প্রণীত “হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী” পৃ. ৩৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য)

وَلَاةَ الْأَمْرِ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفَرُّ مِنَ الزَّخْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ
وَأَنْفَقَ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى أَهْلِكَ وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ.

১৮. হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নয়টি ব্যাপারে অসিয়্যত করিয়াছেন। তাহা হইল : (১) আল্লাহ্র সহিত অপর কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না-যদিও বা তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে ফেলা হয়, (২) কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করিবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করিবে, তাহার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্বই আর অবশিষ্ট রহিল না, (৩) কখনো মদ্যপান করিবে না; কেননা, উহা হইতেছে সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি, (৪) তোমার পিতামাতার আনুগত্য করিবে। তাঁহারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়িতেও আদেশ করেন, তবে তাহাও করিবে (তবুও তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিবে না), (৫) শাসকদের সহিত বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইও না, যদিও দেখ যে তুমিই তুমি, (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে কখনও পলায়ন করিবে না-যদিও বা তুমি ধ্বংসে নিঃপতিত হও অথচ তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে, (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করিবে, (৮) তোমার পরিবারের উপর লাঠি উঠাইবে না এবং (৯) আল্লাহ্র ভয় তাহাদিগকে প্রদর্শন করিবে (অর্থাৎ তাহাদিগকে আল্লাহু ভীতির উপদেশ প্রদান করিবে)।^১

১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : جِئْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحَكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا -

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আমি হিজরতের জন্য আপনার নিকট বায়'আত (অঙ্গীকারবদ্ধ) হইতে আসিয়াছি, অথচ আসাকালে আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তুমি তাঁহাদের কাছে ফিরিয়া যাও এবং যেভাবে তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়াছ, সেভাবে তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া দাও।

২০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ الْجِهَادَ فَقَالَ : أَحَىُّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ -

১. এ হাদীসে মাতাপিতার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে যদিও 'যতক্ষণ না তাহা আল্লাহ্র আনুগত্যের পরিপন্থী হয়' উল্লিখিত না হইলেও অন্য হাদীসের দ্বারা এই শর্ত সপ্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্র ও রাসূলের আনুগত্যে পরিপন্থী তাহাদের কোন নির্দেশ বা আবদার অবশ্যই পালনযোগ্য নহে। অন্যান্য সর্বব্যাপারে নিজের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও তাঁহাদের আনুগত্য করিতে হইবে। এমন কি নফল নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাহারা আহ্বান করিলে নামায ভঙ্গ করিয়াই তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।

২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিহাদ-যাত্রার উদ্দেশ্যে নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন ? তিনি বলিলেন : জী হ্যাঁ। ফরমাইলেন : যাও, তাঁহাদের (সেবা-যত্নের) জিহাদে গিয়া প্রবৃত্ত হও।

১- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

১০. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করে না

২১- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ أَنْفُهُ - رَغِمَ أَنْفُهُ - رَغِمَ أَنْفُهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ

১. এই হাদীসখানা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং মাসাদ শরীফেও বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, পিতামাতার দেখাশোনা ও খেদমত করা জিহাদের চাইতেও অগ্রগণ্য। পিতামাতার সম্মতি না পাইলে জিহাদ যাত্রাও স্থগিত রাখা উত্তম।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিহাদে যাত্রা ফরযে কিফায়া হইয়া থাকে-যাহা প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয় না। কতিপয় মুসলমান এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত হইলেই সকলে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, পিতামাতার সেবা-শ্রদ্ধা এমনি একটি কর্তব্য-যাহা ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপরই বর্তাইয়া থাকে। এমতাবস্থায় জিহাদ-যাত্রা যে অগ্রগণ্য হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, পরিস্থিতি যদি এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, জিহাদ ফরযে-আইন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন জিহাদ-যাত্রাই অগ্রগণ্য হইবে। তবে, এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব খুব কমই হইয়া থাকে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বায়'আত-এর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি- যাহাতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে উহার প্রতিফল দান করেন।

নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার পিতামাতার মধ্য হইতে কেহ কি জীবিত আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল : তাঁহারা উভয়ই জীবিত আছেন। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলে : তুমি কি আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাইতে আশা কর ? সে ব্যক্তি বলিল : জী হ্যাঁ। ফরমাইলেন : তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরিয়া যাও এবং উত্তমরূপে তাঁহাদের সেবা যত্ন কর। ইহাই তোমার হিজরত আর ইহাই তোমার জিহাদ।

হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, ইয়েমেন হইতে এক ব্যক্তি হিজরত করিয়া নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ইয়েমেনে তোমার আর কে কে আছেন ? সে ব্যক্তি জবাবে বলিল : সেখানে আমার পিতামাতা রহিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তাহারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন ? সে ব্যক্তি জবাবে বলিল : জী না। তখন নবী (সা) ফরমাইলেন : যাও তাঁহাদের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আস। তাঁহারা যদি অনুমতি দেন, তবেই জিহাদ করিও, নতুবা তাঁহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাও। -আবু দাউদ

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি জিহাদ করিতে আগ্রহী অথচ আমার পক্ষে উহার সুযোগ হইয়া উঠে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার পিতামাতার মধ্যকার কোন একজনও কি বাঁচিয়া আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল : আমার মাতা জীবিত আছেন। তখন নবী (সা) ফরমাইলেন : তাঁহার সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাও। যদি তুমি তাহা কর, তবে যেন তুমি হজ্জ, উমরা ও জিহাদ করিলে। -আবু ইয়লা, তাবরানী

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : তাহার নাক ধূলি-ধূসরিত হউক ! তাহার নাক ধূলি-ধূসরিত হউক !! তাহার নাক ধূলি-ধূসরিত হউক !!! সাহাবাগণ আরয় করিলেন : কাহার নাক ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ফরমাইলেন : যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা দুই জনকে বা তাঁহাদের কোন একজনকে তাঁহাদের বৃদ্ধাবস্থায় পাইল, অথচ সে জাহান্নামে গেল। (অর্থাৎ তাঁহাদের সেবা-যত্নে ক্রটির কারণে সে ব্যক্তি বেহেশতে যাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হইল না।) ১

১১- بَابُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ

১১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার সহিত সদ্যবহারে আয়ু বৃদ্ধি

২২- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ زِيَانَ ابْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ زَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمُرِهِ -

২২. সাহল ইবন মু'আয তদীয় পিতার বরাতে দিয়া বলেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি পিতামাতার সহিত সদ্যবহার করিল, তাহার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাহার আয়ু বৃদ্ধি করেন। ২

১. বৃদ্ধাবস্থায় পিতামাতার উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা নিশ্চিতভাবে বেহেশত লাভ করা যায় বলিয়া হাদীস পাঠে জানা যায়। ‘ধূল ধূসরিত হওয়া’ দ্বারা আরবী বাকধারায় কাহারো ‘সর্বনাশ হওয়া’ বুঝানো হইয়া থাকে। উহা কতকটা আমাদের ‘তাহার মুখে ছাই পড়ুক’ জাতীয় কথা।

জাবির ইবন সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান :

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ آبَوَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ أَمِينَ قُلْتُ أَمِينَ -

“একদা জিব্রীল (আ) আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন : হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি পিতামাতার মধ্যকার কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল এবং মৃত্যুর পর দোষখে গেল, আল্লাহ তাঁহার রহমত হইতে তাকে দূর করুন! আপনি ‘আমীন’ বলুন, তখন আমি বলিলাম ‘আমীন’।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই মর্মে হাদীসে এই কথাটুকু বেশী আছে : فَلَمْ يَبْرُهُمَا “আর তাঁহাদের সহিত সদ্যবহার করিল না” -ইবন হিব্বান

২. নিম্নলিখিত মারফু' হাদীসগুলিতেও উক্ত কথার সমর্থন মিলে:

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন : যে ব্যক্তি ইহা ভালবাসে যে তাহার আয়ু বৃদ্ধি হউক এবং জীবিকা বর্ধিত হউক, তাহার উচিত তাহার পিতামাতার প্রতি সদাচারী হওয়া।

-আহমাদ

হযরত সাওবান (রা) বর্ণিত মারফু' হাদীসে আছে যে, কোন ব্যক্তি রিযিক হইতে বঞ্চিত হয় না, তবে তাহার কৃত গোনাহের দরুন, ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত হয় না, তবে দু'আ ও সদাচরণ দ্বারা। -ইবন মাজা, ইবন হিব্বান, হাকিম হযরত সালমান (রা) হইতেও এই মর্মে একটি মারফু' রিওয়ায়েতে আছে যে, ভাগ্যলিপি কিছুই খণ্ডাইতে পারে না তবে দু'আ (তাহা পারে) আর আয়ু বৃদ্ধি করে না, তবে সদাচরণ। -তিরমিযী

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

১২- بَابُ لَا يَسْتَغْفِرُ لِابْنِهِ الْمُشْرِكِ

১২. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতে নাই

২২- حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (১৭ : ২৬) فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي بَرَاءَةِ ﴿مَا كَانَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [১১২ : ৯]

২৩. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “যদি পিতামাতা দুইজন বা তাঁহাদের কোন একজন তোমার সম্মুখে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন, তবে তুমি তাঁহাদের প্রতি (বিরক্তিসূচক) উফ্ শব্দটিও উচ্চারণ করিও না এবং তাহাদিগের সহিত ধমকের সুরে কথা বলিও না বরং নম্রভাবে কথা বলিবে এবং দু'আ বলিবে : প্রভু ! তাহাদের উভয়কে আপনি কৃপা করুন--যেভাবে তাঁহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছেন।” (কুরআন, ২৪ : ১৭) নির্দেশ-সূরা বার'আতের “অংশীবাদী (মুশরিক)-দের মাগফিরাত কামনা করিয়া দু'আ করা নবী এবং ঈমানদারদের জন্য মোটেই শোভনীয় নহে--যদিও বা তাহারা হয় তাহাদের নিকটাত্মীয়, যখন তাহাদের কাছে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামী।” (কুরআন, ৯ : ১১৩) এই আয়াতের দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

শেষোক্ত হাদীসে ‘সদাচরণ’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও সদাচরণের সর্বাধিক হক্‌দার যে পিতামাতা, তাহার পূর্বেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হাদীসসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে। এছাড়া সাধারণভাবে সদাচরণ দ্বারা যদি আয়ু বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তবে সদাচরণের সর্বাধিক হক্‌দারগণের সহিত সদাচরণ যে এ ব্যাপারে সমধিক কার্যকরী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে : তোমরা তোমাদের পিতাদের সহিত সদ্যবহার করিবে, তাহা হইলে তোমাদের পুত্ররাও তোমাদের সহিত সদ্যবহার করিবে আর তোমরা শ্রীলতা রক্ষা করিয়া চলিবে তাহা হইলে তোমাদের স্ত্রীরাও শ্রীলতা রক্ষা করিয়া চলিবে। -তাবারানী

১. আয়াতে উক্ত পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করার হুকুম সর্বাবস্থায়ই বহাল থাকিবে, কেবল মাগফিরাতের দু'আ এমনি ব্যাপার যাহা মুশরিক পিতামাতার প্রাপ্য নহে; কেননা, আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে কুরআন শরীফে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا -

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

১২- بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

১৩. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সহিত সদ্ব্যবহার

২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَمَّاكُ ، عَنْ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتْ أُمِّيْ خَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرِبَ حَتَّى أَفَارِقَ مُحَمَّدًا ﷺ ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [٣١ : ١٥] وَالثَّانِيَّةُ : إِنِّي كُنْتُ أَخَذْتُ سَيْفًا أَعْجَبَنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْ لِيْ هَذَا فَتَزَلْتُ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ ﴾ وَالثَّلَاثَةُ : إِنِّي مَرَضْتُ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْسِمَ مَالِيْ - أَفَأَوْصِيْ بِالنِّصْفِ ؟ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ الثَّلَاثُ ؟ فَسَكَتَ ، فَكَانَ الثَّلَاثُ بَعْدَهُ جَائِزًا - وَالرَّابِعَةُ : إِنِّي شَرِبْتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِنَ الْإِنصَارِ فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْفِيْ بِلِحْيِيْ جَمَلٍ - فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ -

২৪. হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন : আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরআন শরীফের চারিখানা আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (প্রথমত) আমার মাতা শপথ করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ না করিব ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করিবেন না। তখন আব্দুল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন : “তাহারা (পিতামাতা) যদি আমার সহিত অংশী সাব্যস্ত (শিরক) করিতে তোমাকে চাপ দেয়-যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই-তবে তুমি (এ ব্যাপারে) তাহাদের অনুগত্য করিবে না, তবে, পার্থিব ব্যাপারসমূহে তাহাদিগের সহিত সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিবে।” (কুরআন, ৩১ : ১৫) (দ্বিতীয়ত) একদা (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভারের) একখানি তরবারী আমি পাই। উহা আমার বড় পছন্দ হয়। আমি বলিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে উহা দান করুন। তখন নাযিল হইল : “লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে প্রশ্ন করে।”

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

“নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করিবেন না। আর এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে আব্দুল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করে, সে যোরতর প্রথদ্রষ্ট।” -সূরা নিসা : ৪৮

বিশেষত, এই হাদীসে উদ্ধৃত সূরা বারা'আতের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তো উহার কোন অবকাশই রহিল না। এই নিষেধাজ্ঞা নবী ও উম্মাত সকলের উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য।

(তৃতীয়ত) একদা আমি রোগগ্রস্ত হই। রাসূলুল্লাহ (সা) রোগশয্যায় আমাকে দেখিতে আসেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার সম্পদ বন্টন করিয়া দিতে চাই। আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে অসিয়্যত করিব ? তিনি বলিলেন, ‘না’। আমি বলিলাম : তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে ? তখন তিনি নিরুত্তর রহিলেন এবং উহাই শেষ পর্যন্ত বৈধ হয়। (অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদানের পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যয় করিবার অসিয়্যত করিয়া যাইতে পারে। ততোধিক পরিমাণের অসিয়্যত করিলেও তাহা কার্যকরী করা সিদ্ধ নহে)

(চতুর্থত) একদা আমি কতিপয় আনসারী সাহাবীর সহিত একত্রে মদ্যপান করি। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি (মাতাল অবস্থায়) উটের নিচের চোয়ালের হাড় আমার নাকের উপর ছুড়িয়া মারে। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে গিয়া উপস্থিত হই এবং আল্লাহ তা‘আলার মদ্যপান অবৈধ ঘোষণা করিয়া আয়াত নাযিল করেন।

২৫- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : أَخْبَرْتَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً ، فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ : أَفْصَلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ -
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا كُمْ فِي الدِّينِ ﴾ - [৬০ : ৮]

২৫. হযরত আস্মা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন : আমার মাতা নবী করীম (সা)-এর যুগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসিলেন। আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কি তাহার সহিত নিকটাত্মীয়ের মত ব্যবহার করিব ? তিনি ফরমাইলেন : ইয়া।

ইবন উয়ায়না (রা) বলেন : এই উপলক্ষেই নাযিল হয় : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا كُمْ فِي الدِّينِ ﴾ “যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের সহিত সদ্যবহার করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে বারণ করেন না।” - (কুরআন, ৬০ : ৮)

২৬- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُلَّةً سَيِّرَاءَ تَبَاعُ ، فَقَالَ : يَا

- এই হাদীস ও হাদীসে উদ্ধৃত আয়াতের দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হইল যে, কুফর ও শিরকের ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য করা যদিও নিষিদ্ধ, এতদসত্ত্বেও কাফির ও মুশরিক পিতামাতার সহিতও অন্যান্য ব্যাপারে সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাইতে হইবে-বিদ্বিষ্ট আচরণের তো প্রশ্নই উঠে না, এমন কি তাহার সহিত পরস্পর আচরণও করা চলিবে না। পরম যত্ন সহকারে আজীবন তাহাদের ভরণপোষণ ও সেবা-শুশ্রূষা করিয়া যাইতে হইবে। পরবর্তী হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে।

رَسُولَ اللَّهِ ! ابْتَغِ هَذِهِ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْهَا بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ الْبَسْتُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعْطِكْهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوَهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبِيلَ أَنْ يُسَلَّمَ -

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) একটি কারুকার্যখচিত বহুমূল্য পিরহান বিক্রি হইতে দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহা আপনি ক্রয় করিয়া নিন। জুমু'আর দিন ও বহিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সহিত সাক্ষাতকালে উহা আপনি পরিধান করিবেন। তিনি বলিলেন : কেবল সেই সব লোকই পরিবে, যাহাদের পরকাল বলিতে কিছু নাই। অতঃপর পরবর্তীকালে অনুরূপ কিছু সংখ্যক কারুকার্য খচিত পিরহান নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিল। তিনি তাহার একটি হযরত উমরের কাছে পাঠাইয়া দিলে। হযরত হযরত উমর (রা) তখন (নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হইয়া) আরজ করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেমন করিয়া আমি উহা পরিধান করিব? আপনি তো উহা পরিধান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, বলিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : আমি উহা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাই নাই, বরং এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, উহা তুমি বিক্রি করিয়া দিবে অথবা কাহাকেও পরিতে দিবে। একথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) উহা তাহার জনৈক মক্কাবাসী ভাইয়ের জন্য পাঠাইয়া দিলেন-যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।

১৪- بَابُ لَا يَسْبُ وَالِدَيْهِ

১৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে গালিগালাজ করিবে না

২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسْتَمِ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ فَقَالُوا كَيْفَ يَسْتَمُ ؟ قَالَ يَسْتَمِ الرَّجُلُ فَيَسْتَمِ أَبَاهُ وَأُمَّهُ -

২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : একটি অন্যতম কবীরা গোনাহ হইল পিতামাতাকে গালি দেওয়া। সাহাবীগণ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন : নিজের পিতামাতাকে কোন ব্যক্তি কেমন করিয়া গালি দিতে পারে? ফরমাইলেন : সে অন্যের পিতামাতাকে

১. এই হাদীসে বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর প্রস্তাব ও আচরণের দ্বারা দুইটি কথা জানা গেল :

ক. ইসলাম সরল ও অনাড়ম্বর বেশভূষা ও জীবন-যাত্রার প্রবক্তা হইলেও বিশেষ বিশেষ পর্ব ও উপলক্ষে একটু উন্নতমানের বেশভূষা পরিধান নিন্দনীয় নহে।

খ. আত্মীয়-স্বজন মুসলমান না হইলেও তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী নহে, বরং ইহাই বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যাকাতের অর্থ ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য খাত হইল 'মু'আলালাফাতুল-কুলূব' যাহার সম্পূর্ণটাই অমুসলিমদের মধ্যে ব্যয়িত হওয়াই বিধেয়। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে যে কোন অমুসলিম উহা পাইতে পারে। অনুরূপভাবে কুরবানীর গোশতও অমুসলিম আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং নিঃস্বজনকে দেওয়া চলে।

গালি দিবে, প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তি তাহার পিতামাতাকে গালি দিবে। (উহাই তো প্রকারান্তরে তাহার নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া।)

২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَفْيَانَ يَزْعُمُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ عِيَّاضٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ابْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : مِنَ الْكِبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِيبَ الرَّجُلُ لَوَالِدَيْهِ -

২৮. উরওয়া ইব্ন আয়ায বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পিতাকে গালি শুনানো হইতেছে আল্লাহর নিকট অন্যতম কবীরা গোনাহ।

১৫- بَابُ عُقُوبَةِ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ

১৫. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি

২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحْمِ -

২৯. হযরত আবু বাকর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : পিতামাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তা ছেদনের মত শীঘ্রই (অর্থাৎ জীবদ্দশায়) শাস্তিযোগ্য পাপ আর কিছুই নাই। পরকালের নির্ধারিত শাস্তি তো আছেই।

৩০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرْقَةِ ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ الْعُقُوبَةُ إِلَّا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ الشُّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَاحْتَفَرَ قَالَ وَالزُّورُ -

১. আত্মীয়তা ছেদনের পাপটি এত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিম্নবিস্ত ও নিম্ন-মধ্যবিস্ত সমাজে ইহার অভাব নাই। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্রদের মত কন্যাদেরও শরী'আত নির্ধারিত হক রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও 'ফারাইয'-এর মাধ্যমে যখন কন্যা তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দাবী করে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাহার ভাইয়েরা পরিষ্কার বলিয়া দেয়- “বাপের বাড়ী বেড়াইবার মায়া যদি ছাড়িতে পার, তবে নিজের অংশ লইয়া যাও।” গ্রাম্য মাতব্বরগণও এসব ক্ষেত্রে ভাইদের পক্ষে ওকালতি করেন। ভাইদের এরূপ কঠোর সতর্ক বাণী উপেক্ষা করিয়া খুব কমসংখ্যক বোনই পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ লাভে সমর্থ হয়। আর যদি কোন বোন তাহা করে, তবে সত্য সত্যই তাহাকে এমন কি তাহার নিষ্পাপ শিশু-সন্তানগণকে পর্যন্ত নির্দয়াভাবে উপেক্ষা করা হয়।

৩০. হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমরা ব্যাভিচার, মদ্যপান এবং চুরি সম্পর্কে কি বল ? সাহাবাগণ আরয করিলেন : আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। ফরমাইলেন : এগুলি হইতেছে জঘন্য পাপাচার এবং এগুলির জন্য ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। আরো ফরমাইলেন : “আমি কি তোমাদিগকে সবচাইতে বড় কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করিব না ? উহা হইতেছে আল্লাহ্র সহিত শিরক করা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা।” তিনি হেলান দিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন। এবার সোজা হইয়া বসিয়া গেলেন এবং ফরমাইলেন : এবং মিথ্যা ভাষণ।

১৬- بَابُ بُكَاءِ الْوَالِدَيْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে কাঁদানো

২১- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ عَنْ طَيْسَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ وَالْكَبَائِرِ -

৩১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন : পিতামাতাকে কাঁদানো এবং তাঁহাদের অবাধ্যতাও কবীরা গোনাহ্‌সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১৭- بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

১৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার দু‘আ

২২- حَدَّثَنَا مَعْدُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا -

৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন : তিনটি দু‘আ এমন-যাহা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই : ১. মযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু‘আ, ২. মুসাফিরের দু‘আ, ৩. সন্তানের প্রতি পিতামাতার অভিষাপ। [অনুরূপভাবে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার দু‘আও সমধিক কার্যকরী হইয়া থাকে বলিয়া অন্য হাদীসে আছে।]

২৩- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ أَخَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ فَإِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلًا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ وَكَانَ رَاعِيًا بَقَرٍ يَأْوِي

إِلَى أَسْفَلِ صَوْمَعَتِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ تَغْلُفُ إِلَى الرَّاعِي فَاتَتْ أُمَّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ ! وَهُوَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّي : أُمِّي وَصَلَاتِي - فَرَأَى أَن يُوَثِّرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَرَأَى أَن يُوَثِّرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُمِّي وَصَلَاتِي فَرَأَى أَوْ يُوَثِّرَ صَلَاتَهُ فَلَمَّا لَمْ يُجِبْهَا قَالَتْ : لَا أَمَاتَكَ اللَّهُ يَا جُرَيْجُ ! حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِسَاتِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ فَاتَى الْمَلِكُ بَيْتَكَ الْمَرْأَةَ وَلَدَتْ فَقَالَ : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَهْدِمُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَتُونِي بِهِ فَضَرَبُوا صَوْمَعَتَهُ بِالْفُؤُسِ حَتَّى وَقَعَتْ فَجَعَلُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِسَاتِ فَرَأَهُنَّ فَتَبَسَّمْنَ وَهُنَّ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فِي النَّاسِ فَقَالَ الْمَلِكُ مَا تَزْعُمُ هَذِهِ ؟ قَالَ مَا تَزْعُمُ ؟ قَالَ إِنْ وَلَدَهَا مِنْكَ قَالَ أَنْتِ تَزْعُمِينَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَيْنَ هَذَا الصَّغِيرُ ؟ قَالُوا هُوَذَا فِي حُجْرِهَا فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ رَاعِي الْبَقَرِ قَالَ الْمَلِكُ أَتَجْعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ مِنْ فِضَّةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَمَا نَجْعَلُهَا ؟ قَالَ رُدُّوْهَا كَمَا كَانَتْ قَالَ فَمَا الَّذِي تَبَسَّمْتَ ؟ قَالَ أَمْرًا عَرَفْتُهُ أَدْرَكْتَنِي دَعْوَةُ أُمِّي ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ -

৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) এবং জুরায়জওয়ালা ছাড়া আর কোন মানব-সন্তানই ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মাতৃকোলে কথা বলে নাই। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! জুরায়জওয়ালা আবার কি ? ফরমাইলেন : জুরায়জ ছিলেন একজন আশ্রমবাসী সংসার ত্যাগী দরবেশ। তাঁহার আশ্রম-প্রান্তেই এক রাখাল বাস করিত। গ্রামবাসিনী এক মহিলা সেই রাখালের কাছে আসা-যাওয়া করিত। একদা জুরায়জের মাতা তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ‘জুরায়জ, জুরায়জ!!’ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিনি তখন তপস্যারত অবস্থায়ই ভাবিলেন, এক দিকে জননী, অপর দিকে তপস্যা, এখন কি করা যায় ! তিনি ভাবিলেন, তপস্যাকে জননীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তখন দ্বিতীয়বারের মত তাঁহার মা হাঁক দিলেন— ‘জুরায়জ, জুরায়জ!!’ জুরায়জ তপস্যারত অবস্থাই ভাবিলেন, এক দিকে মাতা অপর দিকে তপস্যা ! মায়ের উপর তপস্যাকে প্রাধান্য দানকেই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তৃতীয়বার মা হাঁক দিলেন : ‘জুরায়জ, জুরায়জ!!’ এবারও সাধু তপস্যাকে মায়ের উপরে প্রাধান্য দান শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। জুরায়জ উত্তর দিলেন না। তখন রুষ্ট মা তাহাকে অভিশাপ দিলেন—“পতিতা নারীদের মুখ না দেখাইয়া যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান।” অতঃপর তাঁহার মাতা প্রস্থান করিলেন। ঘটনাক্রমে সদ্যভূমিষ্ঠ একটি অবোধ

শিশুসন্তানসহ সেই মহিলাটিকে রাজ দরবারে উপস্থিত করা হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কাহার ঔরসে এ শিশুটির জন্ম হে?” সে বলিল : জুরায়জের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : আশ্রমবাসী সেই জুরায়জ? মহিলাটি বলিল—“জী হ্যাঁ”। রাজা তখন তাঁহার লোকজনকে নির্দেশ দিলেন : আশ্রমটিকে চুরমার করিয়া দিয়া ঐ ভণ্ড তাপসকে আমার সকাশে হাফির কর। তাহার কুঠারাঘাতে সাধুর আশ্রমটিকে চুরমার করিয়া দিল এবং তাঁহার হস্তদ্বয় তাঁহার ঘাড়ের সহিত রজ্জ্ববদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া রাজদরবারের দিকে যাত্রা করিল। সম্মুখে পতিতা নারীরা পড়িল। সাধু পতিতা নারীদিগকে দেখিলেন এবং মৃদুহাস্য করিলেন। তাহারাও তাহাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিল। রাজা সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : (সাধুপ্রবর!) সে কি ধারণা করে জানেন? সাধু বলিলেন : সে কি ধারণা করে? রাজা বলিলেন : তাহার ধারণা, ঐ শিশু সন্তানটি আপনার ঐরশজাত। সাধু তখন পতিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“সত্য সত্যই কি তোমার ধারণা এই?” সে বলিল ‘হাঁ’। সাধু বলিলেন : কোথায় সেই সন্তানটি? তাহারা বলিল : ঐ যে তাহার মায়ের কোলে। সাধু তখন তাহার সম্মুখে গেলেন এবং শিশুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : কি হে! তোমার পিতা কে? তৎক্ষণাৎ শিশুটি বলিয়া উঠিল : (আমার পিতা) গরু রাখাল।

এবার (লজ্জিত ও অনুতপ্ত) রাজা বলিলেন, সাধু প্রবর! আমরা কি স্বর্ণের দ্বারা উহা (আপনার আশ্রম) গড়াইয়া দিব? সাধু বলিলেন, জী না। রাজা পুনর্বার বলিলেন, তবে কি রৌপ্যের দ্বারা গড়াইয়া দিব? সাধু বলিলেন : উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন : তবে আপনার মৃদুহাস্যের হেতু কি? সাধু বলিলেন : মৃদু হাস্যের পিছনে একটি ব্যাপার আছে—যাহা আমার জানা ছিল, আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। অতঃপর তিনি আনুপূর্বিক সকল ঘটনা তাহাদিগকে অবহিত করিলেন।

১৮- بَابُ عَرَضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأُمِّ النَّصْرَانِيَّةِ

১৮. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী মাতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান

৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السَّحْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا سَمِعَ بِي أَحَدٌ يَهُودِيٍّ وَلَا تَصْرَانِيٍّ إِلَّا أَحَبَّنِي إِنْ أُمِّي كُنْتُ أُرِيدُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى فَقُلْتُ لَهَا قَابَتْ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ لَهَا فِدْعًا فَاتَيْتُهَا وَقَدْ أَجَافَتْ عَلَيْهَا

- এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, পিতামাতার ডাকে সাড়া দেওয়া আল্লাহর ইবাদতের চাইতেও অগ্রগণ্য। কেননা, ইবাদতের সময় যদি একটু আধটু দেরী হইয়াও যায়, তবে তাহা পরেও সারিয়া নেওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা যদি ডাকিয়া সাড়া না পান এবং ইহাতে তাঁহাদের মনে ব্যথা পান, তবে ইহা সন্তানের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি। তাই নামাযে থাকা অবস্থায়ও যদি পিতামাতা ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া দিয়া আগে তাহাদের কথা শুনিতে হইবে। নবী করীম (সা)-এর যামানায় তাঁহার (অর্থাৎ নবী করীম [সা])-এর ডাকে সাড়া দেওয়াও এরূপ ওয়াজিব ছিল। কেননা, তাহার হক পিতামাতার চাইতেও অগ্রগণ্য।

الْبَابُ فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَامِي فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! عَبْدُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأُمُّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَى النَّاسِ -

৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার পরিচিত এমন কোন ইয়াহুদী বা খৃষ্টানও নাই—যে আমাকে ভাল না বাসে। আমি কামনা করিতাম যে, আমার মা যেন ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন না। একদা আমি তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আবেদন করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমত উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিতে বলিলাম। তারপর আবার তাঁহার সমীপে গেলাম। তখন তিনি দরজা বন্ধ অবস্থায় ঘরে ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন : আবু হুরায়রা ! আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আমি তাহা নবী করীম (সা)-কে অবগত করিলাম এবং বলিলাম যে, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দু'আ করুন! তখন তিনি বলিলেন : প্রভু! তোমার বান্দা আবু হুরায়রা এবং তাঁহার মাতা--তাঁহাদের উভয়কেই সর্বজনপ্রিয় করিয়া দাও!

১৭- بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

১৯. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার--তাঁহাদের মৃত্যুর পর

৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يَحْدُثُ الْقَوْمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبِي شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهَا أَبْرَهُمَا ؟ قَالَ نَعَمْ خِصَالُ أَرْبَعِ الدُّعَاءِ لَهُمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْقَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمِ النَّبِيِّ لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا -

৩৫. হযরত আবু উসায়দ (রা) বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ সদ্যবহার করার অবকাশ আছে কি? ফরমাইলেন : হ্যাঁ, চারটি কাজ—(১) তাঁহাদের জন্য দু'আ করা। (২) তাঁহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা (৩) তাঁহাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা ও (৪) তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁহাদের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্যবহার করা।

৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تَرَفَّعَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فَيَقُولُ : أَيُّ رَبِّ ! أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَكَ -

৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। তখন সে ব্যক্তি বলে, “প্রভু! এ কি ব্যাপার?” তখন তাহাকে বলা হয়—“তোমার পুত্র তোমার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করিয়াছে।”

৩৭. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ غَالِبٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَأُمِّي وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৩৭. মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বলেন : একদা রাত্রিতে আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর গৃহে ছিলাম। এমন সময় তিনি (দু'আচ্ছলে) বলিলেন : প্রভু, আবু হুরায়রাকে আমার মাতাকে এবং তাহাদের দুইজনের জন্য যে ব্যক্তি মাগফিরাত প্রার্থনা করিল, সবাইকে তুমি মার্জনা কর! মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বলেন : আমরা তাঁহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করি—যাহাতে আমরাও তাঁহার দু'আর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি।

৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ -

৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায় ; তবে তিনটি আমলের ফল বাকী থাকে—১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. ইল্ম—যা দ্বারা অন্যেরা উপকৃত হয় এবং ৩. সুসন্তান--যে তাহার জন্য দু'আ করে।

১. সাদাকায়ে জারিয়ার এই কল্যাণকর ধারণার উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে বিগত চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত বিশ্বের দেশে দেশে প্রচলিত মুসলমানদের বিশাল ওয়াকফ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কল্যাণে কত ইয়াতীম-মিসকীন দুঃস্থজন যে কত দাতব্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়াছে এবং আজও করিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উনবিংশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ আমলা ও ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের সাক্ষ্য অনুসারে কেবল বাংলাদেশেরই এক তৃতীয়াংশ ভূ-সম্পদ ওয়াকফকৃত ছিল--যদ্বন্ধন সেই বিশাল ওয়াকফ সম্পদ অন্যায়াভাবে গ্রাস না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের কাছে এদেশের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য অর্থহীন মনে হইতেছিল। তাই পরে ব্রিটিশ সরকার নির্লজ্জের মত এ বিশাল ওয়াকফ সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং তা কাড়িয়া নেয়। (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস দ্রষ্টব্য) ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর দুই দুইবার আমরা ‘স্বাধীন’ হইলাম কিন্তু আজও সেই বিশাল ওয়াকফ সম্পদ পুনরুদ্ধার হয় নাই। ইদানীং সাদাকায়ে জারিয়া রূপে ভূ-সম্পদ ওয়াকফ করার প্রবণতা শূন্যের কোঠায় বলা চলে। অথচ পারলৌকিক জগতের স্থায়ী সুখ শান্তি নিশ্চিত করার ইহা একটা উত্তম ব্যবস্থা। বিত্তবান লোকদের এদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। তাঁহারা নিজেরা এদিকে মনোযোগী না হইলেও তাহাদের বংশধরগণও যদি তাহাদের পক্ষ হইতে এই পুণ্য কাজটি করিতেন, তবে কতই না উত্তম হইত! তবে, যে সম্পদ একজন তার নিজের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ওয়াকফ করিতে পারে না, তাহার সন্তানই বা তাহার নিজের অধিকারে আসা সম্পদের মায়া কাটাইয়া পিতামাতার জন্য তাহা করিতে যাইবে কেন?

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৩৭- حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي تُوَفِّيْتُ وَلَمْ تُوصِرْ أَفِيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ -

৩৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার মাতা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন অথচ তিনি কোনরূপ অসিয়ত করিয়া যান নাই। এখন আমি যদি তাহার পক্ষ হইতে কিছু দান-খয়রাত করি, তবে তাহাতে তাহার ফায়দা হইবে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : হ্যাঁ।

২- بَابُ بِرِّ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ أَبُوهُ

২০. অনুচ্ছেদ : পিতা যাহাদের প্রতি সদ্যবহার করিতেন তাহাদের প্রতি সদ্যবহার

৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرَّ أَعْرَابِيٌّ فِي سَفَرٍ فَكَانَ أَبُو الْأَعْرَابِيِّ صَدِيقًا لِعُمَرَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَلَسْتُ فُلَانٍ ، قَالَ : بَلَى فَأَمَرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ أَمَا يَكْفِيهِ دِرْهَمًا ؟ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْفَظْ وَدَّ أَبْيِكَ لَا تَقْطَعَهُ فَيُطْفِئُ اللَّهُ نُورَكَ -

৪০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক বেদুইনের সহিত সফরে তাহার সাক্ষাৎ। সেই বেদুইনের পিতা তাহার পিতা হযরত উমরের বন্ধু ছিলেন। তখন বেদুইনটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল : আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ! অতঃপর তিনি তাহার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে প্রদান করিলেন এবং তাহার নিজ পাগড়ী মাথা হইতে খুলিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন, তখন তাহার জনৈক সঙ্গী বলিলেন, ইহাকে দুইটি দিরহাম দিলেই কি যথেষ্ট হইত না? তখন তিনি বলিলেন : নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : পিতার বন্ধুত্বকে অটুট রাখ, উহাকে ছিন্ন করিও না; নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার (ঈমানের) আলো নির্বাপিত করিয়া দিবেন।

৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَيْرٍ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ -

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

এ ব্যাপারে আমরা কুরআন শরীফের একটি আয়াতের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : "হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং আগামী কাল (কিয়ামত)-এর জন্য কী সম্বল রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।" (সূরা হাশ্ব : ১৮)

৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : সর্বোত্তম সদ্‌ব্যবহার হইল পিতার বন্ধুর প্রতি সদ্‌ব্যবহার।

২১- بَابُ لَا تَقْطَعُ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأُ نُورُكَ

২১. অনুচ্ছেদ : পিতার বন্ধুর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, করিলে আলো নির্বাপিত হইবে

৪২- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَاحِقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَادٍ الزُّرْقِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مُتَكِنًا عَلَى ابْنِ أَخِيهِ فَنَقَذَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا شِئْتُ ؟ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ! مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ لَا تَقْطَعُ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأُ بِذَلِكَ نُورُكَ -

৪২. সা'দ ইবন উব্বাদ যুরকী (র) বলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন : আমি মদীনার মসজিদে হযরত উসমানের পুত্র আমরের সহিত বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাঁহার ভাতিজার কাঁধে ভর করিয়া আমাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি মজলিস অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় ফিরিয়া তাকাইলেন এবং আবার সেখানে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি বলিলেন : আমর ইবন উসমান! কি ব্যাপার? দুই তিনবার তিনি একথা বলিলেন। তারপর বলিলেন : কসম সেই সন্তর-যিনি মুহম্মদ (সা)-কে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবে (তাওরাতে) দুই দুইবার বলা হইয়াছে : তোমার পিতা যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করিতেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করিও না ; নতুবা তদরূন তোমার ঈমানের আলো নির্বাপিত হইয়া যাইবে।

১. ইবন হিব্বান বর্ণিত এক হাদীসে তাহার একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। আবু বুরদা (রা) বলেন, আমি যখন মদীনায়া আসিলাম তখন একদা ইবন উমর (রা) আমার বাড়ীতে তাকরীফ আনিলেন। তিনি তখন বলিলেন : জান, কেন আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি? আমি বলিলাম : জ্ঞী না। বলিলেন : আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, “কোন ব্যক্তি যদি তাহার কবরস্থ পিতার সাথে উত্তম আচরণ করিতে মনস্থ করে তাহা হইলে তাহার উচিত পিতার বন্ধুবান্ধবের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করা।” আমার এবং তোমার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক ও বন্ধত্ব ছিল। আমি সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নবায়ন করিতে এবং পুনঃ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে আসিয়াছি।

২. স্বয়ং নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে কতটুকু সচেতন ছিলেন তাহার ভূরিভূরি উদাহরণ হাদীস ও সীরাতে-গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। একতা জি'রানা নামক স্থানে হযরত (সা) সঙ্গীদের দ্বারা গোশতা বন্টন করিতেছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য বেদুইন মহিলা সেখানে উপস্থিত হইলে হযরত সসম্মুখে তাঁহার গায়ের চাদরখানা সেই বৃদ্ধা মহিলা জন্য বিছাইয়া দিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বিশ্বয়মাখা দৃষ্টিতে এ দৃশ্য অবলোকন করিলেন এবং পরম ঔৎসুক্যভরে মহিলাটির পরিচয় জানিতে চাহিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলিলেন : উনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুধ-মা। আবু দাউদ : শিষ্টাচার অধ্যায়।

২২- بَابُ الْوُدِّ يَتَوَارَثُ

২২. অনুচ্ছেদ : ভালবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে

৪৩- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَانٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ جَزْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَفَيْتُكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْوُدَّ يَتَوَارَثُ -

৪৩. আবু বকর ইবন হাযম (র) বলেন, নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : ভালবাসা উত্তরাধিকারসূত্রে আসে। (অর্থাৎ ভালবাসা ও আন্তরিকতা এমনি একটি গুণ—যাহা উর্ধতন বংশধরদের নিকট হইতে অধঃস্তন বংশধররা পুরুষানুক্রমে লাভ করিয়া থাকে)।

২৩- بَابُ لَا يُسَمَّى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَلَا يَمْشِي أَمَامَهُ

২৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি পুত্রের সৌজন্য

৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لَأَحَدَهُمَا مَا هَذَا مِنْكَ ؟ فَقَالَ أَبِي فَقَالَ وَلَا تُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ وَلَا تَجْلِسُ قَبْلَهُ -

৪৪. হিশাম ইবন উরওয়া তাঁহার পিতা বা অন্য কাহারও প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন : উনি তোমার কে হন হে ? সে ব্যক্তি বলিল : ইনি আমার পিতা হন। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন : (সাবধান!) তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না, তাঁহার আগে আগে চলিবে না এবং তাঁহার পূর্বে কোথাও বসিবে না।^১

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

সম্ভবত আমর ইবন উসমান তদীয় পিতার ভক্তিশ্রদ্ধা বা ঘনিষ্ঠ আচরণ প্রাপ্ত প্রাপ্ত ও প্রবীণ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-কে নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে দেখিয়াও তাহার প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই বা ভ্রক্ষেপ করে নাই, --যাহা তাহার মনোকষ্ট ও বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। এ জন্যেই তিনি--তাহাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ যে কত অকপটভাবে মনের কথা প্রকাশ করিতেন, চাপাক্রোধে অন্তরে পোষণ করিতেন না, এর রেওয়ায়েত বর্ণনা ইহার এক জ্বলন্ত উদাহরণও বটে।

১. পিতামাতা উস্তাদ বা অন্যান্য গুরুজনের আগে আগে চলার ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইল : ১. যখন কোন উচ্চ স্থান হইতে নিচে অবতরণ করা হয়, ২. অন্ধকার রাতে পথ চলাকালে এবং ৩. অপরিচিত স্থানে পথ প্রদর্শক হিসাবে গুরুজনের আগে আগে চলা যায়।

২৫- بَابُ هَلْ يَكُنَى أَبَاهُ

২৪. অনুচ্ছেদ : পিতাকে কি পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায় ?

৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ سَالِمُ الصَّلَاةُ ! يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -

৪৫. শাহর ইবন হাওশাব বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের সহিত সফরে বাহির হইলাম। তখন (তদীয় পুত্র) সালিম বলিয়া উঠিলেন : হে আবদুর রহমানের পিতা ! সালাত! (অর্থাৎ নামাযের সময় হইয়াছে।)

৪৬- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ قَضَى -

৪৬. আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী নিজে) বলেন, আমার একাধিক সাথী ওকী—সুফিয়ান- আবদুল্লাহ ইবন দীনার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) ও কখনো কখনো বলিয়াছেন—“হাফসের পিতা উমর এভাবে বিচার-মীমাংসা করিয়াছেন।”

২৫- بَابُ وَجُوبِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ

২৫. অনুচ্ছেদ : ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্যবহার

৭৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنْفَى قَالَ حَدَّثَنَا كَلِيبُ بْنُ مَنَفْعَةَ قَالَ : قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أَبْرُ ؟ قَالَ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ -

৪৭. কুলায়ব ইবন মুনফায়া বলেন, আমার দাদা বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে? ফরমাইলেন : তোমার মাতাপিতা, তোমার ভাইবোন এবং এতদসঙ্গে তোমার সেই গোলাম-যে তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই সব হইতেছে ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।

৪৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [২৬ : ২১৪] قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَى يَا بَنِي كَعْبٍ بَنِي لُؤَيٍّ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ

مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اُنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ اُنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! اُنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ! اُنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَاِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنْ لَّكُمْ رَحْمًا سَابِلُهَا بِبِلَالِهَا

৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন আয়াত নাযিল হইল : **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** : “নিকটাত্মীয়দিগকে সতর্ক কর।” (২৬ : ২১৪) তখন নবী করীম (সা) হাঁক দিলেন : হে বনি কা'ব ইবন লুই! নিজেদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা কর! হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা কর! হে হাশেম বংশীয়রা! নিজেদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন! নিজেদিগকে আগুন হইতে লক্ষ্য কর! হে মুহাম্মদ—তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হইতে রক্ষা কর! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহর কোপানল হইতে রক্ষা করিতে পারিব না--আমার করার কিছুই থাকিবে না; কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা আমি আমার রক্তের হক আদায় করিব।

২৬- بَابُ صَلَاةِ الرَّحْمِ

২৬. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ

৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا يَقْرُبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ-

৪৯. হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, জনৈক বেদুইন নবী করীম (সা)-এর এক ভ্রমণকালে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিল : (ইয়া রাসূল্লাহ!) যাহা আমাকে বেহেশতের নিকটবর্তী এবং দোষখ হইতে দূরবর্তী করিবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন! ফরমাইলেন, ইবাদত করিবে আল্লাহর এবং শরীক করিবে না তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও, সালাত কায়ম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ঘনিষ্ঠ আচরণ করিবে।

৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ نَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مَرْزَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحْمُ فَقَالَ مَهْ : قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ

مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قَطْعِكَ ؟ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ فَذَلِكَ لَكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ -

৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করিয়া সম্পন্ন করিলেন, তখন 'রেহেম' উঠিয়া দাঁড়াইল। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন : কি চাস্ হে ? সে নিবেদন করিল : আমাকে ছিন্নকারী হইতে তোমার শরণ কামনা করছি প্রভু! ফরমাইলেন : তুই কি ইহাতে সন্তুষ্ট নস্ যে, যে তোকে যুক্ত রাখিবে, আমি তাহাকে যুক্ত রাখিব আর যে তোকে বিচ্ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিব? রেহেম বলিল : জী হ্যা, প্রভু! ফরমাইলেন : ইহা তো তোরই জন্য। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন : ইচ্ছা ইহলে পড়িতে পার :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ

“তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করিলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধনসমূহকে ছিন্ন করিবে?” (কুরআন, ৪৭ : ২২)

৫১- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ الْآيَةُ [١٧ : ٢٦] قَالَ بَدَأَ فَأَمَرَهُ بِأَوْجِبِ الْحَقُّوقِ وَدَلَّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَقَالَ ﴿ وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ وَعَلَّمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ فَقَالَ ﴿ وَإِمَّا تَعْرِضْنَّ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾ [١٧ : ٢٨] عِدَّةٌ حَسَنَةٌ كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾ لَا تُعْطِي شَيْئًا ﴿ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ تُعْطِي مَا عِنْدَكَ ﴿ فَتَقْعُدَ مَلُومًا ﴾ يَلُومُكَ مَنْ يَأْتِيكَ بَعْدُ وَلَا يَجِدُ عِنْدَكَ شَيْئًا ﴿ مُحْسُورًا ﴾ - [١٢٠ : ٢٩] قَدْ حَسَرَكَ مَنْ قَدْ أَعْطَيْتَهُ .

৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের আয়াত :

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَإِمَّا تَعْرِضْنَّ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا [١٧ : ٢٦ , ٢٨ - ٢٩] .

শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : যদি কাহারও হাতে অর্থ সম্পদ বলিতে কিছু থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা শুরুতেই তাহার সবচাইতে জরুরী কর্তব্য বলিয়া দিলেন--“নিকটাত্মীয়কে তাহাদের হক প্রদান কর এবং দুঃস্থ-দরিদ্র ও পথিকজনকেও!” (কুরআন : ১৭ : ২৬) তারপর যদি তাহার কাছে কিছু একান্তই না থাকে, তবে কি করিবে, তাহা শিক্ষা দিলেন। (এই বলিয়া) “যদি তুমি তোমার প্রভুর রহমতের আশায় থাক”---যাহা তোমার আকাজ্জিত (অর্থাৎ বর্তমানে হাতে কিছু নাই---যদ্বন্ধন যাচঞাকারীর যাচঞা পূরণ করিতে পারিতেছে না) “তাহা হইলে তাহাকে কোমল বাক্য বলিয়া দাও।” (কুরআন, ১৭ : ২৮) অর্থাৎ উত্তম প্রতিশ্রুতি দাও! যেন ইহা নিশ্চিত এবং আল্লাহ চাহেত শীঘ্রই হইয়া যাইবে। “এবং নিজের হাতকে ঘাড়ের সহিত লটকাইয়া রাখিও না।” অর্থাৎ দানে একেবারেই বিরত থাকিও না। “আবার উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়াও দিও না।” অর্থাৎ যাহা আছে সবই দান করিয়া বসিও না--“যাহাতে বসিয়া পড় তিরস্কৃত অবস্থায়” অর্থাৎ পরে যাহারা আসিবে তাহারা যেন তোমাদিগকে রিক্তহস্ত দেখিয়া তিরস্কার না করে। “এবং আক্ষেপগ্রস্ত অবস্থায়” (কুরআন, ১৭ : ২৯) অর্থাৎ -- যাহা দান করিয়া দিয়াছ, তাহার জন্য পাছে আক্ষেপ করিতে না হয়।

২৭- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الرَّحِمِ

২৭. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত

৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونَ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ قَالَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ تَسْفُهُمُ الْمَلَّةُ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ عَلَى ذَلِكَ -

৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে। আমি তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ ও সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তাহারা আমার প্রতি পরসূলভ আচরণ ও অসদ্ব্যবহার করে। তাহারা আমার সহিত গোয়ারতুমি করে। আমি সহ্য করিয়া যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাহাদের মুখে উত্তণ্ড ছাই পুরিয়া দিতেছ! তোমার কারণে তাহাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হইতে একজন সাহায্যকারী তাহাদের মুকাবিলায় তোমার সহিত থাকিবেন।

৫৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الرَّدَادِ

اللَّيْثِيُّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَاسْتَقْفْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ -

৫৩. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : আমি রেহেমকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার নাম (রাহমান) হইতে উহার নাম নির্গত করিয়াছি। সুতরাং যে উহাকে যুক্ত করিবে, আমি তাহাকে আমার সহিত যুক্ত করিব এবং যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে আমা হইতে ছিন্ন করিব।

৫৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْوَهْطِ يَعْنِي أَرْضًا لَهُ بِالطَّائِفِ فَقَالَ : عَطَفَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مَنْ يُصَلِّهَا يَصِلْهُ وَمَنْ يَقْطَعُهَا يَقْطَعْهُ لَهَا لِسَانٌ طَلَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

৫৪. আবু আশ্বাসা বলেন, আমি একদা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর তায়েফস্থ খামারবাড়ী 'ওহ্ত'--এ গেলাম। তখন তিনি বলিলেন : একদা নবী করীম (সা) তাঁহার পবিত্র অঙ্গুলিসমূহকে মিলিত করিলেন এবং বলিলেন : রেহেম হইতেছে রাহমানেরই অংশ বিশেষ; যে উহাকে যুক্ত করিবে, আল্লাহ তাহাকে যুক্ত করিবেন এবং যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আল্লাহ তাহাকে ছিন্ন করিবেন। কিয়ামতের দিন উহা প্রাঞ্জলভাষী রসনার অধিকারী হইবে।

৫৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مَرْزَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِنَ اللَّهِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ -

৫৫. হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : রেহেম আল্লাহ তা'আলারই শাখা বিশেষ, যে উহাকে যুক্ত রাখিবে আল্লাহ তাহাকে যুক্ত রাখিবেন এবং যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আল্লাহ তাহাকে ছিন্ন করিবেন।

১. ইসলামের নবী শুধু ফযীলত বর্ণনা বা উপদেশ বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কেননা, যে উপদেশের পিছনে বাস্তব আমলের নমুনা নাই এমন উপদেশ বিতরণের অধিকারও ইসলাম কাহারও জন্য অনুমোদন করে না। আল-কুরআনের ভাষায় :

اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

২৪- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ

২৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ু বৃদ্ধি পায়

৫৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৫৬. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যে চায় যে, তাহার জীবিকা প্রশস্ত হউক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাউক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করে।

৫৭- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي سَعِيدٍ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

“তোমরা কি অন্যদিগকে উপদেশ বিতরণ কর আর নিজেদের কথা বিস্তৃত হইয়া যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করিয়া থাক? তোমাদের কি বুদ্ধিভুজ্জ্বল নাই?” --সূরা বাকারা : ৪৪

অন্যত্র আছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ -

“হে ঈমানগারগণ! তোমরা যাহা কর না, তাহা বল কেন? তোমরা যাহা করিবে না, তাহা বলিয়া বেড়াইবে—ইহা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত জঘন্য।” --সূরা সাফ্য : ২

হযরত নবী করীম (সা) আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে কতটুকু ঘনিষ্ঠাচারী ছিলেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার পুণ্যাশীলা সহধর্মিণী মুসলিমকুল-জননী হযরত খাদীজা (রা)-র সেই সান্নািবাক্যে-যাহা তিনি নবুয়তের প্রথম প্রভাতে তাঁহার ভীতসন্ত্রস্ত মহান স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। নবুয়তের গুরুদায়িত্ব হযরত জিব্রাইল (আ)-এর মারফতে বুঝিয়া পাইয়া প্রথম যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার গায়ে রীতিমত জ্বর ছিল। কম্পিত কণ্ঠে তিনি হযরত খাদীজা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন : খাদীজা ! আমাকে তোমরা আবৃত কর! আমাকে তোমরা আবৃত কর !! আমার তো রীতিমত প্রাণভয় উপস্থিত হইয়াছে। জবাবে তাঁহার সুদীর্ঘ পনের বৎসরকালের সহধর্মিণী বলিয়াছিলেন : স্বামিন ! আপনার এরূপ ভয়ের কোনই কারণ নাই। কেননা :

إِنَّكَ لَتَصِلِ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

○ আপনি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া থাকেন-তাহাদের প্রতি ঘনিষ্ঠ আচরণ করেন।

○ আপনি পরদুঃখ বহন করিয়া থাকেন।

○ আপনি দুঃস্থজনের সেবা করিয়া থাকেন।

○ আপনি অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।

○ আপনি নিঃস্ব বিপন্নে সাহায্য করিয়া থাকেন।

সুতরাং এমন মহামতি মহাজনকে আল্লাহ ধ্বংসের মুখে নিষ্ক্ষেপ করিতে পারেন না (বুখারী : ওহীর প্রারম্ভ ; শিফা : পৃ. ৬৫ ; রাহমাতুল্লিল ‘আলামীন, ২য় খ. পৃ. ৩৫৯)।

৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : যে তাহার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করে।

২৭- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ

২৯. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন

৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَغْرَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ تَسَّى فِي أَجَلِهِ وَثُرَى مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ-

৫৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন : যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনকে জুড়িয়া রাখে, তাহার মৃত্যু পিছাইয়া দেওয়া হয়, তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাহার পরিবার পরিজন তাহাকে ভালবাসেন।

৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَغْرَاءُ أَبُو مَخَارِقٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ أَنْسَى فِي عُمَرِهِ وَثُرَى مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ-

৫৯. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন : যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তা বন্ধন জুড়িয়া রাখে, তাহার আয়ু বর্ধিত করা হয়, তাহার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাহার পরিবার-পরিজন তাহাকে ভালবাসে।

৩- بَابُ بَرِّ الْأَقْرَبِ فَلَا اقْرَبَ

৩০. অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠতর জনের সহিত ঘনিষ্ঠতর আচরণ

৬- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مِعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَلَا اقْرَبَ -

৬০. হযরত মিকদাম ইবন মা'দী কারাব (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে তোমাদের মাতাদিগের (সহিত সদ্যবহার) সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন; আবার তোমাদের মাতাদিগের সম্পর্কে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠজন সম্পর্কে।

৬১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَزَّوْجُ بْنُ عُمَانَ أَبُو الْخَطَّابِ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ جَاءَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أُحْرَجُ عَلَى كُلِّ قَاطِعٍ رَحِمَ لَنَا قَامَ مِنْ عِنْدَنَا فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَاتَى فَتَى عَمَّهُ لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مِنْذُ سَنَتَيْنِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي! مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذًا وَكَذَا قَالَتْ ارْجِعِ إِلَيْهِ فَسَلْهُ لِمَ قَالَ ذَاكَ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمْسِينَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَقْبَلُ عَمَلٌ قَاطِعٍ رَحِمَ -

৬১. হযরত উসমানের গোলাম আবু আইয়ুব সুলাইমান বলেন, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আসিলেন এবং বলিলেন : আত্মীয়তা ছেদনকারীকে আমি ভালবাসি না। এমন কেহ থাকিলে সে যেন এখান হইতে সরিয়া পড়ে। তখন কেহ মজলিস হইতে সরিল না। তিনি তিনবার একথা বলিলেন। (একথা শোনার পর) জনৈক যুবক তাহার ফুফুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল-যে ফুফুর সহিত দুই বৎসরের অধিক কাল সে সম্পর্ক ছিল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ফুফু তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি হঠাৎ কি মনে করিয়া? যুবকটি বলিল : আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে এরূপ বলিতে শুনিলাম। তখন সে বলিল, আচ্ছা, পুনরায় হুরায়রার কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি বলিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : আদম সন্তানের আমলসমূহ আত্মাহুর সমীপে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে পেশ করা হয়, তখন কোন আত্মীয়তা ছেদনকারী ব্যক্তির আমল গৃহীত হয় না।

৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلَا اقْرَبُ الْأَقْرَبُ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَنَازِلُ -

৬২. হযরত ইবন উমর (রা) রিওয়ায়েত করেন কোন ব্যক্তি যাহা তাহার নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গের বাবদ পুণ্য প্রাপ্তির আশায় ব্যয় করে, তাহার প্রত্যেকটি জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে প্রতিদান (সওয়াব) দিবেন। তাহার পোষ্যদের ব্যয় হইতে সে আরম্ভ করে এবং তারপর অবশিষ্ট থাকিলে পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে প্রদান করে, তাপর অবশিষ্ট থাকিলে তাহার পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে, তারপর অবশিষ্ট থাকিলে হস্ত আরো সম্প্রসারিত করে।

২১- بَابُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمَ

৩১. অনুচ্ছেদ : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারী থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।

৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو أَدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمَ -

৬৩. আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে সম্প্রদায়ে আত্মীয়তা-ছেদনকারী কোন ব্যক্তি থাকে, তাহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না।

২২- بَابُ إِيْمَ قَاطِعِ الرَّحِمِ

৩২. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদনকারীর পাপ

৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْدٍ بْنُ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمَ -

৬৪. জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বর্ণিতে শুনিয়াছেন : আত্মীয়তা ছেদনকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

৬৫- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ ! إِنِّي ظَلَمْتُ يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّي فَيُجِيبُهَا إِلَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مِنْ قِطْعِكَ وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ؟

৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : ‘রেহেম’ (রক্তের বাঁধন) ‘রহমানের’ অংশ-বিশেষ। সে বলিবে-“হে প্রভু পরোয়ারদিগার ! আমি ময়লুম, আমি ছিন্নকৃত! প্রভো ! আমি আমি.....।” তখন আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে ছিন্ন করিব এবং যে তোমাকে যুক্ত করিবে, আমি তাহাকে যুক্ত করিব ?

৬৬. حَدَّثَنَا إِدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ذَنْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ وَالسُّفْهَاءُ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ الْجُهَنِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا آيَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَنْ تَقْطَعَ الْأَرْحَامُ وَيَطَاعُ الْمَغْوِيُّ وَيُعْصَى الْمُرْشِدُ -

৬৬. সাঈদ ইবন সাম'আন (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) কে বালকদের এবং নির্বোধদের নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব হইতে শরণ প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি। রাবী সাঈদ ইবন সাম'আন (রা) বলেন, ইবন হাসানা জুহানী তাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, উহার নিদর্শন কি? জবাবে তিনি বলিলেন : (উহার নিদর্শন হইল) আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করা হইবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হইবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা হইবে।

৩২- بَابُ عُقُوبَةِ قَاطِعِ الرَّحِمِ فِي الدُّنْيَا

৩৩. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারীর শাস্তি-পার্শ্ব জগতে

৬৭. حَدَّثَنَا إِدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قِطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ -

৬৭. হযরত আবু বাক্রা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : আত্মীয়তা ছেদন এবং বিদ্রোহের মত দুনিয়াতেই ত্বরিত শাস্তির উপযুক্ত আর কোন পাপ নাই। পরকালে তাহার জন্য যে শাস্তি সঞ্চিত রাখা হইবে, তাহা তো আছেই।

৩৪- بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي

৩৪. অনুচ্ছেদ : প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নহে

৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو وَفَطَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفَطَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا -

৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) রিওয়ায়েত করেন যে. রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : প্রতিদানে আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারী প্রকৃত আত্মীয়তা যুক্তকারী নহে ; বরং আত্মীয়তা যুক্তকারী

হইতেছে এ ব্যক্তি, যাহাকে ছিন্ন করিয়া দিলেও দূরে ঠেলিয়া দিলেও সে আত্মীয়তা রক্ষা করে (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ আচরণ করে)।

৩৫- بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصِلُ ذَا الرَّحِمِ الظَّالِمِ

৩৫. অনুচ্ছেদ : যালিম আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত

৬৭- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! عَلَّمَنِي عَمَلًا يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتُ أَقْصَرْتُ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ اعْتَقِ النَّسَمَةَ وَقِلْ الرَّقَبَةَ قَالَ : لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَفَكَ الرَّقَبَةَ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ وَالْمَنِحَةِ الرُّغُوبِ وَالْفَى عَلَى ذِي الرَّحْمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكَفِّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ -

৬৯. হযরত বারা (ইবনে আযিব (রা) বলেন, একদা জনৈক বেদুইন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল : হে আল্লাহর নবী ! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন-যাহা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে। ফরমাইলেন : তোমার কথা যদি এই পর্যন্তই হইয়া থাকে, তবে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্নই তুমি করিয়াছ। গোলাম আযাদ কর এবং গর্দান মুক্ত কর ! সে ব্যক্তি বলিল : দুইটা একই বস্তু নহে কি ? ফরমাইলেন : না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং প্রিয় বস্তু (অর্থ-সম্পদ) দান করা। যদি তাহা না পার, তবে সৎকাজের আদেশ করিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করিবে। যদি তাহাতেও সমর্থ না হও, তবে সদ্বাক্য বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখিবে।

৩৬- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اسْلَمَ .

৩৬. অনুচ্ছেদ : ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্যবহারের ফল

৭০- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتَ أُمُورًا مُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ فَهَلْ لِيَ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ حَكِيمٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْلَمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ -

৭০. উরওয়া ইবন যুযায়র (রা) বলেন, হাকিম ইবন হিয়াম (রা) তাহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন : (ইয়া রাসূলুল্লাহ্!) জাহিলিয়তের যুগে আমি যে পুণ্যজ্ঞানে আত্মীয়-স্বজনের

সহিত সদ্‌ব্যবহার করিয়াছি, গোলাম আযাদ করিয়াছি এবং দান খয়রাত করিয়াছি, তাহার কোন প্রতিদান কি আমি পাইব ? রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : (না পাইবে কেন ?) তোমার পূর্ববর্তী পুণ্যসমূহ লইয়াই তো তুমি মুসলমান হইয়াছ !

২৭- بَابُ صَلَٰةِ نَبِيِّ الرَّحِمِ الْمُشْرِكِ وَالتَّهْدِيَةِ

৩৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিক আত্মীয়ের সহিত সদ্‌ব্যবহার ও উপহার দেওয়া

৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَى عُمَرَ حُلَّةً سِيرَاءً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ اسْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَيْسَتْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْفُؤُودِ إِذَا أَتَوْكَ فَقَالَ يَا عُمَرُ إِنَّمَا يَلْبِسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا حُلَّةً فَأَهْدَى إِلَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَعَثْتَ إِلَيَّ هَذِهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ . قَالَ إِنِّي لَمْ أُهْدَهَا لَكَ لِتَلْبِسَهَا إِنَّمَا أُهْدِيَتْهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا ، فَأَهْدَاهَا عُمَرُ لَأَخٍ لَهُ مِنْ أُمَّةٍ مُشْرِكَةٍ -

৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উমর (রা) একটি বহুমূল্য কারুকার্য খচিত জামা দেখিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি উহা খরিদ করিয়া নিন ! জুমু'আর দিন এবং বাহিরের প্রতিনিধি দল আসিলে তাহাদের সহিত সাক্ষ্যাৎকালে আপনি উহা পারিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : “হে উমর ! উহা সেই সব লোকে পরিবে, যাহাদের পরকাল বলিতে কিছু নাই।” অতঃপর (পরবর্তী কোন এক সময়) অনুরূপ কিছু বহুমূল্য কারুকার্য খচিত জামা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপটোকন স্বরূপ আসিল। তিনি তাহার একটা হযরত উমরের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। উমর (রা) তাহা নিয়া দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি উহা আমার কাছে পাঠাইলেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তুমি পরিধান করার জন্য আমি তোমাকে উহা উপহার দেই নাই, বরং এই জন্য দিয়াছি যে, তুমি উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অথবা কাহাকেও (তোমার পক্ষ হইতে উপহার স্বরূপ) পরাইয়া দিবে। উমর (রা) তাহার এক বৈপিত্র্যে মুশরিক ভাইকে উহা উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন।

২৮- بَابُ تَعَلُّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ

৩৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জানিয়া রাখা

৭২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ تَعْلَمُوا أَنْسَابَكُمْ ثُمَّ صَلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَاللَّهِ ! إِنَّهُ لَيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّيْءُ وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحْمِ لَأَوْزَعَهُ ذَلِكَ عَنْ انْتِهَاكِهِ -

৭২. জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) বলেন, তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিসরের উপর ভাষণরত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছেন : তোমাদের বংশপঞ্জিকা (নসবনামা) জানিয়া রাখ এবং (তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ কর। আল্লাহর কসম, অনেক সময় কোন ব্যক্তি ও তাহার (বংশানুক্রমিক) ভাইয়ের মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটিয়া যায় ; যদি সে জানিতে পারিত যে, তাহার এবং উহার মধ্যে রক্তের বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে উহা তাহাকে তাহার ভাইকে অপদস্থ করা হইতে নিবৃত্ত করিত।

۷۳- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَنَّهُ قَالَ إِحْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَا بَعْدَ بِالرَّحْمِ إِذَا قَرَّبْتَ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً وَلَا قَرُبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَكُلُّ رَحْمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا أَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ ، إِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلِمِيهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا -

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, বংশপঞ্জিকা জানিয়া রাখ (এবং তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ কর ; কেননা, দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হইয়া যায় এবং নিকটাত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের অনুপস্থিতিতে দূর হইয়া যায়। রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তাহার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং যদি সে তাহাকে দুনিয়ায় যুক্ত রাখিয়া থাকে, তবে সে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাহাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করিয়া থাকে, তবে সে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

۳۹- بَابُ هَلْ يَقُولُ الْمَوْلَى إِنِّي مِنْ فُلَانٍ

৩৯. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে ?

۷۴- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ اللَّيْثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ تَيْمِ تَمِيمٍ ، قَالَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِمْ ؟ قُلْتُ مِنْ مَوَالِيهِمْ ، قَالَ : فَهَلَّا قُلْتُ مِنْ مَوَالِيهِمْ إِذَا ؟

৭৪. আবদুর রহমান ইব্ন আবু হাবীব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ওহে ! তুমি কোন বংশের লোক ? ইব্ন-তৈয়ম তামীম গোত্রের ? ইব্ন উমর-সেই বংশেই তোমার জন্ম, না তুমি সেই বংশের আযাদকৃত ? আমি-তাহাদের আযাদকৃত।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন : তাহা হইলে (প্রথমেই) বল নাই কেন যে, তুমি তাহাদের আযাদকৃত ?

৪. -بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

৪০. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত

৫৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَجْمِعْ لِي قَوْمَكَ " فَجَمَعَهُمْ فَلَمَّا حَضَرُوا بَابَ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِي فَسَمِعَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا قَدْ نَزَلَ فِي قُرَيْشٍ الْوَحْيُ فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالنَّاظِرُ مَا يُقَالُ لَهُمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ قَالُوا نَعَمْ فِينَا حَلِيفُنَا وَابْنُ أُخْتِنَا وَمَوَالِينَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلِيفُنَا مِنَّا وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا وَمَوَالِينَا مِنَّا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ : إِنْ أَوْلِيَانِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ ، فَإِنْ كُنْتُمْ أَوْلِيَاكَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَانْظَرُوا لَا يَأْتِي النَّاسُ بِأَعْمَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ بِالْأَنْثِقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ ثُمَّ نَادَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعُهُمَا عَلَى رُءُوسِ قُرَيْشٍ أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنْ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ مِّنْ بَغْيٍ بِهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ أَظْنُّهُ قَالَ : أَلْعَوَاثِرُ كَبَّهَ اللَّهُ لِمُنْخَرِيهِ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

৭৫. হযরত রিফা'আ ইব্ন রাফি' (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদা হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আমার সকাশে সমবেত কর ! হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে সমবেত করিলেন । যখন তাহারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হইল, তখন হযরত উমর নবী করীম (সা)-এর সদনে হাযির হইয়া নিবেদন করিলেন : "আমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আপনার সম্মুখে সমবেত করিয়াছি।" আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন তাহা শুনিতে পাইয়া ধারণা করিলেন যে নিশ্চয়ই কুরায়শগণের সম্পর্কে ওহী নাযিল হইয়াছে। তাহাদিগকে কী বলা হয় শুনিবার জন্য দর্শক ও শ্রোতারূপে আসিয়া ভীড় করিলেন। তখন নবী করীম (সা) বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ফরমাইলেন : তোমাদের (এই সমাবেশের) মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য

কেই আছে কি ? জবাবে তাঁহারা বলিলেন : জী হ্যাঁ, আমাদের বন্ধুগোত্রের লোকজন, আমাদের ভাগ্নেয়রা এবং আমাদের আযাদকৃতরাও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : আমাদের বন্ধুগোত্রের লোকজন আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের ভাগ্নেয়রা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের আযাদকৃতরা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা (মনোযোগ সহকারে) শুন তোমাদের মধ্যকার আল্লাহ্‌ ভীরা (মুত্তাকী) ব্যক্তিগণই কেবল আমার বন্ধু ; তোমরা যদি তাহাই হও, তবে তো বেশ, নতুবা জানিয়া রাখ, কিয়ামতের দিন যেন এমন না হয় যে, লোকজন তো তাহাদের সৎকর্মসমূহ লইয়া আসিবে আর তোমরা আসিবে তোমাদের (পাপাচারসমূহের) বোঝাসমূহ লইয়া এবং তাহাই তোমাদের পক্ষ হইতে পেশ করা হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন : হে লোকসকল ! এবং তখন তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় তিনি কুরায়শদের মাথার উপর রাখিলেন—“লোকসকল ! কুরায়শগণ হইতেছে আমানতওয়ালা ; যে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে—রাবী যুহায়র বলেন, আমার মনে হয় তিনি যেন বলিয়াছেন—সেসমূহ বিপদ ডাকিয়া আনিবে। আল্লাহ্‌ তা’আলা তাহাকে তাহার মুখের উপর উপড় করিয়া ফেলিবেন।” তিনি একথা তিনবার বলিলেন। (মূলে আছে, তাহার দুই থুণীর উপর উপড় করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ চরম লাঞ্চিত ও অপদস্থ করিবেন।)

৬১- بَابُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ أَوْ وَاحِدًا

৪১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কণ্যা সন্তান প্রতিপালন কর

৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو حَفْصٍ التَّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عُسَّانَةَ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

৭৬. হযরত উক্বা ইবন আমির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি : যাহার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাহার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে (তাহাদিগকে বোঝাস্বরূপ মনে করে না) এবং তাহাদিগকে সাধ্যানুসারে ভাল (খাওয়ায়) পরায়, উহার তাহার জন্য দোষখের আগুন হইতে রক্ষাকারী অন্তরাল হইবে।

৭৭. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرُ عَنْ شُرَحْبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ -

৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান হইবে এবং সে তাহাদিগকে উত্তমভাবে রাখিবে, তাহারা তাহাকে বেহেশত পৌছাইবে।

৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدَرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيَهُنَّ وَيَكْفِيَهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةُ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثْنَتَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وَثْنَتَيْنِ -

৭৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন : যাহার তিনটি কন্যা আছে, সে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করে, তাহাদের সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করে এবং তাহাদের সহিত দয়াদ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত। উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করিল : যদি কাহারও দুইটি কন্যা সন্তান হয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! জবাবে তিনি ফরমাইলেন : দুইটি কন্যা হইলেও।

৬২- بَابُ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ

৪২. অনুচ্ছেদ : তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী

৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكَّمَلٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْمُعَاوِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

১. এই অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসখানা ইব্ন মাজাও সহীহ সনদ উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় হাদীসখানা আহমাদ, বাযযার এবং তাবারানীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য, তাবারানী তদীয় কিতাব ‘আওসাত’-এ ইহার সাথে আরও একটি কথা বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইল-“এবং তাহার বিবাহও দিয়া দেয়।” মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়েতে এরূপ আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তানকে তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করিল কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এরূপ অবস্থান করিব-যেমন দুইটি অঙ্গুলির অবস্থান-এ কথা বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসমূহকে একত্রিত করিয়া দেখাইলেন। তিরমিযী শরীফেও অনুরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার ঘৃণ্য মানসিকতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল, ঠিক সেই সময় ইসলাম আসিয়া ইহাদের প্রতিপালনের বিরাট পুণ্যের কথা ঘোষণা করিল। শুধু তাহাই নহে, যুগপৎভাবে স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে তাহাদের উত্তরাধিকার সত্ত্বের কথাও ইসলাম ঘোষণা করিল। সেবিকা হইতে তাহারা উন্নীত হইলেন সহধর্মিনীতে। ঘোষিত হইল :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ -

“তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ আর তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদস্বরূপ।” কুরআন নারী জাতির মানোন্নয়ন ও মর্যাদা বিধানের যে সুদূর প্রসারী কর্মসূচী ইসলামের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, উহার প্রথম পর্যায়ে বলা যাইতে পারে এই কন্যাসন্তান প্রতিপালনের উৎসাহ প্রদানকে। ইদানীং বিজাতীয় পণপ্রথা তথা যৌতুক প্রথার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব মুসলমান সমাজেও ঘটায় কারণে কন্যা সন্তান জাহিলিয়াতের যুগের মতই অবাস্তব ও অপাংক্ত্যে বিবেচিত হইতেছে। ফলে নবী করীম (সা)-এর বর্ণিত কন্যাসন্তান প্রতিপালনের বিরাট পুণ্যও আজ আর আকর্ষণীয় বোধ হইতেছে না। এই অবাস্তব অবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

৭৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন হইবে এবং সে তাহাদের সহিত উত্তম আচরণ করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

৬২- بَابُ فَضْلِ مَنْ عَالَ ابْنَتَهُ الْمَرْدُودَةَ

৪৩. অনুচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কন্যা প্রতিপালন

৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسُرَاقَةَ بِنِ جُعْثَمٍ إِلَّا أَدْلُكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

৮০. মুসা ইব্ন উলাই (আলী নহে) তাঁহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সুরাকা ইব্ন জু'সামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-“আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম সাদাকা অথবা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাদাকা সম্পর্কে অবহিত করিব না ? তিনি বলিলেন : আলবৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তখন তিনি ফরমাইলেন : তোমার কাছে (স্বামী কর্তৃক) প্রত্যাখ্যান অবস্থায় আগত তোমার কন্যা-তুমি ছাড়া তাহার জন্য উপার্জনকারী আর কেহই নাই (তাহাকে প্রতিপালন করা)।

৪১- حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سُرَاقَةَ بِنِ جُعْثَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَا سُرَاقَةُ " مِثْلَهُ -

৮১. অপর এক সূত্রে ঐ একই হাদীস।

৪২- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكَرَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا

১. এই হাদীসখানা তিরমিযীও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। আবু দাউদের উদ্ধৃত এই ধর্মের হাদীসখানা আরও ব্যাখ্যামূলক। উহাতে আছে : যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতিপালন করে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহাদের বিবাহশাদীর ব্যবস্থা করে, তাহার জন্য রহিয়াছে জান্নাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি দুইটি বা তিনটি কন্যাসন্তান প্রতিপালন করিল অথবা দুই বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করিল-যাবৎ না তাহারা তাহার নিকট হইতে (বিবাহশাদীর মাধ্যমে) পৃথক হইয়া যায় অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আমি এবং সে জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি অবস্থান করিব যে ভাবে আমার এই দুইটি অঙ্গুলি-একথা বলিয়া তিনি তদীয় তজনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

এই হাদীসসমূহের দ্বারা সদাচরণ ও সদয় ব্যবহারের গভীর আশঙ্কা আরও সম্প্রসারিত করা হইল এবং বলা হইল যে, শুধু দুই বা তিনটি কন্যাসন্তানের প্রতিপালনেই বেহেশত পাওয়া যায় না, বরং দুই বা তিনটি বোনের প্রতিপালনের দ্বারাও এই সাওয়াব পাওয়া যায়। বরং বোনদের প্রতিপালন আরও বেশী সাওয়াবের কারণ হইবে ; কেননা, উহা দ্বারা প্রকারান্তরে পিতামাতার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধই পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু আপন কন্যাসন্তানকে প্রতিপালন সহজাত সন্তান-বাৎসল্য ও দায়িত্ববোধ যত বেশী সক্রিয় থাকে, বোনদের ব্যাপারে সাধারণত : উহা ততটুকু থাকে না। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি বোনদের ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্বশীলতা ও স্নেহ মমতার পরিচয় দেয়, তাহার পূর্ণ বেশী বৈ কম হইবে না।

أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ-

৮২. হযরত মিকদাম ইব্ন মা'দী কারাব (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : যাহা তুমি নিজেকে খাওয়াইয়াছ, তাহাও সাদাকা-বিশেষ, যাহা তুমি তোমার সন্তানকে খাওয়াইয়াছ, তাহাও সাদাকা বিশেষ এবং যাহা তুমি তোমার ভৃত্যকে খাওয়াইয়াছ, তাহাও সাদাকা-বিশেষ।

৬৬- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَمَنَّى مَوْتَ الْبَنَاتِ

৪৪. অনচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।

৮৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الرَّوَّاعِ عَنْ بَنِي عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَلَةٌ بَنَاتٌ فَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : أَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ ؟

৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট থাকিত। তাহার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। একদা সে তাহাদের মৃত্যু কামনা করিল। ইহা শুনিয়া ইব্ন উমর (রা) ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমিই কি তাহাদিগকে জীবিকা প্রদান কর হে ?

৬৬- بَابُ الْوَلَدِ مَبْخَلَةٍ مَجْنُونَةٍ

৪৫. অনচ্ছেদ : সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীরা করে

৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا وَاللَّهِ ! مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَجَعَ فَقَالَ : كَيْفَ حَلَفْتُ ؟ أَى بَنِيَّةٍ ! فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ أَعَزُّ عَلَيَّ وَالْوَلَدُ لَوْطُ

৮৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : একদা আবু বাকর (রা) বলিলেন—“আল্লাহর কসম পৃথিবীর বুকে উমরের চাইতে প্রিয়তর আমার কাছে আর কেহই নাই।” উহা বলিয়া যখন তিনি ঘরে ফিরিলেন, অতঃপর বলিলেন : বৎসে! আমি কোন শব্দ দ্বারা শপথ করিয়াছি আমি তাহাকে উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন : ‘প্রিয়তম। আর সন্তান তো মানুষের প্রাণাধিক প্রিয়।

৪৫- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضَةِ ؟ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضَةِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : هُمَا رِيحَانِي مِنَ الدُّنْيَا -

৪৫. ইবন আবু নি'আম বলেন, আমি তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম যখন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে মশা মারিলে (ইহরাম অবস্থায়) তাহার প্রতিবিধান কি করিয়া করিতে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার বাড়ী কোথায় হে ? সে ব্যক্তি বলিল : ইরাকে। তখন তিনি বলিলেন : দেখ, লোকটি মশা মারিলে তাহার প্রতিবিধান কি জানিতে चाहিতেছে ; অথচ উহারা নবী করীম (সা)-এর সেই প্রিয় বংশধরকে হত্যা করিয়াছে-যাহাদের সম্পর্কে আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : উহারা দুইজন আমার পার্শ্ববর্তী জীবনের দুইটি ফুল স্বরূপ।

৬৬- بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ عَلَى الْعَاتِقِ

৪৬. অনুচ্ছেদ : শিশুকে কাঁধে উঠানো

৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّى اُحِبُّهُ فَاحْبِبْهُ -

৪৬. হযরত বারা (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছি এমন অবস্থায় যখন হাসান তাঁহার প্রতি আল্লাহর আশীর্বাদ হউক তাঁহার কাঁধের উপর আসীন আর তিনি তখন বলিতেছেন-“প্রভু! আমি ইহাকে ভালবাসি, তুমিও তাহাকে ভালবাসিও।”

১. বাহ্যত এই দুইটি বর্ণনারই শিরোনামের সাথে কোনই মিল দেখা যাইতেছে না। সন্তান যে মানুষের খুবই প্রিয় হয়, উহাই কেবল প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত শিরোনামের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ একটি রিওয়ায়েত তিরমিযী শরীফে হযরত খাওলা বিনতে হাকীমের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল :
একদা নবী (সা) বাটীর বাহিরে আসিলেন। হাসন-হুসায়ন (রা)-এর একজন তখন তাঁহার ক্রোড়ে ছিলেন। নবী (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন :
“তোমাদের সহিত কার্পণ্য করা হয়, ভীৰুতা প্রদর্শিত হয়। গোয়াঁতুমি করা হয়। অথচ নিঃসন্দেহে তোমরা হইতেছ আল্লাহর সুরভিত পুষ্পস্বরূপ। সম্ভবত এই হাদীসে সন্তান হত্যা ও সন্তানের প্রতি পাষণ্ড পিতাদের দুর্ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।
আবু ইয়াল্লা হযরত আবু সাঈদ (রা)-এর একটি রিওয়ায়েত এই মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে :
-“সন্তান হইতেছে কলিজার টুকরা : অথচ সেই হইতেছে মানুষের সমুহ ভীৰুতা কার্পণ্য এবং দুঃশ্চিন্তার কারণ।
অর্থাৎ সন্তানের দিকে চাহিয়াই লোক ভীৰু, কাপুরুষ ও কৃপণ হইয়া যায়।

৬৭- بَابُ بَابِ الْوَلَدِ قُرَّةُ الْعَيْنِ

৪৭. অনুচ্ছেদ : সম্বন্ধে চক্ষু জুড়ায়

৪৭- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ طُوبَىٰ لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ! لَوَدِدْنَا أَنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتُ وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتُ فَاسْتَفْضَبَ فَجَعَلْتُ أَعْجَبَ مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَىٰ أَنْ يَتَمَتَّىٰ مُحَضَّرًا غَيْبَهُ اللَّهُ عَنْهُ ؟ لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ ؟ وَاللَّهِ ! لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْوَامٌ كَبَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنَازِحِهِمْ فِي جَهَنَّمَ لَمْ يَجِيبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ وَلَا تَحْمَدُونَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ ﴿ قَدْ كَفَيْتُمُ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ ﴾ وَاللَّهِ ! لَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطُّ فِي فِتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرَوْنَ أَنَّ دُنْيَا أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَجَاءَ بِفِرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَىٰ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْبِهِ بِالْإِيمَانِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ فَلَا تَقْرَأُ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ وَأَنَّهَا الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾

৮৭. আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র ইব্ন নুফায়র বলেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন : একদা আমি হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে বলিল : ধন্য এই চক্ষুদ্বয়-যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দর্শন করিয়াছে। আল্লাহর কসম, বাসনা হয় যদি আমিও তাহা দেখিতাম যাহা আপনি দেখিয়াছেন এবং যদি আমিও সেখানে উপস্থিত থাকিতাম যেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন। এতদ্বশবণে মিকদাদ ক্রুদ্ধ হইলেন। আমি বিস্থিত হইলাম সে ব্যক্তি তো ভাল কথাই বলিয়াছে। (ইহাতে ক্রোধের কি আছে?) অতঃপর তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : লোক কেন এমন স্থলে উপস্থিত থাকতে আকাঙ্ক্ষা করে যেখানে হইতে আল্লাহ তাহাকে অনুপস্থিত রাখিয়াছেন? কি জানি, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকিত। তবে কি

করিত ? আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এমন সব লোকও দেখিয়াছে-আল্লাহ তাহাদিগকে উপড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন-তাহারা তাঁহার আহবানে সাড়া দেয় নাই এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াও নেয় নাই। তোমরা কেন আল্লাহর শোকর আদায় কর না যে, এমন যুগে তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কাহাকেও তোমরা চিন না ; তোমাদের নবী (সা) যাহা নিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাকে তোমরা সত্য বলিয়া জান। (ভালই হইয়াছে যে সে পরীক্ষা তোমাদিগের উপর দিয়া যায় নাই।) আল্লাহর কসম, নবী করীম (সা) আবির্ভূত হন কঠোরতম পরিস্থিতিতে-এমন কঠোর পরিস্থিতিতে অপর কোন নবী আবির্ভূত হন নাই। নবী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বকাল সেই জাহিলিয়াতের দিনগুলিতে তাহারা প্রতিমা পূজার চাইতে উত্তম কোন ধর্ম আছে বলিয়া মনে করিত না। এমন সময় তিনি ফুরকান সহকারে আবির্ভূত হন। উহার দ্বারা হক ও বাতিলের তথ্য সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন, পার্থক্য সূচিত করেন পিতার ও তাহার পুত্রের মধ্যে এমন কি যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতা, পুত্রের বা ভাইকে বিধর্মী অবস্থায় দেখিত আর তখন তাহার অন্তরের অর্গল আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দ্বারা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন-তখন সে ভাবত, যদি এই অবস্থায় সে ব্যক্তি (ঐ আত্মীয়টি) মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই দোষখে যাইবে। প্রিয়জন জাহান্নামের আগুনে রহিয়াছে জানা থাকিতে কাহারও চক্ষু জুড়াইত না। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

“যাহারা বলে প্রভু! আমাদের স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারা আমাদের চক্ষু জুড়াও।” (কুরআন, ২৫ : ৭৪)

৪৮- بَابُ مَنْ دَعَا لِصَاحِبِهِ أَنْ أَكْثَرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

৪৮. অনুচ্ছেদ : সাথীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা

৪৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَنَا إِلَّا أَصَلَّى بِكُمْ ؟ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ ؟ فَقَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُودِمُكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ ، كَانَ فِي آخِرِ دُعَائِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ”

৮৮. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। সে সময় আমার মা ও খালা উম্মে হারাম ছাড়া সেখানে আর কেহই ছিলেন না। এমন সময় নবী করীম (সা)

তাশরীফ আনিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন : “আমি কি তোমাদিগকে লইয়া নামায পড়িব না ?” অথচ তখন কোন (নির্ধারিত) নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। তখন কে একজন প্রশ্ন করিল ? সে সময় আনাসকে কোথায় দাঁড় করাইয়াছিলেন ? জবাবে তিনি বলিলেন : ডান দিকে ? অতঃপর তিনি আমাদিগকে নিয়া নামায পড়িলেন (অর্থাৎ তিনি নামাযে আমাদের ইমামতি করিলেন।) অতঃপর তিনি আমাদের তথা গৃহবাসীদের জন্য দু‘আ করিলেন—দু‘আ করিলেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য। তখন আমার মাতা বলিয়া উঠিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার এই ক্ষুদে খাদেমটি ইহার জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। তখন তিনি আমার সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য দু‘আ করিলেন। তাঁহার দু‘আর শেষ কথা ছিল : “প্রভু! তাহাকে অধিক ধন ও সন্তান দান করুন এবং তাহাকে বরকত দান করুন।”

৬৭- بَابُ الْوَالِدَاتِ رَحِيمَاتٍ

৪৯. অনুচ্ছেদ : মাতৃজাতি স্নেহময়ী

৪৯- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً فَآكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمَرَتَيْنِ وَنَظَرَ إِلَى أُمِّهِمَا فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّهَا .

৮৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : একদা একটি মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে আসিল। হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তাহার ছেলে দুইটিকে একটি করিয়া খেজুর দিয়া নিজের জন্য একটি হাতে রাখিয়া দিন। ছেলে দুইটি খেজুর দুইটি খাইয়া তাহাদের মায়ের দিকে তাকাইতে লাগিল। মহিলাটি তৃতীয় খেজুরটিকে দুই টুকরা করিয়া এক এক টুকরা এক এক ছেলের হাতে দিয়া দিল। অতঃপর নবী করীম (সা) ঘরে আসিলে হযরত আয়েশা (রা) তাহার কাছে এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : ইহাতে তোমার বিদ্রিষ্ট হইবার কি আছে ? তাহার ছেলে দুইটির প্রতি তাহার দয়াপ্রণতার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাহার প্রতি দয়াপ্রবণ হইয়াছেন।

৫০- بَابُ قُبْلَةِ الصَّبِيَّانِ

৫০. অনুচ্ছেদ : শিশুদিগকে চুম্বন

৯- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اتَّقَبِّلُونِ صَبِيَّانَكُمْ ؟ فَمَا نَقَبْلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৯০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : জনৈক বেদুইন নবী করীম (সা) এর খেদমতে আসিয়া বলিল “আপনারা কি শিশুদেরকে চুষন দেন ? কই , আমরা তো শিশুদের চুষন দেই না ।” তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : আল্লাহ্ তা’আলা যদি তোমার অন্তর হইতে দয়ামায়া একান্তই তুলিয়া নেন, তবে আমার তাহাতে কী করার আছে হে ।’

৭১- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ -

৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদা হযরত আলী (রা)-এর পুত্র হাসানকে চুষন দিলেন । আক্কা ইবন হাবিস তামীমী (রা) তখন তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন । তখন আক্কা বলিলেন : আমার তো দশটি সন্তান রহিয়াছে । কই আমি তো কোন দিন তাহাদিগকে চুষন দেই নাই । তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন : যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না ।

৫১- بَابُ آدَبِ الْوَالِدِ وَبَرِّهِ لَوْلَدِهِ

৫১. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার ও আদব শিক্ষা দান

৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ كَانُوا يَقُولُونَ الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ وَالْآدَبُ مِنَ الْآبَاءِ -

৯২. নুমাযর ইবন আওস বলেন, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মুরুব্বীগণ বলিতেন : সৎসখে চলার প্রবৃত্তি আল্লাহর দান, কিন্তু আদব বা শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান ।

৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقُرَشِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى

১. এই হাদীসখানা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর প্রমুখাৎ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু উহাতে এই ঘটনার বর্ণনা নাই । উহার ভাষ্য হইল :

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ -

“আল্লাহ্ এমন কোন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়াপ্রবণ হয় না ।” বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি অপর মানুষ বা জীবজন্তুর দয়াপ্রবণ, আপন সন্তানের প্রতি তাহার সন্তান বাৎসল্য স্বাভাবতই বেশী হইবে । আর এই সন্তান বাৎসল্য ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذًا وَكَذَا فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ تَحَلَّتْ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهَدُ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ بَلَى "فَلَا إِذَا" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُحَارِيُّ لَيْسَ الشَّهَادَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةً -

৯৩. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বলেন যে, একদা তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোলে করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে একথার সাক্ষ্য রাখিতেছি যে, আমি নু'মানকে অমুক অমুক বস্তু দান করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তোমার সব সন্তানকেই কি দান করিয়াছি ? তিনি বলিলেন : জ্বী না। ফরমাইলেন : তাহা হইলে তুমি অন্য কাহাকেও সাক্ষী কর ! অতঃপর ফরমাইলেন : তুমি কি চাওনা যে তোমার সকল সন্তানই তোমার সহিত সমানভাবে ঘনিষ্ঠ আচরণ (সদ্ব্যবহার) করুক ? তিনি বলিলেন : নিশ্চয়। ফরমাইলেন : তাহা হইলে এমনটি করিও না।' ইমাম বুখারী (র) বলেন : নবী করীম (সা)-এর বক্তব্যে বাশীর (রা)-কে অপর কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিবার অনুমতি ব্যক্ত করা হয় নাই।

৫২- بَابُ بِرِّ الْأَبِ لِوَلَدِهِ

৫২. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার

৯৬- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الْوَصَاقِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا لَأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ كَمَا أَنَّ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَلِكَ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ -

৯৪. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে 'আব্রার' বা সদাচারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেননা তাঁহারা তাঁহাদের পিতাগণও পুত্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তোমার পিতার তোমার উপর হক আছে, তেমনি হক আছে তোমার পুত্রের ও তোমার উপর।

১. সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহারও দান-দক্ষিণায় সমতা রক্ষা করা একটি জরুরী ব্যাপার। অন্যথায় অবস্থিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নানা কারণে কোন একটি সন্তান পিতামাতার কাছে অধিকতর প্রিয় হইতেও পারে, তবে তাহা কেবল অন্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ব্যবহারে তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন অন্য সন্তানদিগকে উপেক্ষারই শামিল আর এই উপেক্ষা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এই হাদীসখানা আরও বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে শেষ কথা উদ্ধৃত হইয়াছে এইভাবে :

لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

“আমি একটি অবিচারের সাক্ষী হইতে পারি না।” মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা)-এর প্রমুখ্যে যে রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এইভাবে :

إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ

“আমি তো হক ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারের সাক্ষী হইতে পারি না!”

৫৩- بَابُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

৫৩. অনুচ্ছেদ : যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না

৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فَرَّاشٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ -

৯৫. হযরত আবু সাঈদ (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন : যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।

৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسُ -

৯৬. হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে দয়া করিবেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।

৯৭- وَعَنْ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ " -

৯৭. হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : “যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাহাকে দয়া করেন না।”

৯৮- وَعَنْ عُبَادَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اتَّقَبِّلُونِ الصَّبَّيَّانِ ؟ فَوَاللَّهِ مَا نَقْبَلُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৯৮. হযরত আয়েশ (রা) বলেন, একদা একদল বেদুইন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনারা কি শিশুদিগকে চুমু খান ? আল্লাহর কসম ! আমরা তো তাহাদিগকে চুমু খাই না ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের অন্তর হইতে একান্তই রহমত (দয়া) উঠাইয়া নেন, তবে আমি তাহার কী করিতে পারি ?

৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا يَرْحَمُ فَقَالَ الْعَامِلُ إِنَّ لِي كَذًا وَكَذَا مِنَ الْوَلَدِ

مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَزَعَمَ أَوْ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا
أَبَرَّهُمْ -

৯৯. হযরত আবু উসমান (রা) বলেন : একদা হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করিলেন। তখন সেই কর্মচারীকে বলিল, আমার এত এত সন্তান রহিয়াছে। কই, তাহাদের কোন একটিকেও তো কোন দিন একটি চুমু খাইলাম না ! তখন উমর (রা) ভাবিলেন, অথবা হযরত উমর (রা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে সদাচারীদিগকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসেন না।

৫৪- بَابُ الرَّحْمَةِ مِائَةَ جُزْءٍ

৫৪. অনুচ্ছেদ : দয়ার শত ভাগ

১০০- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا
فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاخَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ
تُصِيبَهُ -

১০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : আল্লাহ্ তা'আলা দয়াকে একশত ভাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিরানব্বই ভাগই নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন এবং পৃথিবীতে একভাগ মাত্র অবতীর্ণ করিয়াছেন-যাহা দ্বারা গোটা সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, এমন কি ঘোটকী তাহার পায়ের খুর এই আশংকায় উঠাইয়া নেয় পাছে তাহার শাবক ব্যথা না পাইয়া বসে !

৫৫- بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ

১০১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ -

১০১. হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন : জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে এমনি তাগিদ করিতে লাগিলেন যে, আমার ধারণা হইতেছিল যে, অচিরেই বুঝি তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করিবেন।

১০২. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيُصْمِتْ -

১০২. হযরত আবু শুরায়হ খুযায়ী (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন : যে আল্লাহ্‌তে এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তাহার উচিত তাহার প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার উচিত তাহার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার উচিত যেন সে উত্তম কথা বলে অথবা চুপ করিয়া থাকে ।

৫৬- بَابُ حَقِّ الْجَارِ

৫৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর হক

১০৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَةَ الْكَلَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ عَنِ الزَّانَا، قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرٍ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ جَارِهِ وَسَلَّاهُمْ عَنِ السَّرْقَةِ قَالُوا

১. এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রতিবেশীকে পীড়া দেওয়া, অতিথির অবমাননা করা ও মন্দ কথা বলা ঈমানের পরিপন্থী কাজ ! এগুলি ঈমানদারের নহে বেঈমানের লক্ষণ । ইমাম মুসলিম (র) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র প্রমুখাৎ উক্ত হাদীসখানা রিওয়ায়েত করিয়াছেন । বরং তাহার ভাষ্যে আরও কঠোর তাকিদ রহিয়াছে । সেখানে আছে :

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : الَّذِي لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بِوَأْتَقَهُ -

“আল্লাহর কসম ! সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে । আল্লাহর কসম ! সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে । আল্লাহর কসম ! সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে, বলা হইল কোন ব্যক্তি ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ? ফরমাইলেন : যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ বোধ করে না ।” --বুখারী ও মুসলিম

তিন তিন বার কসম, করিয়া কথাটি বলায় প্রতিবেশী যাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে-এমন ব্যক্তির ঈমানহীনতার কথাই সুস্পষ্ট হইয়া গেল !! হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়েতে এই কথাটি বর্ণিত হইয়াছে এই ভাবে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بِوَأْتَقَهُ -

“সে ব্যক্তি কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না-যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে ।” মুসলিম, বুখারী ও আহমদ

حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ -

১০৩. মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা তাঁহার সাহাবাগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন (যে উহা কেমন? উত্তরে) তাঁহারা বলিলেন : হারাম, আদ্বাহ ও আদ্বাহর রাসূল উহাকে হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন। তখন তিনি ফরমাইলেন : কোন ব্যক্তি দশটি নারীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেও উহা তাহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় লঘুতর (পাপ)। অতঃপর আবার ফরমাইলেন : কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্তু সামগ্রী চুরি করা তাহার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চাইতে লঘুতর।

৫৭- بَابُ يُبْدَأُ بِالْجَارِ

৫৭. অনুচ্ছেদ : দান প্রতিবেশী হইতে শুরু করিবে

১.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ -

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : জিব্রাইল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগত তাগিদ করিতে থাকেন, এমন কি আমার এরূপ ধারণা হইতে লগিল যে, অচিরেই বুঝি তাহাকে আমার উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করিবেন।

১.৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ وَأَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذُحِّتَ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَ يَقُولُ لِفُلَانِهِ أَهْدَيْتُ لَجَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ أَهْدَيْتُ لَجَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ -

১০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার গৃহে একটি ছাগল যবাই করা হইলে। তখন তিনি তাঁহার বালক ভৃত্যকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন : তুমি কি উহা আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে দিয়াছ? তুমি কি উহা আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে দিয়াছ? আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : জিব্রাইল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনি তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধারণা জন্মে যে, অচিরেই বুঝি তাহাকে আমার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

১.৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ،
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لِيُورَثَهُ -

১০৬. হযরত উমারাহ্ বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) বলিতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগত তাগিদ করিতে থাকেন, এমন কি আমার এরূপ ধারণা হইতে লাগিল যে, অচিরেই বুঝি তাহাকে আমার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

৫৪- بَابُ يَهْدِي إِلَى أَقْرَبِهِمَا بَابًا

৫৮. অনুচ্ছেদ : সর্ব নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে

۱.۷- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ
سَمِعْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارَيْنِ فَالِي أَيُّهُمَا
أَهْدِي قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا " -

১০৭. হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : একদা আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কাহার নিকট হাদিয়া পাঠাইব ? ফরমাইলেন : যাহার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তাহার নিকট।

۱.۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْفِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ ، رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَيْمٍ بِنِ مَّرَّةَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لِي جَارَيْنِ فَالِي أَيُّهُمَا
أَهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا -

১০৮. (১০৭ নং হাদীসেরই পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে)

৫৭- بَابُ الْأَدْنَىٰ فَلِلْأَدْنَىٰ مِنَ الْجِيرَانِ

৫৯. অনুচ্ছেদ : নিকট হইতে নিকটতর প্রতিবেশী

۱.۹- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ
دِينَارٍ . عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ وَأَرْبَعِينَ
خَلْفَهُ وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ -

১০৯. হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহাকে প্রশ্ন করা হইল যে, প্রতিবেশী কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন : নিজের ঘর হইতে সন্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, এবং বাম পাশের চল্লিশ ঘর (-এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী পদবাচ্য)।

১১০. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ بَجَالَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا يُبْدَأُ بِجَارِهِ الْأَقْصَى قَبْلَ الْأَدْنَى وَلَكِنْ يُبْدَأُ بِالْأَدْنَى قَبْلَ الْأَقْصَى -

১১০. আলকামা ইব্ন বাজালা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন : নিকটবর্তী প্রতি প্রতিবেশীকে বাদ দিয়া দূরবর্তী প্রতিবেশী হইতে (উপটোকনাদি প্রেরণ) শুরু করিবে না বরং দূরবর্তী জনের পূর্বে নিকটবর্তী জন হইতে শুরু করিবে।

৬. بَابُ مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى الْجَارِ

৬০. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর জন্য যে জন দরজা বন্ধ করিয়া দেয়

১১১. حَدَّثَنَا مَلِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ أَوْ قَالَ حِينٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارٍ وَالْدَّرْهَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالْدَّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ! هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي فَمَنْعَ مَعْرُوفَهُ -

১১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, এক সময় এমন ছিল যখন আমাদের নিকট মুসলমান ভাইয়ের চাইতে আমাদের দীনার দিরহামের যোগ্যতর হকদার আর কেহই ছিল না ; আর এখন এমন যুগ আসিয়াছি যখন দীনার-দিরহামই আমাদের নিকট মুসলমান ভাইয়ের চাইতে প্রিয়তর (বিবেচিত হইতেছে) ! আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তাহার প্রতিবেশীকে পাকড়াও (অভিযুক্ত) করিবে এবং (আল্লাহর দরবারে নালিশ করিয়া) বলিবে-“প্রভু ! এই ব্যক্তি আমার জন্য তাহার দ্বারা রুদ্ধ রাখিয়াছিল এবং আমাকে তাহার প্রতিবেশীসুলভ সদ্ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।”

৬১. بَابُ لَا يُشْبَعُ دُونُ جَارِهِ

৬১. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে ছাড়িয়া ছুরি ভোজন

১১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بِشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَاوِرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ -

১১২. আবদুল্লাহ ইব্ন মুসাযির বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইব্ন যুযায়রকে অবগত করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : সে ব্যক্তি মু'মিন নহে-যে নিজে পেট পুরিয়া ভোজন করে, অথচ তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

৬২- بَابُ يُكْثِرُ مَاءَ الْمَرْقِ فَيُقْسِمُ فِي الْجِيرَانِ

৬২. অনুচ্ছেদ : ঝোলে পানি বেশী করিয়া দিবে এবং প্রতিবেশীকে বিলাইবে

১১৩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ إِسْمَعُ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا صَنَعْتَ مِرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ هَاتِمٍ أَنْظِرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنْ جِيرَانِكَ فَأَصِيبُهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ وَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا ، فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى ، فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ ، وَالْأَفْهَى نَافِلَةٌ -

১১৩. হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমার পরম বন্ধু (রাসূলে করীম [সা]) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়াছেন : ১. শুনিবে এবং আনুগত্য করিবে যদিও বা (আনুগত্যের অধিকারী নেতা) নাক-কান কাটা গোলামও হয়। ২. যখন ঝোল পাকাইবে তখন তাহাতে ঝোল একটু বেশী করিয়াই দিবে এবং তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং উহা তাহাদিগকে সদৃশ্য সহকারে বিলাইবে এবং ৩. নামায তাহার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করিবে ! যদি দেখিতে পাও যে, ইমাম নামায পড়িয়া ফেলিয়াছেন (আর তুমিও তোমার নামায আদায় করিয়া ফেলিয়াছ) তাহা হইলে (ভাবনার কিছু নাই) তোমার নামায তো হইয়াই গিয়াছে নতুবা উহা (অর্থাৎ ইমামের সহিত তোমার দ্বিতীয় বারের নামায) নফল হিসাবে গণ্য হইবে।

১১৪- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ ! إِذَا طَبَخْتَ مِرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمِرْقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ أَوْ اقْسِمْ فِي جِيرَانِكَ -

১১৪. হযরত আবু যর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : হে আবু যর ! যখন ঝোল পাকাও, তখন উহাতে পানি বেশী করিয়া দিবে এবং উহা পড়শীদের মধ্যে বিলাইবে।

৬৩- بَابُ خَيْرِ الْجِيرَانِ

৬৩. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম প্রতিবেশী

১১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ
الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ -

১১৫. আবুদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন : আল্লাহর নিকট সেই সাথীই উত্তম-যে তাহার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম যে তাহার নিজ প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম।

৬৪- بَابُ الْجَارِ الصَّالِحِ

৬৪. অনুচ্ছেদ : সৎ প্রতিবেশী

۱۱۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ
حَدَّثَنِي جَمِيلٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمُرءِ
الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرَكَبُ الْهَنِيُّ -

১১৬. হযরত নাকি' ইব্ন আবদুল হারিস (রা) নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন : একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ।

৬৫- بَابُ الْجَارِ السُّوِّءِ

৬৫. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্ট প্রতিবেশী

۱۱۷- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَيَّانٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ " اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوِّءِ فِيْ
دَارِ الْمَقَامِ ، فَاِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ " -

১১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর দু'আর মধ্যে একথাও থাকিত প্রভু, আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হইতে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা, দুনিয়ার প্রতিবেশী তো বদল হইতে থাকে।

۱۱۸- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَفْرَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ
ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَآخَاهُ وَأَبَاهُ -

১১৮. হযরত আবু মুসা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন : কিয়ামত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশী, তাহার ভাই এবং তাহার পিতাকে হত্যা না করিবে।

৬৬- بَابُ لَا يُؤْذِي جَارَهُ

৬৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না

১১৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَصْدُقُ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " قَالُوا وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَصْدُقُ بِأَثْرَابٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

১১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হইবে যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অমুক নারী সারা রাত নফল নামায পড়ে এবং সারা দিন নফল রোযা রাখে, আমল করে এবং সাদাকা-খয়রাত করে এবং সাথে সাথে প্রতিবেশীদিগকে মুখে পীড়া দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তাহার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই, সে জাহান্নামী। উপস্থিত সাহাবীগণ তখন বলিলেন : আর অমুক নারী নামায আদায় করে এবং বস্তু দান করে ; কিন্তু কাহাকেও পীড়া দেয় না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : সে বেহেশতী।

১২০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ابْنُ غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنْ زَوْجٍ أَحَدْنَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضَبِي أَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيطَةً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ إِنْ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكَ أَنْ لَوْ أَرَادَكَ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ ، قَالَتْ قُلْتُ لَهَا أَحَدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا قَرَأْشٌ وَاحِدٌ أَوْ لِحَافٌ وَاحِدٌ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَتْ لِيَتَشَدَّ عَلَيْهَا إِذَا رَأَتْهُ ثُمَّ مَعَهُ فَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ، مَعَ أَنِّي سَوْفَ أُخْبِرُكَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَيْلَتِي مِنْهُ فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ فَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا فَدَخَلَ فَرَدَّ الْبَابَ وَدَخَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَوْمَأَ الْقُرْبَةَ وَأَكْفَأَ الْقَدْحَ وَأَطْفَأَ الْمِصْبَاحَ فَتَنَتَّظَرْتُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فَأَطْعِمَهُ الْقُرْصَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى

غَلَبَنِي النَّوْمُ وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَأَتَانِي فَأَقَامَنِي ثُمَّ قَالَ ادْفِئْنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنِّي حَائِضٌ فَقَالَ " وَإِنْ ، اكْشِفِي عَنْ فَخْذِكَ " فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخْذِي فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي حَتَّى دَفَعَنِي فَلَقَبْتُ شَاةً لَجَارِنَا دَا جَنَةً فَدَخَلْتُ ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى الْقُرْصِ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَذْبَرْتُ بِهِ قَالَتْ : وَقَلَقْتُ عَنْهُ وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَادَرَتْهَا إِلَى الْبَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذِي مَا أَدْرَكْتَ مِنْ قُرْصِكَ وَلَا تُؤْذِي جَارَكَ فِي شَاتِهِ -

১২০. উমারা ইবন গুরাব বলেন, তাঁহার ফুফু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন : আমাদের মধ্যকার কেহ যখন তাহার স্বামী তাহাকে কামনা করে তখন সে নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে না-হয় রাগবশত নতুবা প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া; ইহাতে কি দোষ আছে ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ, দোষ আছে বৈ কি! (কেননা) তোমার উপর তাহার হক হইতেছে যখন সে তোমাকে কামনা করে, তখন তুমি তাহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিবে-যদিও তুমি তখন উষ্ট্রপৃষ্ঠেই হওনা কেন। রেওয়াজেতকারিণী বলেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমাদের মধ্যকার কেহ ঋতুমতী হয়, অথচ তাহার ও তাহার স্বামীর একটি মাত্র বিছানা বা লেপ থাকে, তখন সে কি করিবে ? বলিলেন : সে তাহার নিম্নাঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্র কষিয়া বাঁধিবে, অতঃপর তাহার সাথেই শুইবে। উহার উপর দিয়া সে যাহা করিতে পারে তাহা করিবার অধিকার তাহার আছে। উপরন্তু নবী করীম (সা) কি করিয়াছিলেন তাহাও আমি এক্ষুণি তোমাকে বলিতেছি। একদা রাত্রিতে আমার পাল্লা ছিল। আমি কিছু যব পিষিলাম এবং তাঁহার জন্য পিঠা তৈরী করিলাম। তিনি ঘরে আসিলেন এবং দরজা বন্ধ করিলেন, অতঃপর মসজিদে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যখন তিনি শয়ন করিতে উদ্যত হইতেন, তখন দরজা বন্ধ করিতেন, মশক বন্ধ করিতেন, পেয়াল বরতন ঘরের একটি পাশে রাখিতেন এবং বাতি নিভাইয়া দিতেন। আমি তখন অপেক্ষায় রহিলাম যে তিনি ফিরিবেন এবং আমি তাঁহাকে পিঠা খাওয়াইব, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিদ্রা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং শীত তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমন সময় তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে তুলিলেন। তারপর বলিলেন : আমাকে উত্তাপ দাও! আমাকে উত্তাপ দাও!! আমি তাঁহাকে বলিলাম : আমি তো ঋতুবতী। তিনি ফরমাইলেন : তথাপি তোমার জানুদ্বয় একটু বিস্তার করা! আমি আমার জানুদ্বয় বিস্তার করিয়া দিলাম, তিনি তাঁহার গণ্ডদেশ ও মস্তক আমার জানুদ্বয়ের উপর রাখিলেন-যাহাতে তাঁহার শরীরেও স্বাভাবিক উত্তাপ আসিল। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশীর পোশা ছাগী আসিয়া পড়িল এবং পিঠা খাইতে উদ্যত হইল। আমি তখন উহা তুলিয়া ফেলিলাম এবং উহাকে তাড়া করিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমার এই নড়াচড়া করায় নবী করীম (সা)-এর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তখন ক্ষিপ্ৰগতিতে উহাকে দরজার দিকে হাঁকাইয়া দিলাম। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : তুমি যে পিঠা উঠাইয়াছ, উহা রাখিয়া দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তাহার ছাগীর জন্য (কটুবাক্য দ্বারা) পীড়া দিও না।

১২১- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ -

১২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৬৭- بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً

৬৭. অনুচ্ছেদ : কোন প্রতিবেশিনী তাহার অপর কোন প্রতিবেশিনীকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেওয়াকেও অবমাননা মনে করিবে না

১২২- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةً مِنْكُمْ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ -

১২২. আমর ইবন মু'আয আশ্হালী তাঁহার দাদীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে তিনি বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন : হে বিশ্বাসী নারীকুল! তোমাদের মধ্যকার কোন নারী যেন তাহার কোন প্রতিবেশিনীকে কস্মিনকালেও অবমাননা না করে-যদিও তাহা ছাগলের পোড়া ক্ষুর এর মত সামান্যও হয়।

১২৩- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ * لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ " .

১২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন: হে মুসলিম নারী সমাজ!! হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশিনী যেন অপর কোন প্রতিবেশিনীর অবমাননা না করে-যদিও তাহা ছাগলের ক্ষুরের মত সামান্য বস্তু উপলক্ষেও হয়।

৬৮- بَابُ شِكَايَةِ الْجَارِ

৬৮. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অভিযোগ

১২৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ! إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي فَقَالَ " اِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتْعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ " فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ،

فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : لِي جَارٌ يُؤْذِينِي فَذَكَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَتَّعَكَ اِلَى الطَّرِيقِ " فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : اَللّٰهُمَّ ! اَلْعِنةُ اَللّٰهُمَّ اِخْزِهِ فَبَلَغَهُ فَاتَّاهُ فَقَالَ " اَرْجِعْ اِلَى مَنْزِلِكَ فَوَاللّٰهِ ! لَا اُوْذِيكَ -

১২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে) আরয করিলঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি ফরমাইলেন : যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী গিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া ফেল। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়া তাহার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বাহির করিল। ইহাতে লোকজন জড় হইয়া গেল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল : তোমার কি হইল হে ? সে ব্যক্তি বলিল : আমার একজন প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তাহা নবী করীম (সা)-এর কাছে ব্যক্ত করি। তিনি বলিলেন : যাও, ঘরে গিয়া তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বাহির কর। তখন তাহারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্ দিতে দিতে বলিতে লাগিল-“আল্লাহ্! উহার উপর তোমার অভিসম্পাত হউক। আল্লাহ্, উহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর! এই কথাটি সেই প্রতিবেশীটির কানেও গেল এবং সে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তখন বলিল-“তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া যাও। আল্লাহ্‌র কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দিব না।”

১২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْاَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْكُ عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَارَهُ ، فَقَالَ : اِحْمِلْ مَتَاعَكَ فَضَعُهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ فَجَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَقِيتَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ " اِنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ " ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا " كَفَيْتَ اَوْ نَحْوَهُ " -

১২৫. হযরত আবু জুহায়ফা (রা) বলেন : একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর দরবারে অভিযোগ করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন : যাও, তোমার দ্রব্য সামগ্রী উঠাইয়া রাস্তায় রাখিয়া দাও। তখন যে-ই রাস্তা অতিক্রম করিবে, সে-ই তাহাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তখন তাহাই করিল এবং) সত্য সত্যই রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীটিকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়াইয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইল। তিনি তখন ফরমাইলেন : লোকদের নিকট তুমি কি পাইলে হে ? তিনি আবারও ফরমাইলেনঃ লোকজনের অভিসম্পাতের উপরও রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। অতঃপর অনুযোগকারীকে বলিলেন : “তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে।” অথবা তিনি অনুরূপ অন্য কোন বাক্য বলিলেন।

১২৬- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ مَبْشَرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى جَارِهِ فَبَيَّنَّا هُوَ قَاعِدٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اِذَا اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ -

وَرَأَاهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَاوِمٌ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ عِنْدَ الْمَقَامِ حَيْثُ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتُ مَعَكَ مُقَاوِمَكَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ ؟ قَالَ " أَقْدَرُ رَأَيْتَهُ " ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولُ رَبِّي مَا زَالَ يُوضِّعُنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ جَاعِلٌ لَهُ مِيرَاثًا -

১২৬. হযরত জাবির (রা) বলেন : একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে তাহার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিল। তখন তিনি ‘রুকন’ এবং ‘মাকাম-এর’ মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। যখন সে ব্যক্তি আসিল এবং নবী করীম (সা)-কে দেখিল, তখন তিনি মাকামের নিকট একজন সাদাবস্ত্র পরিহিত লোকের সম্মুখে ছিলেন-যেখানে সচরাচর জানাযার নামায পড়া হইয়া থাকে। তখন সে ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখীন হইয়া বলিল : আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হউন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার সম্মুখে সাদাবস্ত্র পরিহিত যে লোকটিকে দেখলাম, উনি কে ? তখন তিনি ফরমাইলেন : তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছ হে ? সে ব্যক্তি বলিল : জী হ্যাঁ। তখন তিনি ফরমাইলেন : তাহা হইলে তুমি প্রভুত কল্যাণই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। উনি হইতেছেন জিব্রাঈল (আ)-আমার প্রভুর পয়গামবাহী। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনি তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধারণা হইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত বুঝি তিনি প্রতিবেশীকে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

৬৭- بَابُ مَنْ أَذَى جَارَهُ حَتَّى يُخْرِجَ

৬৯. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে এমন নির্যাতন-যাহাতে সে গৃহত্যাগী হয়

১২৭- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْنِي أَبَا عَامِرٍ الْحِمَصِيَّ قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا . فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارِمَةِ ، إِلَّا هَلَكََا جَمِيعًا وَمَا مِنْ جَارٍ يُظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، إِلَّا هَلَكَ -

১২৭. আবু আমির হিমসী রিওয়ায়েত করেন যে, হযরত সাওবান (রা) প্রায়ই বলিতেন : যখন দুই ব্যক্তি তিন দিনের বেশী কাল ধরিয়া সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের একজনের সর্বনাশ হইয়াই যায়, আর যদি দুইজনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয় এবং যে প্রতিবেশী তাহার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তাহার সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করে-যাহার ফলে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়-সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

৭- بَابُ جَارِ الْيَهُودِيِّ

৭০. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদী প্রতিবেশী

۱۲۸- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغُلَامُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ يَا غُلَامُ ! إِذَا فَرَعْتَ فَأَيْدِ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ : الْيَهُودِيُّ ؟ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى خَشِينَا لَوْ رُؤِينَا أَنَّهُ سَيُورَثُهُ -

১২৮. মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমি একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর সমীপে ছিলাম। তখন তাঁহার বালক ভৃত্য ছাগলের চামড়া খসাইতেছিল। তিনি বলিলেন : বালক! অবসর হইয়াই আমাদের ইয়াহুদী প্রতিবেশী হইতে (গোশ্বে বিলাইতে) শুরু করিবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, কী? ইয়াহুদী। আল্লাহ্ আপনাকে সংশোধন করিয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে শুনিয়াছি। এমন কি আমাদের আশংকা হইতে লাগিল অথবা আমাদের কাছে বর্ণনা করা হইল যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে আমাদের পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করিবেন।

৭- بَابُ الْكَرَمِ

৭১. অনুচ্ছেদ : সর্বাধিক মর্যাদাশালী কে ?

۱۲۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ ؟ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ نَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا -

১২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল : মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? ফরমাইলেন : মানুষের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যাহার আল্লাহ্‌ভীতি (তাকওয়া) সর্বাধিক। প্রশ্নকারীগণ বলিলেন : আমরা আপনাকে এই প্রশ্ন করি নাই। ফরমাইলেন : তাহা হইলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ইউসুফ আল্লাহ্র নবী-আল্লাহ্র নবী ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র খলীলুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ)-এর পৌত্র। প্রশ্নকারীগণ বলিলেন, আমরা এই প্রশ্নও আপনাকে করি নাই।

ফরমাইলেন, তাহা হইলে কি তোমরা আরবদের সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করিতেছ? তাহারা বলিলেন : জী হ্যাঁ। ফরমাইলেন : জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যাহারা উত্তম বিবেচিত হইত, ইসলাম-উত্তর যুগেও তাহারাই উত্তম বিবেচিত হইবে-অবশ্য, যদি তাহারা ধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।

৭২- بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

৭২. অনুচ্ছেদ : সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্যবহার

১৩. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي حفْصَةَ عَنْ مُنْدِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ قَالَ : هِيَ مُسْجَلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مُسْجَلَةٌ مَرْسَلَةٌ -

১৩০. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (ইবনুল হান্ফিয়া) বলেন : কুরআন শরীফের আয়াত : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ - “সদ্যবহারের প্রতিদান সদ্যবহার ভিন্ন আর কি হইতে পারে?”-উহা সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নীতি। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আবু উবায়দ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : উহা হইতেছে সাধারণ নীতি।

৭৩- بَابُ فَضْلِ مَنْ يُعُولُ يَتِيمًا

৭৩. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য

১৩১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ ، كَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ -

১৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করে, বিধবা ও নিঃস্বদের প্রতিপালনে যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য এবং সেই ব্যক্তির সমতুল্য-যে দিনে রোযা রাখে এবং রাত্রির বেলা নফল নামাযে লিপ্ত থাকে।

৭৪- بَابُ فَضْلِ مَنْ يُعُولُ يَتِيمًا لَهُ

৭৪. অনুচ্ছেদ : নিজের ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য

১৩২. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِي

امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلْتَنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً فَأَعْطَيْتُهَا
فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي
مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

১৩২. নবী-জায়া হযরত আয়েশা (রা) বলেন : একদা একটি স্ত্রীলোক তাহার দুইটি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে
আমার নিকট আসিল। সে আমার কাছে আসিয়া যাঞ্জগ করিল। আমার কাছে তখন একটি খেজুর ভিন্ন
আর কিছুই ছিল না। আমি তাহাই তাহাকে প্রদান করিলাম। সে তাহা তাহার কন্যা দুইটিকে ভাগ করিয়া
দিল। এমন সময় নবী করীম (সা) ঘরে আসিলেন। আমি তাহাকে উহা বলিলাম। তিনি ফরমাইলেন :
যে ব্যক্তি তাহাদের সামান্যতম সাহায্য করিয়াও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে তাহাদের প্রতি সামান্যতম
সদয় ব্যবহার করিবে, উহারা দোযখের আগুনের মুকাবিলায় তাহার জন্য অন্তরাল স্বরূপ হইবে।

৭৫- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ

৭৫. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের ব্যয় নির্বাহের ক্ষয়ীলত

১৩৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْثَةَ الْفَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَ
كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ أَوْ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ شَكَّ سُفْيَانُ فِي الْوَسْطَى
وَالَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ -

১৩৩. উম্মে সাঈদ তদীয় পিতা মুররা ফাহরীর এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে,
নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশতে এই দুইটির মত
একত্রে অবস্থান করিব। অথবা তিনি বলিয়াছেন এইটি হইতে ঐটির মত। এই হাদীসের একজন অধঃস্তন
রাবী সুফিয়ান (রা) বলেন, আমার সন্দেহ হয়, তিনি বুঝি মধ্যমা ও তর্জনির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৩৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّ يَتِيمًا كَانَ يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنِ عُمَرَ فِدْعًا بِطَعَامِ ذَاتِ يَوْمٍ ، فَطَلَبَ
يَتِيمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا فَرَّغَ ابْنُ عُمَرَ ، فِدْعًا لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَكُنْ
عِنْدَهُمْ فَجَاءَهُ بِسَوْيِقٍ وَعَسَلٍ فَقَالَ : دُونَكَ هَذَا ، فَوَاللَّهِ ! مَا غِبْنْتُ -
يَقُولُ الْحَسَنُ : وَابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ ! مَا غِبْنُ -

১৩৪. হযরত হাসান (র) বলেন, একটি ইয়াতীম বালক হযরত ইবন উমর (রা)-এর আহার্য গ্রহণকালে
নিয়মিত উপস্থিত হইত। একদা তিনি যখন আহার্য আনাইলেন এবং ইয়াতীমটিকে ডাকাইলেন, তখন সে

অনুপস্থিত ছিল। অতঃপর তাঁহার আহাৰ্য গ্রহণের পর সে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন আর খাবার অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তখন ছাত্তু ও মধু আনাইলেন এবং বলিলেন লও, ইহাই গ্রহণ করা। আল্লাহর কসম, আহাৰ্য থাকিতে আমি গোপন করি নাই। হাসান এই হাদীস বর্ণনাকালে বলিতেন : আল্লাহর কসম! ইবন উমর (রা) সত্যসত্যই আহাৰ্য থাকিতে গোপন করেন নাই।

১৩৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا أَوْ قَالَ بِأَصْبَعِيهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -

১৩৫. সাহল ইবন সা'দ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী কিয়ামতের দিন এইরূপ থাকিব। একথা বলিয়া তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

১৩৬- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا وَعَلَى خَوَاتِمِهِ يَتِيمٌ -

১৩৬. আবু বাকর ইবন হাফস বলেন : আবদুল্লাহ (রা) একটি ইয়াতীমকে সঙ্গে নিয়া ছাড়া কখনো আহাৰ্য গ্রহণ করিতেন না।

৭৬- بَابُ خَيْرِ بَيْتٍ بَيْنَ يَتِيمٍ يُحْسِنُ إِلَيْهِ

৭৬. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদ্যবহার করা হয়

১৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَتَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يُشِيرُ بِأَصْبَعِيهِ -

১৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : মুসলমানদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহই সর্বোত্তম, যে গৃহে কোন ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদ্যবহার করা হইয়া থাকে এবং মুসলমানদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেইটি, যাহাতে কোন ইয়াতীম আছে আর তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশতে এই দুইটির মত অবস্থান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার দুইটি পবিত্র অঙ্গুলির প্রতি ইংগিত করিলেন।

৭৭- بَابُ كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالأَبِ الرَّحِيمِ

৭৭. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও

১৩৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي زَيْ قَالَ : قَالَ دَاوُدُ : كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالأَبِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ مَا أَقْبَحَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْغِنَى وَكَثُرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقْبَحَ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى ، وَإِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ ، فَإِنْ لَا تَفْعَلْ يُوْرِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ صَاحِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعْنِكَ وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يَذْكُرْكَ -

১৩৮. হযরত দাউদ বলেন, ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসদৃশ হও এবং জানিয়া রাখ, তুমি যেমন বপন করিবে, ঠিক সেরূপ কর্তনও করিবে। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা কতই না মন্দ কথা। উহার চাইতেও মন্দ বা নিকৃষ্টতর হইতেছে হিদায়েত লাভের পর গোমরাহী। যখন তুমি কোন সাথীর সহিত কোন ওয়াদা করিবে তখন তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। নতুবা উহাতে তোমার এবং তাহার মধ্যে শত্রুতা জন্মিবে। এমন বন্ধু হইতে আল্লাহর শরণ প্রার্থনা কর-বিপদে যাহাকে স্মরণ করিলে সে তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না এবং তুমি যদি তাহাকে ভুলিয়া যাও, তবে সে তোমাকে স্মরণ করিবে না।

১৩৯- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نَجِيحٍ أَبُو عَمَّارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ لَقَدْ عَهِدْتُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُولُ : يَا أَهْلِيَّةُ ! يَا أَهْلِيَّةُ ! يَتِيمُكُمْ يَتِيمُكُمْ يَا أَهْلِيَّةُ ! يَا أَهْلِيَّةُ ! مَسْكِينُكُمْ مَسْكِينُكُمْ، يَا أَهْلِيَّةُ ! يَا أَهْلِيَّةُ ! جَارُكُمْ جَارُكُمْ وَأَسْرَعُ بِخِيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ تَرْدُلُونِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسْقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَالَهُ ، قَاتَلَهُ اللَّهُ ! بَاعَ خَلْقَهُ مِنْ اللَّهِ بِثَمَنٍ عَشْرٍ وَإِنْ شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُضْبِعًا مُرْبِدًا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ . لَا وَاعِظُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنَ النَّاسِ -

১৩৯. হযরত হাসান (রা) বলেন : আমি ঐ মুসলমানদের যুগ পাইয়াছি-যাঁহাদের মধ্যকার কেহ প্রত্যহ সকালে তাঁহার পরিবার পরিজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন : হে আমার ঘরবাসীরা! তোমাদের ইয়াতীম! তোমাদের ইয়াতীম। হে আমার ঘরবাসীরা। তোমাদের দুঃস্থরা! তোমাদের দুঃস্থরা!! হে আমার ঘরবাসীরা! তোমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের প্রতিবেশী।। (অর্থাৎ উহাদের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে এবং

১৪০. আস্মা ইব্ন উবায়দ বলেন, আমি ইব্ন সীরীনকে বলিলাম, আমার কাছে একটি ইয়াতীম আছে। তিনি বলিলেন, তুমি উহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে, যেমনটি তুমি তোমার পুত্রের সহিত করিয়া থাক। তুমি তাহাকে প্রহার করিবে, যেরূপ প্রহার তুমি তোমার পুত্রকে করিয়া থাক।

৭৮. অনুচ্ছেদ : ধৈর্যশীলা বিধবা রমণীর মাহাত্ম্য-সন্তানের মুখ চাহিয়া যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না

১৪১. হযরত আউফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন যে নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, আমি ও বিষণ্ণ পাঞ্জুর চেহারার সেই রমণী-যাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ সে তাহার সন্তানের মুখ চাহিয়া ধৈর্যধারণ করিল (দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল না।) জান্নাতে এই দুই (অঙ্গুলি)-এর মত পাশাপাশি অবস্থান করিব।

৭৯. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে শাসন

١٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَتْ : ذَكَرَ آدَبُ الْيَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنِّي لَأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ -

৮০. অনুচ্ছেদ : সম্ভানহারার মাহাত্ম্য

১৪৫. খালিদ আবসী বলেন : আমার একটি পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করিল। ইহাতে আমি নিদারুণ মর্মান্বিত হইয়া পড়িলাম। তখন আমি বলিলাম, হে আবু হুরায়রা! আপনি নবী করীম (সা)-এর নিকট এমন কি শুনিয়াছেন-যদ্বারা আমরা পুত্রের মৃত্যুর শোকের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি? তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : “তোমাদের ছোট ছোট শিশু সন্তান বেহেশতের পতঙ্গ স্বরূপ।”

১৪৬- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسِبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاثْنَانِ ؟ قَالَ وَاثْنَانِ قُلْتُ لِجَابِرٍ : وَاللَّهِ ! أَرَى لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدَ لَقَالَ ، قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ وَاللَّهِ !

১৪৬. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : যাহার তিনটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং সে সাওয়াব লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করিল, সে অবশ্যই বেহেশতে যাইবে। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর যাহার দুইটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইল (তাহার অবস্থা কী হইবে) ? ফরমাইলেন : এবং যাহার দুইটি সেও। জাবিরের বরাত দিয়া হাদীস বর্ণনাকারী আহম্মদ ইবন নাঈদ বলেন, আমি জাবিরকে খোদার কসম দিয়া বলিলাম, আমার ভো মনে হয়, যদি আপনি এক সন্তানের মৃত্যুর কথাও বলিতেন, তবুও তিনি উহাই বলিতেন। তিনি বলিলেন : কসম আল্লাহর, আমারও ধারণা তাই।

১৪৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْقَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ ، هُوَ جَدُّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ ، فَقَالَتْ : ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ " احْتَظَرْتُ بِحِطَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ =

১৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : একদা জনৈকা রমণী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে একটি শিশু-সন্তানসহ উপস্থিত হইল এবং বলিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহার জন্য দু'আ করুন। আমি তো ইতিমধ্যেই তিন তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন : তাহা হইলে তো তুমি দোষের মুকাবিলায় মযবুত প্রতিবন্ধক গড়িয়াছ।

১৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ فَوَاعَدْنَا يَوْمًا فَأَتَيْتُكَ فِيهِ فَقَالَ " مَوْعِدُكُمْ بَيْنَ فُلَانٍ فَجَاءَ هُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ " مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ ، يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَحْتَسِبُهُمْ ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ " وَاثْنَانِ " =

১৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক রমণী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার মজলিসে পারি না; আমাদের জন্ম একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিন যেদিন আমরা আপনার খেদমতে হাযির হইতে পারিব। ফরমাইলেন : আচ্ছা, অমুকের ঘরে তোমাদের জন্য (অমুক দিন) নির্দিষ্ট রহিল। তাঁহার সেই নির্ধারিত দিনের উপদেশসমূহের মধ্যে এ কথাটিও ছিল : তোমাদের মধ্যকার যে স্ত্রী-লোক তিনটি সন্তানের মৃত্যুতেও (সাওয়াবের আশায়) ধৈর্যধারণ করিবে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাইবে। একটি মহিলা বলিয়া উঠিল : আর যদি দুইটি সন্তান মারা যায় ? ফরমাইলেন : হ্যাঁ, দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইলেও। এই হাদীসের একজন রাবী সুহায়ল হাদীসের ব্যাপারে অনেক কড়াকড়ি অবলম্বন করিতেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে হাদীস মুখস্থ রাখিতেন এবং তাঁহার দরবারে কাহারও হাদীস লিখিবার সাধ্য ছিল না।

১৪৯- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا مِنْ مُسْلِمِينَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ قُلْتُ : وَإِثْنَانِ ؟ قَالَ " وَإِثْنَانِ " -

১৪৯. উম্মে সুলায়ম (র) বলেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমেত ছিলাম, তখন তিনি বলিলেন : হে উম্মে সুলায়ম! মুসলমানগণের মধ্যে যাহাদেরই তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাদের দুইজনকে (পিতামাতাকে) আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন-তাহাদের প্রতি আল্লাহর আশীস ও রহমতের কল্যাণে। আমি বলিলাম : আর যদি দুইজন হয় ? ফরমাইলেন : হ্যাঁ, দুইজন হইলেও।

১৫০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَرْزٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرْزٍ أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُ بِوَاسِطٍ أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّجًا قُرْبَةً قَالَ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا أَبَا ذَرٍّ ؟ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ عَضْوٍ مِنْهُ ، فَكَأَكِهِ لِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ -

১৫০. সা'সা' ইবন মুয়াবিয়া বলেন, হযরত আবু যার (রা)-এর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন এমন অবস্থায় যে আবু যার (রা) মশক জড়াইয়া ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন : আপনার আর সন্তানের কী প্রয়োজন হে আবু যার ? তিনি বলিলেন : আমি কি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাইব না ? বলিলাম,

নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি : যে মুসলমানের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তাহাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন-সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের প্রতি তাঁহার রহমতের কল্যাণে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে আযাদ করিবে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে আযাদকারীর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাজাত প্রদান করিবেন।

১০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، ادْخَلَهُ اللَّهُ وَأَيَّاهُمْ ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ" -

১৫১. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেনঃ যাহার তিনটি সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তাহাকে এবং তাহাদিগকে তাঁহার রহমতের কল্যাণে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।

৪১- بَابُ مَنْ مَاتَ لَهُ سَقَةٌ

৮১. অনুচ্ছেদ : গর্ভকালেই যাহার সন্তানের মৃত্যু হইল

১০২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ لَا يُؤَلِّدُ لَهُ ، فَقَالَ : لَأَنْ يُؤَلِّدَ لِي فِي الْإِسْلَامِ وَلَدٌ سَقَطَ ، فَأَحْتَسِسُهُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَمْ يَكُونُ لِي الدُّنْيَا جَمِيعًا وَمَا فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

১৫২. হযরত সাহল ইবন হানযালিয়া (রা) হইতে বর্ণিত আছে-আর তাঁহার কোন সন্তান হইত না-“যদি ইসলাম উত্তর যুগে আমার একটি সন্তান গর্ভে মারা যায় এবং আমি তাহাতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় ধৈর্যধারণ করি, তবে উহাকে আমি সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হওয়ার চাইতেও উত্তম বিবেচনা করিব। ইবন হানযালিয়া (রা) ছিলেন বায়'আতে-রিদওয়ানের দিন বৃক্ষতলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে শপথ গ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্যতম।

১০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَالَنَا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْلَمُوا أَنَّهُ

لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَمْ مَالُهُ" مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ
مَا أَخَّرْتَ -

১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বলিলেন : “তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তাহার নিজ সম্পত্তির চাইতে তাহার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিই তাহার কাছে প্রিয়তর ?”

উপস্থিত সাহাবীগণ বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের সকলের কাছেই তো নিজের সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীর সম্পদের চাইতে প্রিয়তর। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : জানিয়া রাখ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহার কাছে তাহার নিজ সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের সম্পদের চাইতে প্রিয়তর। তোমার সম্পদ তো কেবল উহাই যাহা তুমি আগেভাগে প্রেরণ করিয়াছ (অর্থাৎ কোন পুণ্যকাজে নিজ হাতে ব্যয় করিয়াছ) আর তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি হইল ঐ গুলি যাহা তুমি পরবর্তী কালের জন্য রাখিয়া দিয়াছ।

১৫৪- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَاتَعُدُّونَ فِيكُمْ الرُّقُوبَ" ؟ قَالُوا : الرُّقُوبُ الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ ، قَالَ "لَا ، وَلَكِنَّ الرُّقُوبَ الَّذِي لَمْ يَقْدَمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا"

১৫৪. তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ফরমাইলেন, তোমরা আটকুড়া বলিয়া কাহাকে অভিহিত কর ? উপস্থিত সাহাবীগণ বলিলেন, আটকুড়া তো হইল সে ব্যক্তি যাহার সন্তান হয় না। ফরমাইলেন : না, বরং আটকুড়া সেই যাহার কোন সন্তান অথ্রে প্রেরণ করে নাই (অর্থাৎ যাহার কোন সন্তানের মৃত্যু হয় নাই)

১৫৫- قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَاتَعُدُّونَ فِيكُمْ الصُّرَعَةَ" ؟ قَالُوا : هُوَ الَّذِي لَا تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ فَقَالَ "لَا ، وَلَكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ"

১৫৫. তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও ফরমাইলেন : তোমরা বীর বলিয়া কাহাকে অভিহিত কর ? সাহাবীগণ বলিলেন : যাহাকে কেহ কুস্তিতে পরাজিত করিতে পারে না। ফরমাইলেন : না, বীর হইতেছে সেই যে ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করিতে পারে।

৪২- بَابُ حُسْنِ الْمَلَكََةِ

৮২. অনুচ্ছেদ : সদ্ভাবহার

১৫৬- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ثَقُلَ قَالَ : يَا عَلِيُّ ! ابْنِنِي بِطَبَقٍ أَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتِي - فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقَنِي فَقُلْتُ : إِنِّي لَأَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعِي الصَّحِيفَةَ وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِي وَعَضْدِي ،

يُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَقَالَ كَذَلِكَ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ
وَأَمَرَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرَّمٌ
عَلَى النَّارِ -

১৫৬. হযরত আলী-তাহার উপর আল্লাহর অগণিত রহমত বর্ষিত হউক-বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা)-এর অন্তিম সময় যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন তিনি (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন : হে আলী! একখানা ফলক আমার নিকট নিয়া আস, আমি উহাতে এমন কিছু লিখিয়া দিব-যাহাতে আমার উম্মাত আর পঞ্চভ্রষ্ট হইবে না। আমার আশঙ্কা হইল যে, পাছে উহা ছুটিয়া যায়-আমি বলিলাম : আমি আমার হস্তস্থিত ফলকেই উহা সংরক্ষণ করিব (আপনি বলুন) আর তখন তাহার পবিত্র মস্তক তাহার কনুই এবং আমার বাহুর মধ্যে ছিল। তিনি তখন নামায, যাকাত এবং দাসদাসী সম্পর্কে অর্থাৎ তাহাদের সহিত সম্ব্যবহার এবং অনুরূপ তাগিদ দিতেছিলেন। তিনি এরূপ বলিতেছিলেন এমন তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। এই সময় তিনি “আশহাদু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ও রাসূলুহ”-এর সাক্ষ্যদানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি উহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে, দোষের জন্য তাহাকে হারাম করিয়া দেওয়া হইল।

১৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا
الْمُسْلِمِينَ -

১৫৭. হযরত আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : আবদানকারীর ডাকে সাড়া দিবে, হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে না এবং মুসলমানদিগকে প্রহার করিবে না।

১৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أُمِّ
مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ ، الصَّلَاةُ
! اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

১৫৮. হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর অন্তিম কথা ছিল : নামায। নামায। তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিবে।

৮২- بَابُ سُوءِ الْمَلَكََةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ : অসম্ব্যবহার

১৫৯- حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَلْوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَيْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ تَقِيَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ :

نَحْنُ أَعْرَفُ بِكُمْ مِنَ الْبَيَاطِرَةِ بِالذَّوَابِ - قَدْ عَرَفْنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ أَمَّا خِيَارُكُمْ فَالَّذِي يَرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَأَمَّا شِرَارُكُمْ فَالَّذِي لَا يَرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَلَا يَعْتَقُ مُحَرَّرُهُ -

১৫৯. জুবায়র ইব্ন নুফায়র তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু দারদা (রা) লোকদিগকে প্রায়ই বলিতেন : পশু চিকিৎসকগণ পশুদিগকে যেমন চিনিতে পারে; আমি তোমাদিগকে তাহার চাইতে অধিক চিনি। তোমাদের মধ্যকার উত্তম ও অধমদিগকে আমি সম্যকরূপে চিনি। তোমাদের মধ্যকার উত্তম হইল তাহারা-যাহাদের নিকট মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায় এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে সকলেই নিরাপদবোধ করে, আর তোমাদের মধ্যকার মন্দলোক হইল উহারা-যাহাদের নিকট মঙ্গলের প্রত্যাশ্য করা চলে না বা তাহাদের অনিষ্ট হইতেও কেহ নিরাপদ বোধ করে না এবং তাহাদের প্রতিশ্রুত দাসেরা মুক্তি পায় না।

১৬০. حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْكَنُودُ الَّذِي يَمْنَعُ رِفْدَهُ ، وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ

১৬০. ইব্ন হানী বলেন, আমি হযরত আবু উমামা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : (কুরআনে বর্ণিত) ‘কানুদ’ বা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতেছে সেই ব্যক্তি, যে তাহার দান-খয়রাত বন্ধ রাখে, একাকীত্ব বরণ করে এবং দাসকে প্রহার করে।

১৬১. حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ حَبِيبٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَسْنُوَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ ، فَنَامَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ فَأَلْقَاهُ فِي وَجْهِهِ فَتَرَدَّى الْغُلَامُ فِي بَيْتٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَرَأَى وَجْهَهُ فَأَعْتَقَهُ -

১৬১. হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁহার গোলামকে উটে করিয়া কূপ হইতে পানি তুলিয়া আনিতে হুকুম করিল। গোলামটি নিদ্রাবিভূত হইয়া পড়িল। ইহাতে তাহার মনিব (ক্রুদ্ধ হইয়া) একটি আগুনের হক্কা আনিয়া তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। গোলাম তখন কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিল। পরদিন প্রত্যুষে সে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে হাযির হইল। তিনি তাহার মুখে দাগ দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

৪৮- بَابُ بَيْعِ الْخَادِمِ مِنَ الْأَعْرَابِ

৮৪. অনুচ্ছেদ : বেদুঈনের নিকট দাসদাসী বিক্রি

১৬২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ أَمَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ عَائِشَةَ فَسَأَلَ بَنُو أَخِيهَا طَبِيبًا مِنَ الزُّطِّ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي عَنْ امْرَأَةٍ مَسْحُورَةٍ سَحَرَتْهَا أَمَةٌ لَهَا فَأَخْبِرَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرْتَيْنِي ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَتْ وَلِمَ ؟ لَا تَنْجِينَ أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَتْ بَيْعُوهَا مِنْ شَرِّ الْعَرَبِ مَلَكَ -

১৬২. হযরত উমর (রা) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার এক দাসীকে তাঁহার মৃত্যু সাপেক্ষে মুক্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করিলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতৃস্পুত্রগণ জনৈক ‘যাৎ’ গোত্রোদ্ভূত চিকিৎসকের কাছে তাঁহার ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন। চিকিৎসক বলিল, আপনারা এমন এক মহিলা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যাহার দাসী তাহাকে যাদুমন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা)-কে উহা অবগত করা হইল। তিনি দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তুই কি আমাকে যাদুমন্ত্র করিয়াছিস ? সে বলিল : জী ‘হ্যাঁ’। তিনি বলিলেন : কেন তুই এমনটি করিয়াছিস ? কস্মিনকালেও তুই আর মুক্তি পাবি না। তারপর তাঁহার লোকজনকে ডাকিয়া হযরত আয়েশা বলিলেন : উহাকে একটি উগ্র মেজাজের অসদাচারী বেদুঈনের কাছে বিক্রি করিয়া দাও।

৪৯- بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

৮৫. অনুচ্ছেদ : খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১৬৩- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُ غُلَامَانِ فَوَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : " لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُنْذُ أَقْبَلْنَا وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا وَقَالَ " اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا " فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ ؟ أَمَرْتَنِي أَنْ اسْتَوْصِيَ بِهِ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ -

১৬৩. হযরত উমামা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) দুইটি গোলাম নিয়া আসিলেন। উহার একটি তিনি হযরত আলীকে-তাঁহার উপর আল্লাহর অগণিত রহমত বর্ষিত হউক-দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন : দেখ, উহাকে মারধর করিবে না; কেননা, নামাযীকে মারিতে আমাকে (আল্লাহর পক্ষ হইতে) বারণ করা হইয়াছে এবং তাহার আসা অবধি আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, সে রীতিমত নামায পড়ে। অপর

গোলামটি তিনি আবু যার (রা)-কে দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন : দেখ, উহার সহিত সদ্যবহার করিবে। আবু যার (রা) তাহাকে মুক্তই করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি করিয়াছে ? (অর্থাৎ তাহার মধ্যে এমন কোন অসাধারণ ব্যাপার দেখিতে পাইলে যে তাহাকে একেবারে মুক্তই করিয়া দিলে ?) জবাবে আবু যার (রা) বলিলেন : আপনি আমাকে তাহার সহিত সদ্যবহার করিতে বলিয়াছেন; তাই আমি তাহাকে মুক্তই করিয়া দিলাম।

১৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لَهُ خَلِيمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي ، فَنَاطَلُونِي حَتَّى ادْخَلَنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنْ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ لَبِيبٌ فَلْيُخْذِمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَقْدَمَةَ الْمَدِينَةِ حَتَّى تُوَفِّيَ ﷺ مَا قَال لِي شَيْءٌ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا ؟ وَلَا قَالَ لِي شَيْءٌ لَمْ أَصْنَعْهُ إِلَّا صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا -

১৬৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন মদীনায়ে আগমন করিলেন তখন তাঁহার কোন খাদেম ছিল না। তখন আবু তালহা (রা) আমার হাতে ধরিয়া আমাকে নবী করীম খেদমতে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন : হে আব্বাহুর নবী ! আনাস তীক্ষ্ণবী ও বুদ্ধিমান ছেলে, সে আপনার সেবকরূপে থাকিবে। হযরত আনাস (রা) বলেন : তারপর আমি তাঁহার সেই মদীনা আগমনের দিন হইতে তাঁহার ওফাৎ পর্যন্ত তাঁহার সফরে ও ঘরে অবিশ্রান্ত তাঁহার সেবায় লাগিয়া থাকি। তিনি কোন দিন আমার কোন কাজের জন্য বলেন নাই যে, এমনটি কেন করিয়াছ ? অথবা আমার কোন কাজ না করায় বলেন নাই যে, এমনটি কেন করিয়াছ ? অথবা আমার কোন কাজ না করায় বলেন নাই যে, এমনটি কেন কর নাই হে ?

৪৭- بَابُ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ

৮৬. অনুচ্ছেদ : দাস যখন চুরি করে

১৭৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ بَعْثُ وَلَوْ بِنَشْرٍ " - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : النَّشْرُ عِشْرُونَ وَالنِّوَاةُ خَمْسَةٌ وَالْأَوْقِيَةُ أَرْبَعُونَ ،

১৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন দাস চুরি করে তখন তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে যদি একটি 'নাশ' এর বিনিময়েই হয়।

আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন : নাশ হইতেছে বিশ দিরহাম, 'নাওয়াত' পাঁচ দিরহাম আর উকিয়া চত্বিশ দিরহাম।

৮৭- بَابُ الْخَادِمِ يُذْنِبُ

৮৭. অনুচ্ছেদ : খাদেম অপরাধ করিলে

১৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَأْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَفَعَ الرَّأْيَى فِي الْمِرَاحِ سَخْلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسِبَنَّ إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً لَا تُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ ، فَلَإِذَا جَاءَ الرَّأْيَى بِسَخْلَةٍ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً فَكَانَ فِيهَا قَالَ " لَا تَضْرِبُ طَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أَمَتِكَ وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ ، فَبَالِغِ الْإِذَا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا -

১৬৬. আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সাবুরা তাঁহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাখাল চারণভূমিতে একটি ছাগলছানা ফেলিয়া আসিয়াছিল। (আমি তাহা নবী করীমের কাছে ব্যক্ত করিলে) নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : কখনও এরূপ ধারণা করিবে না-‘কখনও এরূপ ধারণা করিবে না’ কথাটি নবী করীম আর কখনও বলেন নাই-আমর তো একশত ছাগী আছে, আর অধিক আমার কী প্রয়োজন? অতঃপর যখন রাখাল চারণক্ষেত্রে হইতে ছাগলছানাটি নিয়া আসিল, আমি উহার স্থলে একটি ছাগীই যবাই করিয়া ফেলিলাম। ঐ সময় উপদেশস্থলে নবী করীম (সা) যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছিল-“তোমার সহধর্মিণীকে দাসীর মত প্রহার করিবে না, যখন নাক পরিষ্কার কর, উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে অবশ্য, যদি রোমা রাখিয়া থাক, তবে নহে।

৮৮- بَابُ مَنْ خَتَمَ عَلَى خَادِمِهِ مَخْلَفَةً سُوءِ الظَّنِّ

৮৮. অনুচ্ছেদ : মোহরাংকিত করিয়া খাদেমের কাছে মাল দেওয়া

১৬৭- حَدَّثَنَا يَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو خُلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : كُنَّا نُوَمِّرُ أَنْ نَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمِ وَنَعُدُّهَا مَرَاهِيَةً أَنْ يَتَعَوَّدُوا خَلْقَ سُوءٍ أَوْ يَظُنُّ أَحَدُنَا ظَنًّا سُوءٍ -

১৬৭. হযরত আবুল আলীয়া বলেন : খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় মোহরাংকিত করিয়া, ওজন করিয়া বা গুণিয়া দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হইত যাহাতে তাহার অন্ত্যাস নষ্ট হইতে না পারে বা আমাদের মধ্যকার কেহ কু-ধারণা না করে।

৪৯- بَابُ مَنْ عَدَّ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ الظَّنِّ

৮৯. অনুচ্ছেদ : কু-ধারণা হইতে বাঁচার জন্য খাদেমের কাছে মাল গুনিয়া দেওয়া-

১৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنِّي لَأَعُدُّ الْعِرَاقَ عَلَى خَادِمِي مَخَافَةَ الظَّنِّ -

১৬৮. হযরত সালমান (রা) বলেন : আমি খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় গুনিয়া দেই-যাহাতে কু-ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি।

১৬৯- حَدَّثَنَا جَبَّارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ : إِنِّي لَأَعُدُّ الْعِرَاقَ خَشْيَةَ الظَّنِّ -

১৬৯. (একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি- ভিন্ন সূত্রে)

৯- بَابُ آدَبِ الْخَادِمِ

৯০. অনুচ্ছেদ : খাদেমকে শাসন করা

১৭০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ يَذْهَبُ أَوْ يَوْرَقُ ، فَصَرَفَهُ ، فَأَنْظَرَ بِالصَّرْفِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَجَلَدَهُ جَلْدًا وَجِيعًا وَقَالَ : اذْهَبْ فَخُذِ الَّذِي لِي وَلَا تُصَرِّفْهُ -

১৭০. ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসাইত বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) একদা তদীয় এক গোলামকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দিয়া (বাজারে বা অন্য কোথায়ও) পাঠাইলেন। সে উহাতে তসরূপ করিল এবং উহা কাহারো কাহারো চক্ষে ধরাও পড়িল। অতঃপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করিল, তখন তিনি তাহাকে ভীষণ বেত্রাঘাত করিলেন এবং বলিলেন-“যা, আমার যাহা তাহা নিয়া আসগে, উহাতে তসরূপ চলিবে না।”

১৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! اللَّهُ أَقْدِرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَهُوَ حُرٌّ لَوْجَهَ اللَّهِ ، فَقَالَ " أَمَا إِنْ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ " أَوْ " لَلْفَحْتُكَ النَّارُ "

১৭১. হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম, এমন সময় আমার পিছন দিক হইতে আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, হে আবু মাসউদ! নিশ্চয়ই উহার উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা আছে আল্লাহ্ তোমার উপর তার চাইতে অধিকতর ক্ষমতাবান। আমি ফিরিয়া তাকাইতেই দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) কথা বলিতেছেন। বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি উহাকে আযাদ করিয়া দিলাম। ফরমাইলেন : যদি তুমি উহা না করিতে, তবে দোষখ তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করিত অথবা দোষখ তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করিত।

৭১- بَابُ لَا تَقُلْ قَبْحَ اللَّهِ وَجْهَهُ

৯১. অনুচ্ছেদ : চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ

১৭২- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَقُولُوا قَبْحَ اللَّهِ وَجْهَهُ " -

১৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : এরূপ বলিও না যে আল্লাহ্ তাহার চেহারাকে বিকৃত করুন।

১৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَقُولَنَّ قَبْحَ اللَّهِ وَجْهَهُ وَوَجْهَهُ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ -

১৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কন্ঠিনকালেও এরূপ বলিও না যে, আলাহ্ তোমার চেহারাকে বা তোমার মত লোকের চেহারাকে বিকৃত করিয়া দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : “আল্লাহ্ আদমকে তাহার নিজ অবয়বে সৃষ্টি করিয়াছেন।”

৭২- بَابُ لِيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ

৯২. অনুচ্ছেদ : মুখমণ্ডলের উপর মারিবে না

১৭৪- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي وَسَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ "

১৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ তাহার খাদেমকে প্রহার করে, তখন মুখমণ্ডল বাদ দিয়া প্রহার করিবে।

১৭৫- حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِدَابَّةٍ قَدْ وَسِمَ يُدْخَنُ مِنْخَرَاهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، لَا يَسِمَنَّ أَحَدُ الْوَجَّةِ وَلَا يَضْرِبْنَهُ " -

১৭৫. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এমন একটি পশুর পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন যাহার খুতুনীতে ধোঁয়ার দ্বারা দাগ দেওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যে এমনটি করিয়াছে তাহার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হউক। কেহ যেন কখনও কোন কিছুর চেহারার উপর দাগ না দেয় এবং কখনও চেহারার উপর প্রহারও না করে।

৯২- بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيَعْتَقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

৯৩. অনুচ্ছেদ : দাসের গালে যে চপেটাঘাত করে তাহার উচিত তাহাকে বেচাশ্রমোদিতভাবে আবাদ করে

১৭৬- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يَقُولُ : كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْنًا فَلَطَمَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ . فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدُ بْنُ مَقْرِنٍ الْطَمْتُ وَجْهَهَا ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَالِحَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَلِمٌ ، فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْتَقَهَا -

১৭৬. হেলাল ইবন ইউসাক বলেন : সুয়েদ ইবন মুকাররিম (রা)-এর বাড়ীতে আমরা কাপড় বিক্রয় করিতাম। একদা জনৈক দাসী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একজনকে কি একটা কটুবাক্য বলিল। তখন ঐ ব্যক্তি (উত্তেজিত হইয়া) তাহাকে চপেটাঘাত করিল। তখন সুয়েদ ইবন মুকাররিম (রা) বলিলেন : আমি কি তাহার গালে চপেটাঘাত করিলে ? আমি ছিলাম সাতজনের মধ্যে একজন, আমাদের সাতজনের একটি মাত্র দাসী ছিল। তদ্বশত একজন ঐ দাসীটিকে চপেটাঘাত করিল, তখন নবী করীম (সা) তাহাকে আবাদ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

১৭৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فَرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : " مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ حَرَبَهُ حَذًا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ ،

১৭৭. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন আমি নবী করীম (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি : যে তাহার গোলায়কে চপেটাঘাত করিল অথবা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তিবোধ্য অপরাধ ব্যক্তিরকেই তাহাকে প্রহার করিল, তাহার কাফফারা হইল তাহাকে আবাদ করিয়া দেওয়া।

১৭৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُؤَيْدٍ بْنُ مَقْرَنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَفَرَّ ، فَدَعَانِي أَبِي فَقَالَ ، اقْتَصِرْ - كُنَّا ، وَلِدَ مَقْرَنٍ ، سَبْعَةٌ لَنَا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُمْ فَلْيَعْتَقُوهَا" فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ : "فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَفْتَنُوا خَلُّوا سَبِيلَهَا" -

১৭৮. মু'আবিয়া ইবন সুয়েদ ইবন মুকাররিন (রা) বলেন, আমাদের একজন গোলামকে আমি চপেটাঘাত করিলাম। গোলামটি পলাইয়া গেল। তখন আমার পিতা আমাকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, আমি একটি ঘটনা শুনাই। আমরা মুকাররিন (রা)-এর সন্তান ছিলাম। আমাদের একটি দাসী ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন তাহাকে একদা চপেটাঘাত করিল। নবী করীমের দরবারে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে বল উহাকে আযাদ করিয়া দিতে। তখন নবী করীম (সা)-কে হইল যে, ঐ দাসীটি ছাড়া যে উহাদের আর কোন খাদেম নাই! ফরমাইলেন, তাহা হইলে আপাতত তাহারা উহাকে তাহাদের কাজে রাখুক, তারপর যখন উহার উপর নির্ভরশীলতা শেষ হইয়া যাইবে, তখন যেন উহাকে আযাদ করিয়া দেয়।

১৭৯- حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ . مَا اسْمُكَ ؟ فَقُلْتُ : شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرَنٍ الْمَزْنِيِّ وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهُ ، فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةَ إِخْوَةٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَأَمَرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَعْتَقَهُ -

১৭৯. শু'বা বলেন, মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার নাম কি হে ? আমি বলিলাম : শু'বা। তিনি বলিলেন আবু শু'বা আমার নিকট সুয়েদ ইবন মুকাররিন আল-মুযনীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা এক ব্যক্তিকে তাহার গোলামকে চপেটাঘাত করিতে দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না যে, মুখমণ্ডল সম্মানিত স্থান ? আমি ছিলাম সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম ভাই। তখন ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ। আমাদের একটি মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন সেই খাদেমটিকে একদিন চপেটাঘাত করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

১৮০- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا فَرَّاسٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَدَعَا بِغُلَامٍ لَهُ كَانَ ضَرْبَهُ فَكَشَفَ

عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ : أَيُوجِعُكَ ؟ قَالَ : لَا فَاعْتَقَهُ ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا الْعُودَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! لِمَ تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَوْ قَالَ " مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَ وَجْهَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ " -

১৮০. যাযান আবু উমর বলেন, আমি একদা হযরত ইবন উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি তাঁর একটি গোলামকে ডাকাইলেন-যাহাকে তিনি প্রহার করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্মোচিত করিলেন এবং বলিলেন : তুমি কি ব্যথা অনুভব করিতেছ? সে বলিল : জী না। তখন তিনি তাহাকে আঘাত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ভূমি হইতে একখণ্ড কাঠ উঠাইলেন এবং বলিলেন-“উহা দ্বারা এই কাষ্টখণ্ডের ওজনের সাওয়াবও আমি পাইব না।”

তখন আমি বলিলাম, হে আবদুর রহমানের পিতা, আপনি একথা কেন বলিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, অথবা আমি শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন : যে কেহ তাহার গোলামকে শরী‘আত নির্ধারিত পাপের শাস্তি ব্যতিরেকে প্রহার করিবে অথবা তাহার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিবে, তাহার কাফ্ফারা হইল তাহাকে আঘাত করিয়া দেওয়া।

৭৬- بَابُ قِصَاصِ الْعَبْدِ

৯৪. অনুচ্ছেদ : গোলামের প্রতিশোধ

১৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ لَا يَضْرِبُ أَحَدُ عِبْدًا لَهُ ، وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ أَقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১৮১. হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) বলেন : যে কেহ তাহার গোলামকে প্রহার করিবে নির্ধাতকরূপে, তাহাকেই কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইবে।

১৮২- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى قَالَ : خَرَجَ سَلْمَانُ فَإِذَا عُلْفٌ دَابَّتْهُ يَتَسَاقُطُ مِنَ الْأَرَى فَقَالَ لَخَادِمِهِ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ الْقِصَاصَ لَا وَجَعْتُكَ -

১৮২. আবু লায়লা বলেন, হযরত সালমান (রা) একদা বাহির হইলেন। তখন তাহার বাহন পশুটির ঘাস হাওদা হইতে রাস্তায় পড়িতেছিল। তখন তিনি (ক্রুদ্ধ হইয়া) গোলামকে বলিলেন : যদি আমার কিসাসের ভয় না হইত, তবে আমি তোকে ভীষণ শাস্তি দিতাম।

১৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْفَرْنَاءِ " -

১৮৩. হযরত আবু হুরায়রা. (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : হকসমূহ অবশ্যই হকদারদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হইবে, এমন কি শিংবিহীন ছাগীকেও শিংওয়ালা ছাগীর নিকট হইতে প্রতিশোধ লইয়া দেওয়া হইবে।

১৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرْتَنِي جَدَّتِي ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَدَعَا وَصِيفَةً لَهُ أَوْ لَهَا فَابْطَطَتْ ، فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَتْ الْوَصِيفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكَ فَقَالَ " لَوْ لَا خَشْيَةُ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السِّوَاكِ " زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ : تَلْعَبُ بِبَهِيمَةٍ قَالَ فَلَمَّا أَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا لَتَحْلِفُ مَا سَمِعْتُكَ قَالَتْ : وَفِي يَدِهِ سِوَاكَ -

১৮৪. হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁহার বা উম্মে সালামার জনৈকা দাসীকে ডাকিলেন। সে আসিতে বিলম্ব করিল। ইহাতে নবী করীম (সা)-এর মুখমণ্ডলে রাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখন উম্মে সালামা (রা) উঠিয়া পর্দার দিকে গেলেন এবং তাহাকে খেলাধুলাতে মগ্ন দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার হাতে মিস্‌ওয়াক ছিল। তিনি বলিলেন : যদি কিয়ামতের দিন শাস্তির ভয় না ইহত, তাহা হইলে এই মিস্‌ওয়াকের দ্বারা তোকে ভীষণ প্রহার করিতাম। মুহাম্মদ ইব্ন হায়সাম উহাতে আর একটু যোগ করিয়া বলিলেন : দাসীটি তখন একটি পোষা জন্তু নিয়া খেলিতেছিল। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন : যখন তাহাকে নিয়া আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! সে তো শপথ করিয়া বলিতেছে যে সে আপনার ডাক শুনিতে পায় নাই। তিনি আরো বলেন : এবং তখন তাঁহার হাতে মিস্‌ওয়াক ছিল।

১৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زَرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا أَقْتَصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " -

১৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি কাহাকেও প্রহার করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার প্রতিশোধ লইয়া দেওয়া হইবে।

১৮৬- حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا ظُلْمًا ، أَقْصَصَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ =

১৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায়ভাবে প্রহার করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

৯৫- بَابُ أَكْسَرُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ

৯৫. অনুচ্ছেদ : তোমরা যাহা পরিধান কর, দাসদাসীদিগকে তাহাই পরাইবে

১৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ ، صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ وَعَلَى أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَمِّي ! لَوْ أَخَذْتُ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتُهُ مَعَاظِرِيكَ ، أَوْ أَخَذْتُ مَعَاظِرِيهِ ، وَأَعْطَيْتُهُ بُرْدَتَكَ ، كُنَّاكَ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ ! بَارِكْ فِيهِ ، يَا أَبِى أَخِي ! بَصُرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعُ أَدْنَى هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَشَارَ إِلَى مَنْطَلِ قَلْبِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَالْيَسْرُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ " وَكَانَ إِنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى مَنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ =

১৮৭. উবাদা ইবন ওয়ালাদ ইবন সামিত বলেন, আমি এবং আমার পিতা আনসারদের জীবনকালে তাহাদের এই জনপদের দিকে বাহির হইয়া পড়ি। সর্বপ্রথম এই মহল্লার যাহার সহিত আমাদের মোলাকাত হইল, তিনি হইলেন নবী করীম (সা)-এর সহচর হযরত আবু ইয়াসার (রা)। তখন তাঁহার সহিত তাহার একটি গোলাম ছিল। তাহাদের দুইজনের গায়ের উপর তখন একটি দামী চাদর ও একটি খাকী সাধারণ চাদর ছিল। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, চাচা! আপনি যদি গোলামের গায়ে দেওয়া দামী চাদরের অংশটাও নিজের গায়ে টানিয়া সম্পূর্ণটা আপনার গায়ে নিয়া নিতেন এবং গোলামকে সাধারণ

খাকী চাদরের সম্পূর্ণটা ছাড়িয়া দিতেন অথবা নিজে সম্পূর্ণটা খাকী চাদর গায়ে দিয়া তাহাকে দামী চাদরের সম্পূর্ণটা গায়ে দিয়া দিতেন, তবে আপনাদের দু'জনেরই তো একটা চাদর হইয়া যাইত। আমার কথা শুনিয়া তিনি (সম্মেহে) আমার মাথায় তাঁহার হাত বুলাইয়া বলিলেন : আল্লাহ্ বরকত দান করুন। ভাতিজা, আমার এই চক্ষুযুগল দেখিয়াছে, আমার এই কর্ণযুগল শুনিয়াছে এবং আমার এই অন্তর উহাকে সংলক্ষণ করিয়াছে-এইটুকু বলিয়া তিনি তাঁহার হৃদয় দেশের দিকে ইঙ্গিত করিলেন-নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে এবং তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইবে।" তাহাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করা কিয়ামতের দিন আমার পুণ্যসমূহের অংশ বিশেষ তাহার গ্রহণ করার চাইতে আমার নিকট সহজতর।

১৮৮- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشَّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا وَيَقُولُ " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِنْ لِبَاسِكُمْ وَلَا تَعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

১৮৮. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্রীতদাসদের সহিত উত্তম আচরণ করার জন্য তাগিদ করিতেন এবং বলিতেন : তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকে তাহাই খাওয়াইবে এবং তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবনসমূহকে কষ্ট দিবে না।

৭৬- بَابُ سَبَابِ الْعَبْدِ

৯৬. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীকে গালি দেওয়া

১৮৯- حَدَّثَنَا إِدْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ يَقُولُ : رَوَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ " أَغَيْرَتُهُ بِأَمِّهِ " ؟ قُلْتُ ، نَعَمْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ ، وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ -

১৮৯. মা'রুর ইবন সুয়েদ বলেন, আমি একদা হযরত আবু যার (রা)-কে নতুন এক জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহার গোলামের গায়েও অনুরূপ একজোড়া নতুন কাপড়

ছিল। আমি তখন তাঁহাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি (আমার দাসদের মধ্যকার) এক ব্যক্তিকে গালি দিয়াছিলাম। তখন সে গিয়া নবী করীম (সা)-এর এর দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি তাহার মা তুলিয়া গালি দিয়াছ হে! আমি বলিলাম : জ্বী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন : তোমাদের দাসরা হইতেছে তোমাদের ভাই; আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাহার অধীনে তাহার ভাই রহিয়াছে, তাহার উচিত সে যাহা খায়, তাহাই তাহাকে খাইতে দেয় এবং সে যাহা, পরে তাহাই তাহাকে পরিতে দেয় এবং যে কাজ তাহার সাধ্যের অতীত তাহার উপর তাহা চাপাইবে না এবং এরূপ কোন কাজ তাহাকে করিতে দিলে তাহাকে সেই কাজে সে নিজেও সাহায্য করিবে।

৭৭- بَابُ هَلْ يُعِينُ عَبْدُهُ

৯৭. অনুচ্ছেদ : দাসকে কি সাহায্য করিবে ?

১৭০. حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَرْقَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ اسْتَعِينُواهُمْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلِبُوا " -

১৯০. সালাম ইবন আমর নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবীর প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : ক্রীতদাসরা হইতেছে তোমাদেরই ভাই, সুতরাং তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার কর। তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাহাতে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ কর; আবার তাহাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাহাতে তোমারাও তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

১৭১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٍو عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ " أَعِينُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ " يَعْنِي الْخَادِمَ -

১৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কর্মচারীকে তাহার কর্মসম্পাদনের সাহায্য করিবে। কেননা, আল্লাহর কর্মচারী ব্যর্থকাম হয় না।

৭৮- بَابُ لَا يُكَلِّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

৯৮. অনুচ্ছেদ : দাসের ঘাড় সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপাইবে না

১৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجَلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَجَلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ " -

১৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে নবী করীম (সা) ফরমাইছেন : ক্রীতদাসের হক হইল তাহার আহাৰ্য্য ও পরিধেয় এবং তাহার উপর তাহার সাধ্যাতিত কাজের বোঝা চাপানো হইবে না।

১৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ يَكْرِ بْنِ عَجْلَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ قُبَيْدٌ وَفَاتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ إِلَّا مَا يَطِيقُ " -

১৯৩. (হযরত আবু হুরায়রা (রা)) বর্ণিত উক্ত হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে)

১৯৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : قَالَ مَعْرُوفٌ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَقُلْنَا ، لَوْ أَخَذْتَ هَذَا وَأَعْطَيْتَ هَذَا غَيْرَهُ ، كَانَتْ حُلَّةٌ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَا يَكْلَفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنِهِ عَلَيْهِ " -

১৯৪. (১৯০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে)

৯৯- بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةً

৯৯. অনুচ্ছেদ : চাকর নওকরের ভরণপোষণ সাদাকা স্বরূপ

১৯৫- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي بُحَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مِعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " -

১৯৫. হযরত মিকদাম (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : তুমি তোমার নিজেকে যাহা খাওয়াও তাহা সাদাকা বিশেষ, তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র এবং ভৃত্যকে যাহা খাওয়াও, তাহা সাদাকা বিশেষ।

১৯৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ أَمْرًا تَك : أَنْفَقَ عَلَى أَوْ طَلَّقَنِي وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ أَنْفَقَ عَلَى أَوْ بَعْنِي وَيَقُولُ وَلَدَكَ إِلَى مَنْ تَكَلَّمَا " -

১৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : উত্তম সাদাকা হইল স্বচ্ছলভাবে যাহা অবশিষ্ট থাকে। উপরের হাত নিম্নের হাত হইতে উত্তম। পোষ্যজন হইতে (সাদাকা) শুরু করিবে। নতুবা তোমার স্ত্রী বলিবে, আমার ভরণপোষণ দাও, অন্যথায় আমাকে তালাক দাও; তোমার স্ত্রীতদাস বলিবে, আমার ভরণপোষণ দাও, অন্যথায় আমাকে বিক্রয় করিয়া ফেল! তোমার সন্তান বলিবে, আমাকে কাহার হাতে ছাড়িয়া দিতেছ?

১৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمُقْبِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ ثُمَّ أَنْتَ أَبْصَرُ " -

১৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন নবী করীম (সা) একদা সাদাকা করিতে উপদেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে একটি দীনার আছে। ফরমাইলেন : উহা তুমি আপন ভরণ-পোষণে ব্যয় কর! সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে অপর আর একটি দীনারও আছে। ফরমাইলেন : উহা তোমার স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ব্যয় কর! সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে আর একটি দীনারও আছে। ফরমাইলেন : উহা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর! তারপর নিজেই বিবেচনা কর (যে অতঃপর কোন খাতে খরচ করিলে তোমার জন্য উত্তম হইবে)!

১০০- بَابُ إِذَا كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ عَبْدِهِ

১০০. অনুচ্ছেদ : কেহ যদি ভৃত্যের সহিত খাইতে না চাহে

১৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ ، إِذَا كَفَاهُ الْمُسَقَّةَ وَالْحَرَ ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْعُوهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ -

১৯৮. ইবন যুবার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি সাহাবী হযরত জাবির (রা)-কে তাহার খাদেম সম্পর্কে প্রশ্ন করিল যে, যখন সে তাহাকে পরিশ্রম ও তাপ হইতে রক্ষা করিবে, তখন কি উহাকে খাইবার সময়

১. এই অধ্যায়ের হাদীসগুলিতে স্ত্রী-পুত্র পরিজন এমন কি চাকর নওকরের জন্য ব্যয় করাকেও সাদাকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বরং ইহারাই যে সহৃদয়তা ও সদ্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার, একথাটি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই নিজের পুত্র-পরিজন ও নওকর-খাদেমকে অভুক্ত অর্ধভুক্ত রাখিয়া বাহিরের লোকদের প্রতি বদন্যতা প্রদর্শন করা যে শরী'আতের দৃষ্টিত যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা অনুধাবন করা উচিত। ইহাদের হক পূরাপূরি আদায় করার পরেই কেবল অন্যদেরকে দান করার প্রশ্ন উঠে।

ডাকিতে রাসুলুল্লাহ (সা) আদেশ করিয়াছেন ? ফরমাইলেন : হ্যাঁ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি একান্তই তাহার সহিত খাইতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহার হাতেই এক লোক্কা দিয়া দিবে।

১.১- بَابُ يُطْعِمُ الْعَبْدَ مِمَّا يَأْكُلُ

১০১. অনুচ্ছেদ : নিজে যাহা খাইবে, তাহাই দাসকে খাওয়াইবে

১৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشَّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ وَلَا تَعْذِبُوا خَلْقَ اللَّهِ - "

১৯৯. জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্রীতদাসদের সহিত উত্তম আচরণ করার জন্য তাগিদ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে এবং তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইবে এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জীবনসমূহকে কষ্ট দিবে না।

১.২- بَابُ هَلْ يُجْلِسُ خَدَمَهُ إِذَا أَكَلَ

১০২. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে?

২০০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَلْيُجْلِسْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ، فَلْيُنَاولْهُ مِنْهُ " -

২০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও খাদেম তাহার আহাৰ্য নিয়া তাহার কাছে আসে, তখন তাহাকেও সাথে বসাইয়া নেওয়া উচিত। সে যদি উহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহাকে উহা হইতে কিছু দিয়া দেওয়া উচিত।

২০১- حَدَّثَنَا بِسْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو يُونُسَ الْبَصْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو مَحْذُورَةَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجُفْنَةٍ ، يَحْمِلُهَا نَفَرٌ فِي عِبَاءَةٍ فَوَضَعُوهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِينَ ، وَأَرَقَاءَ مِنْ أَرْقَاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ أَوْ قَالَ لَحَا اللَّهُ قَوْمًا

يَرْغَبُونَ عَنْ أَرْقَائِهِمْ أَنْ يَأْكُلُونَ مَعَهُمْ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَمَا ، وَاللَّهِ ! مَا نَرْغَى عَنْهُمْ وَلَكِنَّا نَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ - لَا نَجِدُ ، وَاللَّهِ ! مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ -

২০১. আবু মাহযূরা (রা) বলেন, আমি হযরত উমর (রা)-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) একটি বিরাট পাত্র সহকারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্রটি একটি পশমী চোগায় করিয়া কয়েক ব্যক্তি বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহারা ইহা আনিয়া হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে রাখিল। তখন হযরত উমর (রা) দুঃস্থ-দরিদ্র লোকজনকে এবং তাঁহার নিকটস্থ লোকজনের দাসদিগকে ডাকিলেন। তাহারা তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিল। তখন তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ এমন একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অথবা তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ এমন একটি সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিয়াছেন যাহারা তাহাদের দাসদের সহিত খাইতে অনিচ্ছুক, তাহাদের প্রতি বিমুখ ছিল। তখন সাফওয়ান বলিলেন : কসম আল্লাহ্, আমরা তাহাদের প্রতি বিমুখ নহি বরং তাহাদিগকে আমাদের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দিয়া থাকি। কসম আল্লাহ্, আমরা এমন কোন উত্তম খাবার পাই না যাহা নিজেরা খাইব এবং তাহাদিগকে খাওয়াইব।

১.২- بَابُ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ

১০৩. অনুচ্ছেদ : দাস যখন মনিবের মঙ্গল কামনা করে

২.২- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِنْ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -

২০২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : গোলাম যখন তাহার মনিবের মঙ্গল কামনা করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতও উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, তাহার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

২.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ الشَّعْبِيِّ : يَا أَبَا عَمْرٍو ! إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، كَانَ كَالرَّاكِبِ يُدْنِتُهُ فَقَالَ عَامِرٌ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنْ بَنِيهِ وَأَمِنْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ

مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطْأُهَا ، فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ -
قَالَ عَامِرٌ : أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْوَدِينَةِ -

২০৩. এক ব্যক্তি আমের শা'বীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : হে আমরের পিতা! আমরা পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকি যে, যখন কোন ব্যক্তি সন্তানদাত্রী দাসীকে মুক্তি দেয় এবং অতঃপর তাহাকে বিবাহ করে, তখন সে যেন কুরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহারকারী সদৃশ কাজ করিল। (এ ব্যাপারে আপনার মত কি?) তখন আমের বলিলেন, আবু বুরদা আমেরের নিকট তদীয় পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাদের নিকট ফরমাইয়াছেন. তিন ব্যক্তির জন্য দুইটি করিয়া পারিশ্রমিক রহিয়াছে : ১. আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ের ঐ ব্যক্তি যে, তাহার স্বীয় নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহার জন্য দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে। ২. ক্রীতদাস যখন আল্লাহর হক এবং তাহার মনিবের হক আদায় করে। ৩. ঐ ব্যক্তি যাহার কাছে একটি দাসী ছিল, সে তাহাকে শয্যাসঙ্গিনী করিল, তাহাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিল এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দীক্ষা দিল, অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহের মাধ্যমে জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ করিল। তাহার জন্যও দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে। আমের বলেন : আমি তো তোমাকে উহা কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই প্রদান করিলাম, ইহার চাইতে ছোট কথা শিখিবার জন্যও লোককে ইতিপূর্বে মদীনা পর্যন্ত সফর করিতে হইত।

২.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ بَنٍ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي فَرَضَ [عَلَيْهِ مِنْ] الطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ "

২০৪. হযরত আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ক্রীতদাস তাহার প্রভুর ইবাদত উত্তমরূপে সম্পন্ন করে এবং মনিবের আনুগত্য ও মঙ্গল কামনার যে দায়িত্ব তাহার উপর রহিয়াছে, তাহাও পালন করে, তাহার জন্য দুই দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

২.৫- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَمْلُوكُ لَهُ أَجْرَانِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ أَوْ قَالَ فِي حُسْنِ عِبَادَتِهِ وَحَقَّ مَلِكِهِ الَّذِي يَمْلُكُهُ " .

২০৫. হযরত আবু বুরদা (রা) তাঁহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : ক্রীতদাসের দুইটি পারিশ্রমিক—যখন সে আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করে অথবা তিনি ফরমাইয়াছেন :

উত্তমরূপে আদায় করে এবং মনিবের হক যা মালিক হিসাবে তাহার উপর রহিয়াছে, তাহাও আদায় করে।

১.৬- بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ

১০৪. অনুচ্ছেদ : দাস রাখাল স্বরূপ

২.৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - فَلَا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْهُ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " -

২০৬. হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদিগের প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারীস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। শাসক—তাহার লোকজনের রাখাল স্বরূপ, তাহাকে তাহার শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। গৃহকর্তা তাহার গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ, তাহাকে তাহার গৃহবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। দাস তাহার মনিবের সম্পদাদির রাখাল স্বরূপ, তাহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মনে রাখিবে, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোন না কোনভাবে) রাখালস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

২.৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْعَبْدُ إِذَا أَطَاعَ سَيِّدَهُ ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - فَإِذَا عَصَى سَيِّدَهُ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -

২০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : দাস যখন তাহার মনিবের আনুগত্য করে, তখন সে আল্লাহরই আনুগত্য করে এবং যখন সে মালিকের অবাধ্যতা করে, তখন সে মহাপ্রতাপান্নিত আল্লাহর অবাধ্যতা করে।

১.৭- بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا

১০৫. অনুচ্ছেদ : দাস হওয়ার সাধ

২.৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَنُ بْنُ لَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا

أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ لَهُ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ! لَوْ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْحَجِّ ، وَبِرِّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ مَمْلُوكًا -

২০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : মুসলিম দাস যদি আল্লাহর হক এবং তাহার মনিবের হক (যুগপৎভাবে) আদায় করে, তাহা হইলে তাহার জন্য দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে। যাহার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম, আল্লাহর রাহে জিহাদ, হজ্জ এবং আমার মাতার সেবায়ত্বের দায়িত্ব যদি না হইত, তাহা হইলে আমি অবশ্যই ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করিতে ভালবাসিতাম।

১.৬- بَابُ لَا يَقُولُ عَبْدِي

১০৬. অনুচ্ছেদ : ‘আমার দাস’ বলিবে না

২.৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَازِمٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، أُمِّي ، كُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ أُمَّاءُ اللَّهِ وَلْيَقُلْ غُلَامِي جَارِيَتِي وَفَتَاتِي -

২০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদিগকে কেহই যেন “আমার দাস” “আমার দাসী” না বলে, কেননা, তোমরা সকলেই আল্লাহর দাস এবং তোমাদের মহিলারাও আল্লাহর দাসী ; বরং বলিবে “আমার গোলাম”, “আমার বাদী”, “আমার বালক”, “আমার বালিকা”।

১.৭- بَابُ هَلْ يَقُولُ سَيِّدِي

১০৭. অনুচ্ছেদ : দাস কি মনিবকে ‘প্রভু’ বলিয়া সম্বোধন করিবে?

২.১০- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَجَبِيْبٍ وَحِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأُمِّي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي وَسَيِّدِي وَسَيِّدَتِي - كُلُّكُمْ مَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদের কেহ কখনো ‘আমার দাস’, ‘আমার দাসী’ বলিবে না এবং ক্রীতদাসও কখনও ‘আমার প্রভু’, ‘আমার প্রভু-পত্নী’ বলিবে না ; বরং বলিবে ‘আমার বালক’, ‘আমার বালিকা’, ‘আমার মনিব’ ‘আমার মনিব-পত্নী’। কেননা তোমাদের সকলেই (আল্লাহর) দাস এবং প্রভু একমাত্র মহিমান্বিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ তা‘আলা।

২১১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا : أَنْتَ سَيِّدُنَا قَالَ " السَّيِّدُ اللَّهُ " قَالُوا : وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا ، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا قَالَ فَقَالَ " قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ -

২১১. মাতরাফ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বলেন যে, তিনি বনু আমের গোত্রের প্রতিনিধিদলভুক্ত হইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে যান। তখন প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন : “আপনি আমাদের প্রভু!” তিনি ফরমাইলেন : প্রভু তো আল্লাহ তা’আলা। তাঁহারা তখন বলিলেন : শুণে গরিমায় ও মানে-মর্যাদায় আপনি আমাদের সেরা পুরুষ। তখন তিনি ফরমাইলেন : তোমাদের ভাষায় তোমরা যাহাই বল, শয়তান যেন তোমাদের কাছে ঘেষিতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

১.৮- بَابُ الرَّجُلِ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ

১০৮. অনুচ্ছেদ : গৃহকর্তা গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ

২১২- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِينُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُولَةٌ أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২১২. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল স্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তাহাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। আমানতদার রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে, গৃহকর্তা তাহার গৃহবাসীদের রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। গৃহকর্তা তাহার স্বামীর ঘরের রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মনে রাখিও, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোন না কোনভাবে) রাখালস্বরূপ এবং প্রত্যেকে তাহার সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

২১৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِمِ بْنِ الْحَوِيرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مَتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِينَا فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا ، فَقَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ ، فَعَلِمُوهُمْ

وَمَرُّوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ" -

২১৩. হযরত আবু সুলায়মান মালিক ইবন হুরায়রিস (রা) বলেন : আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম এবং বিশ দিন পর্যন্ত তাঁহার খেদমতে থাকিলাম। তিনি তখন অনুভব করিলেন যে আমরা ঘরে ফিরিতে উদ্দীবি হইয়া উঠিয়াছি। তখন তিনি আমাদের বাটীস্থ লোকজন সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা নিজ নিজ বাটীর অবস্থা তাঁহার কাছে বিবৃত করিলাম। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও দয়ালু ছিলেন। বলিলেন : আচ্ছা, এইবার তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া যাও! তাহাদিগকে গিয়া (এখানে যাহা শিখিয়া গেলে তাহা) শিক্ষা দাও এবং সৎকাজের আদেশ কর এবং আমাকে যে ভাবে নামায পড়িতে দেখিলে, সেরূপ নামায পড়িও। যখন নামাযের সময় হইবে, তখন তোমাদের মধ্যকার একজন উঠিয়া আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার যে সবার বড়, সে ইমামতি করিবে।

১.৯- بَابُ الْمَرْأَةِ رَاعِيَةً

১০৯. অনুচ্ছেদ : নারী ঘরের রাখাল

২১৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ " -

سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ " -

২১৪. এই হাদীসখানি ২০৬ ও ২১২ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। একটি বাক্য অতিরিক্ত আছে; তাহা হইল : হযরত ইবন উমর (রা) বলেন : এই সব কথা আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনিয়াছি এবং আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি আরও বলিয়াছেন 'এবং পুরুষ তাহার পিতার সম্পত্তির রাখাল স্বরূপ।'

১১. بَابُ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْهُ

১১০. অনুচ্ছেদ : উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্তব্য

২১৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ

﴿ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيَجْزِهِ - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِهِ فَلْيُتِّنْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَتْنَى عَلَيْهِ ، فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ ، فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطِ فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبِي زُورٌ ﴾ -

২১৫. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যাহার কোন উপকার করা হয়, তাহার উচিত উহার প্রত্যুপকার করা। যদি তাহার প্রত্যুপকারের সামর্থ্য না থাকে, তবে তাহার উপকারের প্রশংসা করা উচিত। কেননা, যখন সে উহার প্রশংসা করিল, তখন সে উহার কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করিল। আর যদি সে উহা গোপন করে, তবে সে উহার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিল। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে যে গুণ অনুপস্থিত সেই ভূষণেই নিজেকে ভূষিত বলিয়া প্রকাশ করিল, সে যেন দুইটি মিথ্যার পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করিল।

২১৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ ، فَأَعْيَذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ ، فَأَعْطُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا ، فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ " -

২১৬. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন : যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নামে শরণ কামনা করে, তাহাকে শরণ দাও! যে আল্লাহ্র নামে যাক্ষণ করে, তাহার যাক্ষণ পূরণ কর। যে তোমাদের উপকার করে, তোমরা উহার প্রত্যুপকার কর!!! যদি তোমাদের প্রত্যুপকারের সামর্থ্য না থাকে, তবে উপকারীর জন্য দু'আ কর, যাহাতে সে জানিতে পারে যে তোমরা তাহার প্রত্যুপকার করিয়াছ।

১১১- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَكَافَأَةَ فَلْيَدْعُ لَهُ

১১১. অনুচ্ছেদ : উপকারী প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে তাহার জন্য দু'আ করিবে

২১৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ الْإِنصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ ، قَالَ " لَا - مَا دَعَوْتُمْ اللَّهَ لَهُمْ وَأَتَيْنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ " -

২১৭. হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে একদা মুহাজিরগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সমুদয় পুণ্য তো আনসারগণই লুটাইয়া লইলেন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের উপকারের প্রশংসা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নহে।

১১২- بَابُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ لِلنَّاسِ

১১২. অনুচ্ছেদ : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে

২১৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ " -

২১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নহে।

২১৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّفْسِ : أَخْرِجِي قَالَتْ : لَا أَخْرُجُ إِلَّا كَارِهَةً " -

২১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা নফস বা আত্মাকে বলিলেন, বাহির হইয়া পড়! সে বলিল, আমি স্বেচ্ছায় তো বাহির হইব না ; তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপারগ হইয়া।

১১৩- بَابُ مَعُونَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ

১১৩. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের সাহায্য করা

২২- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْوَاجٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ " إِيْمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ " ، قِيلَ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ " أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَانْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ " فَتَعِينُ صَانِعًا ، أَوْ تَصْنَعُ لَأَحْرَقَ " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ ؟ قَالَ : تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ "

২২০. হযরত আবু যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, সর্বোত্তম আমল কি? ফরমাইলেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ। প্রশ্ন করা হইল, সর্বোত্তম গোলাম কে? ফরমাইলেন : যাহার মূল্য সর্বাধিক এবং যে তাহার মালিকের নিকট প্রিয়তর। প্রশ্নকারী বলিল : আমি যদি উহা করিতে না পানি, তাহা হইলে সেই সাওয়াব পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা কী? ফরমাইলেন : তাহা

হইলে কোন কাজের লোকের কাজে সাহায্য কর অথবা কোন আনাড়ীর কাজটুকু গুছাইয়া দাও! সে ব্যক্তি বলিল, যদি উহাও করিতে আমি অপারগ হই? ফরমাইলেন : তাহা হইলে তোমার অনিষ্ট হইতে লোকজনকে নিরাপদ থাকিতে দাও। কেননা, উহাও সাদাকা বিশেষ--যাহা দ্বারা তোমার জানের সাদাকা আদায় হইয়া যাইবে।

১১৬- بَابُ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

১১৪. অনুচ্ছেদ : ইহকালের সৎকর্মশীলগণই পরকালেরও সৎকর্মশীল

২২১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي نُسَيْرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قُبَيْصَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ فُلَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ بُرْمَةَ بْنَ لَيْثٍ بْنَ بُرْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ قُبَيْصَةَ بْنَ بُرْمَةَ الْأَسَدِيَّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا ، هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا ، هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ "

২২১. কুবায়সা ইব্ন বুরমা আল আসাদী (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি : দুনিয়ার সৎকর্মশীলরাই আখিরাতের সৎকর্মশীল (বলিয়া গণ্য হইবে) এবং দুনিয়ার অসৎকর্মশীলরাই আখিরাতেরও অসৎকর্মশীল (বলিয়া গণ্য হইবে)।

২২২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَاصِمٍ وَكَانَ حَرَمَلَةً أَبَا أُمٍّ فَحَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ ابْنَةُ عَلِيٍّ وَدُحَيْبَةُ ابْنَةُ عَلِيٍّ وَكَانَ جَدُّهُمَا حَرَمَلَةً أَبَا أَبِيهِمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَرَمَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِي نَفْسِي : وَاللَّهِ لَا تَيْنُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ ؟ قَالَ " يَا حَرَمَلَةُ ! إِنَّتِ الْمَعْرُوفُ ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ " ثُمَّ رَجَعْتُ حَتَّى الرَّاحِلَةَ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي قَرِيبًا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ ؟ قَالَ " يَا حَرَمَلَةُ ! إِنَّتِ الْمَعْرُوفُ ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ، وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ أُنْذُكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَأَتِهِ ، وَانْظُرْ الَّذِي تَكْرَهُهُ ، أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَاجْتَنِبْهُ " فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ فَاذًا هُمَا لَمْ يَدْعَا شَيْئًا -

২২২. হারমালা ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। তিনি বলেন : যখন আমি বিদায় হইয়া যাইব, তখন আমি মনে মনে বলিলাম, কসম আল্লাহ্, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট যাইব এবং আমার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিব। তখন আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং একেবারে তাঁহার সম্মুখেই গিয়া দাঁড়াইলাম। আমি বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে কী আমল করিতে উপদেশ দেন? তিনি তখন ফরমাইলেন : হে হারমালা! সৎকর্ম করিবে এবং গর্হিত কর্ম হইতে দূরে থাকিবে। তুমি ভাবিয়া দেখিবে, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার প্রস্থানের পর কী বলিলে তুমি সুখানুভব করিবে এবং তাহাই করিবে এবং ভাবিয়া দেখিবে, তোমার প্রস্থানের পর তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন কী বলিলে তুমি তাহা অপছন্দ করিবে, তুমি তাহা করিবে না। হারমালা বলেন : যখন আমি প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন ভাবিয়া দেখিলাম, উহা তো এমন দুইটি কথা--যাহাতে আর কিছুই বাদ পড়ে নাই।

২২৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : ذُكِرَتْ لِأَبِي حَدِيثُ أَبِي عُمَانَ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عُمَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَلْمَانَ - فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَمَا حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا قَطُّ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২২৩. ২২১ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে।

১১৫- بَابُ إِنْ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

১১৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিটি সৎকর্ম সাদাকা স্বরূপ

২২৪- وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ "

২২৪. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেকটি সৎকর্ম সাদাকা স্বরূপ।

২২৫- حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " قَالُوا : وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ " فَيَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ "

قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ " قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ " فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ، أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ " قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ السَّرِّ ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ " -

২২৫. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : প্রতিটি মুসলমানের উপর সাদাকা ওয়াজিব। সাহাবীগণ আরয করিলেন : যদি কাহারও কাছে সাদাকা করার মত কিছু না থাকে? ফরমাইলেন : তাহা হইলে সে স্বহস্তে কাজ করিয়া নিজেকে উপকৃত করিবে এবং সাদাকা করিবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, যদি তাহার সেই সামর্থ্যও না থাকে? ফরমাইলেন : তাহা হইলে সে কোন ভগ্নহৃদয় দুঃস্থজনের সাহায্য করিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন : যদি সে তাহাও না করে? ফরমাইলেন : তবে সে কল্যাণের আদেশ করিবে। তাহারা বলিলেন : যদি সে তাহাও না করে? ফরমাইলেন : তাহা হইলে সে অনিষ্ট সাধন হইতে বিরত থাকিবে, কেননা উহাই তাহার জন্য সাদাকা স্বরূপ।

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا مَرْوَاةَ الْغَفَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ " إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ " قَالَ : فَأَيُّ الرُّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ " أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ " تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأُحْرَقَ " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ " تَدْعُ النَّاسَ مِنَ السَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ "

২২৬. [২২০নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি--ভিন্ন সূত্র]

٢٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُبَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُصُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَبُضْعُ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " قِيلَ : فِي شَهْوَتِهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ " لَوْ وَضَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَلَيْسَ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ "

২২৭. হযরত আবু যর (রা) বলেন : রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করা হইল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! বিত্তবানগণ তো সকল পুণ্য লুটিয়া লইলেন! আমরা যেমন নামায পড়ি, তাঁহারাও তেমনি নামায পড়েন, আমরা যেমন রোযা রাখি তাঁহারাও তেমনি রোযা রাখেন। উপরন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সাদাকা-খয়রাত করেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের জন্য সাদাকার ব্যবস্থা রাখেন নাই? নিঃসন্দেহে প্রতিটি তাসবীহ ও তাহমীদ সাদাকাররূপ এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কও সাদাকা বিশেষ। সাহাবীগণ আরয করিলেন : কামরিপু চরিতার্থ করার মধ্যেও আবার সাদাকা আছে নাকি? ফরমাইলেন : কেন না হইবে? যদি সে উহা নিষিদ্ধ স্থানে চরিতার্থ করিত, তবে কি উহা তাহার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ হইত না? ঠিক তেমনিভাবে যদি সে উহা হালালভাবে চরিতার্থ করে, তবে উহার জন্য তাহার পুণ্যও রহিয়াছে।

১১৬- بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى

১১৬. অনুচ্ছেদ : কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

২২৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الْوَاظِعِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ أَمِطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ -

২২৮. হযরত আবু বুরযা আসলামী (রা) বলেন, আমি আরয করিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন--যাহা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে। ফরমাইলেন : লোকজনের চলার পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইবে।

২২৯- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَرَّ رَجُلٌ بِشَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : لَأَمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ ، لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا فَيُغْفِرَ لَهُ -

২২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তাহার পথে কাঁটা পড়িল। সে বলিল, আমি অবশ্যই এই কাঁটা অপসারিত করিব--যাহাতে উহা কোন মুসলমানের কষ্টের কারণ হইতে না পারে। তাঁহাকে এই জন্য মার্জনা করা হইল।

২৩- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عُرِضَتْ

১. বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়াজাতে এই আমলটিকে ইমানের সর্বনিম্ন শাখা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

عَلَى أَعْمَالٍ أَمْتَى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا أَنَّ الْأَذَى يُمَاطُ
الطَّعْرِيْقُ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ"

২৩০. হযরত আবু যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : আমার নিকট উম্মাতের সমুদয় আমল পেশ করা হইল। আমি তাহাদের নেক আমলসমূহের মধ্যে রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর পুণ্যও পাইলাম এবং তাহাদের বদ আমলসমূহের মধ্যে মসজিদে নিক্ষিপ্ত থুথুও পাইলাম--যাহা মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয় নাই।

১১৭- بَابُ قَوْلِ الْمَعْرُوفِ

১১৭. অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা

২৩১- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " -

২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ খুতামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : প্রত্যেকটি সৎকর্ম এক একটি সাদাকা বিশেষ।

২৩২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِالشَّيْءِ يَقُولُ " اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً خَدِيجَةَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ " -

২৩২. হযরত আনাস (রা) বলেন, যখনই নবী করীম (সা)-এর নিকট কোথাও হইতে কোন কিছু আসিত, তখন তিনি প্রায়ই বলিতেন, যাও, অমুক রমণীকে দিয়া আস; কেননা, তিনি খাদীজার বান্ধবী ছিলেন, যাও, উহা অমুক মহিলার গরে দিয়া আস; কেননা খাদীজাকে বালবাসিতেন।

২৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " -

২৩৩. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন : তোমাদের নবী (সা) ফরমাইয়াছেন : প্রত্যেকটি সৎকর্মই সাদাকা বিশেষ।

১১৮- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَبَقَّةِ وَحَمْلِ الشَّيْءِ عَلَى عَاتِقِهِ إِلَى أَهْلِهِ بِالزُّبَيْلِ

১১৮. অনুচ্ছেদ : সব্জি বাগানে যাওয়া ও জাঝিল কাঁধে উঠানো

২৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ مَسْعَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أَخْتَهُ فَأَبَى

وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةٌ - فَبَلَغَ أَبَا قُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَيْءٌ فَاتَاهُ يَطْلُبُهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زُبَيْلٌ فِيهِ بَقْلٌ قَدْ ادْخَلَ عَصَاهُ فِي عُرْوَةِ الزُّبَيْلِ وَهُوَ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ ؟ قَالَ يَقُولُ سَلْمَانُ ، [وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا] (١٢)
الاسراء : (١١)) فَانْطَلَقَا حَتَّى آتَيَا دَارَ سَلْمَانَ ، فَدَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَذِنَ لِأَبِي قُرَّةَ فِدَخَلَ فَإِذَا تَمَطُّ مَوْضُوعٌ عَلَى بَابٍ وَعِنْدَ رَأْسِهِ لَبَنَاتٌ وَإِذَا قِرْطَاطٌ فَقَالَ : اجْلِسْ عَلَى فِرَاشِ مَوْلَاتِكَ الَّتِي تَمَهَّدُ لِنَفْسِهَا ثُمَّ أَنْسَأْ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ : إِنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِأَشْيَاءٍ ، كَانَ يَقُولُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَضَبِهِ ، لِأَقْوَامٍ فَأَوْتَى فَأَسْأَلُ عَنْهَا فَأَقُولُ : حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ وَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ضَعَائِنَ بَيْنَ أَقْوَامٍ فَآتَى حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ سَلْمَانَ لَا يُصَدِّقُكَ وَلَا يُكْذِبُكَ بِمَا تَقُولُ فَجَاءَنِي حُذَيْفَةُ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ بْنُ أُمِّ سَلْمَانَ ! فَقُلْتُ : يَا حُذَيْفَةُ بْنُ أُمِّ حُذَيْفَةَ ! لِنْتَهَيْنِ أَوْ لَاكْتَبَنْ فِيكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا خَوَّفْتُهُ بِعُمَرَ تَرَكَنِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مِنْ وَلَدِ أَدَمَ أَنَا فَأَيْمًا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي لَعْنَتُهُ لَعْنَةً ، أَوْ سَبَبَتْهُ سَبَبَةً فِي غَيْرِ كُنْهٍ ، فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلَاةً " -

২৩৪. হযরত উমার ইবন আবু কুররা কিন্দী বলেন, আমার পিতা আবুল কুররা সালমানের নিকট তাঁহার বোনের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারই বুকাযরা নাম্নী আযাদকৃত দাসীকে বিবাহ করিলেন। একদা আবু কুররা সালমান এবং হুযায়ফার মধ্যে কোন এক বিষয় নিয়া মনোমালিন্য হওয়ার কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সালমানের খোঁজে (তাঁহার বাড়ীতে) গেলেন। তাঁহাকে জানান হইল যে, তিনি তাঁহার সজ্জি বাগানে গিয়াছেন। তখন তিনি তথায় রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন তাঁহার কাছে শাক ভর্তি ঝুড়ি ছিল এবং তিনি উহার হাতলের মধ্যে তাঁহার লাঠি ঢুকাইয়া উহা কাঁধে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। তখন তিনি সালমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহর পিতা! তোমার এবং হুযায়ফার মধ্যে কী ব্যাপার ঘটিয়াছে।

রাবী আবু কুররা বলেন, তখন সালমান (রা) বলিলেন : وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا : “মানুষ জাতটা স্বভাবত বড়ই ব্যস্ত বাগিশ।” (কুরআন, ১৭ : ১১) অতঃপর তাঁহারা দুইজনে রাস্তা চলিতে চলিতে সালমানের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সালমান তখন ঘরে প্রবেশ করিয়া ‘আসসালামু আলাইকু’ বলিলেন এবং আবু কুররাকে ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য ডাকিলেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই দ্বার প্রান্তে পাতিয়া রাখা

একখানা মাদুর এবং শিয়রে কয়েকটি ইট দেখিতে পাইলেন। সালমান বলিলেন, আপনার দাসীর বিছানায় বসিয়া পড়ুন, সে উহা নিজের জন্য বিছাইয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর তিনি তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং (পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাব স্বরূপ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রুদ্ধ অবস্থায় যাহা বিভিন্ন জনকে বলিতেন। হুযায়ফা (রা) তাহাই লোকসমক্ষে বর্ণনা করিয়া থাকেন। লোকজন আসিয়া আমাকে ঐ সবার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিত। আমি বলিতাম, হুযায়ফাই তাহা ভাল জানেন। আমি চাহিতাম না যে, লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য হউক। তখন তাহারা আবার হুযায়ফার কাছে গিয়া বলিত—“সালমান তো আপনার বক্তব্যকে অনুমোদনও করেন না, আবার উহাকে মিথ্যাও প্রতিপন্ন করেন না।” তখন হুযায়ফা (রা) আমার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং (ক্রুদ্ধস্বরে) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“হে সালমানের মায়ের পুত্র সালমান” আমিও বলিয়া উঠিলাম—“হে হুযায়ফার মায়ের পুত্র হুযায়ফা!” তুমি এরূপ কর্ম হইতে বিরত হইবে, নাকি আমি হযরত উমর (রা)-কে তোমার সম্পর্কে লিখিয়া জানাইব?

আমি যখন তাহাকে উমরের ভয় প্রদর্শন করিলাম, তখন তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) (দু'আর ছলে) বলিয়াছেন : আমিও (রক্ত মাংশে গড়া) আদমেরই সন্তান। সুতরাং (মানবীয় দুর্বলতাবশত) আমার যে উন্মাতকে আমি অকারণে অভিশাপ দেই বা গালি দেই (হে আল্লাহ), উহাকে তাহার পক্ষে আশীর্বাদ করিয়া দাও।

২২৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخْرِجُوا بَنِي إِلَى أَرْضِ قَوْمِنَا فَخَرَجْنَا فَكُنْتُ أَنَا وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ فَهَاجَتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ أَبُو اللَّهِ ! أَصْرِفْ عَنَّا إِذَاهَا فَلَحَقْنَا هُمْ وَقَدْ ابْتَلَتْ رِحَالَهُمْ فَقَالُوا : مَا أَصَابَكُمْ الَّذِي أَصَابَنَا ، قُلْتُ : إِنَّهُ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصْرِفَ عَنَّا إِذَاهَا فَقَالَ عُمَرُ أَلَدَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُمْ ؟

২৩৫. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : একদা হযরত উমর (রা) আমাদেরকে বলিলেন : চল, একবার আমাদের খামার এলাকায় বেড়াইয়া আসি। (সত্য সত্যই) আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি এবং উবাই ইবন কা'ব (রা) ছিলাম কাফেলার মধ্যে সবার পিছনে। এমন সময় আকাশে মেঘ করিল। উবাই ইবন কা'ব (রা) দু'আ করিলেন : প্রভু, আমাদের উপর হইতে উহার কষ্ট সরাইয়া দাও!

অতঃপর যখন আমরা কাফেলার অন্যান্যদের সহিত গিয়া মিলিত হইলাম, তখন তাহাদের উটের হাওদাসমূহ ভিজিয়া রহিয়াছিল। তখন তাহারা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের উপর যে বৃষ্টি বর্ষিত হইল তাহা কি তোমাদের উপর বর্ষিত হয় নাই? জবাবে আমি বলিলাম : উমি (উবাই ইবন কা'ব) আল্লাহর নিকট উহার কষ্ট সরাইয়া নিবার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন (ফলে, বৃষ্টি আমাদেরকে স্পর্শ করে নাই)। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন : তোমাদের সহিত আমাদেরকেও দু'আয় शामिल করিয়া লইলে না কেন?

১১৭- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الضَّعْفَةِ

১১৯. অনুচ্ছেদ : খেজুর বাগানে বেড়াইতে যাওয়া

২২৬- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ : أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصًا لَهُ -

২৩৬. হযরত আবু সালামা (রা) বলেন, আমি একদা (হযরত) আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাঁহাকে বলিলাম, চলুন না একবার খেজুর বাগানে বেড়াইয়া আসি! তিনি (আমার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন এবং) বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার গায়ে একখানা কাল চাদর জড়ান ছিল।

২২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ : سَمِعْتُ عَلِيًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْنَعَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكُوا مِنْ حُمُوشَةِ سَاقِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا تَضْحَكُونَ ؟ لَرَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ .

২৩৭. হযরত আলী (রা) বলেন : নবী করীম (সা) একদা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে গাছে চড়িয়ে ফল পাড়িয়া আনিতে হুকুম করিলেন। (ইবন মাসউদ (রা) যখন গাছে চড়িলেন) তখন সাথীদের নযর তাঁহার পায়ের গোছার দিকে পড়িল। তাঁহার পায়ের গোছা দ্বয় অত্যন্ত কৃশ হওয়ার দরুণ তাঁহার হাসাহাসি করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তোমরা কি হাসাহাসি করিতেছ? পাপ-পুণ্যের ওজনের পাল্লায় পা ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও অধিকতর ভারী প্রতিপন্ন হইবে।

১২- بَابُ الْمُسْلِمِ مِرَاةَ الْمُسْلِمِ

১২০. অনুচ্ছেদ : মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের দর্পণ স্বরূপ

২২৮- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَلْمُؤْمِنُ مِرَاةَ أَخِيهِ إِذَا رَأَى فِيهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ -

২৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : ঈমানদার ব্যক্তি হইতেছে তাহার অপর ঈমানদার বাইয়ের দর্পণ স্বরূপ। সে যখন তাহার মধ্যে কোনরূপ দোষ দেখিতে পাইবে, তখন সে তাহাকে সংশোধন করিয়া দিবে।

২৩৯- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَزَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمُوْمِنُ مِرْأَةٌ اَخِيْهِ - وَالْمُوْمِنُ اَخُو الْمُوْمِنِ ، يَكْفُ عَلَيْهِ ضِيْعَتُهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِهِ " -

২৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : ঈমানদার ব্যক্তি হইতেছে তাহার অপর ভাইয়ের দর্পণস্বরূপ এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। সে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার মালের হিফায়ত করিবে এবং তাহার অসাক্ষাতেও তাহার প্রতি সমর্থন জানাইবেন।

২৪০- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ ، عَنْ اِبْنِ ثُوْبَانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمَسْتُوْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ اَكَلَ بِمُسْلِمٍ اَكْلَةً ، فَاِنَّ اللّٰهَ يَطْعَمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَى بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ ، فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوْهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ مَّقَامَ رِيَاءٍ وَسَمِعَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسَمِعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " -

২৪০. হযরত মুস্তাওরাদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে কেহ মুসলমানের মাল হইতে অবৈধভাবে একটি লুক্মাও গ্রাস করিবে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হইতে অনুরূপ এক লুক্মা খাওয়াইবেন এবং যে কেহ কোন মুসলমানের বস্ত্র অবৈধভাবে কুক্ষিগত করিয়া পরিবে, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামের অনুরূপ বস্ত্র পরাইবেন এবং যে কেহ কোন মুসলমানের মুকাবিলায় প্রদর্শন ও খ্যাতির আসন অবলম্বন করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিন প্রদর্শন ও খ্যাতিজনিত অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবেন।

১২১- بَابُ لَا يَجُوْزُ مِنَ اللَّغْبِ وَالْمَزَاحِ

১২১. অনুচ্ছেদ : অবৈধ হাসি-ঠাট্টা

২৪১- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْزِيْ يَقُوْلُ " لَا يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَا عِبًا وَلَا جَادًا - فَاِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ عَصًا صَاحِبِهِ . فَلْيُرِدْهَا اِلَيْهِ " -

২৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সাইব তাহার পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তাহার কোন সাথীর কোন বস্তু না ধরে--ঠাট্টাচ্ছলেও নহে, গম্ভীরভাবেও নহে। একান্তই কেহ যদি তাহার সাথীর লাঠি সরাইয়াও থাকে, তবে তাহার উচিত তাহা ফিরাইয়া দেওয়া।

১২২- بَابُ الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ

১২২. অনুচ্ছেদ : পুণ্যের পথ যে দেখায়

২৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي فَأَحْمِلُنِي قَالَ " لَا أَجِدُ وَلَكِنْ أَتَيْتَ فَلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُحْمَلَكَ " فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ - فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ -

২৪২. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, (ইয়া রাসূলুল্লাহ্!) আমি অত্যন্ত শ্রান্ত-কাহিল হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে একটি বাহন দান করুন! তিনি ফরমাইলেন, আমার কাছে তো উহা নাই, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও, হয়ত বা সে তোমাকে বাহন দিতে পারিবে। তখন সে ব্যক্তি ঐ লোকের নিকট গেল এবং সেই ব্যক্তি তাহাকে বাহন দান করিল। তখন সেই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতের পুনরায় হাযির হইয়া তাঁহাকে উহা অবগত করিল। তখন তিনি ফরমাইলেন : যে কেহ কোন পুণ্যের পথ দেখায়, পুণ্যকারীর তুল্য সাওয়াব সেও লাভ করিবে।

১২৩- بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ

১২৩. অনুচ্ছেদ : ক্ষমাপরায়ণতা

২৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا فَقِيلَ : أَلَا نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ " لَا " قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৪৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈকা ইয়াহুদী রমণী নবী করীম (সা)-এর নিকট বিষাক্ত ছাগ-মাংস নিয়া আসিল। তিনি তাহা হইতে কিছুটা খাইলেন। [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে বিষের ক্রিয়া শুরু হইলো] তাহাকে ধরিয়া আনা হইল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কি উহাকে হত্যা করিব না? ফরমাইলেন : না। রাবী হযরত আনাস (রা) বলেন? আমি আজীবন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ-গহ্বরে সেই বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি।

২৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ ﴿ خُذْ

الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٧﴾ [الأعراف ১৭ /] قَالَ :
وَاللَّهِ ! مَا أَمْرِبُهَا أَنْ تَتَّخِذَ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَاللَّهُ ! لَا خُذْتُهَا مِنْهُمْ مَا
صَحِبْتُهُمْ -

২৪৪. ওহাব ইবন কায়সান বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা)-কে মিশরে উপর দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি : “ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং গোঁয়ারদের প্রতি দ্রুক্ষেপ করিও না।” (কুরআন, ৭ : ১৯৯) তিনি বলেন : কসম আল্লাহর! লোকদের উত্তম চরিত্র ছাড়া আর কিছু গ্রহণের আদেশ এই আয়াতের দ্বারা দেওয়া হয় নাই। কসম আল্লাহর, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সাহচর্যে থাকিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উহা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে থাকিব।

২৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصِيلٍ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ
لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا
تُعَسِّرُوا ، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ -

২৪৫. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : জ্ঞান দান কর! সহজ কর!! কঠিন করিও না এবং যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ দ্রুদ্ব হয়, তখন তাহার মৌনতা অবলম্বন করা উচিত।

১২৪- بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

১২৪. অনুচ্ছেদ : লোকের সহিত হাসিমুখে মেলামেশা করা

২৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ
عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ فَقُلْتُ :
أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوَرَةِ قَالَ فَقَالَ : أَجَلٌ وَاللَّهِ ! أَنَّهُ
لَمْ يَصُفْ فِي التَّوَرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [২৩ / الأحزاب ৪৫ /] وَحِذْرًا لِلْأُمَمِينَ - أَنْتَ عَبْدِي
وَرَسُولِي سَمِيتُكَ الْمُتَوَكَّلَ ، لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَحَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا
يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، حَتَّى يُقِيمَ بِهِ
الْمَلَّةَ الْعُوجَاءَ - بَانَ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُوا بِهَا أَعْيُنَ عُمَيَّا ، وَإِذَا نَا
صُمًّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا -

২৪৬. আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম : তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। তখন তিনি বলিলেন হ্যাঁ, (তাহাই হইবে) নিঃসন্দেহে তাওরাতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এমন কতিপয় বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে--যাহা দ্বারা কুরআন শরীফে তিনি বিশেষিত হইয়াছেন :

يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

“হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।”-(সূরা আহযাব : ৪৫)

এবং ‘নিরক্ষরদের শরণ স্থল’, ‘আপনি আমার দাস ও আমার পয়গামবাহী রাসূল’ আমি আপনার নামকরণ করিয়াছি ‘মুতাওয়াক্কিল’ আল্লাহতে নির্ভরশীল। রক্ষ মেজাজ, দুর্মুখ বা হাট-বাজারে শোরগোলকারী নহেন, দুর্ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্যবহারের জনাব দেন না, বরং মার্জনা ও ক্ষমা করিয়া দেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তাঁহাকে উঠাইবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার দ্বারা বক্রমুখী জাতিকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তাহারা বলিবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ--‘আল্লাহ ছাড়া অপর কোন উপাস্য নাই’ এবং উহার দ্বারা তিনি অন্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত, বধির কানকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন এবং অর্গলবদ্ধ অন্তরসমূহকে অর্গলমুক্ত করিবেন।

২৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ لَبِيٍّ هِلَالٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ﴿يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [২৩ / الأحزاب ৪৫ /] فِي التَّوْرَةِ نَحْوُهُ -

২৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, কুরআন শরীফের যে আয়াতে বলা হইয়াছে : يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ‘হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।’ আর তাওরাতেও অনুরূপভাবেই আছে।

২৪৯. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا مَا نَفَعَنِي اللَّهُ بِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : " إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ الرَّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ " فَإِنِّي لَا أَتَّبِعُ الرَّيْبَةَ فِيهِمْ فَافْسَدُ هُمْ -

২৪৮. হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট এমন বাণী শুনিয়াছি যাহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। এবং আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : “যখন আপনি লোকজনের ব্যাপারে (কথায় কথায়) সন্দেহের বশবর্তী হইবেন, তখন আপনি তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিবেন।” সুতরাং আমি তাহাদের ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হইব না এবং তাহাদের সর্বনাশও সাধন করিব না।

২৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَرْزَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعَ أَذْنَايَ هَاتَانِ وَبَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، بِكَفِّي الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَقَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : " اِرْقِهِ " قَالَ فَرَقَى الْغُلَامَ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " افْتَحْ فَاكْ " ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَالَ " اَللَّهُمَّ ! أَحِبَّهُ فَإِنِّي أَحِبُّهُ " -

২৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমার এই দুই কান শুনিয়াছে এবং আমার এই দুই চক্ষু দেখিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় দ্বারা হযরত হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-এর হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। (তাঁহাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক) তাঁর পদদ্বয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র পদদ্বয়ের উপরে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেছিলেন : আরোহণ কর! তখন বালকটি চড়িতে থাকে এমন কি তাঁহার পদদ্বয় রাসূলুল্লাহ (সা)-র পবিত্র বক্ষের উপর স্থাপন করিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তোমার মুখ উন্মোচিত কর! অতঃপর তিনি তাহাকে চুমু খাইলেন এবং দু'আ করিলেন : প্রভু! আপনি উহাকে দয়া করুন ; কেননা, আমি উহাকে ভালবাসি।

১২৫- بَابُ التَّبَسُّمِ

১২৫. অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি

২৫০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنِ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةٌ مَلَكٌ " فَدَخَلَ جَرِيرٌ -

২৫০. হযরত কায়স বলেন, আমি হযরত জারীর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : আমার ইসলাম গ্রহণ অবধি রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে যতবারই দিখিয়াছেন, আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসি হাসিয়াছেন। রাবী বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : এই দরজা দিয়া কল্যাণময় ও বরকতের অধিকারী

এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে--যাহার চেহারায় ফেরেশতার হস্ত স্পর্শ রহিয়াছে। এমন সময় জারীর (রা) সেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন।

২৫১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا قَطُّ حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ﷺ قَالَتْ : وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ ، فَرَحُوا ، رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَآرَأَكَ ، إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتْ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهَةُ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ ؟ عَذَّبُ قَوْمٌ بِالرَّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمُ الْعَذَابِ فَقَالُوا : " هَذَا عَارِضٌ مُمِطْرُنَا " -

২৫১. নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এমন হাসি হাসিতে দেখি নাই যাহাতে তাঁহার আলজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসি হাসিতেন। তিনি আরও বলেন, যখনই তিনি মেঘের ঘনঘটা অথবা জোরে বাতাস বাহিতে দেখিতেন তখনই তাঁহার পবিত্র চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া যাইত। একদা তিনি বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকে যখন মেঘের ঘনঘটা দেখে, তখনই বৃষ্টির আশায় উৎফুল্লা হয় আর আপনি যখন মেঘের ঘনঘটা দেখেন, তখন আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টজনিত ফ্যাকাশে ভাব আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি! (উহার কারণ কী!) তখন তিনি ফরমাইলেন, হে আয়েশা! উহাতে যে আল্লাহর শাস্তি নিহিত নাই সেই নিশ্চয়তা আমাকে কে দেয়? একটি সম্প্রদায়কে তো প্রবল বায়ু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। সেই সম্প্রদায় যখন (প্রবল ঝঞ্ঝারানী) শাস্তি আসিতে দেখিল, তখন বলিয়া উঠিল : উহা আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে! (কিন্তু কার্যত উহা আযাব ও গয়বরূপে তাহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছিল।

১২৬- بَابُ الضَّحْكِ

১২৬. অনুচ্ছেদ : হাস্যলাপ

২৫২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَقَلُّ الضَّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ "

২৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : হাস্যলাপ কম করিও; কেননা, অধিক হাস্যলাপ অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।

২৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ " لَا تَكْثُرُوا الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ " -

২৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ফরমাইয়াছেন : অধিক হাস্যালাপ করিও না; কেননা, অধিক হাস্যালাপ অন্তরকে নিষ্পাণ করিয়া ফেলে।

২৫৪- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَارٍ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يَضْحَكُونَ
وَيَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا
وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَبْكَى الْقَوْمُ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ : يَا مُحَمَّدُ !
لِمَ تَقْنَطُ عِبَادِي ؟ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " أَبْشِرُوا وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا " -

২৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা তাঁহার কতিপয় সাহাবীর পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন তাঁহারা হাস্যালাপ ও গাল-গল্পে লিপ্ত ছিলেন। তখন তিনি ফরমাইলেন : কসম সেই সত্তার--বাঁহারা হাতে আমার প্রাণ, আমি যাহা অবগত আছি তাহা যদি তোমরা অবগত থাকিতে তবে তোমরা অবশ্যই কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে। অতঃপর তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং লোকজন কাঁদিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করিলেন : “হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদিগকে কেন হতাশাগ্রস্ত করিতেছ?”

তখন নবী করীম (সা) তাহাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বলিলেন তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ! (অথবা উৎফুল্ল হও!) (কথা ও কাজে) সরল পথ অবলম্বন কর এবং (সৎকার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর) নৈকট্য লাভে তৎপর হও!

১২৭- بَابُ إِذَا أَقْبَلَ جَمِيعًا وَإِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا

১২৭. অনুচ্ছেদ : তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো।

২৫৫- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى ابْنَةِ قَارِطٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رُبَّمَا
حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ حَدَّثَنِيهِ أَهْدَبُ الشُّفَرَيْنِ ، أَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ إِذَا أَقْبَلَ ،
أَقْبَلَ جَمِيعًا وَإِذَا أَدْبَرَ أَدْبَرَ جَمِيعًا لَمْ تَرَعَيْنِ مِثْلَهُ وَلَنْ تَرَاهُ -

২৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাত দিতে গিয়া অনেক সময় এইরূপ বলিতেন : উহা আমাকে সেই মহাত্মা বর্ণনা করিয়াছেন যাঁহার ক্রয়গল প্রশস্ত, বাহ্যগল শুভ এবং যখন তিনি কাহারও দিকে মুখ করিতেন সম্পূর্ণরূপে তাহার দিকে দেখিতেন এবং যখন মুখ ফিরাইতেন পূর্ণরূপেই ফিরাইতেন (আড় চোখে কখনও কাহারও দিকে তাকাইতেন না) কোন চক্ষু তাঁহার সমকক্ষ অপর কাহাকেও কোনদিন দেখে নাই এবং কস্মিনকালেও দেখিবে না।

১২৮. - بَابُ الْمُسْتَشَارِ مُؤْتَمِنٌ

১২৮. অনুচ্ছেদ : পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হওয়া চাই

২৫৬. حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بِيَّ الْهَيْثُمْ " هَلْ لَكَ خَادِمٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ " فَإِذَا آتَانَا سَبِيٌّ فَأَتِنَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ " فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اخْتَرْنَا مِنْهُمَا " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اخْتَرَلِي - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنْ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ - خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي - وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ - قَالَ : فَهُوَ عَتِيقٌ " فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنْ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً ، إِلَّا وَلَهُ بَطَانَتَانِ : بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا ، وَمَنْ يُوقَ بَطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ -

২৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) হযরত আবুল হায়সামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন ভৃত্য আছে ? তিনি বলিলেন : না। তিনি বলিলেন : যখন আমার কাছে কোন বন্দী আসিবে, তখন আসিও। পরে নবী করীম (সা)-এর কাছে দুইজন বন্দী আনা হইল, তাহাদের সাথে তৃতীয় বন্দী ছিল না। আবুল হায়সাম (রা) তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি দুইজনের মধ্যে একজনকে বাছিয়া নাও। তিনি বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমার জন্য একজনকে বাছিয়া দিন না। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যাহার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাহাকে আমানতদারের মত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে হয়, ইহাকে লইয়া যাও। কারণ আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি! তাহার সহিত সদাচরণ করিও। তারপর (যখন তিনি উক্ত ভৃত্যকে লইয়া নিজ বাড়িতে গেলেন তখন) তাহার স্ত্রী বলিলেন : নবী করীম (সা) ইহার ব্যাপারে যাহা বলিয়াছেন আপনি তাহা আযাদ করা ছাড়া আদায় হইবে না। তখন আবুল হায়সাম (রা) বলিলেন : আমি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলাম। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ কোন নবী অথবা খলীফাকে প্রেরণ করেন নাই, যাহার সাথে দুইটি (بَطَانَةٌ) অন্তরঙ্গ পরামর্শক দেন নাই, একটি বন্ধু তাহাকে পুণ্য কাজের

প্রেরণা যোগায় এবং পাপ কাজ হইতে বারণ করে এবং অপরটি তাহার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দের প্ররোচনাদানকারী হইতে রক্ষা পাইয়াছে সে প্রকৃতই বাঁচিয়া গিয়াছে।

১২৭. - بَابُ الْمَشُورَةِ

১২৯. অনুচ্ছেদ : পরামর্শ

২৫৭. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَشَاوَرُهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ -

২৫৭. আমর ইব্ন দীনার বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) পবিত্র কুরআনে "وَشَاوَرُهُمْ فِي الْأَمْرِ" এই আয়াতটি এইভাবে পড়েন وَشَاوَرُهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ তাহাদের সাথে কোন কোন কাজ কর্মের ব্যাপারে (যেই সব বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ নেই) পরামর্শ করুন।

২৫৮. حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ السَّرِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : وَاللَّهِ إِمَّا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُّوا الْأَفْضَلَ مَا بِحَضْرَتِهِمْ ثُمَّ تَلَا : ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [٤٢ الشورى : ٣٨]

২৫৮. হযরত হাসান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যে সম্প্রদায়ের লোকজন পরামর্শ করিয়া কাজ করে, তাহারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পাইয়া যায়। তারপর (উহার সমর্থনে) তিলাওয়াত করিলেন : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ "তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। —(সূরা শূরা : ৩৮)

১২. - بَابُ اسْمٍ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ

১৩০. অনুচ্ছেদ : ভুল পরামর্শদানের গোনাহ

২৫৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَسْلِمُوا - وَلَا تَسْلِمُوا حَتَّى تَحَابُّوا - وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَحَابُّوا وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ - لَا أَقُولُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ - مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

২৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না, তোমরা মুসলমান হইবে। আর তোমরা মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না পরস্পরে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করিবে, তবে তোমরা পরস্পরে সম্প্রীতিবদ্ধ থাকিবে। বিদ্বেষ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা উহা মুগুনকারী। আমি বলছি না যে, উহা চুল মুগুন করিয়া দিবে বরং উহা তোমাদের দীন-ধর্মকে মুগুন (ধ্বংস) করিয়া ফেলিবে। মুহাম্মদ ইবন উবাইদ ও হযরত আবু উসাইদ (রা) প্রায় অনুরূপ বর্ণনায় করিয়াছেন, “তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন কর।”

১২১. - بَابُ التَّحَابِّ بَيْنَ النَّاسِ

১৩১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সম্প্রীতি

২৬. - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ ، وَمَنْ أَفْتَى فُتًيًا بِغَيْرِ ثَبَتٍ فَأَثَمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ "

২৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি বলি নাই এমন কোন কথা যে ব্যক্তি আমি তাহা বলিয়াছি বলিবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজিয়া লয়। যাহার কাছে তাহার কোন মুসলমান ভাই পরামর্শ চাহে আর সে তাহাকে ভুল পরামর্শ দিল, প্রকৃতপক্ষে সে তাহার সহিত খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিল। আর যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে কোন ফাতওয়া দিল, এইরূপ ফাতওয়া প্রদানের গোনাহ তাহার উপর বর্তাইবে।

১২২. - بَابُ الْأَلْفَةِ

১৩২. অনুচ্ছেদ : অন্তরঙ্গতা

২৬১. - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنْ رُوحَ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّقِيَانِ فِي مَسِيرَةٍ يَوْمٍ وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ -

২৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : মু'মিন দুই ব্যক্তির রূহ এক দিনের থেকে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করে, অথচ তাহাদের একজন অপরজনকে দেখে নাই।

২৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّعْمُ تَكْفُرُ وَالرَّحِمُ تَقْطَعُ وَلَمْ نَرِ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ -

২৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কত নিয়ামতের না-শোকরি করা হয়, কত আত্মীয়তার রন্ধন ছিন্ন করা হয়, কিন্তু অন্তরসমূহের নৈকট্যতার মত (শক্তিশালী) কোন কিছু আমরা দেখি নাই।

২৬৩- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَلْفَةُ -

২৬৩. হযরত উমায়র ইব্ন ইসহাক (রা) বলেন : আমরা এই ব্যাপারে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করিতাম যে, (কিয়ামতের পূর্বে) সর্বপ্রথম মানুষের মধ্য হইতে যে বস্তুটি উঠাইয়া নেওয়া হইবে, তাহা হইল অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা।

১২৩- بَابُ الْمَزَاحِ

১৩৩. অনুচ্ছেদ : রসিকতা

২৬৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ - فَقَالَ "يَا أَنْجَشَةُ ! رُويَدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ" -
 قَالَ أَبُو قَلَابَةَ : فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِعَظْمِكُمْ لَعَبْتُمُوهَا عَلَيْهِ : قَوْلُهُ "سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ" -

২৬৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তদীয় কতিপয় সহধর্মিণীর কাছে তাশরীফ আনিলেন। উম্মু সুলায়মও তাঁহাদের সাথে ছিলেন। তখন তিনি (উদ্বেচালক আঞ্জাশাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন : ধীরে হে আঞ্জাশা, ধীরে! তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে!

রাবী আবু কিলাবা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এমনি একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিত, তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাহার এই শব্দ প্রয়োগকে দোষনীয় বলিতে। তাহার সেই বাক্যটি ছিল : “তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে।”

২৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ تَدَاعِبُنَا - قَالَ "إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا" -

২৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতিপয় সাহাবী আরয করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি (রাসূল হইয়াও) আমাদের সহিত ঠাট্টা করেন? তখন তিনি (সা) বলিলেন : (রসিকতা হইলেও) আমি সত্য বৈ কিছু বলি না।

২৬৬- حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَبِيبِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَبَاهَوْنَ بِالْبِطْيَخِ فَإِذَا كَانَتْ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ -

২৬৬. হযরত বাকর ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ তো একে অপরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করিয়াও রসিকতা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতেন, তখন তাঁহারা বীর পুরুষই প্রতিপন্ন হইতেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতেন।)

২৬৭- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : مَزَحَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَعْضُ دَعَابَاتِ هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بَلْ بَعْضُ مَزَحِنَا هَذَا الْحَيِّ -

২৬৭. হযরত ইবন আবু মুলায়কা (রা) বলেন, একদা হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কোন একটি রসিকতা করিলেন। তখন তাঁহার মাতা বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মহল্লার কোন কোন চুটকি কেনানা গোত্র হইতে আসিয়াছে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, বরং বলুন এই মহল্লায় আমাদের কিছু রসিকতা। (এখানে অধিকতর সুশীল শব্দ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন)

২৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " أَنَا حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقَ " ؟

২৬৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া একটি বাহন চাহিল। তখন তিনি বলিলেন : আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা বাহন হিসাবে দিতেছি। তখন সে ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) বলিয়া উঠিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! উটনীর বাচ্চা দিয়া আমি কী করিব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : সব উটনীই তো বাচ্চা প্রসব করে! (অর্থাৎ প্রতিটি উটই তো উটনীর বাচ্চা)

১৩৪- بَابُ الْمَزَاحِ مَعَ الصَّبِيِّ

১৩৪. অনুচ্ছেদ : শিশুদের সাথে রসিকতা

২৬৯- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطُنَا ، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ " يَا أَبَا عُمَيْرٍ ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ "

২৬৯. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাদের সাথে এমনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন যে, তিনি আমার এক ছোট ভাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন :

“(বলো) হে আবু উমায়র!

কি করিল তোমার নুগায়র”? (বুলবুলি)

২৭০- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ - ثُمَّ قَالَ " تَرَقَّ "

২৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সা) হাসান অথবা হুসাইন (রা)-এর ঘরে যাইয়া তাঁহার পদযুগলকে তাঁহার পবিত্র পদযুগলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন : আরোহণ কর।

১৩৫- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

১৩৫. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্রতা

২৭১- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ الْكَيْخَارَانِي ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

২৭১. হযরত আবুদ-দারদা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : নেকী বদী ওয়নের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোন আমলই হইবে না।

২৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا - وَكَانَ يَقُولُ " خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا -

২৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) অসচ্চরিত্র ছিলেন না নির্লজ্জও ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন : তোমাদের মধ্যে তাহারাই সর্বোত্তম যাহাদের চরিত্র সর্বোত্তম।

২৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَخْبِرْكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ - فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - قَالَ الْقَوْمُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ " أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا "

২৭৩. হযরত আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তদীয় পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়তর এবং কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যের কোন ব্যক্তি মর্যাদায় আমার নিকটতম হইবে তাহা কি তোমাদিগকে বলিব না? তখন লোকজন চুপ রহিল। তিনি দুই অথবা তিনবার একথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন লোকজন বলিল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তখন তিনি বলিলেন : তোমাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বোত্তম।

২৭৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحِي الْأَخْلَاقِ "

২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আমি তো প্রেরিত হইয়াছি লোকের চরিত্রের পূর্ণতা বিধান করিতে।

২৭৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا - فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا -

২৭৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন দুইটি ব্যাপারে একটি বাছিয়া নেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি সহজতরটিকে বাছিয়া লইয়াছেন, যদি না উহা পাপকার্য হয়, যদি উহা পাপকার্য হইত তবে তিনি লোকজনের মধ্যে উহা হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী হইতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন দিন তাঁহার ব্যক্তি স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য যদি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধানের) পবিত্রতা নষ্ট হয়, এমন কিছু লক্ষ্য করিতেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।

২৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ - وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ - فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَخَافَ الْعَدُوَّ وَأَنْ يُجَاهِدَهُ ، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يَكَابِدَهُ فَلْيَكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَسُبْحَانَ اللَّهِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ -

২৭৬. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের জীবিকা বণ্টন করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে তিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রও বণ্টন করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন এবং যাহাকে ভালবাসেন না সকলকেই সম্পদ দান করিয়াছেন, কিন্তু ঈমান তিনি কেবল যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকেই দান করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠিত, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ভীত এবং ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণে দ্বিধাগ্রস্ত তাহার উচিত এই কালেমাগুলি বেশি বেশি পাঠ করা : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল আম্দুলিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।

“আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।”

১৩৬- بَابُ سَخَاوَةِ النَّفْسِ

১৩৬, অনুচ্ছেদ : চিত্তের উদারতা

২৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ "

২৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা মানুষ ধনী হয় না, বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হইতেছে চিত্তের প্রাচুর্যতা ও অমুখাপেক্ষিতা।

২৭৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ - فَمَا قَالَ لِي أَفْ قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِي لَيْشَى لِمَ أَفْعَلُهُ ، أَلَا كُنْتُ فَعَلْتُهُ - وَلَا لَيْشَى فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتُهُ -

২৭৮. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশটি বৎসর নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। কোন দিন তিনি আমাকে (বিরক্তি সূচক) ‘উফ্’ শব্দটি বলেন নাই। অথবা কোন দিন এমন

১. রহমতের নবী (সা) অপেক্ষাকৃত কৃপণ, ভীক ও অলসদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সহজতম আমলটি বাতাইয়া দিয়াছেন। এইগুলি নফল সাদাকা, গায়ের ফরয জিহাদ এবং তাহাজ্জুদের বিকল্পরূপে সাওয়াব লাভের কারণ হইবে।

কোন কাজের জন্য যাহা আমি করি নাই, বলেন নাই যে, তুমি উহা করিলে না কেন বা যাহা করিয়াছি তাহার জন্য বলেন নাই যে, তুমি উহা করিলে কেন ?

২৭৭- حَدَّثَنَا أَبِي الْأَسْوَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنَا سَحَامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا - وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ - وَأَنْجَزَ لَهُ كَانَ عِنْدَهُ - وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ : إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ وَأَخَافُ أَنْسَاهَا فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ - ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى -

২৭৯. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : নবী করীম (সা) ছিলেন অতি দয়ালু। তাঁহার কাছে যে ব্যক্তিই (যাচঞাকারী রূপে) আসিত, তিনি তাহাকেই দানের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং যদি তাঁহার কাছে দেওয়ার মত কিছু থাকিত তবে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূর্ণও করিতেন। একদা নামাযের একামত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় জনৈক বেদুঈন আসিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া ধরিল ও বলিল : আমার সামান্য একটি কাজ রহিয়া গিয়াছে এবং আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমি উহা ভুলিয়া না যাই। তখন তিনি তাহার সাথে গেলেন এবং তাহার কাজ সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন ও সালাত আদায় করিলেন।

২৮০- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ لَا -

২৮০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু যাচঞা করা হইল জবাবে তিনি 'না' বলেন নাই।

২৮১- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجُودَ مِنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ ، وَجُودُهُمَا مُخْتَلِفٌ ، أَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى إِذَا كَانَ اجْتِمَاعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ - وَأَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ -

২৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি হযরত আয়েশা ও আসমা (রা)-এর চাইতে অধিকতর দানশীলা কোন দুইটি মহিলা দেখি নাই। তাঁহাদের দানের

১. কী অপূর্ব-হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হইলে যে মানুষ তাহার একান্তই সেবক ভৃত্যকে দীর্ঘ এক দশকের মধ্যে একটি বারও উফ শব্দটি উচ্চারণ করেন না বা কোনরূপ কৈফিয়ত তলব করেন না, তাহা কেবল বিবেকবানরাই উপলব্ধি করিতে পারেন। বিংশ শতকের এই সুসভ্য যুগেও এরূপ একটি নবীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি?

রীতিপদ্ধতি ছিল ভিন্নতর। হযরত আয়েশা (রা) একটি একটি করিয়া বস্তু সঞ্চয় করিতেন এবং তারপর সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ বণ্টন করিয়া দিতেন; পক্ষান্তরে হযরত আসমা (রা) পরদিনের জন্য কিছুই তুলিয়া রাখিতেন না, সাথে সাথে দান করিয়া দিতেন।^১

১২৭- بَابُ بِالشَّحِّ

১৩৭. অনুচ্ছেদ : কৃপণতা

২৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ، فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا "

২৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহর রাস্তার (জিহাদের) ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার উদরে কশ্মিনকালেও একত্রিত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে কার্পণ্য এবং ঈমানও কোন বান্দার অন্তরে কশ্মিনকালেও একত্রিত হইতে পারে না।

২৮৩- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ، هُوَ أَبُو الْمُغِيرَةِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ هُوَ الْحَدَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسَوْءُ الْخُلُقِ "

২৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : দুইটি কুঅভ্যাস কোন মু'মিন বান্দার মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না, সেগুলি হইল কার্পণ্য এবং অসচ্চরিত্রতা।

২৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرُوا رَجُلًا - فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأْسَهُ ، أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُغِيدُوهُ ؟ قَالُوا لَا قَالَ فِيدَهُ - قَالُوا : لَا - قَالَ : فَرَجَلَهُ ؟ قَالُوا : لَا - قَالَ : فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ حَتَّى تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ - إِنَّ النُّطْفَةَ لَتَسْتَقِرُّ فِي الرَّحْمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -

১. উক্ত পুণ্যবতী মহিলাদ্বয় ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা, রাবী আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা)-এর আত্মা হইলেন হযরত আসমা (রা)।

ثُمَّ تَنْحَدِرُ دَمًا - ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً - ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً - ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَخَلْقَهُ، وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا -

২৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাবীয়া (রা) বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় লোকজন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। তাঁহারা তাহার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন : আচ্ছা, যদি তোমরা তাহার মস্তক ছেদন কর, তবে কি আবার তাহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিতে পারিবে ? তাহারা বলিলেন : 'না'। তখন তিনি বলিলেন : তার হাত যদি কাটিয়া ফেল ? তাহারা বলিলেন : 'না'। আবার তিনি বলিলেন : যদি তাহার পা কাট ? তাহারা বলিলেন : 'না'। তখন তিনি বলিলেন : যদি তোমরা একটা লোকের বাহ্যিক অবয়বেরই পরিবর্তন সাধনে অক্ষম হও, তবে তাহার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের (চরিত্রের) পরিবর্তন তোমরা কি করিয়া সাধন করিবে ? বীর্ষ চল্লিশ দিন পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান করে। তারপর বহমান রক্তে পরিণত হয়। অতঃপর জমাট রক্ত এবং সর্বশেষে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন যে তার জীবিকা, চরিত্র এবং সে হতভাগা, না ভাগ্যবান, তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

১২৮ - بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ إِذَا فَتِهُوا

১৩৮. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্র যদি লোকে বোঝে

২৮৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمِيرِيُّ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْرُكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، دَرَجَةً الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ"

২৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সচ্চরিত্র এমনি গুণ যদ্বারা এক ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিয়া ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করে।

২৮৬- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ : خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَتِهُوا -

২৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি আবুল কাসিম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, ইসলামে সেই ব্যক্তিরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যাহারা চরিত্রের বিবেচনায় সব চাইতে সুন্দর, যদি তাহারা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়।

২৮৭- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجَلَ إِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ، وَلَا أَفْكُهُ فِي بَيْتِهِ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -

২৮৭. হযরত সাবিত ইবন উবায়দ (রা) বলেন, আমি হযরত যায়িদ ইবন সাবিতের ন্যায় মজলিসে গাঞ্জিয অবলম্বনকারী এবং নিজগৃহে হাস্যরসিক ও খোশমেজাজ লোক আর একজনও দেখি নাই।

২৮৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, কোন দীন আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? বলিলেন: সহজ-সরল উদারতার দীন। (অর্থাতঃ ইসলাম)

২৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, চারটি গুণ যদি তুমি প্রাপ্ত হও তবে দুনিয়ার অন্য সব কিছু না পাইলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। সেই সদগুণগুলি হইতেছে (১) সদাচার-সচ্চরিত্র, (২) জীবিকার পরিচ্ছন্নতা (হালাল রিযিক), (৩) সত্য কথন এবং (৪) আমানত সংরক্ষণ।

২৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন: তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে? তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন: আল্লাহ ও তাহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলিলেন: দুইটি শূন্যগর্ত—(১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে আল্লাহর ভয় এবং সদাচরণ বা সচ্চরিত্র।

২৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন: তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে? তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন: আল্লাহ ও তাহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলিলেন: দুইটি শূন্যগর্ত—(১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে আল্লাহর ভয় এবং সদাচরণ বা সচ্চরিত্র।

২৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন: তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে? তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন: আল্লাহ ও তাহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলিলেন: দুইটি শূন্যগর্ত—(১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে আল্লাহর ভয় এবং সদাচরণ বা সচ্চরিত্র।

২৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন: তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে? তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন: আল্লাহ ও তাহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলিলেন: দুইটি শূন্যগর্ত—(১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে আল্লাহর ভয় এবং সদাচরণ বা সচ্চরিত্র।

২৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন: তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে? তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন: আল্লাহ ও তাহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলিলেন: দুইটি শূন্যগর্ত—(১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে আল্লাহর ভয় এবং সদাচরণ বা সচ্চরিত্র।

النَّارَ - وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ - فَقُلْتُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ ؟ قَالَ : يَقُومُ إِخْوَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْتَهِدُ فَيَدْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَسْتَجِيبُ لَهُ - وَيَدْعُوا لِإِخِيهِ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ فِيهِ -

২৯১. হযরত উম্মু দারদা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে (আমার সঙ্গী) আবু দারদা (রা) নামায পড়িতে দাঁড়াইলেন। তারপর এই বলিয়া কাদিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! আমার আকৃতিকে আপনি সুন্দর করিয়াছেন। সুতরাং আমার প্রকৃতিকে (স্বভাব চরিত্র)ও সুন্দর করিয়া দিন! ভোর পর্যন্ত তাহার এইরূপ কান্নাকাটি অব্যাহত রহিল। তখন আমি বলিলাম, হে আবু দারদা! সারারাত ধরিয়া আপনি তো কেবল সচ্চরিত্রেরই দু'আ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন : হে উম্মু দারদা! মুসলিম বান্দা তার স্বভাব চরিত্রকে সুন্দর করিতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সুন্দর স্বভাব চরিত্র তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে। আবার ঐ ব্যক্তি তাহার স্বভাব চরিত্রকে বিনষ্ট করিতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত উহা তাহাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে। আবার মু'মিন বান্দাকে মাগফিরাত করা হইবে অথচ সে ঘুমাইয়া থাকিবে। তখন আমি বলিলাম, হে আবু দারদা! সে ঘুমাইয়া থাকিলে তাহাকে মাফ করা হইবে কেমন করিয়া? বলিলেন, তাহার অপর ভাই শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িয়া আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবে। আল্লাহ তাহার দু'আ কবুল করিবেন। সাথে সাথে সে তাহার ভাইয়ের জন্য দু'আ করিবে, তখন আল্লাহ তাহার এই দু'আও কবুল করিবেন। (এইভাবে তাহার মাগফিরাত হইয়া যায় অথচ সে ঘুমে থাকে)।

٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ ، نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا ، فَسَكَتَ النَّاسُ لَا يَتَكَلَّمُونَ غَيْرَهُمْ ، فَقَالُوا ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا ؟ فِي أَشْيَاءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، لَا بَأْسَ بِهَا فَقَالَ : " يَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْضَعَ اللَّهُ الْحَوَجَّ إِلَّا إِمْرَأً افْتَرَضَ أَمْرًا ظُلْمًا فَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَجٌ وَهَلَكٌ - قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْتَدَاوِي ؟ " نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ ! اتَدَوُوا - فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا يَضَعُ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ " قَالُوا : وَمَا هُوَ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ " الْهَرَمُ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ ؟ قَالَ " خُلُقٌ حَسَنٌ "

২৯২. উসামা ইব্ন শুরায়ক (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির ছিলাম। এমন সময় বিভিন্ন স্থান হইতে বেশ কিছু সংখ্যক বেদুঈন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ছাড়া মজলিসের সমস্ত লোক চুপ রহিল, কথা বলিল না। কেবল তাহারাই তখন কথা বলিতেছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুক অমুক ব্যাপারে আমাদের উপর কি কোন দোষ বর্তাইবে? তাহারা তখন এমন কিছু ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করিল যাহাতে পাপের কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তা’আলা পাপকে রহিত করিয়া রাখিয়াছেন;

পাপ তো কেবল ঐ ব্যক্তিরই হইতে পারে যে নিজের উপর অত্যাচার অবিচারকে ফরয বা অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতেই তাহার পাপ হয় এবং সে ধ্বংস হয়।” তখন তাহারা প্রশ্ন করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করিব? বলিলেন : হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঔষধপত্র ব্যবহার করিবে। কেননা মহিমাম্বিত আল্লাহ্ রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সংগে সংগে উহা নিরাময়ের ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। তবে একটি রোগ ছাড়া। তখন তাহারা প্রশ্ন করিল : উহা কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বলিলেন : বার্ধক্য। তখন তাহারা আবার প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহর সর্বোত্তম নিয়ামতটি কি! তিনি বলিলেন : সৎচরিত্র।

২৭২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : إَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ -

২৯৩. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দানশীলতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সকলের অগ্রণী। আর তাঁহার এই দানশীলতা উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিত রমযান মাসে যখন জীবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। জীবরাঈল (আ) রমযানের প্রত্যেক রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন আর তিনি [হযরত (সা)] তাঁহাকে কুরআন শরীফ (মুখস্থ) শুনাইতেন। যখন জীবরাঈল (আ) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দান মুক্ত বায়ুর চেয়েও অধিক ব্যাপক হইত।

২৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُسْبَ رَجُلٍ فَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَجُلًا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَكَانَ مُوسِرًا ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَا عَنْ الْمُعْسِرِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزَ عَنْهُ -

২৯৪. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তির আমলের হিসাব লওয়া হইল। তখন তাহার আমলনামায় কোন পুণ্যই পাওয়া গেল না তবে লোকটি জনগণের সাথে খুব মেলমেশা করিত। তাহার অবস্থাও ছিল সম্বল। সে তাহার ভৃত্যদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে, অভাবীদের প্রতি যেন ক্ষমাশীল আচরণ করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন : এই গুণের আমিই তাহার চাইতে বেশি হক্‌দার এবং তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

২৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ ابْنِ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ : سئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّارَ ؟ قَالَ " اِلَّا جَوْفَانِ الْفَمِ وَالْفَرْجُ "

২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল সর্বাধিক লোককে কিসে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে ? বলিলেন : “আল্লাহর ভয় এবং সুন্দর স্বভাব।” প্রশ্নকারী তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আর অধিকাংশ লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে কিসে ? বলিলেন : দুইটি শূন্যগর্ত—মুখ ও লজ্জাস্থান।

২৯৬- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُثَنِّرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِيِّ ، اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ النَّبْرِ وَالْاِثْمِ ؟ قَالَ " النَّبْرُ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يُّطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "

২৯৬. হযরত নাওয়াস ইবন সাম‘আন আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : পুণ্য হইতেছে সৎ স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হইতেছে তাহাই যাহা তোমার বিবেকে বাধে এবং লোকে তাহা অবগত হউক, তাহা তুমি পছন্দ কর না।

১২৯- بَابُ الْبُخْلِ

১৩৯. অনুচ্ছেদ : কার্পণ্য

২৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ ، عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ " قُلْنَا جَدُّ بَنِي قَيْسٍ ، عَلٰى اَنَّا نُبْخُلُهُ ، قَالَ : " وَاَيُّ دَاءٍ اَدْوٰى مِنْ الْبُخْلِ ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ كَانَ عَمْرُوًا عَلٰى اَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يُوْلِمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَزَوَّجَ . "

২৯৭. হযরত জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদা বলিলেন : হে বনী সালামা গোত্র! তোমাদের সর্দার কে ? জবাবে আমরা বলিলাম : জাদ ইবন কায়স। অবশ্য আমরা তাহাকে কৃপণ মনে করিয়া থাকি। তখন তিনি বলিলেন : কৃপণতার চাইতে বড় ব্যাধি আর কি হইতে পারে ? বরং তোমাদের প্রকৃত সর্দার হইতেছে আমর ইবনুল জামুহ। জাহিলী যুগে আমর তাহাদের প্রতিমাগুলির সেবায়ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করিলে আমর তাহার পক্ষ হইতে ওলীমার আয়োজন করিয়াছিলেন।

২৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَشِيمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَزَادُ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنْ أَكْتُبَ إِلَى بَشَىٍّ - سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ قَيْلٍ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ - وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ وَادِ الْبَنَاتِ -

২৯৮. মুগীরার সচিব ওয়াদ বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখিয়া পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে তুমি যাহা শুনিয়াছ এমন কিছু লিখিয়া পাঠাও। জবাবে মুগীরা (রা) লিখিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বাদানুবাদ, সম্পদের অপচয়, অধিক যাচঞা, দেওয়ার বেলায় সংযম এবং চাওয়ার বেলায় তৎপরতা, মাতাদের অবাধ্যতা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

২৭৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعْتُ جَابِرًا مَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ ، فَقَالَ لَا -

২৯৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কোনদিন কোন যাচঞাকারীর যাচঞার জবাবে 'না' বলেন নাই।

১৬- بَابُ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

১৪০. অনুচ্ছেদ : নেক লোকের জন্য সম্পদ

৩০০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذُ عَلَى ثِيَابِي وَسِلَاحِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَفَعَلْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ - فَصَعَّدَ إِلَى الْبَصَرِ ثُمَّ طَاطَأَ ثُمَّ قَالَ " يَا عَمْرُو ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيَغْنِيكَ اللَّهُ ، وَأَرْغَبُ لَكَ رَغْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةٍ " قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَسْلَمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " يَا عَمْرُو نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ -

৩০০. হযরত আমর ইবনুল-'আস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন যে, আমি যেন পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহার খেদমতে হাযির হই। আমি তাহাই করিলাম। আমি যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি ওয়ূ করিতেছিলেন। তিনি

আমার দিকে একবার চক্ষু উঠাইয়া ভাল করিয়া তাকাইলেন, তারপর দৃষ্টি অবনত করিলেন, তারপর বলিলেন : হে আমর! আমি তোমাকে একটি বাহিনীর সেনাপতি করিয়া পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি, যাহাতে আল্লাহ্ তোমাকে (গনীমত) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী করেন। আমি তোমার জন্য বিশুদ্ধ সম্পদ কামনা করি। আমি তখন আরয় করিলাম, আমি তো ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করি নাই। আমি তো ইসলামের আকর্ষণে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অবস্থান করিব এই লোভেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হে আমর! সৎলোকের জন্য বিশুদ্ধ সম্পদ কতই না উত্তম!

১৫১- بَابُ مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سَرِيهِ

১৪১. অনুচ্ছেদ : যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ

৩.১ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي شَمِيلَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْقَبَانِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْصِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سَرِيهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَ طَعَامِ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حُيِّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا "

৩০১. সালামা ইবন উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুহসিন আনসারী তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিলেন : যে ব্যক্তি শান্ত মন ও সুস্থ দেহে প্রত্যুষে (ঘুম হইতে) উঠিল আর তাহার কাছে দিনের খাবার মওজুদ আছে তাহার জন্য যেন সমস্ত দুনিয়াই (পার্শ্বব সমস্ত কল্যাণ) প্রদান করা হইয়াছে। (কোন দিক দিয়া সে বঞ্চিত বলিয়া বলা যায় না)

১৫২- بَابُ طَيْبِ النَّفْسِ

১৪২. অনুচ্ছেদ : মনের প্রসন্নতা

৩.২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْأَسَامِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثَرُ غُسْلٍ وَهُوَ طَيْبُ النَّفْسِ ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ أَلَمَ بِأَهْلِهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! نَرَاكَ طَيْبَ النَّفْسِ قَالَ " أَجَلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ " ثُمَّ ذَكَرَ الْغِنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى وَالصَّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطَيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعَمِ -

৩০২. হযরত মু'আয ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন হাবীব তদীয় পিতার এবং তিনি মু'আযের চাচার (অর্থাৎ নিজ ভাইয়ের) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন। তখন

তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি গোসল করিয়া আসিয়াছেন, আর তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। আমরা ধারণা করিলাম যে, তিনি তাহার কোন সহধর্মিণীর সঙ্গলাভ করিয়া আসিয়াছেন। তখন আমরা বলিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে হইতেছে। তিনি বলিলেন : “হ্যাঁ, আল-হামদুলিল্লাহ্।” তারপর প্রাচুর্য সম্পর্কে কথা উঠিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : যাহার তাকওয়া আছে তাহার প্রাচুর্য ক্ষতি নাই। আর যাহার তাকওয়া আছে তাহার সুস্বাস্থ্য ধনের প্রাচুর্য হইতে উত্তম। আর হৃদয়ের প্রসন্নতা নিয়ামতসমূহের অন্যতম।

৩.৩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ الْمُعَاوِيَّةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ " الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ - وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "

৩০৩. নাওয়াস ইব্ন সাম'আন আনসারী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন : পুণ্য হইতেছে সুন্দর স্বভাব-চরিত্র আর পাপ উহাই যাহা তোমার অন্তরে লজ্জার সঞ্চার করে এবং উহা লোকে জানুক, তাহা তুমি পছন্দ করে না।

৩.৪- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ النَّاسِ وَأَشْجَعُ النَّاسِ - وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ - فَاَنْطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّوْتِ - فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ - وَهُوَ يَقُولُ " لَنْ تَرَاعُوا لَنْ تَرَاعُوا " وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِي ، مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ - فَقَالَ " لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ أَنَّهُ لِبَحْرٍ "

৩০৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ছিলেন সবচাইতে সুন্দর সর্বাধিক দাতা এবং সবচাইতে সাহসী পুরুষ। এক রাত্রিতে মদীনাবাসী (একটি বিকট শব্দ শ্রবণে) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হন। তখন তাহারা শব্দের দিকে ছুটিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাঁহাদের সম্মুখে পড়িলেন (তিনি তখন সেদিক হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন) তিনি তাহাদের পূর্বেই শব্দের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিতেছিলেন, “বিচলিত হইও না। বিচলিত হইও না।” তিনি তখন আবু তালহার ঘোড়ায় সাওয়ার ছিলেন। উহাতে তখন জিন লাগানো ছিল এবং তাঁহার গ্রীবায তরবারি ঝুলন্ত ছিল। তিনি বলিলেন : আমি তো উহাকে (ঘোড়াটিকে) সাগররূপী পাইলাম, অথবা উহা তো সাগর।

৩.৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُتَكَدِّرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنْاءٍ أَخِيكَ "

৩০৫. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, প্রত্যেকটি পুণ্যই সাদাকা স্বরূপ। আর তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং তোমার বালতি হইতে তোমার ভাইয়ের পাত্রে একটু পানি ঢালিয়া দেওয়াও পুণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত।

২৬২- بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوفِ

১৪৩. অনুচ্ছেদ : দুঃস্থের সাহায্যে অপরিহার্য

৩.৬- حَدَّثَنَا الْأَوْسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي مُرُوحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ قَالَ " إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ " قَالَ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : " تُعَيِّنَ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعَ لآخرَق " قَالَ : أَفَرَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ ؟ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ - فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُهَا عَلَى نَفْسِكَ "

৩০৬. হযরত আবু যার (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, সর্বোত্তম কাজ কি ? বলিলেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাহার পথে জিহাদ। প্রশ্ন করা হইল : কোন্ গোলাম (আযাদ করা) সর্বোত্তম ? বলিলেন : যাহার মূল্য অধিক এবং যে উহার মনিবের নিকট প্রিয়তম। তখন প্রশ্নকারী বলিল, আপনি কি বলেন যদি আমি উহার কিছুটা করিতে না পারি ? তিনি বলিলেন : দুঃস্থ জনের সাহায্য কর এবং অনভিজ্ঞের কাজ সারিয়া দাও। তখন প্রশ্নকারী বলিল, যদি আমি উহাতে অপারগ হই ? বলিলেন : তোমার অনিষ্ট হইতে লোকজনকে নিরাপদ রাখিবে। কেননা উহাও সাদাকা স্বরূপ যাহা তোমার পক্ষ হইতে তুমি করিতে পার।

৩.৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " قَالَ : أَفَرَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : " فَلْيَعْمَلْ فَلْيَنْفَعْ نَفْسَهُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ " قَالَ : أَفَرَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : لِيُعِنْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ " يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ "

৩০৭. সাঈদ ইবন আবু বুরদা তাহার পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক মুসলমানের উপরই সাদাকা করা ওয়াজিব। একজন বলিল, যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে তবে কি হইবে ? বলিলেন : তাহা হইলে সে নিজ হাতে কাজ করিবে এবং উহা দ্বারা

নিজে উপকৃত হইবে এবং সাদাকা করিবে। প্রশ্নকারী আবার বলিল, যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে উহা না করে, তবে কি হইবে? বলিলেন : তাহা হইলে কোন দুঃখ পতিত জনকে সাহায্য করিবে। প্রশ্নকারী পুনরায় বলিল : যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে উহা না করে? বলিলেন : তাহা হইলে পুণ্য কাজের আদেশ করিবে। প্রশ্নকারী আবার বলিল, যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে উহা না করে? বলিলেন : তাহা হইলে সে কাহারো অনিষ্ট করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা উহাও তাহার জন্য সাদাকা স্বরূপ।

১২২ - بَابُ مِنْ دُعَاءِ اللَّهِ أَنْ يُحْسِنَ خُلُقَهُ

১৪৪. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা

৩.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوا " اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ - وَالرِّضَاءَ بِالْقَدْرِ -

৩০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বহুল পরিমাণে এই দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَاءَ بِالْقَدْرِ -

“হে প্রভু! আমি তোমার কাছে সু-স্বাস্থ্য, নিষ্কলুষ চরিত্র, আমানতদারী, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদীরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।”

৩.৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ قَالَ " حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ تَقْرَأُونَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَتْ اقْرَأْ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ يَزِيدُ فَقَرَأْتُ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ [২৩] الْمُؤْمِنُونَ : ১ / - ৫]

قَالَتْ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩০৯. হযরত ইয়াযীদ ইবন বাবানুস (রা) বলেন, আমরা একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম : হে মু'মিন জননী! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) কি ছিল? তিনি বলিলেন : কুরআনই ছিল তাঁহার চরিত্র। আপনারা সূরা মু'মিনও পড়িয়া থাকিবেন। বলিলেন : একটু পড়ুন তো : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ। ইয়াযীদ বলেন, তখন আমি পড়িলাম,

لِفِرْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ... পর্যন্ত [২৩ : মু'মিনুন : ১০৫]। তিনি বলিলেন : উহাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র।

১৬৫- بَابُ لَيْسَ الْمُؤْمِنِ بِالطَّعَانِ

১৪৫. অনুচ্ছেদ : মু'মিন খোঁটা দিতে পারে না

৩১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُذَيْكَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ لَاعِنًا أَحَدًا قَطُّ - لَيْسَ أَنْسَانًا وَكَانَ سَالِمٌ يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَنْبَغِي الْمُؤْمِنُ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا -

৩১০. সালিম ইবন আবদুল্লাহ বলেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহকে কখনো আমি কাহাকেও অভিশাপ দিতে শুনি নাই, কোন একটি লোককেও না। সালিম আরও বলিতেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলিয়াছেন, মু'মিনের জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নহে।

৩১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشَّرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَلَا الصِّيَّاحَ فِي الْأَسْوَاقِ

৩১১. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশ্লীল আচরণকারীকে, অশ্লীলতা প্রশয়দানকারীকে এবং হাটে বাজারে শোরগোলকারীকে ভালবাসেন না।

৩১২. وَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُوذَا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا : السَّأَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْكُمْ - وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ - قَالَ : مَهْلًا ، يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيكَ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ " قَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ - فَيَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ - وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي "

৩১২. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসিল। তাহারা আসিয়াই সম্ভাষণ করিল : আসসালামু আলায়কুম—“তোমার মৃত্যু হোক”! তখন হযরত আয়েশা (রা) তাহাদের জবাবে বলিয়া উঠিলেন—ও আলাইকুম ও লা’আনাকুমুল্লাহ ও গাযিবুল্লাহ আলায়কুম—“এবং তোমাদের উপরও, আল্লাহ তোমাদিগকে অভিশপ্ত করুন ও গযবে নিঃপতিত করুন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ধীরে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন কর এবং কখনও অশ্লীল ও রুক্ষভাষা ব্যবহার করিও না। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন : আপনি কি শুনে নাই তাহারা কি বলিল ? বলিলেন : তুমি কি শুন

নাই আমি কী বলিয়াছি? আমি তো তাহাদের জবাব (ওয়া আলাইকুম বলিয়া) দিয়া দিয়াছি। তাহাদের ব্যাপারে আমার দু'আ তো কবুল হইয়া যাইবে অথচ আমার ব্যাপারে তাহাদের বক্তব্য কবুল হইবে না।

২১২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلَا اللَّعَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبُذِيِّ "

৩১৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মু'মিন খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী প্রগলভ হইতে পারে না।

২১৪- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا "

৩১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন দু-মুখী ব্যক্তি বিশ্বস্ত (আমানতদার) হইতে পারে না।

২১৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " الْأُمُّ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ "

৩১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, মু'মিনের চরিত্রে সব চাইতে দূষণীয় ব্যাপার হইতেছে, তাহার অশ্লীলভাষী হওয়া।

২১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ " حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : لُعِنَ اللَّعَّانُونَ قَالَ مَرْوَانُ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ النَّاسَ -

৩১৬. হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) বলেন, অভিশাপকারীরা অভিশপ্ত। এই হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী মারওয়ান ইবন মু'আবিয়া বলেন, অভিশাপকারীরা হইতেছে সেইসব লোক যাহারা লোকদিগকে অভিশাপ দিয়া থাকে।

১৬৬- بَابُ اللَّعَّانِ

১৪৬. অনুচ্ছেদ : অভিশাপকারী

২১৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا شَفْعَاءَ .

৩১৭. হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা এবং সুপারিশকারী (হওয়ার যোগ্য বিবেচিত) হইবে না।

৩১৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَنًا " .

৩১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কোন সিদ্দীকের (পরম সত্যবাদী) জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া শোভনীয় নহে।

৩১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : مَا تَلَا عَنْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ .

৩১৯. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণনা করিলে তাহাদের প্রতি নিজের অভিসম্পাত অবধারিত হইয়া যায়।

১৪৮. بَابُ مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ

১৪৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে অভিশাপ দিল তাহার উচিত তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়া।

৩২০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَعَنَ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا بَكْرُ! اللَّعَّانُونَ وَالصَّدُوقُونَ - كَلَّا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِمْ - ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا أَعُودُ .

৩২০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা হযরত আবু বকর (রা) তাহার কোন গোলামের (অসঙ্গত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার) প্রতি অভিসম্পাত করিলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : কা'বার প্রভুর কসম! হে আবু বকর! একই ব্যক্তি যুগপৎভাবে সিদ্দীক ও অভিসম্পাতকারী হইতে পারে না। তিনি দুইবার তিনবার উহা বলিলেন। হযরত আবু বকর (রা) সে দিনই ঐ গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন। আর কখনো আমি করিব না।

১. কুরআন শরীফের একাধিক আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সাধারণভাবে উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) কর্তৃক অন্যান্য উম্মাতের লোকজনের বিরুদ্ধে তাহাদের নবীগণের পক্ষে সাক্ষীস্বরূপ হইবেন। তাহাদের উম্মাতগণ যখন নবীগণের প্রচার কার্যের কথা অস্বীকার করিয়া নিজেদের পাপের শাস্তি লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে, তখন উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিবেন যে, প্রভু নবীগণ তাহাদের উপর আরোপিত প্রচার কার্যের দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য উম্মাতরা তাহাতে কর্পাপাত করে নাই। এই অর্থেই উম্মাতে মুহাম্মদীকে সাক্ষ্যদাতা (গুহাদা) বলা হইয়াছে।

১৪৮. بَابُ التَّلَاعُنِ بِلُعْنَةِ اللَّهِ وَبِغَضَبِ اللَّهِ وَالنَّارِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর লা'নত, আল্লাহর গযব এবং দোযখের অভিশাপ দেওয়া

৩২১. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَ لَا تَتَلَاعَنُوا بِلُعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ " -

৩২১. হযরত সামুরা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা পরস্পরকে আল্লাহর লানত, আল্লাহর গযব এবং দোযখের দ্বারা অভিসম্পাত করিও না।

১৪৯. بَابُ لَعْنِ الْكَافِرِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ : কাফিরদিগকে অভিসম্পাত দেওয়া

৩২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَدْعُ اللَّهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا - وَلَكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً " -

৩২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হইল—ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুশরিকদের উপর বদদু'আ করুন! তিনি বলিলেন : আমি তো অভিসম্পাতকারী রূপে প্রেরিত হই নাই এবং আমি রহমত রূপেই প্রেরিত হইয়াছি।

১৫০. بَابُ النَّمَامِ

১৫০. অনুচ্ছেদ : চোগলখোর

৩২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُمَامٍ ، كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ " -

৩২৩. হুমাম (র) বলেন, আমরা হযরত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, এক ব্যক্তি (এখানকার) কথা হযরত উসমানের কানে গিয়া লাগায়। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

৩২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ " قَالُوا ، بَلَى - قَالَ " الَّذِينَ

إِذَا رَأَوْا ذَكَرَ اللَّهُ " أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ " قَالُوا : بَلَى - قَالَ : " الْمَشَاءُ وَنَ
بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ ، الْبَاغُونَ الْبِرَاءَ ، الْعَنَتَ " -

৩২৪. হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করিব না ? সাহাবীগণ বলিলেন : জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন : যখন তাহাদিগকে দেখা যায়, তখন আল্লাহর কথা শ্রবণ হয়। তিনি আরো বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে অবহিত করিব না ? তাহারা বলিলেন : হ্যাঁ! তিনি বলিলেন : যাহারা চোগলখুরী করিয়া বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ (ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা) সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়।

১০১ - بَابُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَنْشَأَهُ .

১৫১. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা শ্রবণ করিয়া যে উহা ছড়ায়

২২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ
مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ ، وَالَّذِي يَشِيعُ بِهَا فِي الْأَثَمِ سَوَاءٌ -

৩২৫. হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) বলেন, অশ্লীল কথা যে বলে, আর যে উহা প্রচার করিয়া বেড়ায় পাপে তাহারা উভয়েই সমান।

২২৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ :
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ مَنْ سَمِعَ
بِفَاحِشَةٍ فَأَنْشَأَهَا فَهُوَ فِيهَا كَالَّذِي أَبْدَاهَا -

৩২৬. শুবায়ল ইবন আউফ (র) বলেন, বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অশ্লীলতার কথা শুনি এবং উহা ছড়াইল সে পাপে ঐ ব্যক্তিরই সমতুল্য, যে উহার সূচনা করিল।

২২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى النِّكَالَ عَلَى مَنْ أَشَاعَ الزُّنَى ، يَقُولُ : أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ -

৩২৭ আতা (র) হইতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ব্যভিচার সম্পর্কিত কথা অথবা অশ্লীলতা ছড়ায় তাহার শাস্তি হওয়া উচিত।

১০২- بَابُ الْعِيَابِ

১৫২. অনুচ্ছেদ : লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী

৩২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظُبْيَانَ ، عَنْ أَبِي تَحِيَّاءَ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : لَا تَكُونُوا عَجَلًا مَذَائِعَ بُذْرًا ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ بَلَاءٌ مُبْرَحًا مُمْلَحًا ، وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُدْحًا -

৩২৮. হযরত আলী (রা) বলেন, ব্যতিব্যস্ত হইও না এবং কাহারো গোপন রহস্য ফাঁস করিও না। কেননা তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে (কিয়ামতের) ভীষণ কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদসমূহ।

৩২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أُرِدْتُ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَادْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ -

৩২৯. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন তুমি তোমার কোন সাথীর দোষচর্চা করিতে মনস্থ কর তখন নিজের দোষের কথা স্মরণ করিবে।

৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مَوْلَى قَيْسِ الْحَذَاءِ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [৪৯ : الحجرات : ১১] قَالَ : لَا يَطْعَنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ -

৩৩০. হযরত ইবন আব্বাস (রা) আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ -এর তাফসীর করিতে গিয়া বলেন, উহার অর্থ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না।

৩৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جُبَيْرَةَ بْنُ الصَّحَّاحِ قَالَ : فِينَا نُزِلَتْ ، فِي بَنِي سَلَمَةَ ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [৪৯ : الحجرات : ১১] قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا لَهُ اسْمَانِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : " يَا فُلَانٌ " فَيَقُولُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْهُ -

৩৩১. আবু জুবাইরা ইবন যাহ্‌হাক (রা) বলেন, আমাদের অর্থাৎ বনু সালামা গোত্রীয় লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয় : وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ — “একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না”। (সূরা হজুরাত : ১২) উহার পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন নবী করীম (সা) আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনিলেন, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া নাম ছিল। তখন নবী করীম (সা) কাহাকেও সম্বোধন করিতে গিয়া বলিতেন, হে অমুক! তখন সাহাবীগণ বলিতেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! এই নামে ডাকিলে সে অসন্তুষ্ট হয়। (কারণ উহা তাহার দোষবহ নাম)।

৩৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا جَعَلَ لِصَاحِبِهِ طَعَامًا ، ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ فَبَيْنَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمْ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ! فَقَالَ : مَهْ إِنَّ لَمْ تُحَدِّثْ فِي الدُّنْيَا تُحَدِّثْ فِي الْآخِرَةِ - قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ - ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ -

৩৩২. ইকরামা (রা) বলেন, আমার খেয়াল নাই, ইবন আব্বাস (রা), না তাহার চাচাত ভাই একে অপরকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে এক দাসী (আহার পরিবেশনের) কাজ করিতেছিল। তখন তাঁহাদের একজন তাহাকে ‘হে ব্যভিচারিণী’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন অপরজন বলিলেন : চুপ কর। সে যদি ইহকালে এজন্য তোমাকে এই অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি নাও দেওয়াইতে পারে, পরকালে তো নিশ্চয়ই উহার শাস্তি দেওয়া হইবে। তখন প্রথমজন বলিলেন : যদি ব্যাপারটা তাহাই হইয়া থাকে? তখন অপরজন বলিলেন : আল্লাহ তা’আলা যে অশ্লীল কথা বলে আর অশ্লীলতার খোঁজে থাকে তাহাকে ভালবাসেন না। ইনি ছিলেন ইবন আব্বাস (রা) যিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ যে অশ্লীল কথা বলে ও অশ্লীলতার খোঁজে থাকে তাহাকে ভালবাসেন না।

৩৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلَا اللَّعَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبُذِيِّ " -

৩৩৩. এই হাদীসটি ৩১৩নং হাদীসের অনুরূপ। অনুবাদের জন্য উহা দ্রষ্টব্য।

১৫৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَادِحِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ : সম্মুখে প্রশংসা করা

৩৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتْنِي عَلَيْهِ رَجُلًا

خَيْرًا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَيَحَكَ قَطَعْتُ عَنْكَ صَاحِبَكَ " يَقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لِمُحَالَةٍ فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِبَهُ اللَّهُ وَلَا يَزُكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا "

৩৩৪. হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে এক ব্যক্তির প্রশংসা উঠিল। এক ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিল। উহা শুনিতে পাইয়া নবী করীম (সা) বলিলেন : সর্বনাশ, তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা (মূলে আছে 'ঘাড়' বাংলা বাগধারা অনুযায়ী গলাকাটা অনুবাদ করা হইল) কাটিয়া দিলে ? এ কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করিলেন। (তারপর বলিলেন) তোমাদের কাহাকেও যদি একান্তই প্রশংসা করিতে হয় তবে এরূপ বলিবে—আমার ধারণা মতে তিনি এরূপ, অবশ্য যদি সে তোমার ধারণা মত সত্য সত্যই এরূপ হইয়া থাকে। উহার (যথার্থতার) হিসাব নিকাশ তো আল্লাহরই হাতে। আর আল্লাহর সম্মুখে কাহাকেও উচিত নহে নির্দোষ মনে করা।

৩৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُتَنَّى عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَأَهْلَكْتُمْ ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ "

৩৩৫. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে শুনিলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে অথবা তুমি তো লোকটির পিঠে ছুরি বসাইয়া দিলে! (মূলে আছে পিঠ কাটিয়া ফেলিলে!)

৩৩৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَأَتَنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : عَقَرْتُ الرَّجُلَ - عَقَرَكَ اللَّهُ -

৩৩৬. ইব্রাহীম তাইমী তাহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন : একদা আমি হযরত উমরের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মুখের সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। তখন তিনি বলিলেন : তুমি তো তাহাকে যবাই করিয়া ফেলিলে! আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন!

৩৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ : يَقُولُ الْمَدْحُ ذُبْحٌ -

قَالَ مُحَمَّدٌ : يَعْنِي إِذَا قَبِلَهَا -

৩৩৭. হযরত যায়িদ ইবন আসলাম (রা) তাহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি হযরত উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কাহারও প্রশংসা করা তাহাকে যবাই করারই শামিল। রাবী মুহাম্মদ বলেন, যখন প্রশংসিত ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়া লয়।

১৫৪- بَابُ مَنْ أَتَى عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ أَمِنًا بِهِ

১৫৪. অনুচ্ছেদ : সেই সাথীর প্রশংসা—যাহার ঐ প্রশংসায় অনিষ্ট হওয়ার আশংকা নাই

৩৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " نِعَمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعَمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ ، نِعَمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ ، نِعَمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ ، نِعَمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ " وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانُ ، قَالَ وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانُ ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً .

৩৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, কত উত্তম লোক আবু বকর, কত উত্তম লোক উমর, কত উত্তম লোক আবু উবায়দা, কত উত্তম লোক উসায়দ ইবন হুযায়র, কত উত্তম লোক সাবিত ইবন কায়স, কত উত্তম লোক মু'আয ইবন আমর ইবনুল জামূহ, কত উত্তম লোক মু'আয ইবন জাবাল! তারপর আবার বলিলেন : কত মন্দ লোক অমুক, কত মন্দ লোক অমুক! এমন কি এক এক করিয়া সাতটি লোক সম্পর্কে এইরূপ বলিলেন।

৩৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْتُ ابْنِ الْعَشِيرَةِ " فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ وَأَنْبَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ اسْتَأْذَنَ آخَرَ - قَالَ : نِعَمَ ابْنِ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسْ إِلَيْهِ كَمَا أَنْبَسَ إِلَى الْآخَرِ - وَلَمْ يَهْشُ إِلَيْهِ كَاهَشَ لِلْآخَرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْتُ لِفُلَانٍ ثُمَّ هَشَشْتُ إِلَيْهِ ، وَقُلْتُ لِفُلَانٍ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَى لِفُحْشِهِ .

৩৩৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন : সমাজের মন্দ লোক আসিয়াছে। অতঃপর যখন সে ব্যক্তি অন্দরে আসিল, তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে তাহার সহিত মিলিলেন। সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে আর এক ব্যক্তি আসিয়া

অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন : সমাজের উত্তম ব্যক্তি আসিয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত পূর্ববর্তী ব্যক্তির মত তত হাসিমুখে মিলিলেন না। যখন ঐ ব্যক্তিও বাহির হইয়া গেলেন তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি অমকের সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করিলেন অথচ তাহার সহিত হাসিমুখে মিলিলেন এবং পরবর্তী ব্যক্তি সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করিলেন অথচ পূর্ববর্তী লোকটির সহিত যেরূপ হাসিমুখে মিলিলেন সেরূপ মিলিলেন না? তিনি বলিলেন : হে আয়েশা! সর্বনিকৃষ্ট লোক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যাহার অশ্লীল উক্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাকে ভয় করা হয়। [এবং তাহার প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য প্রকাশ করিতে লোক বাধ্য হয়।]

১৫৫. - بَابُ يُحْتَى فِي وَجْهِ الْمَدَاحِينَ

১৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রশংসাকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ

২৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْراءِ فَجَعَلَ الْمَقْدَادُ يُحْتَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُحْتَى فِي وَجْهِهِ الْمَدَاحِينَ التُّرَابَ -

৩৪০. হযরত আবু মা'মার বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক আমীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার স্তুতিবাদ করিতেছিল। হযরত মিকদাদ (রা) তাহার মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে প্রশংসাকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

২৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَمْدَحُ رَجُلًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتُوُ التُّرَابَ نَحْوَهُ - وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْشُوا فِي وَجْهِهِمُ التُّرَابَ -

৩৪১. আতা ইবন আবু রিবাহ বলেন : এক ব্যক্তি হযরত ইবন উমর (রা)-এর সম্মুখে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিল। হযরত ইবন উমর (রা) তাহার মুখের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমার প্রশংসাকারীদিগকে দেখিবে তখন তাহাদের মুখে ধূলি ছুঁড়িয়া মারিবে।

২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ مِجْنِ الْأَسْلَمِيِّ " قَالَ رَجَاءُ أَقْبَلْتُ مَعَ مِجْنِ ذَاتِ يَوْمٍ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - فَإِذَا بُرَيْدَةُ

الْأَسْلَمِيُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ قَالَ وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سَكْبَةٌ ، يُطِيلُ الصَّلَاةَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ - وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ - وَكَانَ بُرْدَةُ صَاحِبِ مَزَاحَاتٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَجَّنُ ! أَتُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي سَكْبَةٌ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مُحَجَّنٌ وَرَجَعَ - قَالَ قَالَ مُحَجَّنٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي حَتَّى صَعَدْنَا أُحْدًا - فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ " وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَ عُمَرٍ مَا تَكُونُ - يَأْتِيهَا الدَّجَالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا ، فَلَا يَدْخُلُهَا " ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ هَذَا ؟ ، فَأَخَذْتُ أُطْرِيهِ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا فُلَانٌ ، وَهَذَا ، فَقَالَ " أُمْسِكْ لَا تَسْمَعُهُ فَتَهْلِكُهُ " قَالَ فَانْطَلَقَ يَمْشِي ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ حُجْرِهِ لَكِنُهُ نَقَصَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ " ثَلَاثًا .

৩৪২. রাজা ইবন আবু রাজা বলেন : একদা আমি হযরত মিহজান আসলামীর সহিত ছিলাম। আমরা পথ চলিতে চলিতে বসরাবাসীদের এক মসজিদ পর্যন্ত গিয়া পৌছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি মসজিদের এক দরজায় হযরত বুয়ায়দা আসলামী বসিয়া রহিয়াছেন। রাবী বলেন : মসজিদে সাকবা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ নামায পড়িতেন। আমরা যখন মসজিদের দরজায় গিয়া পৌছিলাম, বুয়ায়দার গায়ে তখন একখানা চাদর জড়ানো ছিল এবং তিনি অত্যন্ত রসিক মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, কী মিহজান! তুমি কি সাকবার মত নামায পড়িতে পারিবে? মিহজান উহার কোন উত্তর না দিয়াই প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাবী বলেন : মিহজান বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরিলেন এবং পথ চলিতে শুরু করিলেন। চলিতে চলিতে আমরা উহুদ পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান হইতে মদীনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন : এই জনপদের জন্য দুঃখ হয়, যখন উহা পুরাপুরি বসতিপূর্ণ থাকিবে এমন সময় উহার অধিবাসীরা উহা ত্যাগ করিবে। এখানে দাজ্জাল আসিবে এবং উহার প্রত্যেক ফটকে এক একজন ফেরেশতাকে দেখিতে পাইবে। সুতরাং সে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ফিরিয়া আমরা যখন মসজিদে (নববীতে) আসিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামায ও রুকু সিজদাতে মশগুল দেখিতে পাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকটি কে? আমি তখন তাহার উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলাম, এই সেই ব্যক্তি যাহার অমুক অমুক গুণ রহিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন : ক্ষান্ত হও, উহাকে শুনাইবে না, নতুবা তুমি তাহার সর্বনাশ করিয়া ফেলিবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি চলিতে থাকিলেন এবং যখন তাহার হজ্জার নিকট আসিলেন তখন তাহার হস্তদ্বয় ঝাড়া দিয়া বলিলেন : তোমাদের উত্তম দীন হইল উহার সহজতর রূপ, তোমাদের উত্তম দীন হইল উহার সহজতর রূপ। এ রূপ তিনি তিনবার বলিলেন।

১৫২ - بَابُ مَنْ مَدَحَ فِي الشُّعْرِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ : কবিতা স্তুতিবদ্ধ করা

৩৪৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَيْمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ مَدَحْتُ اللَّهَ بِمَحَامِدٍ وَ مَدَحٍ ، وَإِيَّاكَ فَقَالَ " أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ " : فَجَعَلْتُ أَنْشِدُهُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ طَوَالَ أَصْلَعٍ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ " أَسْكُتْ " فَدَخَلَ فَتَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَنْشَدْتُهُ - ثُمَّ جَاءَ فَسَكَّنَنِي ثُمَّ خَرَجَ - فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا الَّذِي سَكَّنَنِي لَهُ ؟ قَالَ " هَذَا رَجُلٌ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ ، قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَدَحْتُكَ وَمَدَحْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৪৩. হযরত আসওয়াদ ইবন সারী (রা) বলেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশস্তিপাঠা রচনা করিয়াছি এবং আপনায়ও। বলিলেন : তোমার প্রতিপালক তো তাঁহার হামদ (প্রশস্তি) ভালবাসেন। আমি তখন উহা তাঁহাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে লাগিলাম। এমন সময় দীর্ঘকায় ও টাকওয়ালা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন : থাম। তখন সে ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং অল্পকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিল, অতঃপর বাহির হইয়া গেল। আমি পুনরায় আবৃত্তি শুরু করিলাম। সে ব্যক্তি পুনরায় আসিলে তিনি আমাকে থামাইয়া দিলেন। তারপর বাহির হইয়া গেল। সে ব্যক্তি দুইবার কি তিনবার এ রূপ করিল। আমি বলিলাম, এই লোকটি কে, যাহার জন্য আপনি আমাকে চুপ করাইয়া দিলেন? তিনি বলিলেন : ইনি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি বাতিলকে পসন্দ করেন না। হযরত আসওয়াদ ইবন সারী (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম : হুযূর, আমি আপনার এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশস্তি রচনা করিয়াছি।

১৫৭ - بَابُ اعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ

১৫৭. অনুচ্ছেদ : অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা

৩৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُحَيْدٍ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي

أَبَى نُجَيْدٍ ، أَنْ شَاعِرًا جَاءَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَعْطَاهُ فَقِيلَ لَهُ ، تُعْطَى شَاعِرًا ! فَقَالَ : أَبْقَى عَلَى عَرْضِي -

৩৪৪. আমার পিতা নুজায়দ বলেন : একদা এক কবি হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়নের কাছে আসিল। তিনি তাকে কিছু দান-দক্ষিণা করিলেন। তাকে বলা হইল, আপনিও কবিকে দান-দক্ষিণা করেন? উত্তরে তিনি বলিলেন—নিজের ইয্যত রক্ষার্থে।

১০৮ - بَابُ لَا تُكْرِمَ صَدِيقَكَ بِمَا يَشْقُ عَلَيْهِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সম্মান এমনভাবে না করা যে তাহার কষ্ট হয়

٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تُكْرِمَ صَدِيقَكَ بِمَا يَشْقُ عَلَيْهِ -

৩৪৫. মুহাম্মদ (র) বলেন : বুয়ুর্গগণ বলিতেন, তুমি তোমার বন্ধুর সম্মান এমনভাবে করিও না যে, তাহার তাহাতে কষ্ট হয়। (যেমন কোন নবাগত সম্মানিত মেহমানের সহিত অনেক লোকের কোলাকুলি করা, করমর্দন করা, গুরুপাক আহাৰ্য দ্বারা তাহার তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা অথচ ইহাতে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পায় কোন সম্মানিত অথচ দুর্বল ব্যক্তিকে উঁচু মঞ্চে আরোহণে বাধ্য করা প্রভৃতি)।

১০৯ - بَابُ الزِّيَارَةِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ : সৌজন্য সাক্ষাৎ

٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ ، قَالَ اللَّهُ لَهُ - طِبْتَ وَطَابَ مَمِشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ -

৩৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইকে রুগ্নাবস্থায় দেখিতে যায় বা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমি কত ভাল, তোমার এই পদচারণ উত্তম এবং তুমি তোমার স্থান জান্নাতে নির্ধারন করিয়া লইয়াছ।

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ،

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ زَارَنَا سَلْمَانٌ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ
وَأَنْدِرُورُو (قَالَ : يَغْنَى سَرَائِيلَ مُشْمَرَةً) قَالَ : ابْنُ شَوْذَبُ : رَأَى سَلْمَانَ
وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَطْمُومُ الرَّأْسِ ، سَاقِطُ الْأُذُنَيْنِ ، يَغْنَى إِنَّهُ كَانَ أَرْفَشَ فَقِيلَ لَهُ :
شَوَّهْتَ نَفْسَكَ قَالَ : إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ -

৩৪৭. হযরত উম্মু দারদা (রা) বলেন, সালমান মাদায়ন হইতে পদব্রজে সিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত মোলাকাত করেন। তখন তাহার পরণে ছিল পায়জামা। রাবী ইব্ন শাওয়াব বলেন : তখন সালমানকে দেখা গেল তাহার গায়ে কম্বল জড়ানো, মাথা মুণ্ডিত, কান প্রশস্ত অর্থাৎ তাহার কান এমনিতেই প্রশস্ত ছিল। [মাথা মুণ্ডিত হওয়ায় কান আরো বেশি প্রশস্ত দেখাইতেছিল] তাহাকে বলা হইল, আপনি নিজেকে কদাকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে ! বলিলেন : দুনিয়ার বেশ-ভূষায় কী আসে যায় ? পরকালের ভালই হইতেছে আসল ভাল।

১৬. - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

১৬০. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাৎ করিতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করা

২৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ
خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَارَ
أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ ،
فَتَضَخَّ لَهُ عَلَى بَسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ -

৩৪৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক আনসারী সাহাবীর বাড়িতে মোলাকাত করিতে গেলেন এবং সেখানে তাহাদের সহিত খাওয়া-দাওয়া করিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে তাহার আদেশে ঘরের একটি স্থানে পানি ছিটাইয়া বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। তিনি সেখানে নামায পড়িলেন এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন।

২৪৯. حَدَّثَنَا ابْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي خُلْدَةَ
قَالَ جَاءَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ صُوفٍ ، فَقَالَ
لَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ : إِنَّمَا هَذِهِ ثِيَابُ الرَّهْبَانِ - إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا تَزَاوَرُوا
تَجَمَّلُوا -

৩৪৯. আবু খুলদা বলেন, আবদুল করীম আবু উমায়্যা পশমী মোটা কাপড় গায়ে দিয়া আবুল আলীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন আবুল আলীয়া তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : উহা তো

সন্ধ্যাসীদের পোশাক (দেখিতেছি)। মুসলমানগণ তো যখন একে অপরের সহিত মোলাকাত করিতে যাইতেন তখন উত্তম পোশাকে সজ্জিত হইয়া যাইতেন।

৩৫০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعِرَازِمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ : أَخْرَجْتُ إِلَى أَسْمَاءَ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبْنَةُ شَيْبَرٍ مِنْ دَيْبَاجٍ، وَإِنْ فَرَجَّيْهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ، فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا بِوَفُودٍ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ -

৩৫০. হযরত আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আসমা (রা) এক তায়ালেসী জুব্বা আমার সন্মুখে বাহির করিলেন উহাতে এক বিষত পরিমাণ রেশমের একটি টুকরা সন্নিবেশিত ছিল যাহা দ্বারা জুব্বার দুইটি কিনার মোড়ানো ছিল। তিনি বলিলেন : ইহা হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুব্বা। তিনি উহা প্রতিনিধিদল সমূহের সহিত সাক্ষাতকালে এবং জুমু'আর দিন পরিধান করিতেন।

৩৫১. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرَقَ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِشْتَرِ هَذِهِ وَالْبَسَهَا عِنْدَ الْجُمُعَةِ، أَوْ حِينَ تَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوُفُودُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ"

وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى أَسْمَاءَ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى عَلِيٍّ بِحُلَّةٍ فَقَالَ : عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أُرْسِلْتُ بِهَا إِلَى لَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهِ مَا قُلْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تَبِيعُهَا أَوْ تُفْضِي بِهَا حَاجَتَكَ "

৩৫১. হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত উমর (রা) একটি রেশমী জুব্বা পাইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে লইয়া আসিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি উহা ক্রয় করিয়া নিন এবং উহা জুমু'আর সময় অথবা যখন বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন পরিধান করিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : উহা তো কেবল সেই ব্যক্তিই পরিধান করিবে যাহার পরকালে কোন প্রাপ্য থাকিবে না। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে অনুরূপ কয়েকটি রেশমী জুব্বা আসিল। তিনি উহার একটি জুব্বা উমরের জন্য, একটি জুব্বা উসামার জন্য, একটি জুব্বা আলী (রা)-এর জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তখন উমর (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি উহা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন অথচ আপনি উহা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো আমি শুনিয়াছি (এমতাবস্থায় আমি উহা কিভাবে পরিধান করি?) তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা তুমি বিক্রয় করিয়া দাও অথবা উহা দ্বারা তোমার অপর কোন প্রয়োজন পূরণ কর।

১৬১- بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَةِ

১৬১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলত

২৫২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " زَارَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مِذْرَجَتِهِ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أَخًا لِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَقَالَ : هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لَا - إِنِّي أُحِبُّهُ فِي اللَّهِ قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبُّكَ كَمَا أَحَبَّبَتْهُ " -

৩৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি তাহার এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে (তাহার) গ্রামে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাহার পথে একজন ফেরেশতাকে মোতায়ন করিলেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতে মনস্থ করিয়াছেন? সে ব্যক্তি বলিল, ঐ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। ফেরেশতা বলিলেন : আপনার উপর কি তাহার এমন কোন অনুগ্রহ আছে যাহার জন্য আপনি তাহার নিকট যাইতেছেন? সে ব্যক্তি বলিল, না, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি। ফেরেশতা (তখন স্বপরিচয় ব্যক্ত করিয়া) বলিলেন : আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি! আল্লাহ আপনাকে ঠিক সেইরূপ ভালবাসিয়াছেন, যেইরূপ আপনি ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছেন।

১৬২- بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ

১৬২. অনুচ্ছেদ : যে এমন লোকদিগকে ভালবাসে (আমলের দ্বারা) যাহাদের নাগাল পাইতে পারে না

২৫৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ : " أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحَبَّبْتَ " قُلْتُ إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - قَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّبْتَ ، يَا أَبَا ذَرٍّ "

২৫৩. হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমল করিতে সমর্থ হয় না। (তাহার অবস্থা কি হইবে?) তিনি বলিলেন : তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহারই সাথী হইবে হে আবু যার! আমি বলিলাম, আমি তো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকেই ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আবু যার যাহাকে তুমি ভালবাস, তুমি তাহারই সাথী হইবে।

৩৫৪- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ " وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا " ؟ قَالَ : مَا أَعَدَدْتُ مِنْ كَبِيرٍ إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - فَقَالَ " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " قَالَ أَنَسٌ : فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا يَوْمَئِذٍ -

৩৫৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর নবী! কিয়ামত কবে হইবে? তিনি বলিলেন : তুমি তাহার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, বড় কিছু একটা প্রস্তুতি নাই, তবে আল্লাহকে এবং আল্লাহর রাসূলকে আমি ভালবাসি। বলিলেন : যে যাহাকে ভালবাসিবে, সে তাহারই সাথী হইবে। হযরত আনাস (রা) বলেন : ইসলাম গ্রহণের পর সেদিনের চাইতে বেশি মুসলমানদিগকে আর কোন দিন খুশি দেখি নাই।

১৬৩- بَابُ فَضْلِ الْكَبِيرِ

১৬৩. অনুচ্ছেদ : বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা

৩৫৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ أَبِي قَسِيْطٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفَ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا -

৩৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের হক কি তাহা জানে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

৩৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَتْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفَ حَقَّ كَبِيرِنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْجٍ ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَامِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ

৩৫৬. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল-আস (রা) কর্তৃক উভয় হাদীসই বর্ণিত এবং দুইটি হাদীস ৩৫৫ হাদীসের অনুরূপ।

৩৫৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا ، وَيَرْحَمَ صَغِيرِنَا ،

৩৫৭. আমর ইবন শু'আয়ব তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : সে আমাদের দলভুক্ত নহে যে আমাদের বড়দের হক জানে না এবং আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না ।

৩৫৮. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَمَا ، وَيُجِلَّ كَبِيرِنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا ،

৩৫৮. আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দিগকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে ।

১৬০ - بَابُ إِجْلَالِ الْكَبِيرِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ : বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

৩৫৯. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ قَالَ : أَبُو كِنَانَةَ ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ أَكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ ، غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ ، وَأَكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمَقْسُطِ .

৩৫৯. হযরত আশ'আরী (রা) বলেন : আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত শুভকেশী মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কুরআনের সেই বাহকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যাহারা উহাতে বাড়াবাড়ি করে না এবং উহার প্রতি নির্দোষ হয় না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ।

৩৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ مِنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرِنَا وَيُوقِرْ كَبِيرِنَا "

৩৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল-'আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দিগকে সম্মান করে না ।

১৬০ - بَابُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّوَالِ

১৬৫. অনুচ্ছেদ : বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্যের ও প্রশ্নের সূচনা করিবে

৩৬১- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَظْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا - أَوْ جَدَّثَاهُ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ . فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويَصَةُ وَمُحِيصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " كَبِّرِ الْكَبِيرَ " قَالَ يُحْيَى لَيْلَى الْكَلَامِ الْأكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - اأَسْتَحْقُّونَ قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ ، بِأَيِّمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ ، قَالَ " فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِأَيِّمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ - فَأَدَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ -

قَالَ : سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ بَدَالِهِمْ - فَرَكَّضْتَنِي بِرِجْلَيْهَا

৩৬১. হযরত রাফি ইবন খাদীজ এবং সাহল ইবন আবু হাস্মা বলেন : আবদুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহায়াসা ইবন মাসউদ খায়বারে আগমন করেন এবং একদা খেজুর বাগানে তাঁহারা একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হন। তখন সাহল তনয় আবদুর রহমান এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহায়াসা ও মুহায়াসা নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিহত সাথীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আবদুর রহমানই প্রথম কথা বলিলেন অথচ তিনি ছিলেন বয়সে সকলের কনিষ্ঠ। নবী করীম (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : “বড়কেই বড় থাকিতে দাও!” হে রাবী ইয়াহুইয়া বলেন : অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই প্রথম কথা বলা উচিত। তখন তাঁহারা তাঁহাদের সাথী সম্পর্কে আলাপ করিলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা কি তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির কসমের দ্বারা তোমাদের নিহত ব্যক্তির অথবা তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের সাথীর রক্ত পণ দাবি করিবে? তাঁহারা বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা এমন একটি ব্যাপার যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই, (সুতরাং অদেখা ব্যাপারে কসম খাইব কেমন করিয়া?) তখন তিনি বলিলেন : তাহা হইলে ইয়াহুদী তাহাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির কসমের দ্বারা এই খুনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে! তাঁহারা বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহারা হইতেছে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় (তাহাদের কসমের কী মূল্য আছে?) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করিয়া দিলেন। সাহল (রা) বলেন : মুক্তিপণের উটগুলির একটি আমার হস্তগত হয়। একদা আমি উহার অবস্থানস্থলে গেলে সে আমাকে লাথি মারে।

১৬৬- بَابُ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْكَبِيرُ هَلْ لِلأَصْغَرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ

১৬৬. অনুচ্ছেদ : জ্যেষ্ঠগণ কথা না বলিলে কনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে পারে কি?

৩৬২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلُهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ ، تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لَا تَحْتَ وَرَقِهَا ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، وَثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " هِيَ النَّخْلَةُ " فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ : يَا أَبَتِ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ ، قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا ؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا كَذَا ، قَالَ : مَا مَنَعَنِي إِلَّا لَمْ أُرَكَ ، وَلَا أَبَا بَكْرٍ ، تَكَلَّمْتُهَا - فَكَرِهْتُ -

৩৬২. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : বলো তো দেখি সেই কোন বৃক্ষ যাহার উপমা মুসলমানের সহিত দেওয়া চলে—অহরহ তাহার প্রভুর নির্দেশে সে ফলদান করে এবং তাহার পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে উদয় হইল, নিশ্চয়ই উহা খেজুর গাছ। হযরত আবু বকর ও উমর (রা) বর্তমান থাকিতে আমি কথা বলা সম্ভব মনে করিলাম না। তখন তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে খেজুর গাছ। যখন আমি আমার পিতার সহিত মজলিস হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, তখন আমি বলিলাম, পিতা! আমার মনে তো উদয় হইয়াছিল যে, সেই গাছটি খেজুর গাছই হইবে। তিনি বলিলেন : তবে তুমি উহা বলিতে কি বাধা ছিল? যদি তুমি উহা বলিতে তবে আমার নিকট তাহা অমুক অমুক বস্তু হইতেও প্রিয়তর হইত। বলিলাম, বলিতে কোন বাধা ছিল না। তবে আমি দেখিলাম আপনি বা আবু বকর (রা) কেহই বলিতেছেন না। সুতরাং আমি তাহা বলা সমীচীন মনে করিলাম না।

১৬৭- بَابُ تَسْوِيدِ الْكَبِيرِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ : বয়োঃজ্যেষ্ঠদিগের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া

৩৬২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ مُطَرِفًا ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بَنِيهِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَسُودُّوا أَكْبَرَكُمْ - فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ حَلَفُوا أَبَاهُمْ ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَرَزَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ - وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَإِصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ مُنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ ، وَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ وَإِيَّاكُمْ مَسْأَلَةُ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ ، وَإِذَا مِتُّ فَلَا تَنُوحُوا ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنَحْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا مِتُّ فَادْفَنُونِي بِأَرْضٍ لَا تَشْعُرُ بِدَفْنِي بَكْرٌ بْنُ وَائِلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৩৬৩. হাকীম ইব্ন কায়স ইব্ন আসিম বলেন : তাঁহার পিতা তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তানদিগকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন : আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োঃজ্যেষ্ঠকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিবে, কেননা কোন সম্প্রদায় যখন তাহাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় তখন তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ করে আর যখন তাহাদের বয়োঃকনিষ্ঠকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় তখন উহা দ্বারা তাহারা তাহাদের সমকক্ষদের চক্ষে তাহাদিগকে খাটো করিয়া দেয়। ধন-সম্পদ উপার্জন কর এবং তাহা দ্বারা উৎপাদন কর, কেননা উহা স্মরণীয় করে এবং ইतरদের তোয়াক্কা করা হইতে বাঁচাইয়া রাখে। আর সাবধান! মানুষের কাছে যাচনা করিবে না, কেননা উহা হইতেছে মানুষের অর্থাগমের সর্বশেষ ব্যবস্থা।

আর যখন আমি ইত্তিকাল করিব, তখন আমার জন্য বিলাপ করিবে না। কেননা নবী (সা)-এর জন্য বিলাপ করা হয় নাই। আর যখন আমার মৃত্যু হইবে, আমাকে এমন স্থানে দাফন করিও যেন বকর ইব্ন ওয়াল গোত্র তাহা টের না পায়। কেননা জাহিলিয়াতের যুগে আমি তাহাদের সহিত কিছু অসতর্কতামূলক ব্যবহার করিয়াছি। [হয়ত উহার কোন প্রতিশোধ নিতে তাহারা চেষ্টাও করিতে পারে]।

১৬৮. - بَابُ يُعْطَى الثَّمَرَةُ أَصْغَرَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوُلْدَانِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে প্রথম ফল খাইতে দেওয়া

৩৬৪. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِالذَّهْوِ قَالَ : اَللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَمَدَّنَا ، وَصَاعِنَا بِرَكَّةٍ مَعَ بَرَكَةٍ " ثُمَّ نَاوَلَهُ أَصْغَرَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْوُلْدَانِ -

৩৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে যখন মওসুমে প্রথম ফল (রঙ্গীন খেজুর) আসিত তখন তিনি দু'আয় বলিতেন : , اَللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَمَدَّنَا , وَصَاعِنَا بِرَكَّةٍ مَعَ بَرَكَةٍ - হে প্রভু! আমাদের এই শহরে এবং আমাদের দাঁড়িপাল্লায় ও মাপের পাত্রসমূহে বরকতের সহিত আরো বর্ধিত বরকত দিন। (অর্থাৎ ফলমূলে এবং ওয়নকারীরা যে সব শস্যাদি লেনদেন করে সেই সমূহে বরকত দিন) অতঃপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহাদের কাছে পাইতেন, তাহাদের সর্বকনিষ্ঠকে উহা খাইতে দিতেন।

১৬৯. - بَابُ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ : ছোটদের প্রতি দয়া

৩৬৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّيَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا -

৩৬৫. আমর ইব্ন শু'আয়ব তাহার পিতার এবং তিনি তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের হক কি তাহা জানে না। (অর্থাৎ তাহাদিগকে সম্মান করে না)

১৭. - بَابُ مُعَانَقَةِ الصَّبِيِّ

১৭০. অনুচ্ছেদ : বালকদের সহিত আলিঙ্গন

৩৬৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ - إِنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَأَذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، فَاسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَهُنَا وَهَهُنَا وَيُضَاحِكُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ - ثُمَّ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ - أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا - الْحُسَيْنُ سَبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ -

৩৬৬. হযরত ইয়ালা ইব্ন মুররা (রা) বলেন : একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে খাওয়ার এক দাওয়াতে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে হুসায়ন (রা) খেলিতেছিলেন। নবী করীম (সা) দ্রুতগতিতে সকলের আগে গিয়া তাহার পবিত্র হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলেন। তখন বালকটি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল আর নবী করীম (সা) তাহাকে হাসাইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অতঃপর আদর করিয়া এক হাত তাহার চিবুকে এবং অপর হাত তাহার মস্তকে রাখিলেন এবং তারপর তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হুসায়ন আমার এবং আমি হুসায়নের। হুসায়নকে যে ভালবাসে আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন। আর হুসায়ন হইতেছে আমার দৌহিত্রদের মধ্যে একজন।

১৭১. - بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرِ

১৭১. অনুচ্ছেদ : ছোট বালিকাকে চুমু খাওয়া

৩৬৭. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، يَقْبَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهِيَ ابْنَةُ سِنْتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৬৭. বুকাযর আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফরকে দেখিতে পান যে, উমর ইব্ন আবু সালামার দুহিতা যয়নাবকে চুমু খাইতেছেন, তখন যয়নাবের বয়স দুই বৎসর বা কম-বেশি হইবে।

৩৬৮. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُطَّافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلَكَ أَوْ صَبِيَّةً، فَافْعَلْ -

৩৬৮. হযরত হাসান (রা) বলেন, পারত পক্ষে তুমি তোমার পরিবারের কাহারও চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না, তবে সে তোমার সহধর্মিণী বা ছোট বালিকা হইলে ভিন্ন কথা।

১৭২. - بَابُ مَسْحِ رَأْسِ الصَّبِيِّ

১৭২. অনুচ্ছেদ : বালক-বালিকাদের মাথায় হাত বুলানো

৩৬৯. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَطَّارِ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُونُسُ وَأَقْعَدَنِي عَلَى حُجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي -

৩৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের পুত্র হযরত ইউসুফ বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নামকরণ করেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাহার কোলে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলান।

৩৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ ، فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَى فَيْلَعَبْنَ مَعِي -

৩৭০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : নবী করীম (সা)-এর গৃহেও আমি পুতুল নিয়া খেলা করিতাম এবং আমার সঙ্গে আমার সঙ্গিনীরাও খেলা করিত। যখন তিনি ঘরে আসিতেন তখন তাহারা কক্ষের এক কোণে গিয়া লুকাইত। তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন, তখন তাহারা (নিঃসংকোচে) আমার সহিত খেলা করিত।

১৭৩. - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلصَّغِيرِ يَا بَنِي

১৭৩. অনুচ্ছেদ : ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলিয়া সম্বোধন

৩৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ ابْنُ أَغْنِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِي جَيْشٍ

ابْنُ الزُّبَيْرِ فَتَوَفَّى ابْنُ عَمٍّ لِيْ أَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ لِابْنِهِ :
ادْفَعْ إِلَى الْجَمَلِ فَإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ اذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ
حَتَّى نَسْأَلَهُ - فَاتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنَّ وَالِدِي تَوَفَّى
وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَذَا ابْنُ عَمِّي وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
أَفَادْفَعْ إِلَيْهِ الْجَمَلُ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَا بَنِي ! إِنَّ سَبِيلَ اللَّهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَإِنْ
كَانَ وَالِدُكَ أَنْتُمَا أَوْصَى بِجَمَلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا
مُسْلِمِينَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلُ ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ
فِي سَبِيلِ غُلَمَانِ قَوْمٍ إِلَيْهِمْ يَضَعُ الطَّابِعُ -

৩৭১. আবুল আজলান মাহারিবী বলেন : আমি হযরত ইব্ন যুবারের বাহিনীতে ছিলাম। আমার এক চাচাতো ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাহার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য অসীয়াত করিয়া যান। আমি তাহার পুত্রকে (অর্থাৎ আমার চাচাতো ভাইকে) বলিলাম, আমি তো হযরত ইব্ন যুবারের বাহিনীতে আছি। আমাকেই এই উটটি দিয়া দাও। সে বলিল, হযরত ইব্ন উমরের কাছে আমাকে নিয়া চল। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব (এ সম্পর্কে তিনি কি বলেন)। আমরা তখন হযরত ইব্ন উমরের খিদমতে গেলাম। সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার পিতা ইন্তিকাল করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাহার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য ওসীয়াত করিয়া গিয়াছেন। আর এই ব্যক্তি হইতেছে আমার চাচাতো ভাই। সে ইব্ন যুবারে বাহিনীভুক্ত। আমি কি তাহাকে এই উটটি দিতে পারি? তখন হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন : হে আমার বৎস! আল্লাহর রাস্তায় প্রত্যেকটি কাজই উত্তম। তোমার পিতা যদি তাহার উট আল্লাহর রাস্তায়ই দান করিতে বলিয়া থাকেন, তবে তুমি মুশরিকদের সহিত জিহাদে রত বড় কোন মুসলিম বাহিনীকে উহা দান কর। আর এই ব্যক্তি আর তাহার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণীর রাস্তায় লড়িতেছে (আল্লাহর রাস্তায় নহে—শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া কে মোহর অংকিত করিবে, ইহা লইয়াই তাহাদের সংগ্রাম)।

۳۷۲ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي
زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ ، لَا
يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " -

৩৭২. হযরত জারীর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে মানুষের প্রতি দয়া করে না মহামহিম আল্লাহও তাহার প্রতি দয়া করেন না। [আর পরের ছেলেকে বৎস বলিয়া সবার মত অন্তর তো কেবল দয়াশীল লোকেরই হইতে পারে।]

৩৭৩- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ قُبَيْصَةَ بْنَ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ وَلَا يُغْفَرُ مَنْ لَا يَغْفِرُ ، وَلَا يُغْفَرُ عَمَّنْ لَمْ يَغْفُ وَلَا يُوقُ مَنْ لَا يَتَوَقَّ -

৩৭৩. কুবায়সা ইব্ন জাবির বলেন, তিনি হযরত উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না, যে ক্ষমা করে না, সে ক্ষমা পায় না, যে মার্জনা করে না, সে মার্জনাও পায় না। যে অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্টি না হয়, তাহাকে রক্ষা করার জন্য কেহ সচেষ্টি হয় না।

১৭৬- بَابُ اِرْحَمَ مَنْ فِي الْاَرْضِ

১৭৪. অনুচ্ছেদ : ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া কর

৩৩৭৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ وَلَا يُغْفَرُ لِمَنْ لَا يَغْفِرُ ، وَلَا يُتَابُ عَلَى مَنْ لَا يَتُوبُ - وَلَا يُوقُ مَنْ لَا يَتَوَقَّ -

৩৭৪. হযরত উমর (রা) বলেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না, যে অন্যকে ক্ষমা করে না তাহাকেও ক্ষমা করা হয় না। যে অন্যের ওয়র কবুল করে না, তাহার ওয়রও গৃহীত হয় না। যে অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্টি হয় না, সেও রক্ষা পায় না।

৩৭৫- حَدَّثَنَا مَسَدُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ نَحْرَاقٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي لَا ذَبْحُ الشَّاةِ فَأَرْحَمُهَا ، أَوْ قَالَ : إِنِّي لَا رَحِمَ الشَّاةِ أَنْ أَذْبَحُهَا - قَالَ " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمَتْهَا ، رَحِمَكَ اللَّهُ " مَرَّتَيْنِ -

৩৭৫. মু'আবিয়া ইব্ন কুররাহ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ছাগী যবাই করি এবং দয়াপরবশ হই অথবা সে ব্যক্তি বলিল, ছাগী যবাই করিতে আমার অন্তরে দয়ার উদ্বেক হয়। এ কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার বলিলেন : তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়া পরবশ হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি দয়া পরবশ হইবেন।

৩৭৬- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ : " لَا تُنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ -

৩৭৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলিয়া সমর্থিত নবী করীম হযরত আবুল কাসিম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : হতভাগা ছাড়া আর কাহারও অন্তর হইতে দয়া-মায়া উঠাইয়া নেওয়া হয় না।

২৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ " -

৩৭৭. হযরত জারীর (রা) হইতে বির্ণত নবী করীম (সা) বলেন যে, মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া করেন না।

১৭৫. -بَابُ رَحْمَةِ الْعِيَالِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া

২৭৮. حَدَّثَنَا حُرَيْ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْحَمَ النَّاسِ بِالْعِيَالِ ، وَكَانَ لَهُ ابْنٌ مُسْتَرْضِعٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا ، وَكُنَّا نَأْتِيهِ وَقَدْ دَخَنَ الْبَيْتُ بِإِذْنِهِ ، فَيَقْبَلُهُ وَيَشْمُهُ -

৩৭৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : নবী করীম (সা) ছিলেন পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাধিক দয়াপ্রবণ। তাঁহার এক পুত্র মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার দুগ্ধপোষ্য ছিলেন যাহার স্বামী ছিলেন কর্মকার। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে প্রায়ই সেখানে যাইতাম, ঘরটি ইখ্বির নামক সুগন্ধি তণের ধোঁয়ায় পূর্ণ থাকিত। তিনি তাঁহাকে চুমু খান এবং নাক লাগাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইতেন।

২৭৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَتَرْحَمُهُ" ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ "فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ ، مِنْكَ بِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -

৩৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদ্মতে আসিয়া হাযির হইল। তাহার সাথে একটি শিশুও ছিল। সে ঐ শিশুটিকে নিজের দেহের সহিত মিলাইয়া রাখিতেছিল। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি উহার প্রতি দয়ার উদ্বেক হয়? সে ব্যক্তি বলিল, জী হ্যাঁ। তিনি বলিলেন : তুমি তাহার প্রতি যত দয়াপরবশ আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি উহার চাইতে অধিক দয়াপরবশ এবং তিনি হইতেছেন আরহামুর রাহিমীন—সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১৮৭ - بَابُ رَحْمَةِ الْبَهَائِمِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ : পশুর প্রতি দয়া

৩৮০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِقَبْضِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَنُفِّرَ لَهُ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ " .

৩৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তাহার দারুণ তৃষ্ণা পাইল। পথে সে একটি কূপ দেখিতে পাইয়া উহাতে নামিয়া পড়িল এবং পানি পান করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়াই সে দেখিতে পাইল যে একটি কুকুর নিদারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া জিহবা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে এবং পিপাসা নিবারণার্থে ভিজা মাটি চাটিতেছে। তখন সে ব্যক্তি মনে মনে বলিল, একটু পূর্বে পিপাসায় আমার যে দশা হইয়াছিল, কুকুরটিরও সেই দশা হইয়াছে। সে পুনরায় কূপের ভিতর নামিল এবং তাহার মোজা ভর্তি করিয়া পানি লইয়া আপন দাঁত দ্বারা উহা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিল এবং কুকুরটিকে উহা পান করাইল। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই দয়াশীলতাকে কবুল করিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। তখন সাহাবাগণ বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুর জন্য কি আমাদের দান করা হইবে? বলিলেন : হ্যাঁ, প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সৃষ্টির সেবার জন্য সাওয়াব ও পুরস্কার রহিয়াছে।

৩৮১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " عَذَّبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ حَبَسْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ - يُقَالُ وَاللَّهِ أَعْلَمُ : لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَسَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا ، وَلَا أَنْتِ أُرْسَلْتِهَا فَالْكَلْتُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ " .

৩৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : এক রমণী একটি বিড়ালীর কারণে শাস্তিতে পতিত হয়। সে উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ফলে ক্ষুধায় উহার মৃত্যু হয় এবং সেই রমণী দোষে নিষ্কিন্ত হয়। তাহাকে বলা হইবে, আল্লাহ তা'আলা সম্যকভাবে অবগত আছেন যে, যখন তুই উহাকে বাঁধিয়া রাখিলি তখন তুই উহাকে না আহার্য ও পানীয় দিলি— আর না উহাকে ছাড়িয়া দিলি যে, সে পোকা-মাকড় খাইয়া তাহার জীবন রক্ষা করিত।

৩৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَرْحَمُوا تُرَحَّمُوا وَاعْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ - وَيَلْ لَأَقْمَاعِ الْقَوْلِ - وَيَلْ الْمُصْرِينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

৩৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল-‘আস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : দয়া কর, তোমাকেও দয়া করা হইবে, অন্যকে একটি ক্ষমা কর, তোমাকেও ক্ষমা করা হইবে। সর্বনাশ সেই ব্যক্তির যে কথা ভুলিয়া যায় এবং সর্বনাশ ঐ ব্যক্তিদের যাহারা জানিয়া-শুনিয়াও বারবার অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে।

৩৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَهُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৮৩. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়, যদি তাহা যবাই করা পশুর প্রতিও হয়—আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইবেন।

১৭৭- بَابُ أَخْذِ الْبَيْضِ مِنَ الْحُمْرَةِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ : হুম্মারা পাখির ডিম পাড়িয়া আনা

৩৮৪- حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ مَنْزِلًا فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمْرَةٍ فَجَاءَتْ تَرْفُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : " أَيُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بَيْضَتُهَا ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ " يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أُرَدُّهُ - رَحْمَةً لَهَا " .

৩৮৪. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা (সফরকালে) এক মঞ্জিলে অবতরণ করিলেন। তখন এক ব্যক্তি হুম্মারা পাখির ডিম (তাহার নীড় হইতে) পাড়িয়া আনিল। পাখিটি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথার উপর আসিয়া উড়িতে লাগিল। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমাদের মধ্যকার কে উহার ডিম পাড়িয়া উহাকে শোকাবুল করিয়াছে ? তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি উহার ডিম পাড়িয়া আনিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া উহা গিয়া রাখিয়া আস।

১৭৮. - بَابُ الطَّيْرِ فِي الْأَقْفَاصِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ : পিজিরায় পাখি রাখা

৩৮৫. حَدَّثَنَا عَامِرُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْمِلُونَ الطَّيْرَ فِي الْأَقْفَاصِ -

৩৮৫. হিশাম ইবন উরওয়া (র) বলেন, হযরত ইবন যুবার (রা) মক্কায় (শাসনকর্তা) ছিলেন। আর নবী করীম (সা)-এর সাহাবাগণ খাঁচায় পাখি রাখতেন।

৩৮৬. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى ابْنًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ لَهُ نَغِيرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَقَالَ : "يَا أَبَا عُمَيْرٍ ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" -

৩৮৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) (আবু তালহার) ঘরে তাশরীফ নিলেন, তখন আবু তালহার এক শিশুপুত্র আবু উমায়র তাহার সম্মুখে পড়িল। তাহার একটি বুলবুলি ছিল এবং সে উহা লইয়া খেলা করিত। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : হে আবু উমায়র তোমার নুগায়র (বুলবুলি)টি কি করিল অথবা তোমার বুলবুলিটি কোথায় ?

১৭৯. - بَابُ يَنْمِي خَيْرًا بَيْنَ النَّاسِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ : লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা

৩৮৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّهُ ، أُمَّ كَلْثُومٍ ابْنَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي الشَّيْءِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا -

৩৮৭. হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সে ব্যক্তি মিথ্যাক নহে, যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করিয়া দেয় এবং (সেই দলে) মঙ্গলের কথা বলে বা মঙ্গলকে বিকশিত করে। উম্মু কুলসুম (রা) আরো বলেন : তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে নবী করীম (সা)-কে কাহাকেও মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে আমি শুনি নাই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হইল, ১. লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করিতে, ২. পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত কথা বলিতে এবং ৩. স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত কথা বলিতে (মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে)।

১৮. - بَابُ لَا يَصْلَحُ الْكَذِبُ

১৮০. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য

৩৮৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ - فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يَكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ - وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ - وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يَكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

৩৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সর্বাবস্থায় তোমরা সত্যাবলম্বী হইবে। কেননা সত্য কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথে লইয়া যায়। এক ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে সিদ্দীক বা চরম সত্যপ্রিয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এবং সাবধান সাবধান, মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য করিবে। কেননা মিথ্যা পাপের পথে লইয়া যায় এবং পাপ জাহান্নামের পথে লইয়া যায়। এক ব্যক্তি মিথ্যাকে অবলম্বন করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে কায্যাব বা চরম মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

৩৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُعَمَّرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَصْلَحُ الْكَذِبُ فِي جَدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَنْجِزُ لَهُ -

৩৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : মিথ্যা কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নহে। চাই গাণ্ঠিযেই হউক, চাই ঠাট্টাচ্লেই হইক। আর উহাও অনুমোদনযোগ্য নহে যে তোমাদের মধ্যকার কেহ তাহার শিশু সন্তানের সহিত (কোন কিছু দেওয়ার) ওয়াদা করিবে আর পরে তাহা তাহাকে দিবে না।

১৮১. - الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى أَنْتَى النَّاسِ

১৮১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে

৩৯০. حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ -

৩৯০. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম যে মানুষের সহিত মেলামেশাও করে না, তাহাদের দেওয়া কষ্টও সহ্য করে না।

১৮২ - الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى

১৮২. অনুচ্ছেদ : লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ

৩৯১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ " - أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَإِنَّهُ لَيَعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ " -

৩৯১. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কষ্টদায়ক কিছু শুনিয়াও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহর চাইতে অধিকতর ধৈর্যশীল আর কেহই নাই। লোক তাঁহার সন্তান আছে বলিয়া দাবি করে (যাহা তাঁহার চরম ক্রোধ উদ্বেককারী ডাহা মিথ্যাপবাদ) এতদসত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে রাখেন এবং আহাৰ্য প্রদান করেন।

৩৯২- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً - كَبَعْضُ مَا كَانَ يَقْسِمُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - قُلْتُ أَنَا : لَا قَوْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْتُهُ - وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ - فَسَارَرْتُهُ - فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ إِنِّي لَمْ يَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ " قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ " -

৩৯২. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) কিছু বণ্টন করিলেন—যেভাবে সাধারণত তিনি বণ্টন করিতেন। ইহাতে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মন্তব্য করিল, কসম খোদার! উহা এমনই এক বণ্টন হইয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে হয় নাই। আমি বলিলাম আচ্ছা, আমি অবশ্যই নবী করীম (সা)-কে বলিব। তখন আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি তখন তাঁহার আসহাব পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তখন কানে কানে উহা তাঁহাকে অবগত করিলাম। ইহাতে তাঁহার ভীষণ মনোকষ্ট হইল। তাঁহার চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি এমনি রাগান্বিত হইলেন যে, আমি মনে মনে বলিলাম, হায়! যদি আমি উহা তাঁহাকে না বলিতাম! অতঃপর তিনি বলিলেন : “মূসা (আ)-কে উহার চাইতেও অধিক মনোকষ্ট দেওয়া হইয়াছে! তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছেন।”

১৮৩ - بَابُ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

১৮৩. অনুচ্ছেদ : আপোস-মীমাংসা

৩৯৩- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا

أُنَبِّئُكُمْ بِدَرَجَةِ أَفْضَلِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا بَلَى - قَالَ " صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ "

৩৯৩. হযরত আবুদারদা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমি কি তোমাদিগকে নামায-রোযা এবং সাদাকা-খয়রাতের চাইতেও উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করিব না ? উপস্থিত সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : “লোকের মধ্যে আপোস রফা করিয়া দেওয়া। আর পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ তো হইতেছে মুগুনকারী ধ্বংসকারী।

৩৯৪. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [٨ : الأنفال : ١] قَالَ : هَذَا تَحْرِيجٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْ يَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ -

৩৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূরা আনফালের আয়াত : وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : উহুর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতেছেন যে, তাহারা যেন আল্লাহকে ভয় করে (পরহেযগারী অবলম্বন করে) এবং নিজদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে।

১৮৬ - بَابُ إِذَا كَذَبْتَ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ

১৮৪. অনুচ্ছেদ : কাহারো সহিত এমনভাবে মিথ্যা বলা যে সে উহাকে সত্য মনে করে

৩৯৫. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ ، عَنْ ضَبَّارَةَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ : إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ "

৩৯৫. হযরত সুফিয়ান ইব্ন উসায়দ হাযরামী (রা) বলেন, তিনি স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : সব চাইতে বড় বিশ্বাস ভঙ্গ হইতেছে এই যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বলিতেছ, সে তো তোমাকে বিশ্বাস করিতেছে অথচ তুমি তাহাকে মিথ্যা কথাই বলিতেছ।

১৮৫ - بَابُ لَا تَعْدُ أَخَاكَ شَيْئًا فَتُخْلَفُ

১৮৫. অনুচ্ছেদ : তোমার ভাইয়ের সহিত ওয়াদা করিয়া ওয়াদা ভঙ্গ করিও না

৩৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُمَارُ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِحُهُ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلَفُ "

৩৯৬. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তুমি তোমার ভাইয়ের সহিত ঝগড়া বিসম্বাদ করিও না, তাহাকে লইয়া ঠাট্টা উপহাস করিও না, আর তাহার সহিত এমন ওয়াদাও করিও না যাহা তুমি ভঙ্গ করিবে।

১৮৬. بَابُ الطَّعْنِ فِي الْأَنْسَابِ

১৮৬. অনুচ্ছেদ : বংশ তুলিয়া খোঁটা দেওয়া

৩৯৭. حَدَّثَنَا ابْنُ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَتَانِ لَا تَتْرُكُهُمَا أُمَّتِي النَّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ -

৩৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, দুইটি (মন্দ) কর্ম এমন, যাহা আমার উম্মাত (সর্বতোভাবে) পরিত্যাগ করিবে না। এইগুলি হইল মৃত ব্যক্তির শোকে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা এবং বংশ তুলিয়া খোঁটা দেওয়া।

১৮৭. بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ قَوْمَهُ

১৮৭. অনুচ্ছেদ : নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি মহব্বত

৩৯৮. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبَادُ الرَّمْلِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا نُسَيْلَةُ، قَالَتْ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظَالِمٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ"

৩৯৮. হযরত ফুসায়লা (রা) নান্নী মহিলা বলেন, আমি আমার পিতাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অন্যায় কাজে নিজ সম্প্রদায়কে লোকজনের সাহায্য করা কি (জাহিলিয়াতের যুগের সেই) আসাবিয়াত তথা সম্প্রদায় প্রীতি অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

১৮৮. بَابُ هَجْرَةِ الرَّجُلِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ : লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা

৩৯৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لَأُمِّهَا - أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ أَعْطَاءٍ - أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ ! لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا -

فَقَالَتْ : أَهْوَقَالَ هَذَا ؟ قَالُوا نَعَمْ - قَالَتْ عَائِشَةُ : هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذْرٍ أَنْ لَا أَكْلِمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا - فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمُهَاجِرِينَ حِينَ طَالَتْ هَجْرَتُهَا إِيَّاهُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ ! لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا - وَلَا أَتَحَنُّتُ إِلَى نَذْرِي - فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ - وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، فَقَالَ لَهُمَا أَنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا ادْخَلْتُمَنِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذُرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، مُشْتَمِلِينَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَيْتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا : أَسْلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَدْخُلْ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا - قَالَا : كُلُّنَا ؟ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَتْ نَعَمْ - ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَأَعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا بِبُكْيٍ - وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدُهَا إِنَّهَا إِلَّا مَا كَلِمَتُهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ - قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكَرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تَذْكُرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ : إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلِمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا أَرْبَعِينَ رَقَبَةً - وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى قَبِلَ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا -

৩৯৯. হযরত আওফ ইব্ন হারিস যিনি মায়ের দিক হইতে হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন—বর্ণনা করেন যে, কেহ আসিয়া হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হযরত আয়েশার একটি বিক্রী চুক্তি বা প্রদত্ত দান সম্পর্কে বলিয়াছেন : আল্লাহর কসম, যদি উহা হইতে তিনি বিরত না হন, তবে আমি এই কাজে তাহাকে বাধা প্রদান করিব। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কি উহা বলিয়াছে? সকলে বলিল, হ্যাঁ, তিনিই তো বলিয়াছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমি আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে, ইব্ন যুবায়রের সহিত কোন দিন কথা বলিব না। ইব্ন যুবায়র (রা) যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সহিত হযরত আয়েশা (রা)-এর এই সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘতর হইতেছে—তিনি কতিপয় মুহাজির সাহাবীকে এই ব্যাপারে তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবার জন্য ধরিলেন। কিন্তু আয়েশা (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম! এই ব্যাপারে আমি কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করিব না বা আমার শপথও ভঙ্গ করিব না। ইব্ন যুবায়র (রা) দেখিলেন যে, এই সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘতর হইতেছে, তখন তিনি হযরত মিস্‌ওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্ন

আস্‌ওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগুসকে ধরিলেন। তাঁহারা উভয়ে বনু যুহরার লোক ছিলেন। ইবনুয্ যুবাযর (রা) তাহাদিগকে বলেন, দোহাই আল্লাহ্‌র, আপনারা আমাকে লইয়া হযরত আয়েশার নিকট চলুন এবং বলুন যে, তাঁহার জন্য আমার সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কসম খাওয়া ঠিক নহে। মিসওয়্যার ও আবদুর রহমান (রা) তখন তাঁহাদের চাদর দ্বারা ইব্ন যুবাযরকে ঢাকিয়া লইয়া তাঁহাকেসহ হযরত আয়েশার নিকট গিয়া পৌছিলেন এবং তাঁহার দ্বারপ্রান্তে গিয়া বলিলেন, আস্‌সালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু—আমরা কি আসিতে পারি? হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আসুন। তাঁহারা দুইজনে বলিলেন : আমরা সকলেই কি আসিব হে মুসলিমকুল জননী! আয়েশা বলিলেন : হ্যাঁ আপনারা সকলেই আসিতে পারেন। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাদের সহিত ইব্ন যুবাযরও রহিয়াছেন। তাঁহারা যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন ইবনুয্ যুবাযর (রা) পর্দার ভিতরে (অন্দরে) চলিয়া গেলেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-কে জড়াইয়া ধরিয়া আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। এদিকে মিসওয়্যার ও আবদুর রহমানও ইবনু যুবাযরের ওয়রখাহী মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া হযরত আয়েশা (রা)-কে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আরো বলিলেন : আপনার তো অজানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কচ্ছেদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : কোন মুসলমানের জন্য তাঁহার কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা জাযিয় নহে। রাবী বলেন : তাঁহারা যখন হযরত আয়েশাকে অনেক রকমে বুঝাইলেন, তখন তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদিগকে উপদেশমূলক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন : আমি তো শপথ করিয়া রাখিয়াছি আর শপথ গুরুতর ব্যাপার! তাহাদের এই বিরামহীন পীড়াপীড়ির ফলে অবশেষে তিনি ইবনুয্ যুবাযরের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শপথ ভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ চল্লিশটি দাস মুক্ত করিয়া দিলেন। পরবর্তীকালে যখনই তাঁহার এই শপথের কথা মনে পড়িত তখনই তিনি ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িতেন, এমন কি তাঁহার চোখের পানিতে তাঁহার ওড়না ভিজিয়া যাইত।

১৮৯. - بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ

১৮৯. অনুচ্ছেদ : মুসলমানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ

৪০০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

৪০০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন : একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিও না। একে অপরের পিছনে লাগিও না এবং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও। আর কোন মুসলমানের জন্য তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন রাত্রির অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা জাযিয় নহে।

৪০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيِّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " لَا

يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا أَوْ يَصُدُّ هَذَا -
وَأَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

৪০১. আতা ইবন ইয়াযীদ আল লায়হী আল-জুনদাঈ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কাহারও জন্য তাহার (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা বৈধ নহে, রাস্তায় দুইজনের সাক্ষাৎ হয়, এ-ও মুখ ফিরাইয়া লই ও সেও মুখ ফিলাইয়া লয়। (কেহ কাহারও সহিত কথা বলে না। এমতাবস্থায় তাহাদের দুইজনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথম সালাম দেয়)।

৪.২ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا تَبَاغُضُوا : لَا تَنَافَسُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

৪০২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করিবে না, বিবাদ করিবে না, আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হইয়া থাকিবে।

৪.৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَنَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ فَيَفْرُقُ بَيْنَهُمَا أَوْ لُذْنُ يَحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا

৪০৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : সেই দুইজনের ভালবাসা আল্লাহর জন্য বা ইসলামের জন্য নহে, যাহা তাহাদের কোন একজনের প্রথম ক্রটিতেই ভাঙ্গিয়া যায়।

৪.৪ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَتْ مُعَاذَةُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ - ابْنَ عَمِّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صِرَامِهِمَا - وَإِنْ أَوْلَهُمَا فَيَنْتَأَى كُفَّارَةً عَنْهُ سَبَقَةٌ بِالْفَى ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلِكُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ "

১. বন্ধুর কোন ভুলক্রটি চক্ষে পড়িলে তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করাই বন্ধুর কর্তব্য। বিশেষত ইসলামের দৃষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা তো ঐ ক্ষণভঙ্গুর হইতে পারে না।

৪০৪. হযরত আনাস ইবন মালিকের চাচাতো ভাই হিশাম ইবন আমির আল-আনসারী যাহার পিতা ওহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি—কোন মুসলমানের জন্য অপর কোন মুসলমানের সহিত তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা জাযিয় নহে। যদি তাহারা একরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে থাকে তবে যতক্ষণ তাহারা এভাবে সম্পর্কচ্যুত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহারা দুইজনেই সত্য বিমুখ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাদের মধ্যে যে প্রথম বলার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে তাহার এই উদ্যোগ তাহার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহের কাফ্যারা স্বরূপ হইবে। আর যদি তাহারা দুইজনই এইরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহারা দুইজনের কেহই কখনও বেহেশতে যাইতে পারিবে না। যদি তাহাদের একজন অপরজনকে সালাম করে আর দ্বিতীয়জন উহা গ্রহণ করিতে রাযী না হয় তবে তাহার সালামের জবাব একজন ফেরেশতা দিয়া থাকেন, আর দ্বিতীয়জনকে জবাব দেয় শয়তান।

৪০৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ " قَالَتْ قُلْتُ : وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً ، قُلْتَ : بَلَى - وَرَبُّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتَ سَاخِطَةً ! قُلْتَ : لَا ، وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ " قَالَتْ قُلْتُ : أَجَلٌ - لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ -

৪০৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা আমাকে বলিলেন : আমি তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি টের পাইয়া থাকি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন করিয়া আপনি তাহা টের পান? বলিলেন : যখন তুমি প্রসন্ন থাক তখন বলিয়া থাক, হ্যাঁ, দোহাই মুহাম্মদের প্রভুর। আর যখন অপ্রসন্ন হও তখন বল, না, দোহাই ইব্রাহীমের প্রভুর। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। আমি তখন আপনার নামটাই কেবল পরিহার করিয়া থাকি।

১৭. - بَابُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً

১৯০. অনুচ্ছেদ : বৎসরব্যাপী ভাইয়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা

৪০৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي خَرَّاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ يَسْفِكُ دَمَهُ " -

৪০৬. হযরত আবু খারার শ সুলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সহিত বর্ষব্যাপী সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকে, সে যেন তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

৪০৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ - عَنْ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " هَجْرَةُ الْمُؤْمِنِ سَنَةٌ كَدَمِهِ " وَفِي الْمَجْلِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتَابٍ فَقَالَ : قَدْ سَمِعْنَا هَذَا عَنْهُ -

৪০৭. ইমরান ইব্ন আবু আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আসলাম শ্রোত্রীয় জনৈক সাহাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন ঈমানদার ব্যক্তির সহিত বর্ষব্যাপী সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা তাহাকে হত্যা করারই শামিল। ঐ মজলিসে হযরত মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু ইতাবও উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই বলিলেন : আমরাও [রাসূলুল্লাহ (সা)] পবিত্র মুখ হইতে উহা শুনিয়াছি।

১৭১- بَابُ الْمُهْتَجِرِينَ

১৯১. অনুচ্ছেদ : সম্পর্কচ্ছেদকারী

٤٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ - يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا أَوْ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَ مَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ ، مَا دَامَ عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَأَنْ أَوْلَهُمَا فَيَنْتَ كَفَّارَةٌ لَهُ سَبَقَهُ بِالْفَى - وَإِنْ هُمَا مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا " -

৪০৮ ও ৪০৯. এই শিরোনামায় বর্ণিত হাদীস দুইখানা ১৮৯ শিরোনামার ৪০১ ও ৪০৪ হাদীসের অনুরূপ। সনদে এবং পাঠে ঈশৎ রদবদল আছে মাত্র।

১৭২- بَابُ الشُّحْنَاءِ

১৯২. অনুচ্ছেদ : হিংসা-বিদ্বেষ

٤١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا -

৪১০. ৪০২ নং হাদীসের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوَ لَا بِوَجْهِ ، هُوَ لَا بِوَجْهِ

৪১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম শ্রেণীর লোক রূপে যাহাকে দেখিবে, সে হইল দু'মুখী লোক—যে একখানে মুখে এক কথা বলে অন্যখানে অন্য মুখে অন্য কথা বলে।

৪১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ ! إِخْوَانًا .

৪১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : (কাহারও সম্পর্কে) কুধারণা পোষণ করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা কুধারণা হইতেছে সবচাইতে বড় মিথ্যা। একে অপরের মোকাবিলায় সাওদা ক্রয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বা প্রতারণামূলক দর-দস্তুর করিবে না, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হইও না, রেযারেষি করিও না, একে অপরের পাশ কাটাইয়া চলিও না এবং আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হইয়া যাও।

৪১৩- حَدَّثَنَا اسْمَعِيلٌ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

৪১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং এমন প্রতিটি বান্দাকেই মার্জনা করা হয় যে আল্লাহর সহিত শিরক করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করা হয় না যাহার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত ঝগড়া-বিসম্বাদ রহিয়াছে। তাহাদের দুইজন সম্পর্কে বলা হয়, আপোস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দুইজনের ব্যাপার থাকিতে দাও।

৪১৪- حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ ؟ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْبُغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ .

৪১৪. হযরত আবুদারদা (রা) বলেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন কথা বলিব না যাহা সাদাকা-খয়রাত এবং রোযা হইতেও উত্তম ? উহা হইতেছে আপোস-মীমাংসা করিয়া দেওয়া। মনে রাখিবে বিদ্বেষ্ট হইতেছে মুগুনকারী (যাহা পুণ্যরাশিকে ক্ষুরের চুল মুগুনের মত মুগুন করিয়া দেয়)।

৬১৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي فَزَّارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ، غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحْرَةَ ، وَلَمْ يَحْقُدْ عَلَى أَخِيهِ

৪১৫. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তিনটি পাপ যাহার মধ্যে না থাকিবে তাহার অপর গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে মাফও করিয়া দিতে পারেন। ১. যে ব্যক্তি ইন্তিকাল করিল এমন অবস্থায় যে সে আল্লাহর সহিত শিরক করিত না। ২. সে যাদুকার ছিল না যে যাদুর অনুসরণ করিয়া ফিরিত এবং ৩. সে ব্যক্তি তাহার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ্ট পোষণ করিত না।

১৯৩- بَابُ أَنْ السَّلَامَ يَجْزِيءُ مِنَ الصَّرَمِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ : সালাম কথা বন্ধ করার কাফ্যারা স্বরূপ

৬১৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ مَوْلَى ابْنِ كَعْبٍ الْمَدْحَجِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ - فَإِذَا مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ - فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ - وَإِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرَّيَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْهَجْرَةِ

৪১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : কোন ঈমানদার ব্যক্তির সহিত তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা কাহারো জন্য জাযিয় নহে। যখন তিনদিন অতিবাহিত হইয়া যায় তখন তাহার উচিত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সালাম করা। যদি অপর ব্যক্তি তাহার সালামের জবাব দেয় তবে তাহার ভাইয়ের সাওয়াবের ভাগী হইবে আর যদি ঐ ব্যক্তি তাহার সালামের উত্তর না দেয় তবে সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহর দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

১৯৪- بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِحْدَاثِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ : তরুণদিগকে পৃথক পৃথক রাখা

৬১৭- حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَفْرَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشَّرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِبَنِيهِ إِذَا

أَصْبَحْتُمْ فَتَبَدَّدُوا وَلَا تَجْتَمِعُوا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقَاطِعُوا ،
أَوْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ شَرٌّ -

৪১৭. সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) তাঁহার পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, সকাল হইতেই তোমরা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে এবং কোন এক ঘরে একত্র হইবে না। কেননা আমার ভয় হয় পাছে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কচ্যুত হয় বা কোন অঘটন ঘটিয়া যায়।

১৭৫. بَابُ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْهُ

১৯৫. অনুচ্ছেদ : না চাহিতেই স্বেচ্ছায় ভাইকে পরামর্শ দেওয়া

৪১৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، أَنَّ وَهَبَ بْنَ كَيْسَانَ أَخْبَرَهُ ، وَكَانَ وَهَبٌ أَدْرَكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَاعِيًا وَغَنَمًا فِي مَكَانٍ فَشَجَّ وَرَأَى مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ - فَقَالَ لَهُ ، وَيْحَكَ - يَا رَعِي ! حَوْلَهَا - فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

৪১৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) জনৈক রাখালকে তাহার ছাগলসহ একটি তৃণলতাহীন স্থানে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহার চাহিতে উত্তম একটি স্থান দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : হে রাখাল! তোমার জন্য দুঃখ যে, উহাকে অন্যত্র লইয়া যাও, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : প্রত্যেক রাখালকেই তাহার (অধীনস্থ) রায়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

১৭৬. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَمْثَالَ السُّوءِ

১৯৬. অনুচ্ছেদ : মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দনীয় হইলে

৪১৯. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ ، الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ .

৪১৯. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত (শোভনীয়) নহে। দান করিয়া যে ফিরাইয়া লয়, সে যেন কুকুরের মত যে বমি করিয়া আবার উহা ভক্ষণ করে।

১৭৭. بَابُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ

১৯৭. অনুচ্ছেদ : ছল ও প্রতারণা

৪২০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ وَاسْمُهُ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُؤْمِنُ غَيْرٌ كَرِيمٍ - وَالْفَاجِرُ خَبٌ لَنِيْمٍ -

৪২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : ঈমানদার ব্যক্তি হয় উজ্জ্বল চরিত্রসম্পন্ন এবং উদার হস্ত আর পাপাচারী লোক হয় শঠ এবং নীচু প্রকৃতির।

১৭৮ - بَابُ السَّبَابِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ : গালি দেওয়া

٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرَ سَاكِتٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ - ثُمَّ رَدَّ الْآخَرُ فَنَهَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ نَهَضْتَ ؟ قَالَ نَهَضْتُ الْمَلِكَةَ فَنَهَضْتُ مَعَهُمْ - إِنَّ هَذَا مَا كَانَ سَاكِتًا رَدَّتِ الْمَلِكَةُ عَلَى الَّذِي سَبَّهُ فَلَمَّا رَدَّ نَهَضَتْ الْمَلِكَةُ "

৪২১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে দুই ব্যক্তির মধ্যে গালির আদান প্রদান হইয়া গেল। প্রথমে তাহাদের একজন গালি দিল, অপরজন নিরন্তর রহিল। নবী করীম (সা) সম্মুখেই বসা ছিলেন। অতঃপর অপরজনও প্রত্যুত্তরে প্রথমজনকে গালি দিল। তখন নবী করীম (সা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে বলা হইল, আপনি যে উঠিয়া গেলেন? জবাবে তিনি বলিলেন : যেহেতু ফেরেশতাগণ মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন তাই আমিও উঠিয়া গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিরন্তর ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার পক্ষ হইতে, যে তাহাকে গালি দিয়াছিল তাহার উত্তর দিতেছিলেন। যখন সে নিজেই গালির উত্তর দিল তখন ফেরেশতাগণ মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন।

٤٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَدِيْعُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهَا فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْكَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ - فَقَالَتْ : أَنْ نُؤْبَنَ بِمَا لَيْسَ فِينَا فَطَالِمًا زَكَيْنًا بِمَا لَيْسَ فِينَا -

৪২২. হযরত উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জানাইল যে, এক ব্যক্তি আবদুল মালিকের নিকট আপনার কুৎসা বলিয়াছে। তিনি বলিলেন : তাহাতে কি? আমাদের মধ্যে যে দোষ প্রকৃতপক্ষে নাই, তাহার জন্য যদি কেঁহ আমাদেরকে দোষারোপ করিয়া থাকে, তবে অনেক সময় তো এমন হয় যে গুণ আমাদের মধ্যে নাই, সে গুণের জন্য আমরা প্রশংসিতও হইয়াছি।

٤٢٣ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عِبَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ - أَوْ بَرَى مِنْ صَاحِبِهِ -

قَالَ قَيْسٌ : وَأَخْبَرَنِي - بَعْدُ - أَبُو جُحَيْفَةَ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ : إِلَّا مَنْ تَابَ -

৪২৩. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তাহার কোন সাথীকে বলে, 'তুমি আমার দুশমন' তখন তাহাদের একজন ইসলামের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যায়। অথবা তিনি বলিয়াছেন, সে তাহার বন্ধুর যিহাদ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। অপর সূত্রে প্রকাশ, রাবী জুহায়ফা বলেন, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন : তবে যে তাওবা করে সে নহে।

১৭৭. - بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

১৯৯. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানো

٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَظْنُهُ رَفَعَهُ (شَكَ لَيْثٌ) قَالَ : فِي ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةَ سَلَامٍ - أَوْ عَظُمَ أَرُ مِفْصَلٍ - عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ - وَأَمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ .

৪২৪. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আদম সন্তানের দেহে তিনশত ষাটটি সংযোগস্থল অথবা অস্থি গ্রন্থি রহিয়াছে। ঠিক কোন শব্দটি যে তিনি বলিয়াছেন তাহা রাবীর পুরাপুরি স্মরণ নাই। প্রতি দিন ঐগুলির প্রতিটির জন্য এক একটি করিয়া সাদাকা আছে। প্রতিটি পবিত্র কথাই এক একটি সাদাকা। কোন ব্যক্তির তাহার ভাইকে সাহায্য করাও সাদাকা, কাহাকেও এক চুমুক পানি পান করানোও সাদাকা এবং রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও সাদাকা।

২০০. - بَابُ الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَى الْأَوَّلِ

২০০. অনুচ্ছেদ : গালাগালির যে সূচনা করিবে উভয় পক্ষের পাপ তাহার ঘাড়ে চাপিবে

٤٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا ، فَعَلَى الْبَادِي ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " -

৪২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কলহরত দুইপক্ষ যে গালাগালি করে তাহাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপিবে—অবশ্য যদি মযলুম-সীমালংঘন না করে।

٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ "

৪২৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, কলহরত দুই পক্ষ যে গালাগালি করে ময়লুম ব্যক্তির সীমালংঘন না করা পর্যন্ত উহাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপিবে।

৬২৭- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَتَدْرُونَ مَا الْعَضَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ: نَقَلَ الْحَدِيثَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ، لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ " .

৪২৭. রাসূলুল্লাহ (সা) একদা সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : জান অপবাদকারী কে ? সকলে বলিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই সর্বাধিক অবগত। বলিলেন : একজনের কথা যে অন্যজনের কাছে গিয়া বলে, যাহাতে তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করিতে পারে।

৬২৮- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا - وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ " -

৪২৮. নবী করীম (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাইয়াছেন যে, “পরস্পরে বিনয়ী হও এবং একে অপরের সহিত বাড়াবাড়ি করিও না।”

২.১- بَابُ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ

২০১. অনুচ্ছেদ : গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে

৬২৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسُبُّنِي، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ .

৪২৯. ইয়ায ইব্ন হিমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়া থাকে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যাহারা একে অপরকে গালি দেয় তাহারা উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক।

৬৩০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ - أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى

১. ময়লুমের সীমালংঘন করা মানে—প্রথম ব্যক্তি হয়ত তাহাকে একটা গালি দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি চট করিয়া তাহাকে দুইটা গালি দিয়া বসিল। প্রকৃতপক্ষে তখন সে ময়লুম হইতে যালিমে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অবশ্য সে যদি প্রথম ব্যক্তির সমান সমান গালি দিয়া থাকে, তবেই প্রথম ব্যক্তি উভয় পক্ষের পাপের জন্য দায়ী হইবে। অবশ্য ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা। গালির উত্তরে গালি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই প্রশংসনীয় কাজ নহে।

أَحَدٍ " فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَبَّنِي مَلَأَ هُمْ أَنْقَصُ مِنِّي ، فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ ، هَلْ عَلَى فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ ؟ قَالَ : " الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَذَّبَانِ . " مُكَرَّرٌ - قَالَ عِيَّاضٌ ، وَضَكْنْتُ حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً ، قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ : " إِنِّي أَكْرَهُ زَيْدَ الْمُشْرِكِينَ "

৪৩০. হযরত ইয়ায ইব্ন হিমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, পরস্পরে বিনয়ী হও, কেহ কাহারো সহিত বাড়াবাড়ি করিও না, একে অপরকে গর্ব প্রদর্শন করিও না। আমি বলিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তি আমাকে আমার চাইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সম্মুখে আমাকে গালি দেয়, আর আমিও তাহার প্রত্যুত্তর করি তবে এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? ইহাতে কি আমার পাপ হইবে? তিনি বলিলেন, যাহারা একে অপরকে গালি দেয় তাহাদের উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং তাহারা উভয়েই মিথ্যুক। হযরত ইয়ায (রা) বলেন, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিপক্ষ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাহাকে একটি উষ্ট্রী হাদিয়া দিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি তখন বলিলেন : মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণে আমার রুচি হয় না।

২.২- بَابُ سَبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ

২০২. অনুচ্ছেদ : মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ

৬২১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ . "

৪৩১. মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মালিক (রা) তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর পাপ।

৬২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخِشًا وَلَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا - كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْعَتَبَةِ " مَا لَهُ تَرْبَ جَبِيئُهُ . "

৪৩২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো অশ্রীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। ক্রুদ্ধ হইলে তিনি বলিতেন, তাহার কি হইল? তাহার কপাল ধূলি ধূসরিত হউক।

৬২৩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَوَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ " وَقِتَالُهُ كُفْرٌ . "

৪৩৩. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ আর তাহাকে হত্যা করা কুফর বা কুফরী কাজ।

৬২৬- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمَرٍ ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيَّ حَدَّثَهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ " -

৪৩৪. হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তিকে অপবাদ দেয় এবং কুফরের অপবাদ দেয় উহা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, যাহাকে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে যদি সে প্রকৃতই উহা না হইয়া থাকে।

৬২৫- وَبِالسَّنَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ كَفَرَ - وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِلَّا حَارَتْ عَلَيْهِ " -

৪৩৫. হযরত আবু যার (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া তাহার পিতা ব্যতীত অপর কাহাকেও তাহার পিতা বলিয়া দাবি করে, সে কুফরী করিল আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন বংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিল, যে বংশে প্রকৃতপক্ষে তাহার জন্ম নহে, সে যেন দোষখে তাহার স্থান বাছিয়া লয়। আর যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও কাফির বা আল্লাহর দুশমন বলিয়া অভিহিত করিল অথচ প্রকৃতপক্ষে সে উহা নহে তবে উহা তাহারই হইবে।

৬২৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرْدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ " فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - وَقَالَ : أَرَأَيْتَ بِيْ بَأْسًا أَمْجَنُونَ أَنَا ؟

৪৩৬. হযরত সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) নামক সাহাবী বলেন, দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে একে অপরকে গালি দিল। তাহাদের একজন এমনি ক্রুদ্ধ হইল যে, তাহার চেহারা ফুলিয়া বিকৃত হইয়া গেল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : আমি এমন একটি বাণী জানি যদি সে উহা বলে তবে তাহার ক্রোধ দূরীভূত হইয়া যাইবে। তখন এক ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া নবী করীম (সা)-এর কথা তাহাকে

জ্ঞাত করিল। তিনি বলিলেন, তুমি বল—“আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম”—“বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।” সে ব্যক্তি (উহা শুনিয়া) বলিল : তুমি কি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখিতেছ, না আমাকে পাগল পাইয়াছ ?

৪২৭. حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَرِيدَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ غَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتْرٌ - فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةً هَجَرَ - فَقَدْ خَرَقَ فِي سِتْرِ اللَّهِ - وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْتَ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا -

৪৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এমন দুইজন মুসলমান নাই যাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি আচ্ছাদন বিদ্যমান নাই। যখন কোন ব্যক্তি তার অপর সাথীর সঙ্গে অশ্লীল কথা বলে, তখন সে আল্লাহ্র সে আচ্ছাদন ছিন্ন করে এবং যখন একজন অপরজনকে কাফির বলিয়া গালি দেয়, তখন তাহাদের মধ্যকার একজন তো কাফির হইয়াই যায়।

২.৩ - بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِكَلَامِهِ

২০৩. অনুচ্ছেদ : মুখের উপর কথা না বলা

৪২৮. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا - فَرُخِّنَ فِيهِ - فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُم بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً " -

৪৩৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কোন একটি কাজ করিলেন এবং লোকদিগকে উহা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। কিছু লোক (পরহেযগারী স্বরূপ) উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকিলেন। এই সংবাদটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণগোচর হইল। তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণ দিতে দাঁড়াইলেন। (খুৎবায়) আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনার পর তিনি বলিলেন : লোকজনের কি হইল যে, তাহারা এমন কাজ হইতেও বিরত থাকে, যাহা আমি স্বয়ং করিয়া থাকি। কসম আল্লাহ্র! আমি তাহাদের চাইতে আল্লাহ্ (ও তাহার হুকুম আহকাম) সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত। তাহাদের তুলনায় তাহাকে অধিকতর ভয় করিয়া থাকি।

৪২৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمِ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ - فَدَخَلَ

১. কোন মুসলমানকে চট করিয়া কাফির বলিয়া অভিহিত করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। স্পষ্ট কুফুরী কাজে লিপ্ত না হইলে কাহাকেও কাফির বলা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির কাজের তাবিল করিয়া সদার্থ গ্রহণ করা চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কাফির বলা চলে না।

عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ " لَوْ غَيَّرَ أَوْ نَزَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " -

৪৩৯. হযরত আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) কাহারও কিছু অপছন্দ করিলে তাহার মুখের উপর কদাচিৎ কিছু বলিতেন। একদিন তাঁহার দরবারে এমন এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল যাহার বস্ত্রে হলুদ রঙ-এর ছাপ ছিল। যখন সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল তখন তিনি তাহার সাহাবীগণকে বলিলেন, কতই না উত্তম হইত যদি এই ব্যক্তি এই হলুদ রঙটি পরিবর্তন করিয়া ফেলিত বা উহা উঠাইয়া ফেলিত।

২.৪ - بَابُ مَنْ قَالَ لِأَخْرَ يَا مُنَافِقُ فَيُتَأْوِيلُ تَأْوِيلُهُ

২০৪. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কাহাকেও মুনাফিক বলা

৬৬. - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكِلَانَا فَارِسٌ - فَقَالَ " انْطَلِقُوا حَتَّى تَبْلُغُوا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا - وَبِهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَتُونِي بِهَا " فَوَافَيْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا : أَلَكِتَابُ الَّذِي مَعَكَ - قَالَتْ : مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَبَحَثْنَاهَا وَبَعِيرَهَا - فَقَالَ صَاحِبِي - مَا أَرَى فَقُلْتُ : مَا كَذَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَجْرِدَنَّكَ أَوْ أَتُخْرِجَنَّه - فَاهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حِجْزَتِهَا وَإِعْلِيهَا إِزَارَ صَوْفٍ فَأَخْرَجَتْ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ : خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ - دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَهُ - وَقَالَ " مَا حَمَلَكَ ؟ " فَقَالَ : مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ - وَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ قَالَ " صَدَقَ - يَا عُمَرُ أَوْ لَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ لَعَلَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ﴿ اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجِبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ ﴾ فَدَمَعْتُ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

৪৪০. হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এবং যুবায়র ইবন আওয়ামকে রওয়ানা করাইলেন। আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। যাত্রাকালে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, যতক্ষণ না অমুক অমুক ধরনের একটি বাগানে পৌছবে এবং সেখানে পাইবে এক মহিলাকে (মক্কার) মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লিখিত হাতিবের পত্র তাহার নিকট পাইবে ততক্ষণ পথ চলিতেই থাকিবে। আমরা পথ চলিতে লাগিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথামত জনৈকা উদ্বিরোহিণী মহিলাকে চলন্ত অবস্থায় পাইয়া গেলাম। আমরা বলিলাম, পত্র কোথায় ? বাহির কর। সে বলিল, আমার কাছে কোন

পত্র নাই। আমরা তখন তাহার এবং তাহার উষ্ট্রী তল্লাশী করিলাম। আমার সাথীটি বলিয়া উঠিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা বলিতে পারেন না। (পত্র নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে আছে)। অতঃপর আমি তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, তুমি পত্র বাহির করিয়া দিবে, নতুবা আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে উলঙ্গ করিয়া হইলেও পত্র বাহির করিব। তখন সে তাহার কোমরের দিকে হাত নিল এবং পত্রখানি বাহির করিয়া দিল। সে তখন একটি পশমী কাপড় পরিহিতা ছিল। আমরা তখন তাহা লইয়া নবী (সা)-এর খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, এই ব্যক্তি (হাতিব) আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মুসলিম জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমাকে তাহার গর্দান মারিতে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কেন এমনটি করিতে গেলে? হাতিব বলিলেন : (ইয়া রাসূলুল্লাহ্!) আমার ঈমান ঠিকই আছে, আমি শুধু চাহিয়াছিলাম যে, কাওমের উপর আমার একটু অনুগ্রহ থাকুক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উমর! সে ঠিকই বলিয়াছে। সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। এই জন্যই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের (বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, “তোমরা যাহা ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।” হযরত উমরের চক্ষুদ্বয় তখন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলই সমধিক জ্ঞাত।

২০৫. - بَابُ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ

২০৫. অনুচ্ছেদ ৪ কোন মুসলমানকে যে কাফির বলে

৬৬১. - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " أَيْمًا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا - "

৪৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া অভিহিত করে, তখন তাহাদের দুইজনের দিকে উহা (কুফুর) প্রত্যাবর্তন করিবে।

৬৬২. - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ لِلْآخِرِ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرُ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ كَافِرًا فَقَدْ صَدَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِي لَهُ بِالْكَفْرِ - "

৪৪২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া অভিহিত করে, তখন তাহাদের মধ্যে একজন কাফির হইয়া যায়। সেই ব্যক্তি যাহাকে কাফির বলিয়াছে, সে যদি প্রকৃতই কাফির হইয়া থাকে তবে তা সে যথার্থই বলিয়াছে। আর যদি প্রকৃতপক্ষে সে তাহার কথামতো কাফির না হইয়া থাকে, তবে যে তাহাকে কাফির বলিল, সেই কাফির পদবাচ্য হইয়া পড়িল।

২.৬- بَابُ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

২০৬. অনুচ্ছেদ : শত্রুর উল্লাস

৪৪৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ -

৪৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ভাগ্যের অঘটন এবং শত্রুর উল্লাস হইতে (আল্লাহর) আশ্রয় চাহিতেন।

২.৭- بَابُ السَّرْفِ فِي الْمَالِ

২০৭. অনুচ্ছেদ : সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়

৪৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنْ اللَّهُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطَ لَكُمْ ثَلَاثًا - يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ " -

৪৪৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজের উপর সন্তুষ্ট এবং তোমাদের তিনটি কাজের দ্বারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তাহা হইল : ১. তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে—তাঁহার সহিত অন্য কিছুকে শরীক (শিরক) করিবে না, ২. তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করিবে ও ৩. যাহাকে আল্লাহ তোমাদের শাসক বানাইয়াছেন তাঁহার মঙ্গল কামনা করিবে এবং তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ অপসন্দ করেন তাহা হইল : (১) বাদানুবাদ (২) অধিক যাচঞা ও (৩) সম্পদের অপচয়।

৪৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَاءِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ» [২৪ : সবা : ৩৯] قَالَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ -

৪৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের আয়াত, «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ» "তোমরা যাহা ব্যয় করিবে আল্লাহ তাহার প্রতিদান দিবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।" এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, আল্লাহর এই ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন তোমরা অপচয় না করিবে এবং কার্পণ্য করিবে না।

২.৮- بَابُ الْمُبَذِّرِينَ

২০৮. অনুচ্ছেদ : অপচয়কারীগণ

৪৪৬- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْمُبَذِّرِينَ ، قَالَ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৬. হযরত আবুল উবায়দাহীন বলেন : আমি হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, (কুরআন শরীফে শয়তানের ভাই বলিয়া উল্লিখিত) মুবায়যিরীন বা অপচয়কারী কাহারো ? জবাবে তিনি বলিলেন : যাহারা না-হক খরচ করে তাহারাই অপচয়কারী ।

৪৪৭- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُبَذِّرِينَ قَالَ الْمُبَذِّرِينَ فِي غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৭. হযরত ইকরামা ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, অপচয়কারী হইতেছে ঐসব ব্যক্তি যাহারা না-হক খরচ করে ।

২.৯- بَابُ إِصْلَاحِ الْمَنَازِلِ

২০৯. অনুচ্ছেদ : বাসস্থান নিরাপদকরণ

৪৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اصْلِحُوا عَلَيْكُمْ مَثَاوِيَكُمْ وَآخِيفُوا هَذِهِ الْجَنَانَ قَبْلَ أَنْ تَخْفِيَكُمْ ، فَإِنْ لَنْ يَبْدُوا لَكُمْ ، مُسْلِمُوها وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا سَأَلْنَا هُنَّ مِنْذُ عَادَيْنَا هُنَّ .

৪৪৮. হযরত যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা) তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিতেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের বাসস্থান সমূহের সংস্কার কর। সেই (উদ্ভবকারী) জ্বিনসমূহ তোমাদিগকে ভীতিপ্রদর্শনের পূর্বেই তোমরা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর। তাহাদের মুসলমানরা তোমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে না। কসম আল্লাহর, যখন হইতে তাহাদের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে তারপর আর কোন দিন তাহাদের সহিত আমি আপোস করি নাই।

২.১০- بَابُ النِّفْقَةِ فِي الْبِنَاءِ

২১০. অনুচ্ছেদ : বাড়ির পিছনে অর্থ ব্যয়

৪৪৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ ، عَنْ خُبَّابٍ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤَخَّرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا الْبِنَاءَ .

৪৪৯. হযরত খাব্বাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আদম সন্তান প্রতিটি ব্যাপারেই সওয়াব লাভ করে। অবশ্য বাড়ি ছাড়া।

২১১. - بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ مَعَ عُمَالِهِ

২১১. অনুচ্ছেদ : মালিক ব্যক্তির মজুর কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা

৪৫০. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَالِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَهَبٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيفُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ - أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَاصِمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِابْنِ أَخٍ لَهُ خَرَجَ مِنَ الْوَهْطِ : أَيْعْمَلُ عُمَالُكَ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي - قَالَ أَمَّا لَوْ كُنْتَ ثَقَفِيًّا لَعَلِمْتَ مَا يَعْمَلُ عُمَالُكَ - ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَمِلَ مَعَ عُمَالِهِ فِي دَارِهِ (وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً : فِي مَالِهِ) كَانَ عَامِلًا مِنْ عُمَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৫০. হযরত নাকি' ইবন আসিম (র) বলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-কে ওহাত নামক স্থান হইতে আগত তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনিয়াছেন, তোমার মজুররা কি কাজকর্ম করে ? তখন চাচা বলিলেন : যদি তুমি সাক্ষী গোত্রের লোক হইতে তবে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার মজুর কর্মচারীরা কি কাজ করে না করে উহার খবর তুমিই রাখিতে। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্বগৃহে (একবার রাবী আবু আসিম স্বগৃহের স্থলে স্ব-সম্পদে শব্দটিও বলিয়াছিলেন) তাহার মজুর বা কর্মচারীদের সহিত কাজ করে তখন সে হয় আল্লাহ তা'আলার একজন কর্মচারী।

২১২. - بَابُ التَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَانِ

২১২. অনুচ্ছেদ : অট্টালিকা লইয়া গর্ব করা

৪৫১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ " -

৪৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামত আসিবে না যতক্ষণ না মানুষ বিরাট বিরাট অট্টালিকা লইয়া গর্বে মগ্ন হইবে।

৪৫২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ ، فَتَنَاوَلُ سُقْفَهَا بِيَدَيْ -

১. বাড়ি বানানো অর্থাৎ উহাকে সুদৃঢ় ও আলীশান করিয়া বিশাল অট্টালিকা তোলার পিছনে অর্থ ব্যয় করার প্রবণতাকে শরী'আত যে উৎসাহিত করে না এই হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়।

৪৫২. হযরত হাসান (রা) বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের আমলে নবী করীম (সা)-এর সহ-ধর্মীগণের গৃহসমূহে যাতায়াত করিতাম। তাঁহাদের ঘরসমূহের ছাদ হাত দিয়া নাগাল পাইতাম।

৪৫৩. وَبِالسَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْحُجْرَاتِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ مَغْشَى مِنْ خَارِجٍ بِمَسْوُوحِ الشَّعْرِ ، وَأَظُنُّ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَذْرُعَ ، وَأَحْزَرُ الْبَيْتِ الدَّخْلَ عَشْرَ أَذْرُعَ وَأَظُنُّ سَمَكَهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ مَسْتَقْبِلُ الْمَغْرِبِ -

৪৫৩. দাউদ ইব্ন কায়স বলেন, খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত উম্মুল মু'মিনীনদের প্রকোষ্ঠসমূহ আমি দেখিয়াছি। বাহির হইতে ঘাসের পলস্তরা দ্বারা আবৃত। আমার যতদূর মনে হয় বাড়ির প্রস্থ ঘরের দরজা হইতে বাড়ির দরজা পর্যন্ত উঠান প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা আমার ধারণায় সাত ও আট হাতের মাঝামাঝি। আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়াছি, উহা ছিল পশ্চিমমুখী।

৪৫৪. وَبِالسَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْعِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّومِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ : مَا أَقْصَرَ سَقْفُ بَيْتِكَ هَذَا ! قَالَتْ : يَا بُنَى ! إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ أَنْ لَا تَطِيلُوا بِنَاءَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ أَيَّامِكُمْ -

৪৫৪. হযরত আবদুল্লাহ্ রুমী (র) বলেন : আমি হযরত উম্মে তাল্ক (রা)-এর বাড়িতে গেলাম। আমি তাকে বলিলাম, আপনার ঘরের ছাদ কত নিচু। জবাবে তিনি বলিলেন : বৎস, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার কর্মচারীগণকে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তোমাদের বাড়িসমূহকে উচ্চ অটালিকারূপে গড়িও না। কেননা উহা তোমাদের দুর্দিনের ইঙ্গিতবহ।

২১৩. -بَابُ مَنْ بَنَى

২১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করে

৪৫৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَامِ بْنِ شَرَجِيلٍ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَسَوَاءٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ حَائِطًا أَوْ بِنَاءً لَهُ فَأَعَانَاهُ -

৪৫৫. হযরত হাব্বা ইব্ন খালিদ এবং হযরত সাওয়া ইব্ন খালিদ (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেওয়াল অথবা গৃহ মেরামত করিতেছিলেন। তাঁহারা দুইজনেও তাকে কাজে সাহায্য করিলেন।

৪৫৬. حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَابٍ نَعُوذُهُ ، وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كِيَاتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا ، وَإِنَّا أَصْبْنَا مَلَا نَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ - وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৪৫৬. হযরত কায়স ইব্ন আবু হাযম (র) বলেন, আমরা হযরত খাবাব (রা)-কে তাহার পীড়িত অবস্থায় দেখিতে গেলাম। রোগের দরুণ ইতিমধ্যেই তিনি তাহার গায়ে (গরম লোহার) সাতটি দাগ লইয়া ছিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের যে সব সঙ্গী অতীত হইয়া গিয়াছেন দুনিয়া তাহাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আর আমরা এমন বস্তুর অধিকারী হইয়াছি যাহা রাখার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছু পাইতেছি না। যদি নবী করীম (সা) আমাদের মৃত্যু কামনা করিতে বারণ না করিতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করিতাম।

৪৫৭. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ يُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ التُّرَابَ -

৪৫৭. অতঃপর আর একদিন আমরা তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি দেওয়াল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। বলিলেন, মুসলিমকে তাহার ব্যয় করা প্রতিটি বস্তুর জন্য প্রতিফল (সাওয়াব) প্রদান করা হইয়া থাকে, তবে যাহা সে মাটিতে মিশাইয়া দেয় তাহার জন্য নহে।

৪৫৮. حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَصْلَحُ خَصَائِنَا - فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ قُلْتُ أَصْلَحُ خَصَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ " الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ "

৪৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার কুটিরের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন আমি আমার কুটির মেরামত করিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? আমি আরম্ভ করিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কুটির মেরামত করি তিনি বলিলেন : প্রকৃত ব্যাপার অর্থাৎ মৃত্যু উহা হইতেও তাড়াতাড়ি হওয়ার মত।

২১৪. بَابُ الْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ

২১৪. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ত বাসগৃহ

৪৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ وَقَبِيصَةُ قَالَا : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ خَمِيلٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ -

৪৫৯. হযরত নাবি ইব্ন আবদুল হারিস (র) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের অন্যতম হইল প্রশস্ত বাসগৃহ, সৎপ্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন (সাত্তারী)।

২১৫. - بَابُ مَنْ اتَّخَذَ الْغُرْفَ

২১৫. অনুচ্ছেদ : যে কোঠায় অবস্থান করিল

৬৭. - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ نِبْرَاسٍ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسٍ بِالزَّوْأِيَةِ فَوْقَ غُرْفَةٍ لَهُ - فَسَمِعَ الْأَذَانَ فَزَلَ وَنَزَلَتْ - فَقَارَبَ فِي الْخَطَا فَقَالَ : كُنْتُ مَعَ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ فَمَشَى بِيْ هَذِهِ الْمَشْيَةِ - وَقَالَ : أَتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشَى بِيْ هَذِهِ الْمَشْيَةِ وَقَالَ " أَتَدْرِي لِمَ مَشَيْتُ بِكَ ؟ " قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " لِيَكْثُرَ عَدَدُ خَطَانَا فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ

৪৬০. হযরত সাবিত (রা) বলেন : একদা তিনি হযরত আনাস (রা)-এর সহিত তাঁহার গৃহের উপরস্থ কোঠায় ছিলেন, তখন তিনি আযান শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন নিচে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সাথে সাথে আমিও নিচে অবতরণ করিলাম। অতঃপর তিনি ঘন ঘন কদম রাখিয়া (মসজিদের দিকে) চলিতে লাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন : আমি একবার হযরত য়াসিদ ইব্ন সাবিতের সহিত এ রূপ হাঁটিয়া চলিতেছিলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তুমি কি জানো, আমি তোমার সহিত এইভাবে কেন হাঁটিয়া চলিতেছি ? নবী করীম (সা) একবার আমাকে সাথে নিয়া এইরূপ (ঘন কদমে) হাঁটিয়া চলিতেছিলেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তুমি কি বলিতে পার, আমি কেন তোমাকে নিয়া এরূপ হাঁটিয়া চলিয়াছি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। বলিলেন : যাহাতে নামাযের উদ্দেশ্যে আমাদের পদক্ষেপের (কদমের) সংখ্যা বেশি হয়।

২১৬. - بَابُ نَقْشِ الْبُنْيَانِ

২১৬. অনুচ্ছেদ : অট্টালিকায় কারুকার্য

৬৮. - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفُذَيْكَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُشَبِّهُونَهَا بِالْمَرَاجِلِ " قَالَ : إِبْرَاهِيمُ : يَعْنِي الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ -

৪৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামত আসিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত লোক এমন সব ঘরবাড়ি নির্মাণ করিবে যাহাকে তাহারা নকশী কাঁথার মত কারুকার্যময় করিয়া তুলিবে। মুহাদ্দিস ইব্রাহীম 'মেরাজিল' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : অর্থাৎ কারুকার্য খচিত বস্ত্র।

٤٦٢- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ ، اُكْتُبَ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَادِ الْبَنَاتِ - وَمَنْعِ وَهَاتِ -

৪৬২. হযরত মুগীরা (রা)-এর সচিব ওয়াররাদ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত মুগীরা (রা)-কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি নবী করীম (সা)-এর কাছে যাহা শুনিয়াছেন তাহা আমার কাছে লিখিয়া পাঠান। উত্তরে মুগীরা (রা) লিখিলেন : আল্লাহ্র নবী প্রত্যেক নামাযের পর বলিতেন—(দু'আ) :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

“নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহারই রাজ্য, তাঁহারই সব প্রশংসা। তিনি সর্বসময়ে শক্তিমান। প্রভু, তুমি যাহা দান করিতে চাও তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না আর তুমি যাহা রোধ করিতে চাও তাহা কেহ দান করিতে পারে না, কোন বিদ্বশালীর বিদ্বৎ সম্পদই তোমার অসন্তুষ্টির মোকাবেলায় কোনরূপ উপকারে আসে না।”

তিনি তাঁহাকে পত্রে আরো লিখিলেন : তিনি অযথা বাক্যব্যয়, অধিক যাচঞা এবং সম্পদের অপচয় করিতে বারণ করিতেন। তিনি আরো বারণ করিতেন মাতাদের অবাধ্যতা করিতে, কন্যা সম্বানদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিতে এবং কার্পণ্য ও পরধনে লিপ্সা করিতে।

٤٦٣- حَدَّثَنَا أَدَمُ : قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ، قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا ، وَغَدُوا وَرَوَحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ الدَّلَجَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا "

৪৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তিকেই তাহার আমল নাজাত দিতে পারিবে না। উপস্থিত সাহাবাগণ আরয় করিলেন : আপনাকেও কি ইয়া রাসূল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমাকেও নহে, যদি না আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রহমত দ্বারা

আমাকে আবৃত করিয়া লন। সুতরাং সরল পথে চলিবে, তাঁহার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হইবে, সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত (ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীনের নামায আদায়) করিবে এবং রাত্রির অন্ধকারে কিছু ইবাদত (তাহাজ্জুদ) করিবে এবং সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে।

২১৭- بَابُ الرِّفْقِ

২১৭. অনুচ্ছেদ : নম্রতা অবলম্বন

৬৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : السَّأَمُ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ! فَفَهَمْتُهَا فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّأَمُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ " -

৪৬৪. নবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া (অভিবাদনচ্ছলে) বলিল, ‘আস্‌সামু আলাইকুম’ (তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হউক)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাহাদের বক্তব্য বুঝিতে পারিলাম এবং তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম—“ওয়া আলাইকুমুস্‌ সামু ওয়া লানাতু” (তোমাদের উপর মৃত্যু আপতিত হউক এবং সাথে সাথে অভিসম্পাতও)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ধীরে আয়েশা, ধীরে! আল্লাহ সর্বব্যাপারেই নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহারা কি বলিয়াছে তাহা কি আপনি শুনে নাই? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আমি তো “ওয়া আলাইকুম” বলিয়া দিয়াছি।

৬৬৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَحْرُمِ الرِّفْقَ يَحْرُمِ الْخَيْرَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ----- مِثْلَهُ -

৪৬৫. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি স্বভাবের নম্রতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

হযরত আমাশের সূত্রও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

৬৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَنْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الرَّفْقِ ، فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ -

৪৬৬. হযরত আব্দারদা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যাহার স্বভাবে নম্রতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে সমুদয় কল্যাণই প্রদান করা হইয়াছে। আর যাহাকে স্বভাবের নম্রতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, সে সমুদয় কল্যাণ হইতেই বঞ্চিত রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন মু'মিনের নেকীর পাল্লায় সব চাইতে ভারী বস্তু হইবে উত্তম আচরণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী বাচাল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاسْمُهُ أَبُو بَكْرٍ - مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ قَالَتْ : عَمْرٌو : قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ " -

৪৬৭. হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অল্প-স্বল্প ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুচ্ছজ্ঞান করিও।

٤٦٨ - حَدَّثَنَا الْغَدَّانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَكُونُ الْخَرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يَحِبُّ الرَّفْقَ .

৪৬৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : (রুঢ়তা) যে কোন বস্তুতেই হউক না কেন, উহা তাহাকে দোষযুক্ত করিয়া দেয়। আল্লাহ তা'আলা নম্র ও নম্রতা তিনি ভালবাসেন।

٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ -

৪৬৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন, পর্দার অভ্যন্তরে অবস্থানকারিণী কুমারী মেয়েদের চাইতেও অধিকতর লজ্জাশীল। যখন কোন কিছু তাহার রূচি বিরুদ্ধ হইত, তখন আমরা তাহার চেহারা মুবারক দর্শনেই তাহা আঁচ করিয়া লইতাম।

٤٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ قَابُوسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " الْهُدَى الصَّالِحُ ، وَالسَّمْتُ ، وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ " -

৪৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : নেক পথে চলুন, সদাচার এবং মিতাচার হইতেছে নবুয়্যাতের সন্তর ভাগের এক ভাগ।

৪৭১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ فِيهِ صَعُوبَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ .

৪৭১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি একটি উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। উহা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : (আয়েশা) সর্বাবস্থায় অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করিবে, কেননা যে কোন বস্তুর মধ্যেই উহা থাকিলে উহা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে আর যে বস্তু হইতেই উহা সরাইয়া লওয়া হয় সেই বস্তু দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

৪৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَفْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِيَّاكُمْ وَالشَّعْ - فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

৪৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সাবধান! সাবধান ! কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে উহাই ধ্বংস করিয়াছে। তাহারা পরস্পরে খুনখারাবীতে লিপ্ত হইয়াছে এবং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। যুলুম কিয়ামতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার রাশি।

২১৮. - بَابُ الرِّفْقِ فِي الْمَعِيشَةِ

২১৮. অনুচ্ছেদ : সহজ-সরল জীবনযাত্রা

৪৭৩. حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ أَمْسِكْ حَتَّى أَخِيْطَ نَقَبَتِيْ - فَأَمْسَكْتُ فَقُلْتُ : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ خَرَجْتُ فَأَخْبَرْتَهُمْ لَعَدُوهُ مِنْكَ بَخْلًا ، قَالَتْ : أَبْصُرْ شَأْنَكَ - إِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلْقَ .

৪৭৩. সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন উবায়দ বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন : একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, একটু দাঁড়াও, আমি আমার মুখাভরণটি একটু সেলাই করিয়া লই। আমি তখন দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, উম্মুল মু'মিনীন! আমি যদি

বাহিরে গিয়া লোকজনকে উহা অবগত করি তবে তাহারা উহা আপনার কার্পণ্য বলিয়া ধরিয়া লইবে। তিনি বলিলেন, (লোকে কি বলিবে সে কথায় কাজ নাই) নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করেন, তাহার জন্য নতুন কাপড় নহে।

২১৭. - بَابُ مَا يُعْطَى الْعَبْدُ عَلَى الرَّفْقِ

২১৯. অনুচ্ছেদ : নম্রতায় যাহা মিলে

৪৭৬. - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ ، وَيُعْطَى عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَنْفِ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ .

৪৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতার দরুন (বান্দাকে) এমন (নিয়ামত) দান করেন যাহা কঠোরতায় দান করেন না। অনুরূপ হাদীস ইউনুস ও হুমায়দ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

২২. - بَابُ التَّسْكِينِ

২২০. অনুচ্ছেদ : শান্তি

৪৭৫. - حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا ، وَسَكَنُوا وَلَا تُنْفِرُوا

৪৭৫. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সহজ করিও, কঠিন করিও না, শান্ত্যুনা প্রদান করিও, ঘৃণা বিরক্তির উদ্বেক করিও না।

৪৭৬. - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : نَزَلَ ضَيْفٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِي الدَّارِ كَلْبَةٌ لَهُمْ فَقَالُوا : يَا كَلْبَةُ الْاِتْنَبَحِي عَلَى ضَيْفِنَا - فَصَحَنَ الْجِرَاءُ فِي بَطْنِهَا فَذَكَرُوا النَّبِيَّ لِمَ فَقَالَ : إِنَّ مِثْلَ هَذَا كَمَثَلِ أُمَّةٍ تَكُونُ بَعْدَ كُمْ يَغْلِبُ ، سَفَهَاؤُهَا عَلَمَاءُهَا

৪৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) একটি কাহিনী বর্ণনা করেন যে, একদা বনী ইসরাঈল বংশের কোন এক পরিবারে জনৈক মেহমানের আগমন ঘটিল। তাহাদের দরজায় ছিল তাহাদের একটি মাদী কুকুর। পরিবারের লোকজন কুকুরটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওহে! আগন্তুক আমাদের মেহমান, ঘেউ ঘেউ করিস না। উহাতে কুকুরী তো চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার উদরের ছানাগুলি ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। তাহারা এই কথাটি তাহাদের নবীর কাছে বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন : উহার অনুরূপ ব্যাপার তোমাদের পরবর্তী উম্মাতের মধ্যে ঘটিবে। তাহাদের নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের আলিম শ্রেণীর লোকদের পরাভূত করিবে।

২২১- بَابُ الْخَرْقِ

২২১. অনুচ্ছেদ : কঠোরতা

৬৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ فِيهِ صَعُوبَةٌ ، فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ - فَإِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

৪৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। উহা ছিল কষ্টদায়ক। আমি উহাকে প্রহার করিতে লাগিলাম। তখন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : (আয়েশা) সর্বাবস্থায় অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করিবে। কেননা যে বস্তুর মধ্যেই নম্রতা থাকে, উহা তাহাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং যে বস্তু হইতে উহা সরাইয়া লওয়া হয়, উহা দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

৬৭৮- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نُضْرَةَ قَالَ : رَجُلٌ مِّنَّا يُقَالُ لَهُ جَابِرٌ أَوْ جُوَيْرٌ ، طَلَبَتْ حَاجَةً إِلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْلًا - فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أُعْطِيتُ فِطْنَةً وَلِسَانًا - (أَوْ قَالَ مَنْطِقًا) فَاخَذْتُ فِي الدُّنْيَا فَصَغَّرْتُهَا فَتَرَكْتُهَا لَا يَسْتَوِي شَيْئًا - وَإِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ أَبْيَضُ الشَّعْرِ أَبْيَضُ الثِّيَابِ ، فَقَالَ لَمَّا فَرَعْتُ : كُلُّ قَوْلِكَ كَانَ مُقَارِبًا ، إِلَّا وَقَوْلَكَ فِي الدُّنْيَا ، وَهَلْ تَدْرِي مَا الدُّنْيَا ؟ إِنَّ الدُّنْيَا فِيهَا بَلَاغُنَا (أَوْ قَالَ زَادُنَا) إِلَى الْآخِرَةِ وَفِيهَا أَعْمَالُنَا الَّتِي نُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، قَالَ فَاخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ قَالَ : سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ ، أَبِي بَنُ كَعْبٍ -

৪৭৮. হযরত আবু নাযরা বলেন, আমাদের মধ্যে জাবির কিংবা জুওয়াইবির বলিয়াছেন : একবার হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁহার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। আমি মদীনা শরীফে গোলাম। ভোর হইলে পর আমি হযরত উমরের দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমাকে বুদ্ধিভঙ্গি ও বাগিতা উভয়ই দেওয়া হইয়াছে অথবা তিনি বলেন, আমাকে বেশ শুছাইয়া কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমি দুনিয়া প্রসঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম এবং উহাকে এতই হয়ে প্রতিপন্ন করিলাম যে, উহা যেন একেবারেই তুচ্ছ। তাঁহার পাশে তখন শুভকেশী ও শুভবস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। আমি যখন কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম, তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার সব কথাই ঠিক, দুনিয়া প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য ছাড়া। তুমি কি জান দুনিয়া কি? তাহা তো আমাদের জীবনোপকরণ

অথবা তিনি বলেন, দুনিয়া হইতেছে আখিরাতের পাথেয় স্বরূপ এবং উহাতে আমরা যে আমল করিব উহার প্রতিদানই আমরা আখিরাতে লাভ করিব। তিনি বলেন : দুনিয়া প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি কথা বলিলেন, যিনি এ ব্যাপারে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পাশে উপবিষ্ট এই (জ্ঞানবৃদ্ধ) ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিলেন, উনি হইতেছেন মুসলিমদের নেতা উবাই ইব্ন কা'ব (রা)।

৬৭৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِشْرَةُ شَرٌّ -

৪৭৯. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : দাঙ্গিকতা হইতেছে অনিষ্টকারী বস্তু।

২২২ - بَابُ اصْطِنَاعِ الْمَالِ

২২২. অনুচ্ছেদ : উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ

৬৮০ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْشُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ الرَّجُلُ مِنَّْا تَنْتَجِ فَرَسَهُ فَيَنْحَرُهَا فَيَقُولُ، أَنَا أَعِيشُ حَتَّى أَرْكَبُ هَذَا ؟ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنْ أَصْلَحُوا مَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ تَنْفُسًا -

৪৮০. হযরত হানাশ তাঁহার পিতা হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন আমাদের মধ্যে কাহারো ঘোড়াকীর বাচ্চা হইত, তখন সে উহা যবাই করিয়া ফেলিত আর বলিত, উহা চড়িবার যোগ্য হওয়া পর্যন্ত কি আমি বাঁচিয়া থাকিব! এমন সময় হযরত উমরের নিকট হইতে এই মর্মের একখানা পত্র আসিয়া পৌঁছিল যে, আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা জীবিকা সূত্রে প্রদান করেন উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। কেননা তোমাদের ঐ আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপরতা প্রসূত।

৬৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَفْرُسَهَا، فَلْيَفْرُسْهَا -

৪৮১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যদি কিয়ামত আসিয়া পড়ে এবং তখন তোমাদের কাহারো হাতে খেজুরের চারা গাছ থাকে তবে কিয়ামত আসার পূর্বে সে যদি পারে এই চারা গাছটি যেন রোপন করে।

৬৮২ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ " قَالَ

لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنْ سَمِعْتُ بِالدَّجَالِ قَدْ خَرَجَ ، وَأَنْتَ عَلَى وَدِيَّةٍ تَغْرُسُهَا فَلَا تَعْجَلْ أَنْ تَصْلَحَهَا ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْشًا -

৪৮২. হযরত দাউদ ইব্ন আবু দাউদ বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন : তুমি যদি শুনিতে পাও যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিয়াছে আর তুমি তখন কোন খেজুরের চারা রোপকার্যে লিপ্ত থাক, তবে উহার কাজ সারিয়া উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িও না। কেননা তারপরও লোক (দুনিয়ায়) বসবাস করিবে।

২২৩ - بَابُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

২২৩. অনুচ্ছেদ : মাযলুমের দু'আ

৪৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ ، دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ -

৪৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তিন (ব্যক্তির) দু'আ (অবশ্যই) কবুল হইয়া থাকে : ১. মাযলুম বা উৎপীড়িতের দু'আ, ২. মুসাফিরের দু'আ ও ৩. পিতা-মাতার দু'আ সম্ভানের ব্যাপারে।

২২৪ - بَابُ : سُؤَالِ الْعَبْدِ الرِّزْقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ (أَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)

২২৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বান্দাদিগকে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন “প্রভু, আমাদিগকে জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।” (৫ : ১৬)

৪৮৪ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، نَظَرَ نَحْوَ الْيَمِينِ فَقَالَ " اَللَّهُمَّ ! اقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ " وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ أَفُقٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ " اَللَّهُمَّ ! أَرْزُقْنَا مِنْ تَرَابِ الْأَرْضِ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدَنًا وَصَاعِنَا " .

৪৮৪. হযরত জাবির (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় ইয়েমেনের দিকে তাকাইয়া বলিতে শুনিয়াছেন, হে আল্লাহ! ইহাদের অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। অতঃপর তিনি ইরাকের

দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুরূপভাবে বলিলেন : হে আল্লাহ্! ইহাদের অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। এইভাবে সর্বদিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি অনুরূপভাবে বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন : “হে আল্লাহ্! পৃথিবীর উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি ইহাতে আমাদিগকে জীবিকা প্রদান করুন এবং আমাদের মূদ ও সা’-এর মধ্যে বরকত দান করুন।

২২০. بَابُ الظُّلْمِ ظُلُمَاتٍ

২২৫. অনুচ্ছেদ : যুল্ম হইল অন্ধকার

৪৮৫. حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُقْسِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ .

৪৮৫. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যুল্ম (করা) হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা যুল্ম হইতেছে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার রাশি। এবং বাঁচিয়া থাকিবে কৃপণতা হইতে, কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এবং তাহাদিগকে পরস্পরে রক্তপাত করিতে ও হারামসমূহকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য (উদ্যত) করিয়াছে।

৪৮৬. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي مَسْحٌ وَقَذْفٌ وَخَسْفٌ وَيَبْدَأُ أَهْلُ الْمَظَالِمِ

৪৮৬. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আমার উম্মাতের শেষ যামানায় পাপ কর্মের (শাস্তিস্বরূপ) চেহারা বিকৃত, আসমান হইতে বিপদ অবতীর্ণ হওয়া ও ভূমি ধসের ঘটনাসমূহ ঘটিবে এবং উহার সূচনা যালিমদের উপর হইতেই হইবে।

৪৮৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৪৮৭. হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যুল্ম হইতেছে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার রাশি।

৪৮৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَإِسْحَقُ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا خَلَصَ

الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حَبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نَفَّوْا وَهَذَّبُوا ، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ : لَأُحْدِثُهُمْ بِمَنْزِلِهِ أَدْلُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا

৪৮৮. হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যখন মু'মিনগণ দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে তখন বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাহাদের গতিরোধ করা হইবে। তখন তাহারা পরস্পরের প্রতি দুনিয়ায় যে অবিচার করিয়াছিল উহার প্রতিফল ভোগ করিবে এবং (নিজেদের কৃত অবিচারসমূহের ফলভোগ করিয়া) যখন তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। কসম সেই সত্তার যাঁহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তখন প্রত্যেকেই তাহার (বেহেশতে নির্ধারিত) স্থান দুনিয়ার অবস্থান স্থলের চাইতে উত্তমরূপে চিনিয়া লইতে পারিবে।

৪৮৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفَحْشَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّعْ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَدَعَا هُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ -

৪৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা অবশ্যই যুল্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে কেননা যুল্ম হইতেছে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার রাশি। এবং তোমরা অবশ্যই অশ্লীলতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা যে অশ্লীল কথা বলে আর যে অশ্লীলতার সন্ধানে লিপ্ত থাকে আল্লাহ ভালবাসেন না। এবং তোমরা অবশ্যই কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা উহা তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিতে এবং হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

৪৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّعْ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

৪৯০. [৪৮৫ নং হাদীসটির পুনরাবৃত্তি]

৪৯১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ : اجْتَمَعَ مَسْرُوقٌ وَشَتِيرٌ بِنُ شَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَقَوَّضَ إِلَيْهَا

حَلَقَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ لَا أَرَى هَؤُلَاءِ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْنَا إِلَّا يَسْتَمِعُونَ مِنَّا خَيْرًا ، فَأَمَّا أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَأَصْدَقَكَ أَنَا ، وَأَمَّا ، أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَتُصَدِّقْنِي ، فَقَالَ : حَدِّثْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ! قَالَ : هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ ، وَالرَّجُلَانِ يَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ - قَالَ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ " فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعُ لِحَلَالٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [١٦ : النحل : ٩٠] قَالَ : نَعَمْ - وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُ قَالَ : فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَسْرَعُ فَرْجًا مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [٦٥ : الطلاق : ٣] قَالَ : نَعَمْ - قَالَ : وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ تَفْوِضًا مِنْ قَوْلِهِ ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [٢٩ : الزمر : ٥٣] قَالَ : نَعَمْ - وَأَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৯১. আবুয যোহা বর্ণনা করেন, একদা মসজিদে হযরত মাসরুক ও শাহী ইবন শাকল একত্রিত হইলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকজন তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন হযরত মাসরুক (র) বলিলেন, লোকজন আমাদের মুখে কিছু ধর্মোপদেশ শুনিতেই আমাদেরি ঘিরিয়া বসিয়াছে। এখন আপনি যদি হযরত আবদুল্লাহর সূত্রে (হাদীস) বর্ণনা করেন তবে আমি উহা অনুমোদন করিব আর যদি আমি হযরত আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করি আপনি উহা অনুমোদন করিবেন। অপরজন বলিলেন, আপনিই বর্ণনা করুন হে আবু আয়েশা! তখন তিনি বলিলেন : আপনি কি হযরত আবদুল্লাহকে এ কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, চক্ষুদ্বয় যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়। হস্তদ্বয় যিনায় লিপ্ত হয়, পদদ্বয় যিনায় লিপ্ত হয় এবং লজ্জাস্থান তাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অপরজন বলিলেন, হ্যাঁ আমিও উহা শুনিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা আপনি আবদুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মত আল-কুরআনের আর কোন আয়াতে একই সঙ্গে হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সন্নিবেশিত হয় নাই : “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।” (১৬ : ৯০) তিনি তাঁকে ঐ কথা বলিতে শুনিয়াছে। তিনি পুনরায় বলিলেন, আপনি কি আবদুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছেন, আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে দ্রুত অভাব মোচনকারী ও বিপদমুক্তির অন্য কোন আয়াত নাই : “যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তাহার জন্য মুক্তির একটি ব্যবস্থা করিয়া দেন” (৬৫ : ২)? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আমিও ইহা শুনিয়াছি। পুনরায় তিনি (মাসরুক) বলিলেন, আপনি কি আবদুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছেন? আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অধিক আবেদনময়ী বা সুবিধাদানকারী অন্য কোন আয়াত নাই : “হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করিয়াছে তোমরা

আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না” (৩৯ : ৫৩)। শাতির বলেন, হাঁ, আমি তাঁহাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি।

৬৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهَرٍ (أَوْ بَلَعْنِي عَنْهُ) قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : " يَا عِبَادِي ! إِنِّي قَدْ حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالِمُوا ، يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ الَّذِينَ تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَإِنَّا إِغْفِرُ الذُّنُوبَ - وَلَا أَبَالِي - فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ - يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ - كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ - فَاسْتَكَسُونِي أَكْسِكُمْ - يَا عِبَادِي ! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرِكُمْ ، وَأَنْسَكُمْ وَجَنَكُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْكُمْ ، لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا وَلَوْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ أَنْ يَغْمَسَ فِيهِ الْمَحِيطُ عَمَّةٌ وَاحِدَةٌ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَجْعَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ - وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُ إِلَّا نَفْسَهُ -

كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَقَّى عَلَى رُكْبَتَيْهِ -

৪৯২. হযরত আবু যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুল্ম হারাম করিয়া নিয়াছি এবং তোমাদের জন্য পরস্পরের প্রতি যুল্ম করা হারাম করিয়া দিয়াছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের প্রতি যুল্ম করিও না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো দিবারাত্রি গুনাহ করিতে থাক, আর আমি গুনাহ রাশি মাফ করিয়া থাকি, উহাতে আমার কিছুই আসে যায় না। সুতরাং তোমরা আমার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত-অবশ্য আমি যাহাকে ক্ষুধারত্ন অনু প্রদান করি সে নহে। সুতরাং আমার দরবারে অনু ভিক্ষা কর, আমি অনু দান করিব। তোমাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন তবে আমি যাহাকে বস্ত্র দান করি সে নহে। সুতরাং আমার দরবারে বস্ত্র ভিক্ষা কর, আমি তোমাদিগকে বস্ত্র দান করিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি হইতে গুরু করিয়া শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত প্রত্যেকে, জিন্ ও ইনসান তথা মানব-দানব সকলে যদি মুত্তাকী মনা পরমভক্ত বান্দা হইয়া যায় তবুও আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না। আর যদি সকলেই পাপপ্রবণ হইয়া যায়, তবুও

তাহাতে আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র কমতি পাইবে না। সকলেই যদি এক প্রান্তরে সমবেত হইয়া আমার দরবারে প্রার্থনা জানায় আর আমি তাহাদের সকলের প্রার্থনা মঞ্জুরও করি এবং তাহাদের প্রার্থিত সব কিছুই তাহাদিগকে দান করি তবে তাহাতে আমার রাজত্বে শুধু এতটুকুই কম হইবে যতটুকু হয় মহাসমুদ্রে একটি সূচ একটি বার মাত্র ডুবাইলে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের উপর আমি যাহা চাপাইয়া দেই তাহা হইল তোমাদের স্বকৃত আমলসমূহ। সুতরাং যে মঙ্গল লাভ করে, তজ্জন্য সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে আর যে অন্য কিছু (অমঙ্গল) লাভ করে সে যেন তাহার নিজেকেই ভৎসনা করে।”

মুহাদ্দিস আবু ইদ্রিস খাওলানী (র) এই হাদীস যখনই বর্ণনা করিতেন তখনই তিনি জানুদ্বয় একত্র করিয়া চরম বিনয় প্রকাশ করিতেন।

২২৬- بَابُ كَفَّارَةِ الْمَرِيضِ

২২৬. অনুচ্ছেদ : রোগীর রোগ-যাতনা তাহার শুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ

৬৭২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ ، أَنَّ غَضِيفَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ وَجَعَ فَقَالَ : كَيْفَ أُمْسَى أَجْرُ الْأَمِيرِ ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْدُونَ فِيمَا تُؤْجَرُونَ بِهِ ؟ فَقَالَ : بِمَا يُصِيبُنَا فِيمَا ذَكَرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا تُؤْجَرُونَ بِمَا أَنْفَقْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاسْتَنْفَقَ لَكُمْ - ثُمَّ عَدَّ أَدَاةَ الرَّحْلِ كُلَّهَا ، حَتَّى بَلَغَ عِذَارَ الْبَرْدُونَ - وَلَكِنْ هَذَا الْوَصْبُ الَّذِي يُصِيبُكُمْ فِي أَجْسَادِكُمْ ، يُكَفِّرُ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاكُمْ -

৪৯৩. গুয়ায়ফ ইবনুল হারিস বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নিকট আসিল। তিনি তখন রোগগ্রস্ত। সে ব্যক্তি বলিল, কেমন আছেন? আমীর (রোগ যাতনার বিনিময়ে) পুরস্কৃত হউন! তিনি বলিলেন, জানো কিসের বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করিবে? সে ব্যক্তি বলিল, আমাদের মন-মর্জির বিরুদ্ধে যে সব আপদ-বিপদ আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়, সেগুলির জন্য আমাদের পুরস্কৃত করা হইবে। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং তোমাদিগের জন্য যাহা ব্যয়িত হয় সে সবার জন্যই তোমরা পুরস্কৃত হইবে। অতঃপর তিনি হাওদা হইতে শুরু করিয়া ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত অনেক কিছুর কথাই নাম ধরিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, কিন্তু তোমাদের দেহের উপর যে সব অসুখ-বিসুখের আবির্ভাব ঘটে, ঐগুলির জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শুনাহরাশি মোচন করিয়া থাকেন।

৬৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخَذَرِيَّ، وَأَبَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى شَوْكَةٍ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ "

৪৯৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মুসলিম বান্দার উপর রোগশোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাহাই আসুক না কেন, এমন কি একটি কাঁটাও যদি তাহার গায়ে বিধে, তবে তদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা করিয়া থাকেন।

৪৯৫. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ، كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ وَعَادَ مَرِيضًا فِي كِنْدَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : أَبْشِرْ ، قَالَ مَرَضُ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا ، وَإِنْ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ، فَلَا يَدْرِي لِمَ عَقَلَ وَلِمَ أُرْسِلَ

৪৯৫. আবদুর রহমান ইবন সাঈদ তাহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি একদা হযরত সালমানের সাথে ছিলাম। তিনি তখন কিন্দায় এক রোগী দেখিতে (অর্থাৎ তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে) গিয়াছিলেন। যখন তিনি তাহার রোগশয্যায় উপস্থিত হইলেন তখন বলিলেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দার রোগকে তাহার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা এবং কৈফিয়ত স্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপী ব্যক্তির রোগ হইল ঐ উটের মত যাহাকে তাহার মালিক পা মিলাইয়া বাঁধিল। আবার ছাড়িয়া দিল অথচ সে জানিল না যে কেন তাহাকে বাঁধা হইল আর কেনই বা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

৪৯৬. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ ، فِي جَسَدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ ، وَزَادَ " فِي وَلَدِهِ " -

৪৯৬. হযরত আবু সালামা ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : মু'মিন পুরুষ ও নারীর জ্ঞান ও মাল এবং পরিবার পরিজনদের উপর বালা-মুসিবত লাগিয়াই থাকে, অতঃপর সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুধানে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তাহার আর কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না।

উমর ইবন তালহা ও মুহাম্মদ ইবন আমরের সূত্রে এই হাদীসটি ছব্ব বর্ণনা করেন, তবে তিনি “এবং তাহার সন্তানের উপর” কথাটি বেশি রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

৬৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " هَلْ أَخَذْتَكَ أُمٌ مِلْدَامٍ ؟ " قَالَ : وَمَا أُمٌ مِلْدَامٍ قَالَ : حَرُّ بَيْنِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ " قَالَ : لَا - قَالَ " فَهَلْ صُدِعْتَ ؟ " قَالَ : وَمَا الصَّدَاعُ ؟ قَالَ " رِيحٌ تَعْتَرِضُ فِي الرَّأْسِ ، وَتَضْرِبُ الْعُرُوقَ " قَالَ : لَا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَيْ فَلْيَنْظُرْهُ

৪৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, জৈনিক বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন দিন জ্বর হইয়াছে? সে জিজ্ঞাসা করিল যে, জ্বর কি বস্তু? বলিলেন : শরীরের চর্ম ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তাপ। সে ব্যক্তি বলিল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন দিন মাথাধরা হইয়াছে? সে ব্যক্তি এবারও বলিল, মাথাধরা আবার কাহাকে বলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : একটি বায়ু যাহা মাথায় অনুভূত হয় এবং উহা শিরাসমূহে আঘাত করে। সে ব্যক্তি এবারও বলিল, না। অতঃপর সে ব্যক্তি যখন প্রস্থান করিল, তখন তিনি বলিলেন : যে কেহ কোন দোষী ব্যক্তিকে দেখিতে আগ্রহী সে যেন এই ব্যক্তিটিকে দেখিয়া লয়।

২২৭- بَابُ الْعِيَادَةِ جَوْفِ اللَّيْلِ

২২৭. অনুচ্ছেদ : গভীর রাত্রে রোগী দেখিতে যাওয়া

৬৭৮- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ حُذَيْفَةُ سَمِعَ بِذَلِكَ رَهْطَهُ وَالْأَنْصَارُ - فَاتَّوَهَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ - قَالَ : أَيْ سَاعَةَ هَذِهِ قُلْنَا ، جَوْفُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ قَالَ جِئْتُمْ

১. অর্থাৎ মু'মিন এই সংসারে রোগ-শোকে ভুগিয়া থাকে এবং ফলে তাহার গুনাহ রাশির কাফফরা হইতে থাকে। যে ব্যক্তিকে কোন দিন সামান্য একটু জ্বর বা মাথাধরা পর্যন্ত স্পর্শ করিল না। তাহারা তো ইহকালে গুনাহ মাফির কোন ব্যবস্থাই হইল না। সুতরাং তাহার গুনাহের কাফফারা পরকালে জাহান্নামেই হইবে। সম্ভবত নবী করীম (সা) ওহী বা ইলহাম মারফত ঐ ব্যক্তিটির জাহান্নামী হওয়ার কথা জানিয়া লইয়াছিলেন, নতুবা সে জাহান্নামী এমন কথা নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন না।

بِمَا أَكْفَنُ بِهِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ - قَالَ : لَا تَغَالُوا بِالْأَكْفَانِ - فَإِنَّهُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بَدَلْتُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ - وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْرَى سَلَبًا سَرِيعًا -
 قَالَ ابْنُ أَدْرِيسَ : اتَيْنَاهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ -

৪৯৮. হযরত খালিদ ইব্ন রাবী বলেন : যখন হযরত হুযায়ফা (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইল এবং উহার সংবাদ তাঁহার পরিবারের লোকজন ও আনসারদের নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহারা গভীর রাত্রে অথবা ভোর রাত্রে দিকে তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা রাত্রির কোন্ ভাগ? জবাবে আমরা বলিলাম, ইহা হইতেছে মধ্য রাত্রি অথবা ভোর রাত্রি। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, আমি জাহান্নামের প্রভাত হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আমার কাফনের কাপড় নিয়া আসিয়াছ? আমরা বলিলাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বলিলেন : দেখ কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না অর্থাৎ দামী বস্ত্রে কাফন দিবার চেষ্টা করিও না। কেননা, আল্লাহর কাছে যদি আমার জন্য ভাল নির্ধারিত থাকে, তবে উহার পরিবর্তে আমি উহার চাইতেও উত্তম বস্ত্রই লাভ করিব আর যদি তাহা না হয়, তবে উহাও অতি শীঘ্র আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে। যাঁহারা ঐ সময় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদেরই একজন ইব্ন ইদ্রিস (র) বলেন : আমরা রাত্রে কিছু অংশ থাকিতে তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম।

৬৯৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْبٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ ، أَخْلَصَهُ اللَّهُ كَمَا يَخْلُصُ الْكَبِيرُ خُبْتُ الْحَدِيدَ .

৪৯৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে গুনাহ রাশি হইতে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন যেমন লৌহকে হাপার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

৫০০ - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمَصِيبَةٍ - وَجَعٍ أَوْ مَرَضٍ - إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً ذُنُوبِهِ ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكَّهَا ، أَوْ النَّكْبَةِ

৫০০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কোন মুসলমানের কোন বিপদ-আপদ বা রোগ-শোক হইলেও উহাতে তাহার গুনাহের কাফফারা হইয়া থাকে, এমন কি তাহার গায়ে কোন কাঁটা বিধিলে বা সে হোঁচট খাইলেও।

৫০১. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَاهَا قَالَ : اسْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدَةً فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا - وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً - أَفَأَوْصِي بِثُلْثِي مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ قَالَ " لَا " قَالَ أَوْصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ ؟ قَالَ " لَا " قُلْتُ فَأَوْصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ " وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ : اَللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، وَاتِّمِّ لَهُ هِجْرَتَهُ " فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ -

৫০১. হযরত সা'দ (রা)-এর কন্যা আয়েশা বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন : একবার আমি মক্কায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। নবী করীম (সা) আমাকে দেখিতে আসিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছি অথচ আমার একটি মাত্র কন্যাকে উত্তরাধিকারীরূপে রাখিয়া যাইতেছি। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া এক-তৃতীয়াংশই কেবল রাখিয়া যাইতে পারি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) বলিলেন, তার কি আমি অর্ধেক সম্পত্তির ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া অর্ধেক তাহার জন্য রাখিয়া যাইব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : না, তাহা হইতে পারে না। অতঃপর আমি বলিলাম, তবে কি আমি এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া দুই-তৃতীয়াংশ তাহার জন্য রাখিয়া যাইব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : এক-তৃতীয়াংশ। এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক বেশি। অতঃপর তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত আমার কপালে রাখিলেন এবং আমার মুখমণ্ডল ও পেটে হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন : হে আল্লাহ্! সা'দকে রোগমুক্ত করুন এবং তাঁহার হিজরতকে পূর্ণ করিয়া দিন! হযরত সা'দ বলেন : এখনও যখনই আমি সে কথা স্মরণ করি তখন নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হস্তের শীতল স্পর্শ আমার হৃৎপিণ্ডে অনুভব করি।

২২৮ - بَابُ يَكْتُبُ الْمَرِيضُ مَا كَانَ يَفْعَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ

২২৮. অনুচ্ছেদ : রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে

৫০২. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْرُضُ إِلَّا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَفْعَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ " -

৫০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় সে তাহার রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় যে রূপ সাওয়াব লাভ করিত, সেরূপ সাওয়াবই লাভ করে।

৫.৩ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سِنَانٌ أَبُو رَيْبَعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ ، مَا كَانَ مَرِيضًا - فَإِنْ عَافَاهُ - أَزَادَهُ قَالَ غَسَلَهُ ، وَإِنْ قَبِيضَهُ غُفِرَ لَهُ "

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ : " فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ "

৫০৩. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ যখন দৈহিকভাবে পরীক্ষায় ফেলিয়া দেন (অর্থাৎ পীড়াগ্রস্ত করেন) তাহার সুস্থাবস্থায় সে যে রূপ আমল করিত ঠিক সেরূপ সাওয়াবই তাহার আমলনামায় লিখিত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি এরূপ রোগে লিপ্ত থাকে। অতঃপর যদি তিনি তাহাকে নিরোগ করেন তবে—আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলিয়াছেন—তাহাকে তিনি ধৌত করিয়া দেন। [অর্থাৎ তাহার গুনাহের ক্লেদ হইতে মুক্ত করিয়া দেন] আর যদি তাহাকে মৃত্যু প্রদান করেন তবে তাহাকে মার্জনা করিয়া দেন।

হযরত আনাসের অপর এক সূত্রের রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনার হাদীসের পাঠে। ‘আফাহ’ স্থলে আছে ‘শাফাহ’, অর্থ একই—যদি তিনি তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলেন তবে তাহাকে ধৌত করিয়া দেন।

৫.৪ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتِ الْحُمَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : ابْعَثْنِي إِلَى أَثَرِ أَهْلِكَ عِنْدَكَ - فَبَعَثَهَا إِلَى الْأَنْصَارِ فَبَقِيتْ عَلَيْهِمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ - فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ - فَأَتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ فَشَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ دَارًا دَارًا - بَيْتًا بَيْتًا - يَدْعُو لَهُمْ بِالْعَافِيَةِ - فَلَمَّا رَجَعَ تَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ - فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَمِنَ الْأَنْصَارِ - وَإِنَّ أَبِي لَمِنَ الْأَنْصَارِ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي كَمَا دَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ قَالَ : " مَا شِئْتُ " إِنَّ شِئْتُ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ وَإِنْ شِئْتُ صَبَرْتُ وَلَكَ الْجَنَّةُ " قَالَتْ : بَلْ أَصْبِرُ - وَلَا أَجْعَلُ الْجَنَّةَ خَطَرًا -

৫০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা জুর নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, (হে আল্লাহর রাসূল) আপনি আমাকে আপনার একান্ত প্রিয়জনদের কাছে প্রেরণ করুন। তিনি তাহাকে আনসারদের তল্লাটে প্রেরণ করিলেন এবং সে সেখানে ছয়দিন ছয় রাত্রি অবস্থান করিল এবং কঠিন রূপ ধারণ করিল [অর্থাৎ জুরের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল] নবী করীম (সা) তখন তাহাদের এলাকায় তাশরীফ নিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট জুরের ব্যাপারে অভিযোগ করিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাহাদের বাড়ি বাড়ি এমন কি ঘরে ঘরে গিয়া তাহাদের রোগমুক্তির জন্য দু'আ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন জনৈক আনসার মহিলা তাঁহার পিছু ধরিলেন এবং বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম সহকারে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সেই পবিত্র সত্তার কসম, আমি একজন আনসার বংশীয়া মহিলা। আমার পিতাও নিঃসন্দেহে একজন আনসার। আপনি আনসারগণের জন্য যেক্রপ দু'আ করিয়া আসিলেন, আমার জন্য সেক্রপ দু'আ করুন। তিনি বলিলেন : তুমি কি চাও? যদি তুমি চাও, তবে আমি দু'আ করি যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আরোগ্য করিয়া দিন। আর যদি তুমি চাও, তবে সবর করিতে পার, বিনিময়ে তোমার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হইবে। সেই আনসারী মহিলা তখন বলিয়া উঠিলেন, আমি বরং সবরই করিব, তবুও বেহেশত প্রাপ্তিকে বিদ্রিষ্ট হইতে দিব না।

৫০৫. وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَى لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي كُلِّ عَضْوٍ مِنِّي - وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ عَضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ -

৫০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার কাছে জুরের চাইতে প্রিয়তর আর কোন রোগ নাই, উহা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ তা'আলা উহার বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উহার প্রাপ্য সাওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন।

৫০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي نُحَيْلَةَ - قِيلَ لَهُ : أَدْعُ اللَّهَ قَالَ : اللَّهُمَّ ! انْقُصْ مِنَ الْمَرَضِ وَلَا تَنْقُصْ مِنَ الْأَجْرِ - فَقِيلَ لَهُ أَدْعُ - أَدْعُ - فَقَالَ اللَّهُمَّ ! اجْعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ - وَاجْعَلْ أُمِّي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ -

৫০৬. আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু নুহায়লাকে বলা হইল যে, আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন! তিনি (দু'আচ্ছলে) বলিলেন : প্রভু, আমার রোগ কমাইয়া দিন! তখন তিনি পুনরায় দু'আ করিলেন! প্রভু, আমাকে আপনার নৈকট্য লাভে যাহারা ধন্য হইয়াছেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মাতাকে বেহেশতের বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট হুরদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

৫০৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبَّاسُ الْأُرَيْكِ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟

قُلْتُ : بَلَى قَالَ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ ، وَإِنِّي أُتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي - قَالَ " إِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَعْافِيكَ " فَقَالَتْ : أَصْبِرُ فَقَالَتْ : إِنِّي أُتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أُتَكَشَّفَ - فَدَعَا لَهَا -

৫০৭. হযরত আতা ইব্ন আবু রিবাহ (র) বলেন, আমাকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন : আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী নারী দেখাইব ? আমি বলিলাম, জী, আমাকে উহা দেখান! বলিলেন, ঐ যে কাল রঙের মহিলাটি সে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মৃগীগ্রস্ত এবং যখন মৃগী রোগের আক্রমণ হয় তখন অচৈতন্য অবস্থায় বিবস্ত্রা হইয়া পড়ি। সুতরাং আমার জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তুমি যদি সবর করিতে পার তবে তাহাই কর, বিনিময়ে বেহেশত লাভ করিবে। আর যদি চাও তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করিব যেন তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়া দেন। জবাবে মহিলাটি বলিল, আমি বরং সবরই করিব। অতঃপর সে পুনরায় বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যে বিবস্ত্রা হইয়া পড়ি! আপনি দু'আ করুন যেন আর বিবস্ত্রা না হই! আল্লাহর রাসূল তাহার জন্য দু'আ করিলেন।

৫০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُخَلَّدٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سُلَّمِ الْكُعْبَةِ قَالَ : وَآخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ " مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ " .

৫০৮. হযরত আতা বলেন, তিনি সেই কালো দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা উম্মু যুফারকে কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবু মুলায়কা কাসিমের সূত্রে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) প্রায়ই বলিতেন, মু'মিন বান্দার গায়ে কোন কাঁটা বিধা হইতে শুরু করিয়া যত বিপদই আপতিত হয় উহাতে তাহার গুনাহের কাফফারা হইয়া যায়।

৫০৯. حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَهَّبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَهَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشَاكُ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُضِيَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

৫০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে কোন মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ায় একটি কাঁটা বিধে এবং সে উহার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন তাহার গুনাহ রাশি মার্জনা করা হইবে।

৫১. - حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمْرُضُ مَرَضًا إِلَّا قَضَى اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ" -

৫১০. হযরত জাবির (রা) বলেন, যে কোন মু'মিন পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী রোগগ্রস্ত হয় উহার বিনিময়ে আল্লাহ তাহার গুনাহ রাশি মোচন করিবেন।

১৭২ - بَابُ هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الْمَرِيضِ "إِنِّي وَجَعٌ" شِكَايَةً

২২৯. অনুচ্ছেদ : অসুস্থতার কথা প্রকাশ করা কি অভিযোগ ?

৫১১. - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءَ ، قَبِيلَ قَتْلِ عَبْدِ اللَّهِ بِعَشْرِ لَيَالٍ ، وَأَسْمَاءُ وَجَعَةٌ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَجِدِينَكَ ؟ قَالَتْ وَجَعَةٌ قَالَ : إِنِّي فِي الْمَوْتِ - فَقَالَتْ لَعَلَّكَ تَشْتَهِي مَوْتِي ؟ فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ - فَلَا تَفْعَلْ - فَوَاللَّهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أَحَدٍ طَرَفِيكَ ، أَوْ تُقْتَلَ فَاحْتَسِبُكَ - وَإِمَّا أَنْ تَظْفَرُ فَتَقْرُ عَيْنِي - فَيَاكَ أَنْ تُعْرِضَ عَلَيْكَ خُطَّةٌ - فَلَا تُوَافِقْكَ فَتَقْبَلَهَا كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ -

৫১১. হিশাম তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র তাঁহার শাহাদতের দশ দিন পূর্বে (তাঁহার মাতা) হযরত আসমা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত আসমা (রা) তখন রোগশয্যায়। আবদুল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন বোধ করিতেছেন? তিনি বলিলেন : অসুস্থ বোধ করিতেছি। আবদুল্লাহ বলিলেন : আর আমি তো মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া আছি! আসমা (রা) বলিলেন : সম্ভবত তুমি চাও যে, আমার মৃত্যু (তৎপূর্বেই) হইয়া যাউক। তাই তুমি উহা কামনা করিতেছ এমনটি করিও না। কসম আল্লাহর, তোমার এক দিক না হওয়া পর্যন্ত আমি মরিতে চাই না। হয় তুমি শহীদ হইবে আর আমি তোমার জন্য (ধৈর্যজনিত) সাওয়াবের আশা করিব, না হয়, তুমি বিজয়ী হইয়াছ দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইব। সাবধান! তোমার বিবেকে অবাস্তিত কোন পরিস্থিতিকে কেবল মৃত্যুভয়ে গ্রহণ করিয়া লইও না। ইবন যুবায়রের মনে আশংকা ছিল যে, তিনি শহীদ হইলে উহা তাহার জননীকে শোকার্ত করিয়া তুলিবে।

১. ইবন যুবায়র ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর ভগ্নিপুত্র। মক্কা-মদীনাতে তিনি খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এবং গোটা মুসলিম জাহানের খলীফা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে আবদুল মালিকের আমলে সেনাপতি হাজ্জাজের হাতে তাঁহার পতন ঘটে এবং তিনি শহীদ হন। মৃত্যুকে ভয় করার পাত্র তিনি ছিলেন না। তবে তিনি শহীদ হইলে তাঁহার বৃদ্ধা জননী শোকার্ত হইবেন, এই আশংকায় তিনি তাঁহার মহীয়সী জননীর মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মহীয়সী জননীর অন্তর এত সহজে দমিয়া যাইবার মত ছিল না। তাই পুত্রকে তিনি সত্বরে পথে অবিচল থাকিবার জন্য তাগিদ দিয়াছিলেন এবং পুত্রের শাহাদত লাভের পর গাছের ডালে তাঁহার ঝুলন্ত লাশ দেখিয়া ঘোড়ার উপরে বীর সিপাহী বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন।

৫১২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَوْعُوكٌ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَ جِرَارَتَهَا فَوَقَعَ الْقَطِيفَةَ فَقَالَ : أَبُو سَعِيدٍ : مَا أَشَدُّ حُمَاكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ " أَنَا كَذَلِكَ ، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ : " الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَجُوبُهَا فَيَلْبِسُهَا ، وَيُبْتَلَى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ ، وَلَا أَحَدٌ هُمْ كَانَ أَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ ، مَنْ أَحَدَكُمْ بِالْعَطَاءِ "

৫১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন জুরাক্রান্ত এবং তাঁহার গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। তিনি (আবু সাঈদ) উহার উপর দিয়াই পবিত্র দেহে হাত রাখিলেন এবং চাদরের উপর দিয়াই উত্তাপ অনুভব করিলেন। তখন আবু সাঈদ (রা) বলিলেন, আপনার শরীরে কী ভীষণ জ্বর ইয়া রাসূলুল্লাহ! জবাবে নবী (সা) ফরমাইলেন : আমাদের এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদ-আপদ দেখা দেয় এবং আমরা উহার দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করিয়া থাকি। তখন আবু সাঈদ (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন শ্রেণীর মানুষের উপর সর্বাধিক বিপদ-আপদ আসিয়া থাকে? ফরমাইলেন : নবী-রাসূলগণের উপর। অতঃপর সালিহীন বা পুণ্যবানদের উপর। তাঁহাদের কেহ দারিদ্রের অগ্নি পরীক্ষায় পতিত হইয়াছেন, এমন কি এক জুঝা ছাড়া পরিবার মত কোন বস্তু তাঁহার ছিল না। অগত্যা উহাই ছিড়িয়া পরিধান করেন। কাহারও গায়ে উকুন দিয়া পরীক্ষা নেওয়া হয়, এই উকুনগুলিই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেহ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয় তাঁহাদের মধ্যকার কেহ বিপদ-আপদে ততোধিক খুশি হইতেন।

২৩. - بَابُ عِيَادَةِ الْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ

২৩০. অনুচ্ছেদ : সংজ্ঞাহীনকে দেখিতে যাওয়া

৫১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدَرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَرَضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي - وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَانِي أُنْغَمِي عَلَى - فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءٌ عَلَى فَاَفْقَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ -

১. উক্ত দুইটি হাদীসের দ্বারাই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা ব্যক্ত করিলে উহা দৃশ্যীয় বা অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক নহে। অবশ্য কেহ যদি অসহিষ্ণুতা এবং অধৈর্যই প্রকাশ করে তবে তাহা স্বতন্ত্র।

৫১৩. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার আমি রোগাক্রান্ত হইলাম। নবী করীম (সা) হযরত আবু বকর (রা) সমভিব্যাহারে পদব্রজে আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাইলেন। নবী করীম (সা) তখন ওয়ূ করিলেন এবং তাঁহার ওয়ূর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশ হইল। চাহিয়া দেখি নবী করীম (সা) আমার সম্মুখে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পত্তির কি করিব [অর্থাৎ কিভাবে উহার ভাগ বাটোয়ারা হইবে]? উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না।

২৩১ - بَابُ عِبَادَةِ الصَّبِيَّانِ

২৩১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ছেলে-মেয়েদেরকে দেখিতে যাওয়া

৫১৪. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَالِ ، عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أُصْبِيَا لِابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَقُلَ - فَبِعِثْتُ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ وَلَدِي فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ الرَّسُولُ " اذْهَبْ ، فَقُلْ لَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَلْتَصْبِرْ ، وَلْتَحْتَسِبْ ؟ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللَّهُ ﷺ فَأَخْبَرَهَا - فَبِعِثْتُ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّبِيَّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَنَدَوْتَيْهِ وَلِصْدَرِهِ تَعْقَعَةً كَقَعْقَعَةِ الشَّيْثَةِ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : سَعْدُ ، أَتَبْكِي وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّمَا أَبْكِي رَحْمَةً لَهَا - إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْحَمُ مَنْ عِبَادَهُ إِلَّا الرَّحْمَاءُ "

৫১৪. হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর এক কন্যার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থায়। তাহার মাতা তখন নবী করীম (সা)-কে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থা (আপনি আসিয়া দেখিয়া যান) তিনি বাহককে বলিলেন : “যাও তাহাকে গিয়া বল, যাহা আল্লাহ নিয়া যান এবং যাহা তিনি দান করেন সবই তাহার এবং প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তাহার নিকট সময় সুনির্ধারিত রহিয়াছে। সুতরাং সে যেন সবর করে এবং উহার জন্য সাওয়াবের প্রত্যাশা করে। বাহক ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে উহা জানাইল। তিনি পুনরায় তাঁহাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া যাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) বেশ কয়েকজন সঙ্গী-সাথীসহ তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলেন। সা’দ ইবন উবাদাও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। নবী করীম (সা) সেই মুমূর্ষু ছেলেটিকে তাঁহার দুই বাহুর উপরে লইলেন। ছেলেটির বুক তখন পুরাতন মোশকের আওয়াযের মত ধুক ধুক শব্দ হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চক্ষুযুগল তখন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। হযরত সা’দ (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন, এ কি? আল্লাহর রাসূল হইয়াও আপনি কাঁদিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলিলেন : আমি তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কাঁদিতেছি। আল্লাহ তা’আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্যে দয়াদ্র হৃদয়ের অধিকারীদের ছাড়া আর কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না।

২২২- بَابُ

২৩২. অনুচ্ছেদ :

৫১৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَقِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ " مَرَضْتُ امْرَأَتِي - فَكُنْتُ أَجِي إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُولُ : لِي كَيْفَ أَهْلُكَ ؟ فَأَقُولُ لَهَا : مَرْضَى - فَتَدْعُو لِي بِطَعَامٍ فَأَكُلُ ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَجِئْتُهَا مَرَّةً فَقَالَتْ : كَيْفَ ؟ قُلْتُ : قَدْ تَمَاتَلَوْا فَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنْتُ أَدْعُوكَ بِطَعَامٍ إِنْ كُنْتُ تُخْبِرُنَا عَنْ أَهْلِكَ أَنَّهُمْ مَرْضَى فَأَمَّا أَنْ تَمَاتَلَوْا ، فَلَا تَدْعُوكَ بِشَيْءٍ -

৫১৫. ইব্রাহীম ইব্ন আবু আবলা বলেন : একদা আমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইলেন। আমি তখন হযরত উম্মুদদারদার গৃহে যাতায়াত করিতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ? আমি বলিতাম, অসুস্থ! তিনি তখন আমার জন্য খাবার আনাইতেন। আমি খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘরে ফিরিতাম। অবশেষে একদিন আমি তাহার বাড়িতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি ? আমি বলিলাম, অনেকটা সুস্থ। তিনি বলিলেন : তুমি যদি বলিতে তোমার স্ত্রী অসুস্থ তাহা হইলে তোমার জন্য খাবার আনাইতাম, এখন যখন সে সুস্থ তোমার জন্য আর কিছুই আনাইতেছি না।

২২৩- بَابُ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন বেদুঈনকে দেখিতে যাওয়া

৫১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ " قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَلْ هِيَ حُمَى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، كَيْمَا تَزِيرُهُ الْقُبُورُ - قَالَ " فَنَعَمْ - إِذَا

৫১৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক রুগ্ন বেদুঈনকে দেখিতে গেলেন। তিনি তখন বলিলেন : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ - কিছু হইবে না, আল্লাহ চাহে তো সারিয়া যাইবে।" বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তখন বেদুঈন বলিয়া উঠিল, বরং উহা হইতেছে টগবগে জ্বর। এই এবড়ো থেবড়ো বুড়োটাকে কবর দেখাইয়াই বুঝি ছাড়িবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তবে তাহাই হইবে।

২২৪- بَابُ عِيَادَةِ الْمَرْضَى

২৩৪. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া

৫১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ

أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا قَالَ " مَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا قَالَ " مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا " مَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا - قَالَ مَرْوَانُ ، بَلَّغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا اجْتَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالُ ، فِي رَجُلٍ ، فِي يَوْمٍ ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

৫১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা আছ ? হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, আমি রোযা আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছ ? হযরত আবু বাকর বলিলেন, আমি। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আজ কোন দুঃস্থজনকে আহাৰ্য দান করিয়াছ ? এবারও হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, আমি।

হাদীসের রাবী মারওয়ান বলেন : আমি জানিতে পারিয়াছি রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ফরমাইলেন : একদিনের মধ্যে এতগুলি পুণ্যকর্মের সমাবেশ যাহার মধ্যে ঘটিবে তাহাকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত দান করিবেন।

৫১৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ السَّاءِبِ وَهِيَ تَزْفَرُ فَقَالَ : " مَا لَكَ ؟ قَالَتْ : الْحُمَّى ، أَخْزَاهَا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَهْ لَا تُسَبِّحُهَا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِ ، كَمَا يَذْهَبُ الْكَبِيرُ خُبْتُ الْحَدِيدِ "

৫১৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) হযরত উম্মুস সাযিবের বাড়িতে গেলেন। তিনি তখন প্রবল জ্বরে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইল ? জবাবে তিনি বলিলেন : জ্বর, আল্লাহ উহার সর্বনাশ করুন। নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : আস্তে, গালি দিও না। কেননা উহা মু'মিন বান্দার গুনাহ রাশিকে বিদূরিত করে, যেমন দূর করে কর্মকারের চুলা (হাঁপর) লোহার মরিচা।

৫১৯. حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ فَيَقُولُ : يَا رَبُّ ! وَكَيْفَ اسْتَطْعَمْتَنِي وَلَمْ أَطْعَمْكَ ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانٌ اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ يَا ابْنَ آدَمَ ! اسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تُسْقِنِي فَقَالَ : يَا رَبُّ ! وَكَيْفَ أُسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟

فَيَقُولُ إِنَّ عَبْدِي فَلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ ابْنُ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ، فَلَوْ كُنْتَ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، أَوْ وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

৫১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) বলিবেন, হে বান্দা! তোর নিকট ক্ষুধার অনু চাহিয়াছিলাম, তুই আমাকে অনু দান করিস নাই। তখন বান্দা বলিবে, পরওয়ারদিগার! কেমন করিয়া আপনি অনু চাহিলেন আর আমি অনু দান করিলাম না। আপনি তো রাক্বুল আলামীন-বিশ্ব জাহানের অনুদাতা প্রভু! তখন আল্লাহ বলিবেন, তুই কি জানিসনে আমার অমুক বান্দা তোর কাছে অনু ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আর তুই তাহাকে অনু দান করিস নাই? তুই কি জানিসনে যদি তুই তাহাকে অনু দান করিতে, তবে আজ তুই তাহা আমার নিকট পাইতে। হে আদম সন্তান! আমি তোর নিকট পিপাসার্ত হইয়া পানি চাহিয়াছিলাম, তুই আমাকে পানি দিস নাই! বান্দা বলিবে, প্রভু! কেমন করিয়া আমি তোমাকে পিপাসার পানি দান করিতাম, তুমি তো রাক্বুল আলামীন-বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোর কাছে পিপাসার্ত হইয়া পানি চাহিয়াছিল, তুই তাহাকে পানি দিস নাই। তুই কি জানিসনে যদি তুই সেদিন তাহাকে পানি দান করিতে, তবে আজ তুই তাহা আমার নিকট পাইতে। হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, তুই আমার গুশ্বা করিস নাই! বান্দা বলিবে, প্রভু! কেমন করিয়া আমি তোমার গুশ্বা করিতাম, তুমি যে রাক্বুল আলামীন বিশ্ব জাহানের প্রভু! আল্লাহ বলিবেন : তুই কি জানিসনে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হইয়াছিল, যদি তুই তাহার গুশ্বা করিতে তবে আজ তাহা আমার নিকট পাইতে অথবা তুই তাহার কাছেই আমাকে পাইতে!

৫২. - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عِيْسَى الْأَسْوَاذِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تَذَكَّرُكُمْ الْآخِرَةُ" -

৫২০. হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবে এবং জানাযার অনুসরণ করিবে। [অর্থাৎ শবযাত্রা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করিবে] উহা তোমাকে পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

৫২১. - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "ثَلَاثُ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৫২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তিনটি বস্তু এমন যাহার প্রতিটিই প্রত্যেক মুসলমানদের উপর হক স্বরূপ, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ এবং যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে (আল-হামদুলিল্লাহ বলিয়া) আল্লাহর প্রশংসা করিবে, তাহার জবাব (ইয়ারহামু কাল্লাহ বলিয়া) উহার জবাব দেওয়া।

২২৫ - بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ الْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ

২৩৫. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া তাহার জন্য দু'আ করা

৫২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ - كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ ، فَبَكَى - فَقَالَ " مَا يَبْكِيكَ " قَالَ : خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ ، الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا - كَمَا مَاتَ سَعْدٌ قَالَ : " اَللَّهُمَّ ! اشْفِ سَعْدًا " ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لِي مَالٌ كَثِيرٌ ، يَرِثْنِي ابْنَتِي أَفْأَوْصَى بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ " لَا " قَالَ فِيْمَا الثَّلَاثِينَ " قَالَ " لَا " قَالَ : فَالْنِّصْفُ ؟ قَالَ " لَا " فَالْثُلُثُ ؟ قَالَ : " الثَّلُثُ " وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنْ صَدَقْتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَنَفَقْتَكَ - عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ عَنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ (أَوْ قَالَ بَعِيشٍ) خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ تُكْنَفُونَ النَّاسَ : وَقَالَ بِيَدِهِ -

৫২২. হামীদ ইবন আবদুর রহমান বলেন, হযরত সা'দের তিন পুত্রের প্রত্যেকেই তাঁহাদের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় একদা হযরত সা'দের রুগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যান। হযরত সা'দ (রা) তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কিসে কাঁদাইতেছে ? জবাবে হযরত সা'দ বলিলেন : আমার আশংকা হইতেছে, যে ভূমি হইতে আমি হিজরত করিয়া গেলাম (আর) সা'দের মত অবশেষে সেই ভূমিতেই বুঝি আমিও ইন্তিকাল করিব! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : হে আল্লাহ! সা'দকে আরোগ্য করুন। তিনি এরূপ তিনবার বলিলেন। হযরত সা'দ (রা) তখন বলিলেন, আমার বিপুল সম্পত্তি রহিয়াছে আর উত্তরাধিকারী বলিতে রহিয়াছে একটি কন্যা মাত্র। আমি কি আমার সাকুল্য সম্পত্তি বিলাইয়া দেওয়ার ওসীয়াত করিয়া যাইব ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন : না। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন : তবে কি দুই-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়াত করিয়া যাইব ? সা'দ (রা) বলিলেন : তবে কি এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়াত করিব ? বলিলেন : এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়াত করিতে পার এবং এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক বেশি। নিঃসন্দেহে তোমার মালের যাকাতও একটি সাদাকা স্বরূপ। তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি যে

ব্যয় কর উহাও সাদাকা বিশেষ। তোমার সহধর্মিণী তোমার আহাৰ্য হইতে যে আহাৰ করে উহাও তোমার জন্য সাদাকা বিশেষ। আর যদি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে সম্বল অবস্থায় রাখিয়া যাও তবে উহা তাহাদিগকে এমন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে উত্তম যে, তাহারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়াইবে। একথা বলিয়া তিনি হাত দ্বারা (হাত পাতার) ইঙ্গিত করিলেন।

২৩৬ - بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার ফযীলত

৫২২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصُّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ قَالَ : مَنْ عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ : مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : جَنَاهَا - قُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَبُو أَسْمَاءَ ؟ قَالَ : ثَوْبَانٌ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

حَدَّثَنَا ابْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْمُثَنَّى (أَظْنُهُ ابْنَ سَعْدٍ) قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

৫২৩. হযরত আবু আসমা বলেন : যে ব্যক্তি তাহার অপর (কোন মুসলমান) ভাইকে রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে যায় সে বেহেশতের খুরফায় প্রবেশ করিবে। এই হাদীসের রাবী আসিম বলেন : আমি (আমার উর্ধ্বতন রাবী) আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহেশতের খুরফা কি ? বলিলেন : বেহেশতের কক্ষ। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু আসমা এই হাদীস কাহার বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ? বলিলেন : হযরত সাওবানের সূত্রে এবং তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে।

আবার একটি সূত্র অনুসারে মুসান্না আবু কুলাবার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

২৩৭ - بَابُ الْخَدِيثِ لِلْمَرِيضِ وَالْعَائِدِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা

৫২৬ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ حَزْمٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، عَادُوا عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ بْنَ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالُوا : يَا أَبَا حَفْصٍ ! حَدَّثَنَا - قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيهَا

৫২৪. আবু বকর ইবন হাযম এবং মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির মসজিদের কতিপয় লোকসহ উমর ইবন হাকাম ইবন রাফি আনসারীকে তাহার রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে গেলেন। তাহারা বলিলেন : হে আবু হাফস! আমাদের হাদীস শুনান। তিনি বলিলেন, আমি হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির কুশল জানিবার জন্য যায়, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয় এমনকি সে যখন সেখানে বসিয়া পড়ে, তখন তো রীতিমত রহমতের মধ্যে অবস্থানই করে।

২৩৮ - بَابُ مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَرِيضِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির নিকট নামায পড়া

৫২৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : عَادَنِي عُمَرُ بْنُ صَفْوَانَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّا سَفَرٌ -

৫২৫. হযরত আ'তা (রা) বলেন, একদা উমর ইবন সাফওয়ান আমার রুগ্নাবস্থায় আমার কুশল জানিতে আসেন। এমন সময় নামাযের সময় হইয়া গেল। হযরত ইবন উমর (রা) তাহাদিগকে নিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করিলেন এবং (নামাযান্তে) বলিলেন : আমি সফরের অবস্থায় আছি।

২৩৯ - بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাওয়া

৫২৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلَمَ " فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَطْعَمَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ " -

৫২৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, ইয়াহুদী একটি ছেলে নবী করীম (সা)-এর খেদমত করিত। একদা সে পীড়িত হইয়া পড়িল। নবী করীম (সা) তাহার কুশল জানিতে গেলেন। তিনি তাহার শিয়রে বসিলেন এবং বলিলেন : ওহে! তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও। ছেলেটি তাহার শিয়রে উপবিষ্ট তাহার পিতার দিকে তাকাইল। তাহার পিতা তখন বলিল, আবুল কাসিমের (হযরতের) কথামত কাজ কর। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি ইহাকে দোষখের আগুন হইতে রক্ষা করিলেন।

২৪০ - بَابُ مَا يَقُولُ الْمَرِيضُ

২৪০. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া কি বলিবে?

৫২৭ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ

وَبِلَالٍ - قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِمَا - قُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ! كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلَالَ ! كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ مَرِيٍّ مُصْبِحٌ فِي أَهْلِهِ : وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ يَرْقَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبَيْتَنَ لَيْلَةً : يَوَادٍ وَحَوْلَى إِذْخِرُ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أُرِدْنَ يَوْمِيَا مِيَاهُ مُجَنَّةً : وَهَلْ يَبْدُون لِي شَامَةً وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ " اَللَّهُمَّ حَبِّبِ
الْيَنَّا الْمَدِينَةَ ، كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحَّحَهَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا ، وَمُدَّهَا ،
وَأُنْقِلْ حَمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ " -

৫২৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায়া আগমন করেন তখন হযরত আবু বকর ও বিলালের জ্বর হইল। আমি তাহাদের কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, আব্বাজান! কেমন বোধ করিতেছেন এবং হে বেলাল! আপনি কেমন বোধ করিতেছেন? রাবী বলেনঃ হযরত আবু বকর (রা)-এর যখন জ্বর হইত তখন তিনি আপন মনেই এই পংক্তি আবৃত্তি করিতেনঃ

كُلُّ امْرِيٍّ مُصْبِحٌ فِي أَهْلِهِ : وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

“প্রত্যেকেই তাহার পরিবার-পরিজনের সহিত সকালে উঠে আর মৃত্যু থাকে তাহার জুতার ফিতার চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী” [অর্থাৎ কার কখন যে ডাক পড়িয়া যায় বলাই ভারী। কিন্তু কে তাহা নিয়া মাথা ঘামায়?]।

আর বিলালের যখন জ্বরের ঘোর কাটিত, তখন তিনি আবৃত্তি করিতেনঃ

أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبَيْتَنَ لَيْلَةً : يَوَادٍ وَحَوْلَى إِذْخِرُ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أُرِدْنَ يَوْمِيَا مِيَاهُ مُجَنَّةً : وَهَلْ يَبْدُون لِي شَامَةً وَطَفِيلُ

“হায় এমন যদি হইত যে, একটি রাত্রি আমি এমন এক প্রান্তরে অতিবাহিত করিতাম যেখানে সুরভি মাখা তৃণ পল্লভ আমার চতুর্দিকে থাকিত! আমার সেই প্রেয়সি কি কোনদিন মুজান্নার প্রস্রবনে আসিবে? হায়, শামা আর তোফায়ল কি কোন দিন আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইবে?”

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেনঃ হে আব্বাহ! মদীনাতে আমাদের নিকট প্রিয় করিয়া দিন, যেমন প্রিয় আমাদের নিকট মক্কা কিংবা তার চাইতেও অধিক এবং উহাকে স্বাস্থ্যকর করিয়া দিন। এবং উহার মাপ ও ওয়নে [অর্থাৎ

মাপ ও ওয়নের সামগ্রীসমূহে তথা শস্যাদিতে] বরকত দান করুন এবং উহার জ্বরের প্রকোপকে জোহফা প্রান্তরে সরাইয়া নিন !

৫২৮. حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ - قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ " لَا بَأْسَ طُهُورٌ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " قَالَ ذَاكَ : طُهُورٌ ! كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ (أَوْ تَثُورُ) عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تَزِيرُهُ الْقُبُورُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَتَنَعَمْ - إِذَا " -

৫২৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) জনৈক বেদুঈনের রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে গেলেন। রাবী বলেন, আর নবী করীম (সা) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির কুশল জানিতে যাইতেন, তখন তিনি বলিতেন, কিছু হইবে না, আল্লাহ চাহেত সারিয়া যাইবে। (চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এই বেদুঈনকে দেখিতে আসিয়াও তিনি তাহা বলিলেন।) সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, উহা কি পবিত্র ? উহা হইতেছে এক খুবড়ো বুড়োর উপর আপতিত টগবগে জ্বর। উহা তাহাকে কবর দেখাইয়াই তবে ছাড়িবে। নবী করীম (সা) তখন বলিলেন : তবে তাহাই হউক!

৫২৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَسْأَلُهُ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ : خَارَ اللَّهُ لَكَ ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ -

৫২৯. হযরত নাফি' বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) যখন রুগ্ন ব্যক্তির (কুশল জানিতে তাহার) নিকট যাইতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিতেন : সে ব্যক্তি কেমন আছে ? আর যখন তাহার নিকট হইতে বাহির হইতেন তখন বলিতেন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। ইহার অধিক আর কিছুই বলিতেন না।

২৪১ :- بَابُ مَا يُجِيبُ الْمَرِيضُ

২৪১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তি কি জবাব দিবে?

৫৩০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ ؟ قَالَ : صَالِحٌ - قَالَ : مَنْ أَصَابَكَ ؟ قَالَ : أَصَابَنِي مِنْ أَمْرِ بِحَمَلِ السَّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ - يَعْنِي الْحَجَّاجُ -

৫৩০. ইসহাক ইব্ন সাঈদ তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ হযরত ইব্ন উমরের খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখন তাঁহার পাশেই ছিলাম। তিনি বলিলেন : ভাল!

হাজ্জাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনাকে কষ্ট দিল? জবাবে তিনি বলিলেন : যে আমাকে এমন দিনে অস্ত্রধারণ করিতে আদেশ করিয়াছিল, যেদিন অস্ত্রধারণ করা বৈধ নহে সেই, অর্থাৎ স্বয়ং হাজ্জাজ।

২৪২- بَابُ عِيَادَةِ الْفَاسِقِ

২৪২. অনুচ্ছেদ : ফাসেকের রুগ্নাবস্থায় তাহার কুশল জানিতে যাওয়া

৫৩১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَحْرٍ ، عَنْ حَبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لَا تَعُودُوا شَرَّابَ الْخُمْرِ إِذَا مَرَضُوا -

৫৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি রোগগ্রস্থ হইলে তাহার কুশল জানিতে যাইও না।

২৪৩- بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ

২৪৩. অনুচ্ছেদ : পুরুষের রুগ্নাবস্থায় নারীর দেখিতে যাওয়া

৫৩২- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ (هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ) قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَلَى رِحَالِهَا أَعْوَادٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غِشَاءٌ ، عَائِدَةً لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ -

৫৩২. হারিস ইবন উবায়দুল্লাহ আনসারী বলেন, আমি হযরত উম্মে দারদাকে একটি অনাবৃত হাওদায় চড়িয়া প্রায়শ মসজিদে যাতায়াতকারী জনৈক আনসারীর রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাইতে দেখিয়াছি।

২৪৪- بَابُ مَنْ كَرِهَ لِلْعَائِدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفُضُولِ مِنَ الْبَيْتِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া গৃহের এদিক-ওদিক তাকানো

৫৩৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُ وَمَعَهُ قَوْمٌ وَفِي الْبَيْتِ امْرَأَةٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ انْفَقَأَتْ عَيْنُكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ -

৫৩৩. আবদুল্লাহ ইবন আবুল হুযায়ল বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) একদা কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন। তাহার সাথে আরো কয়েকজন সাথী ছিলেন। সেই ঘরে একজন মহিলা

ছিলেন। সাথীদের একজন সেই মহিলার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমার চক্ষু যদি ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইত তবে তাহা তোমার জন্য উত্তম হইত!

২৪৫. - بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرُّمَدِ

২৪৫. অনুচ্ছেদ : চক্ষু রোগীকে দেখিতে যাওয়া

৫২৪. - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ : رَمِدَتْ عَيْنِي - فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ " يَا زَيْدُ لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ " قَالَ : كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ ، قَالَ " لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا ، ثُمَّ صَبَرْتُ وَأَحْتَسِبْتُ ، كَانَ ثَوَابُكَ الْجَنَّةِ

৫৩৪. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, একদা আমার চক্ষুরোগ ইহল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : যায়িদ, এভাবে যদি তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকে, তবে তুমি কি করিবে? আমি বলিলাম, আমি সবর করিব এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা করিব। তিনি বলিলেন : এইভাবে তোমার চক্ষুরোগ যদি অব্যাহত থাকে আর তুমি উহাতে সবর কর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা কর, তবে তুমি উহার বিনিময়ে বেহেশত লাভ করিবে।

৫৩৫. - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَعَادُوهُ فَقَالَ : كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا إِذْ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَاللَّهِ مَا يَسِرُّنِي أَنْ بِهِمَا بَطْنِي مِنْ ظَبَاءِ تَبَالَةٍ -

৫৩৫. কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল। লোকজন তাহাকে দেখিতে গেল। তখন তিনি বলিলেন : আমি তো এই চক্ষুদ্রয়ের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম এজন্য যে, এইগুলির দ্বারা আমি নবী করীম (সা)-এর প্রতি তাকাইয়া দেখিব, এখন যখন নবী করীম (সা)-কে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে, কসম আল্লাহ তা'আলার হরিশসমূহের সৌন্দর্য দর্শনেও আমি আর সুখানুভব করিব না।

৫৩৬. - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا بَتَلَيْتَهُ بِحَبِيبَتَيْهِ (يَرِيدُ عَيْنَيْهِ) ثُمَّ صَبَرَ ، عَوَّضَتْهُ الْجَنَّةُ " -

৫৩৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতে) বলিবেন : যখন আমি আমার বান্দাকে তাহার প্রিয় বস্তু দুইটির পরীক্ষায় (অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের পীড়ায়) লিপ্ত করিয়াছি আর উহাতেও সে ধৈর্যধারণ করিয়াছে বিনিময়ে (আজ) আমি তাহাকে বেহেশত প্রদান করিলাম।

৫৩৭. হযরত আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : হে বনী আদম! আমি যখন তোমার দুইটি চোখ ছিনাইয়া লইলাম আর তুমি বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করিয়াছ এবং সাওদাবের আশা করিয়াছ তখন আমি তোমাকে জান্নাত দান না করিয়া অন্য কিছুতে খুশি নই।

২৪৬. - بَابُ أَيْنَ يَقْعُدُ الْعَائِدُ ۙ

২৪৬. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তি সাক্ষাতকারী কোথায় বসিবে ?

৫৩৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইতেন তখন তাহার শিয়রের পাশে বসিতেন এবং সাতবার বলিতেন : رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "মহান আল্লাহ, মহান আরশের অধিপতির কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন।" অতঃপর যদি তাহার মৃত্যু বিলম্বিত হইত তবে তাহার রোগ যাতনা দূর হইয়া যাইত।

৫৩৯. হযরত আবু দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি হযরত হাসান (রা)-এর সহিত হযরত কাতাদা (রা)-কে তাহার রুগ্নাবস্থায় দেখিতে গেলাম। তিনি গিয়া তাহার শিয়রের পাশে বসিলেন এবং তাহার কুশল

৫৩৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইতেন তখন তাহার শিয়রের পাশে বসিতেন এবং সাতবার বলিতেন : رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "মহান আল্লাহ, মহান আরশের অধিপতির কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন।" অতঃপর যদি তাহার মৃত্যু বিলম্বিত হইত তবে তাহার রোগ যাতনা দূর হইয়া যাইত।

৫৩৯. হযরত আবু দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি হযরত হাসান (রা)-এর সহিত হযরত কাতাদা (রা)-কে তাহার রুগ্নাবস্থায় দেখিতে গেলাম। তিনি গিয়া তাহার শিয়রের পাশে বসিলেন এবং তাহার কুশল

জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর তাহার জন্য দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! তাহার অন্তরকে আরোগ্য করুন এবং তাহার রোগ নিরাময় করুন।

২৫৭. - بَابُ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ

২৪৭. অনুচ্ছেদ : পুরুষ তাহার গৃহে কি কাজ করিবে ?

৫৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلُهُ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ .

৫৪০. হযরত আসওয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিবারবর্গের সহিত অবস্থানকালে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন : পরিবারের কাজকর্ম করিতেন এবং যখন নামাযের সময় হইত, তখন বাহির হইয়া পড়িতেন।

৫৪১. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ .

৫৪১. হিশাম ইবন উরওয়া তাহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম (সা) তাহার ঘরে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন : জুতা সেলাই করিতেন এবং লোকজন নিজ ঘরে যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করিতেন।

৫৪২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ مَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ يَخْصِفُ النِّعْلَ ، وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيُخَيِّطُ .

৫৪২. হিশাম বলেন : আমার পিতা বলিয়াছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম (সা) তাহার ঘরে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন : তোমাদের কোন এক ব্যক্তি নিজ ঘরে যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করিতেন, জুতা সেলাই করিতেন, কাপড়ে তালি লাগাইতেন এবং সেলাই করিতেন।

৫৪৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ قَيْلٍ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ : يُفْلِي ثَوْبَهُ ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ .

৫৪৩. হযরত উমার (রা) বলেন : হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার ঘরে কি কাজ করিতেন? জবাবে তিনি বলিলেন : তিনি তো অন্য দশজনের মত মানুষই ছিলেন (সুতরাং মানবীয় কাজকর্ম সবই তিনি করিতেন) কাপড় পরিষ্কার করিতেন, বকরী দোহাইতেন।

২৫৮- ২৫৮. ۲۵۸- بَابُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ

২৪৮. অনুচ্ছেদ : যে তাহার ভাইকে ভালবাসিল, তাহাকে উহা জানাইয়া দিবে

৫৪৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَبِيبُ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ أَحَبُّهُ .

৫৪৪. মিকদাম ইবন মাদীকারব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তাহার অপর কোন (মুসলমান) ভাইকে ভালবাসে, তখন তাহার উচিত তাহাকে জানাইয়া দেওয়া যে সে তাহাকে ভালবাসে।

৫৪৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَقِينِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِمَنْكَبِي مِنْ وَرَائِي قَالَ : أَمَا أَحْبَبُّكَ قَالَ : أَحْبَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ : فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبُّهُ " مَا أَخْبَرْتُكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ يَعْزِضُ عَلَى الْخُطْبَةِ قَالَ : أَمَا إِنْ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ أَمَا إِنَّهَا عَوَّارَاءُ .

৫৪৫. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন : নবী করীম (সা) সাহাবীগণের মধ্যকার একজন একদা আমার সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং আমার পশ্চাৎ দিক হইতে আমার কাঁধে ধরিলেন। তখন তিনি বলিলেন : ওহে! আমি তোমাকে ভালবাসি। রাবী বলেন : আমি বলিলাম, যে সত্তার (সন্তুষ্টির) জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেন আপনাকে ভালবাসেন। তখন তিনি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) যদি একথা না বলিতেন যে, যখন কেহ কাহাকেও ভালবাসে, তখন তাহার উচিত সে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে উহা অবহিত করা অন্যথায় আমি তোমাকে উহা অবহিত করিতাম না। রাবী বলেন : অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহের একটি প্রস্তাব দিলেন এবং বলিলেন : ওহে! আমার কাছে একটি বালিকা আছে, তবে সে এক চক্ষু বিশিষ্ট।

৫৪৬- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَحَابَّ الرَّجُلَانِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ .

৫৪৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যখন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসে তখন তাহাদের মধ্যে যে অধিক ভালবাসে সে-ই উত্তম।

৬৭২- بَابُ إِذَا أَحَبَّ رَجُلًا فَلَا يَمُرُّهُ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ

২৪৯. অনুচ্ছেদ : যাহাকে ভালবাসিবে তাহার সহিত কলহ করিবে না ও তাহার নিকট কিছু চাহিবে না

৫৪৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، أَنَّ أَبَا الزَّاهِرِيَّةِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتَ أَخًا فَلَا تُمَارِهِ ، وَلَا تَشَارِهِ ، وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ فَعَسَى أَنْ تَوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا فَيُخْبِرُكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ، فَيَفْرُقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ .

৫৪৭. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, যখন তুমি তোমার কোন (মুসলমান) ভাইকে ভালবাসিবে, তখন তাহার সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইবে না, তাহার অনিষ্ট সাধন করিবে না আর তাহার কিছু চাহিবে না। এমনটি যেন না হয় যে, তুমি তাহার কোন শত্রুর পাল্লায় পড়িয়া যাও আর সে তাহাকে এমন কথাই তোমার সম্পর্কে বলিয়া দেয় যাহা তোমার মধ্যে আদৌ নাই আর উহা দ্বারাই সে তোমার ও তাহার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করিয়া দেয়।

৫৪৮- حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَخًا لِلَّهِ فِي اللَّهِ قَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ ، فَدَخَلَ جَمِيعًا الْجَنَّةِ ، كَانَ الَّذِي أَحَبَّ فِي اللَّهِ أَرْفَعَ دَرَجَةً لِحُبِّهِ عَلَى الَّذِي أَحَبَّهُ لَهُ .

৫৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি তাহার কোন ভাইকে আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসিবে এবং বলিবে, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি, তাহারা উভয়েই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসিবে সে মর্যাদায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে উন্নত হইবে যে আল্লাহর জন্য ভালবাসে।

২৫০- بَابُ الْعَقْلِ فِي الْقَلْبِ

২৫০. অনুচ্ছেদ : বুদ্ধির স্থান অন্তঃকরণ

৫৪৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ بِصِفَيْنِ يَقُولُ : إِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ وَالرَّحْمَةَ فِي الْكَبِدِ ، وَالرَّأْفَةَ فِي الطَّحَالِ ، وَالنَّفْسَ فِي الرَّأئَةِ .

৫৪৯. ইয়াদ ইব্ন খলীফা (রা) বলেন যে, তিনি হযরত আলী (রা)-কে সিফফীনে বলিতে শুনিয়াছেন, বুদ্ধি থাকে অন্তঃকরণে, করুণা হৃৎপিণ্ডে, প্রেম যকৃতে এবং নফস বা প্রবৃত্তি থাকে ফুসফুসে।

২৫১- بَابُ الْكِبَرِ

২৫১. অনুচ্ছেদ : অহংকার

৫৫. - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيْجَانٍ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ (أَوْ قَالَ : يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ) وَيَرْفَعُ كُلَّ رَاعٍ - فَآخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَقَالَ : " أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ " ثُمَّ قَالَ " إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نُوْحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ لِابْنِهِ : إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ ، أَمْرُكَ بِإِثْنَتَيْنِ ، وَأَنْتَ هَاكَ عَنْ إِثْنَتَيْنِ - أَمْرُكَ بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ ، لَوْ وَضِعْنَ فِي كِفَّةٍ وَوَضِعَتْ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ ، وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ ، كُنَّ حَلَقَةً مِنْبَهُمَا لَفَصِمْتَهُنَّ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَوَةٌ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنْتَ هَاكَ عَنِ الشُّرْكِ وَالْكِبَرِ ؟ فَقُلْتُ - أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الشُّرْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الْكِبَرُ . هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَةٌ يَلْبِسُهَا ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حُسْنَانِ لَهُمَا سِرَآكَانِ حُسْنَتَانِ ؟ قَالَ : " لَا " فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا قَالَا : " لَا " قَالَ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ " لَا " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَمَا الْكِبَرُ ؟ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ ، وَغَمْصُ النَّاسِ "

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَمِنَ الْكِبَرُ نَحْوُهُ .

৫৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন এক মরুবাসী যাহার পরিধানে ছিল মীজান (এক প্রকার মাছ) রংয়ের জুব্বা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া একেবারে তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইল এবং বলিল, তোমাদের নেতা আরোহীদিগকে অবদমিত করিয়াছেন অথবা সে ব্যক্তি বলিয়াছেন : তিনি আরোহীদিগকে অবদমিত এবং রাখালদের সম্মুখ করিতে চাহেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাহার জুব্বার বন্ধনস্থল ধরিলেন এবং

বলিলেন : তোমাকে আমি কি নির্বোধের পোশাকে দেখিতেছি না ? অতঃপর তিনি বলিলেন : যখন আল্লাহর নবী হযরত নুহের ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : আমি তোমাকে একটি উপদেশের মাধ্যমে দুইটি বিষয়ে আদেশ করিতেছি এবং দুইটি বিষয় হইতে বারণ করিতেছি। আমি তোমাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর নির্দেশ দিতেছি। কেননা, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় আর অপর পাল্লায় ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তোলা হয়, তবে সেই পাল্লাই ভারী প্রতিপন্ন হইবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে তবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী’ উহা ভাঙ্গিয়া দিবে, কেননা উহা হইতেছে সব কিছুরই নামায এবং সকলেই উহার বদৌলতে জীবিকা লাভ করিয়া থাকে।

যে দুইটি বিষয় হইতে বারণ করিতেছি তাহা হইল শিরক এবং অহংকার। আমি বলিলাম, অথবা রাবী বলিয়াছেন : তাহাকে বলা হইল, শিরক তো আমরা বুঝিলাম, অহংকার কি ? আমাদের কাহারো যদি সুন্দর পোশাক থাকে আর সে উহা পরিধান করে তবে কি অহংকার হইবে ? বলিলেন : না। প্রশ্নকারী আবার বলিল, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির সুন্দর এক জোড়া পাদুকা থাকে আর উহার একজোড়া সুন্দর ফিতাও থাকে, তবে উহা কি অহংকারের আওতায় পড়ে ? বলিলেন : না। প্রশ্নকারী পুনরায় বলিল, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির একটি বাহন জন্তু থাকে আর সে উহাতে আরোহণ করে, তবে উহা কি অহংকার হইবে ? তিনি বলিলেন, না। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব থাকে আর তাহারা তাহার সহিত ওঠা-বসাও করে, তবে তাহা কি অহংকার হইবে ? বলিলেন : না। তখন প্রশ্নকারী বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহা হইলে অহংকার বস্তুটা কি ? বলিলেন : সত্য হইতে পরানুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় মনে করা।

৫৫১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو عُمَرَ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ ، أَوْ اخْتَالَ فِي مَشِيَّتِهِ - لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ .

৫৫১. হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে ফরমাইতে শুনিয়াছেন : যে নিজেকে নিজে বড় মনে করে অথবা তাহার চালচলনে সদর্পভাব প্রকাশ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার দরবারে উপনীত হইবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকিবেন।

৫৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا .

৫৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : অহংকারী নহে সেই, যে তাহার চাকরকে সঙ্গে নিয়া খাইল, গাধায় চড়িয়া বাজারে বাহির হইল, ছাগল পুষিল এবং উহা দোহনও করিল।

৫৫৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَّةِ ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى تَمْرًا بِدِرْهِمٍ ، فَحَمَلَهُ فِي مِلْحَفَتِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ (أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ) أَحْمِلْ عَنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا ، أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمَلَ .

৫৫৩. কাপড় বিক্রেতা সালিহ তাহার দাদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা হযরত আলী (রা)-কে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি এক দিরহামের খেজুর খরিদ করিয়া উহা তাহার স্বীয় থলের মধ্যে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম (অথবা অপর কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল), আমীরুল মু'মিনীন! আপনার থলেটি আমিই বহন করিব। তিনি বলিলেন : তাহা হইতে পারে না, পরিবারের পিতাই তাহাদের বোঝা বহনের অধিকতর হক্কার।

৫৫৪- حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَعْرَضِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْعِزُّ أَزَارُهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ ، فَمَنْ نَازَ عَنِّي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ .

৫৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : ইজ্জত আমার পরিধেয়, কিবরিয়া (অহংকার) আমার চাদর, যে কেহ এগুলির ব্যাপারে আমার সহিত দ্বন্দ্ব অবতীর্ণ হইবে (অর্থাৎ নিজেকেও এগুলির হক্কার মনে করিবে) আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

৫৫৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَوَاحَةَ يَزِيدُ بْنُ أَيُّهَمَ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ مَصَالِي وَفَخْوَخًا وَإِنَّ مَصَالِيَ الشَّيْطَانِ وَفَخْوَخًا الْبَطَرُ بِإِنْعَمَ اللَّهُ ، وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللَّهِ وَالْكَبْرِيَاءُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ ، وَاتَّبَاعِ الْهَوَى فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ .

৫৫৫. হায়সাম ইবন মালিক তাঈ বলেন, আমি হযরত নু'মান ইবন বাশীর (রা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ রহিয়াছে। শয়তানের ঐসব জাল ও ফাঁদ হইতেছে, আল্লাহর নিয়ামতের জন্য দর্প করা, আল্লাহর দানের জন্য গর্বিত হওয়া, আল্লাহর বান্দাদের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ (দাসত্ব) করা।

৫৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَقَالَ سُفْيَانُ) أَيْضًا :

اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ) قَالَتِ النَّارُ: يُلْجِنِي الْجَبَّارُونَ، وَيُلْجِنِي الْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ يُلْجِنِي الضُّعَفَاءُ، وَيُلْجِنِي الْفُقَرَاءُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ - ثُمَّ قَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي، أَعَذَّبُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ - وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلُؤُهَا .

৫৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : বেহেশত ও দোযখ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। [এই হাদীসের একজন রাবী সুফিয়ানের ভাষায়—বেহেশত ও দোযখ বগড়াই প্রবৃত্ত হইল] দোযখ বলিল, পরাক্রমশালী ও অহংকারকারীরা আমাতে প্রবেশ করিব। বেহেশত বলিয়া উঠিল, দুর্বল ও দরিদ্ররা আমাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা তখন বেহেশতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তুই ইহাতেছিস আমার রহমত। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি তোর মাধ্যমে দয়া করিব। অতঃপর তিনি দোযখকে বলিলেন : তুই ইহাতেছিস আমার আযাব—যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তোর মাধ্যমে আমি শাস্তি প্রদান করিব। তাদের দুইজনকেই পূর্ণ করা হইবে।

৫৫৭. حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَحَرِّقِينَ وَلَا مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنِيهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ .

৫৫৭. আবদুর রহমান বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ কর্কশ স্বভাব বা নিরস মনের লোক ছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের মজলিসসমূহে কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং জাহিলি যুগের স্মৃতিচারণ করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের কাহাকেও আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করাইবার প্রয়াস কেহ পাইত তখন তিনি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া এমনভাবে তাকাইতেন যেন তিনি উন্মাদ।

৫৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - وَكَانَ جَمِيلًا فَقَالَ حَبِّبْ إِلَيَّ الْجَمَالَ وَأَعْطِيْتُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أَحَبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ (إِمَّا قَالَ : بِشِرَاكِ نَعْلِ ، وَإِمَّا قَالَ : بِشَيْعِ أَحْمَرٍ) الْكِبَرُ ذَاكَ ؟ قَالَ " لَا " وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقُّ وَغَمَطَ النَّاسَ .

৫৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। লোকটি ছিল অতিশয় সুন্দর। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সৌন্দর্য আমার অতি প্রিয়, আর আমাকে

সৌন্দর্য প্রদান করা হইয়াছে। তাহা তো আপনি দেখিতে পাইতেছেন। এমন কি (আমার সৌন্দর্য প্রিয়তার অবস্থা হইল এই যে) আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে জুতোর ফিতা, অথবা সে বলিয়াছে চপ্পলের লাল অগ্রভাগের সৌন্দর্যের দিক দিয়া কেহ আমাকে টেকা দিয়া হউক, ইহা কি আমার অহংকার? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : না, ইহা অহংকার নহে, বরং অহংকার হইল সত্য হইতে পরামুখ থাকা এবং অন্যকে হয়ে মনে করা।

৫৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَحْشُرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الذَّرَّ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ " يَغْشَاهُمْ الذَّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولِسٍ ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ ، وَيُسْقَوْنَ مِنْ عَصَاةٍ أَهْلُ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ .

৫৫৯. আমার ইবন শু'আয়ব তদীয় পিতার সূত্রে এবং তিনি তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অহংকারিরা কিয়ামতের দিন মানুষরূপী পিপীলিকা সদৃশ হইবে। লাঞ্ছনা ও অপমান চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবে। তাহাদিগকে জাহান্নামের একটি কারাগারের দিকে তাড়া করিয়া নেওয়া হইবে যাহার নাম হইবে বুলস। তাহাদের জন্য জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং তাহাদিগকে খাবাল-জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম ও বিষাক্ত পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে।

২৫২. - بَابُ مَنْ انْتَصَرَ مِنْ ظُلْمِهِ

২৫২. অনুচ্ছেদ : যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়

৫৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا دُونَكَ فَانْتَصِرِي .

৫৬০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছেন : দেখ, তুমি তোমার প্রতিশোধ লইয়া লও।

৫৬১. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتْ - وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مِرْطِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلَنِي ،

يَسْأَلُنَكَ الْعَدْلُ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ : " أَى بُنْيَةٍ ! أَتُحِبِّينَ مَا أَحَبُّ " ؟ قَالَتْ : بَلَى - قَالَ " فَأَحْبِبِّي هَذِهِ " فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَحَدَّثَتْهُنَّ ، فَقُلْنَ ، مَا أَغْنَيْتِ عَنَّا شَيْئًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَكْلَمُهُ فِيهَا أَبَدًا فَارْسَلَتْ زَيْنَبَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتْ فَادْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ، وَوَقَعَتْ فِي زَيْنَبَ تَسْبِيْنِي فَطَفَفْتُ أَنْظُرُ هَلْ يَأْذَنُ لِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ ، فَوَقَعْتُ بِزَيْنَبَ - فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ أَتَخَنَّتْهَا غَلْبَةً - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " أَمَا إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ .

৫৬১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা)-এর পত্নীগণ হযরত ফাতিমা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর শয্যায় ছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) গিয়া ঘরে ঢুকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তখন প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, আপনার পত্নীরা আমাকে আবু কুহাফার দুহিতার ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতি সুবিচার করার কথা বলিবার জন্য আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : প্রিয়তমা কন্যা আমার, আমি যাহা ভালবাসি তাহা কি তুমি ভালবাস ? তিনি বলিলেন : নিশ্চয়ই আক্বা। তিনি বলিলেন : তবে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে। একথা শুনিয়া হযরত ফাতিমা (রা) প্রস্থান করিলেন। তিনি সকল কথা আনুপূর্বিক তাহাদিগকে বলিলেন। (সব কিছু শুনিয়া) তাঁহারা বলিলেন : তবে তো তোমার দ্বারা আমাদের কোন কাজই হইল না। আবার যাও। তিনি বলিলেন : এই প্রসঙ্গ আমি আর কস্মিনকালেও তাঁহার কাছে উত্থাপন করিব না। তখন তাঁহারা নবীপত্নী হযরত যায়নাবকে পাঠাইলেন। তিনি গিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তখন সেই কথা তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিলেন। তখন যায়নাব আমাকে গালি দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) আমাকে (জবাব দানের) অনুমতি দেন কিনা সে কথা ভাবিয়া আমি বারবার তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিলাম। অতঃপর যখন বুদ্ধিতে পারিলাম যে, আমি প্রত্যুত্তর করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, তখন আমিও যায়নাবকে লইয়া পড়িলাম এমনকি আমি তাহাকে পরাস্ত না করিয়া ছাড়িলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন আবু বকরের কন্যা তো, (কে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে)

২৫২. بَابُ الْمُوَاسَاةِ فِي السَّنَةِ وَالْمَجَاعَةِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ : দুর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন

৫৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ بَشِيرٍ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عِمَارَةُ لِلْحَوْلِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَجَاعَةٌ ، مَنْ أَدْرَكَتْهُ فَلَا يَعْدِلُنَ بِالْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ .

৫৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, শেষ যামানায় দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার প্রাবল্য দেখা দিবে। যে সেই যুগটি পাইবে, সে যেন ক্ষুধার্তদের প্রতি অবিচার না করে।

৫৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْسَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ - قَالَ : " لَا " فَقَالُوا : تَكْفُونَا الْمَوُؤَنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ؟ قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

৫৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আনসারগণ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আরখ করিলেন, আমাদের খেজুর বাগানসমূহ আমাদের এবং আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন : না, তাহা হইতে পারে না। তখন তাঁহারা বলিলেন : তাহা হইলে তাহারা উহাতে শ্রম নিয়োগ করুক, বিনিময়ে আমরা ফসলে তাঁহাদিগকে অংশগ্রহণ করাইব। (রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের এই প্রস্তাব পছন্দ করিলেন) তখন তাঁহারা বলিলেন : আমরা উহা শুনিলাম এবং শিরোধার্য করিয়া নিলাম।

৫৬৪. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَامَ الرَّمَادُ ، وَكَانَتْ سَنَةٌ شَدِيدَةً مُلَمَّةً ، بَعْدَ مَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْأَيْلِ وَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُلِّهَا ، حَتَّى بَلَغَتْ الْأَرْيَافُ ، كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ ، فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُو فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ - فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِجْهَا مَا تَرَكْتُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إِلَّا أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ ، فَلَمْ يَكُنْ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا .

৫৬৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দুর্ভিক্ষের বৎসর বলেন : আর সেই বৎসরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের, আর হযরত উমর (রা) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদুঈনদিগকেও উট শস্যাদি ও তৈল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌঁছাইবার আশ্রয় চেষ্টা চালান। এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চলের কোন একখণ্ড ভূমিও তিনি অনাবাদি থাকিতে দিলেন না এবং তাহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল। তখন হযরত উমর (রা) এভাবে দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! উহাদের জীবিকা আপনি পর্বত শীর্ষে প্রদান করুন! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এবং মুসলিমদিগের এই দু'আ কবুল করিলেন। যখন বৃষ্টি বর্ষিত হইল, তখন তিনি বলিলেন : আল-হাম্দুলিল্লাহ্—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। কসম আল্লাহর, যদি আল্লাহ তা'আলা এই বিপর্যয় কাটাইয়া না তুলিতেন, তবে আমি কোন সচ্ছল মুসলমান

অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সাঈদ (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

২৫৫. - بَابُ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ

২৫৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তার ভাইকে খাওয়ায়

৫৬৮. - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَأَنْ أَجْمَعَ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَوْقِكُمْ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً .

৫৬৮. মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন : বাজারে গিয়া একটি গোলাম খরিদ করিয়া তাহাকে আযাদ করার চাইতে কিছু ভাইকে দাওয়াত করিয়া এক বা দুই সা' (পরিমাণ) খাবার খাওয়াইয়া দেওয়া আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

২৫৬. - بَابُ حَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ : জাহিলী যুগে কসম ও চুক্তি

৫৬৯. - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حَلْفَ الْمُطِيبِينَ ، فَمَا أَحَبُّ أَنْ أَنْكُثَهُ وَأَنْ لِي حُمْرُ النَّعَمِ .

৫৬৯. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) বলেন, আমি আমার চাচাদের সহিত মুতাইয়্যাবীদের চুক্তিতে শরীক ছিলাম। বহু মূল্যের লাল উটনীর বিনিময়েও আমি উহা ভঙ্গ করিবার পক্ষপাতী নই।

২৫৭. - بَابُ الْأَخَاءِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন

৫৭০. - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ .

৫৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) হযরত ইবন মাসউদ ও হযরত যুবায়েরের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেন।

৫৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَالِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِیِ التَّيِّ بِالْمَدِينَةِ .

৫৭১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার মদীনার বাড়িতে বসিয়া আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মিত্র চুক্তি স্থাপন করিয়া দেন।

২৫৮. - بَابُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ : ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি

৫৭২. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دُرْجِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا هَجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ .

৫৭২. হযরত আমর ইব্ন শু'আইব তদীয় পিতার প্রমুখাৎ এবং তাহার পিতা তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, মক্কা জয়ের বছর নবী করীম (সা) কা'বার সিঁড়ির উপর বসিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করিলেন। অতঃপর বলিলেন, জাহিলী যুগে যাহার চুক্তি ছিল ইসলাম তাহা বাড়ায় নাই বরং তাহার চুক্তিকে দৃঢ়তরই করিয়া থাকে। (চুক্তি বাতিল করে না) এবং জয়ের পর আর হিজরত নাই।

২৫৯. - بَابُ مَنْ اسْتَمْطَرَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা

৫৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَصَابَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَطَرٌ فَحَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ ، قُلْنَا لَمْ فَعَلْتَ ؟ قَالَ " لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " .

৫৭৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় বৃষ্টিপাত শুরু হইল। নবী করীম (সা) তখন তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে কাপড় সরাইয়া লইলেন। ফলে তাহার শরীর মোবারক বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমনটি কেন করিলেন? বলিলেন : উহা কেবলমাত্র তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিল কিনা, (তাই বরকতের জন্য এইরূপ করিলাম)।

২৬. - بَابُ أَنَّ الْغَنَمَ بَرَكَةٌ

২৬০. অনুচ্ছেদ : ছাগল বরকত স্বরূপ

৫৭৪. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَيْثَمٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ ،

فَاتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٍّ فَنَزَلُوا - قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ،
اذهَبِ إِلَى أُمِّي وَقُلْ لَهَا : إِنَّ ابْنَكَ يَقْرُنُكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ اطْعَمِينَا شَيْئًا - قَالَ -
فَوَضَعْتُ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ فِي صَحْفَةٍ ،
فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ، فَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا وَضَعْتُهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبَّرَ أَبُو
هُرَيْرَةَ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا
الْأَسْوَدَانِ ، التَّمْرُ وَالْمَاءُ ، فَلَمْ يُصِيبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا - فَلَمَّا انْصَرَفُوا
قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنِ إِلَى غَنَمِكَ وَأَمْسَحِ الرِّغَامَ عَنْهَا وَأَطِبْ مُرَاحَهَا ، وَصِلْ
فِي نَاحِيَّتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لِيُوشِكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ ، تَكُونُ الثَّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ صَاحِبِهَا مِنْ دَارٍ مَرُوان .

৫৭৪. হুমায়দ ইবন মালিক বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সহিত তাঁহার আকীক নামক স্থানের বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সাওয়ারীতে আরোহণকারী একদল মদীনাবাসী তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় অবতরণ করিলেন।

হুমায়দ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তখন আমাকে বলিলেন : যাও আমার আশ্রম কাছে গিয়া বল, আপনার পুত্র আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং কিছু খাবার দিতে বলিয়াছেন। তিনি তখন তিনটি যবের পিঠা, কিছু যায়তুন তৈল ও কিছু লবণ, একটি রেকাবীতে করিয়া আমার মাথার উপর উঠাইয়া দিলে। আমি তাহা তাহাদের নিকট পৌছাইলাম। যখন আমি উহা তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম, তখন আবু হুরায়রা (রা) তাকবীর অর্থাৎ, ‘আল্লাহু আকবার’ বলিয়া উঠিলেন এবং সাথে সাথে বলিলেন : সেই সত্তার প্রশংসা যিনি আমাদের নিকট পৌছাইলেন। নতুবা তখনও একদিন ছিল যখন দুইটি কাল বস্ত্র অর্থাৎ খেজুর এবং পানি ছাড়া আমাদের আর কিছু জুটিত না। উক্ত আগন্তুক দলের লোকজন ঐ খাদ্য হইতে কিছুই অবশিষ্ট রাখিল না। অতঃপর তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন আবু হুরায়রা (রা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাতিজা! তোমার ছাগলগুলির খুব যত্ন করিবে, উহাদের গায়ের ধূলাবালি ঝাড়িয়া দিবে এবং উহাদের বাসস্থান পরিষ্কার রাখিবে এবং উহাদের এক ধারে নামায পড়িবে। কেননা, এইগুলি হইতেছে বেহেশতের জীব। যাহার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, অচিরেই লোকজনের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন এক পাল ছাগল তাহার মালিকের নিকট মারোয়ানের প্রাসাদের চাইতেও অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হইবে।

৫৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْإِرْزُقِيُّ ،
عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :
الْشَّاةُ فِي الْبَيْتِ بَرَكَةٌ وَالشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ ، وَالثَّلَاثُ بَرَكَاتٌ .

৫৭৫. হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ঘরে একটি বকরী একটি বরকত স্বরূপ, দুইটি বকরী দুইটি বরকত স্বরূপ, তিনটি বকরী তিনটি বরকত স্বরূপ।

২৬১- بَابُ الْإِبِلِ عِزُّ لَاهِلِهَا

২৬১. অনুচ্ছেদ : উট তাহার মালিকের জন্য মর্যাদার বস্তু

৫৭৬. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلُ فِي أَهْلِ الْخِيَلِ وَالْإِبِلِ الْفَدَادَائِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ .

৫৭৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কুফরের চূড়া (মূল মাথা শব্দ আছে) পূর্ব দিকে, গর্ব ও অহংকার উট ও ঘোড়ার মালিকদের মধ্যে, বেদুঈনগণ উচ্চস্বর বিশিষ্ট এবং প্রশান্তি বকরীওয়ালাদের মধ্যে।

৫৭৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَجِبْتُ لِلْكَلابِ وَالشَّاءِ ، إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ ، كَذَا وَكَذَا وَيُهْدَى ، كَذَا وَكَذَا ، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةَ ، كَذَا وَكَذَا - وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا .

৫৭৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কুকুর এবং ছাগলের ব্যাপারে আমি বিস্মিত হই। ছাগল বৎসরে এত সংখ্যায় যবেহ করা হয়, এত এত সংখ্যায় কুরবানী করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর এক একটি মাদী কুকুর এত এত সংখ্যায় শাবক প্রসব করে অথচ ছাগলের সংখ্যাই কুকুরের তুলনায় অধিক।

৫৭৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْمَهْمَدَالِيِّ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : قَالَ لِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا أَبَا ظَبْيَانَ كَمْ عَطَاؤُكَ ؟ قُلْتُ : أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ : قَالَ لَهُ : يَا أَبَا ظَبْيَانَ اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَّابِيَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَكُمْ غَلْمَةُ قُرَيْشٍ ، لَا يَعْدُ الْعَطَاءُ مَعَهُمْ مَالًا .

৫৭৮. হযরত আবু যিবইয়ান বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদা আমাকে বলিলেন : হে আবু যিবইয়ান! তোমার রাস্ত্রীয় ভাতার পরিমাণ কত? আমি বলিলাম : আড়াই হাজার। তিনি তখন বলিলেন : হে আবু যিবইয়ান! সেই দিন আসার পূর্বেই তুমি চাষাবাদ ও পশুপালন শুরু করিয়া দাও যখন কুরায়শের গোলামরা তোমাদের শাসক হইবে এবং তাহাদের সামনে তোমাদের এই রাস্ত্রীয় ভাতা কোন (উল্লেখযোগ্য) সম্পদ বলিয়াই গণ্য হইবে না।

৫৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ ، سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ حَزَنٍ يَقُولُ : تَفَاخِرُ أَهْلُ الْإِبِلِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِيُ غَنَمٍ ، وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِيُ غَنَمٍ - وَبُعِثْتُ أَنَا أُرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِ بَاجِيَادٍ .

৫৭৯. হযরত আবদা ইবন হযন বলেন, একদা উটওয়ালা ও বকরীওয়ালারা পরস্পর গর্ব করিতেছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক কথাই নিজদিগকে বড় বলিয়া প্রকাশ করিতেছিল।) তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : মুসা (আ) রাসূলরূপে প্রেরিত হইলেন অথচ তিনি ছিলেন পশুর রাখাল। হযরত দাউদ (আ) রাসূল রূপে প্রেরিত হইলেন, তিনিই ছিলেন পশুর রাখাল। এবং আমি রাসূলরূপে প্রেরিত হইলাম আর আমিও আজইয়াদ নামক স্থানে আমার পরিবারের বকরীসমূহ চরাইতাম।

২৬২. - بَابُ الْأَعْرَابِيَّةِ

২৬২. অনুচ্ছেদ : যাযাবর জীবন

৫৮০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الْكَبَائِرُ سَبْعٌ : أَوَّلُهَا الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْأَعْرَابِيَّةِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ .

৫৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন : কবীরা গুনাহ সাতটি। ১. আল্লাহ্র সাথে শিরক করা অর্থাৎ অন্য কাহাকেও কোন না কোনভাবে আল্লাহ্র শরীক বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। ২. নর হত্যা। ৩. সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া এবং ৪. হিজরতের পর পুনরায় যাযাবরত্ব বরণ করা (প্রভৃতি)।

২৬৩. - بَابُ سَاكِنِ الْقُرَى

২৬৩. অনুচ্ছেদ : উজাড় জনপদে বাসকারী

৫৮১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ قَالَ : سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنِ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ " قَالَ أَحْمَدُ : الْكُفُورُ الْقُرَى -

হাদ্দনা ইসহাকু قَالَ : أَخْبَرَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ قَالَ : سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ " يَا ثَوْبَانُ ! لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنِ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ " .

৫৮১. হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : ওহে! অজগায় বাস করিও না। কেননা অজগায়ের অধিবাসী কবরের অধিবাসী তুল্য।

এই হাদীসের একজন রাবী আহমাদ বলেন : অজগাঁও (মূল শব্দ কাফুর) বলিতে জনশূন্য জনপদ বুঝানো হইয়াছে।

২৬৬- بَابُ الْبَدْوِ إِلَى التَّلَاعِ

২৬৪. অনুচ্ছেদ : মরু এলাকায় বসবাস

৫৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدْوِ قُلْتُ : وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدُو ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، كَانَ يَبْدُو إِلَى هَؤُلَاءِ التَّلَاعِ .

৫৮২. হযরত মিকদাম ইবন শুরায়হ তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন : আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রান্তরে গমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি জনশূন্য প্রান্তরে গমন করিতেন ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ, তিনি প্রান্তরে গমন করিতেন, ঐ (দূরের) টিলাসমূহ পর্যন্ত।

৫৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهَبٍ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ إِذَا رَكِبَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكَبَيْهِ ، وَوَضَعَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ - فَقُلْتُ : مَا هَذَا قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا .

৫৮৩. আমর ইবন ওয়াহব বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উসায়দকে দেখিয়াছি তিনি যখন ইহরামের অবস্থায় (কোন বাহনের উপর) সাওয়ার হইতেন, তখন কাঁধের উপর হইতে কাপড় তাঁহার জানুর উপর লইয়া লইতেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার তাৎপর্য কি ? বলিলেন : আমি হযরত আবদুল্লাহকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

২৬৭- بَابُ مَنْ أَحَبَّ كِتْمَانَ السِّرِّ وَأَنْ يُجَالِسَ كُلَّ قَوْمٍ فَيَعْرِفُ أَخْلَاقَهُمْ

২৬৫. অনুচ্ছেদ : গোপনীয়তা রক্ষা এবং জানাশোনার উদ্দেশ্যে লোকের সাথে মেলামেশা

৫৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ ، إِنَّا لَا نُحِبُّ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَنَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، لَسْتُ أَجَالِسُ أَوْلِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَ عُمَرُ : بَلَى فَجَالِسُ

هَذَا وَهَذَا ، وَلَا تَرْفَعْ حَدِيثَنَا ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي ؟ فَعَدَّدَ الْأَنْصَارِيُّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، لَمْ يُسَمَّ عَلِيًّا ، فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا لَهُمْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ؟ فَوَاللَّهِ ! إِنَّهُ لَأَحْرَاهُمْ - إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ - أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِّ .

৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) এবং জনৈক আনসার একত্রে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী (অর্থাৎ রাবীর দাদা) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিকট বসিলেন। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন : আমাদের কথা যে অন্যদের কাছে প্রকাশ করে, আমরা এমন লোককে পছন্দ করি না। তখন আবদুর রহমান (রা) বলিলেন, আমি উহাদের সাথে মেলামেশা করিব না, হে আমীরুল মুমিনীন! (এমতাবস্থায় কাহারও কাছে আপনার গোপনীয় কথাবার্তা প্রকাশ করার তো প্রশ্নই ওঠে না)। হযরত উমর (রা) বলিলেন, (আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে) তুমি লোকজনের সাথে মেলামেশা বা ওঠা-বসা কর, (তাহাতে আপত্তির কিছু নাই) তবে আমাদের গোপন তথ্য কোথাও ফাঁস করিও না। অতঃপর তিনি উক্ত আনসারী সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আমার পরে কে খলীফা হইবেন বলিয়া লোকজন আলোচনা করে? তখন উক্ত আনসারী মুহাজিরদের মধ্য হইতে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তাহাতে হযরত আলী (রা)-এর নাম উল্লেখ করিলেন না। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন : হাসানের পিতা অর্থাৎ হযরত আলীর কথা তাহারা ভাবে না কেন? কসম আল্লাহর, শাসনভার প্রাপ্ত হইলে তিনিই তাহাদের সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

২৬৬ - بَابُ التَّوَدُّعِ فِي الْأُمُورِ

২৬৬. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা

৫৮৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ وَمَوْلَى لَهُ ، فَأَوْصَى مَوْلَاهُ بِابْنِهِ ، فَلَمْ يَأْلُوهُ حَتَّى أَدْرَكَ وَزَوْجَهُ ، فَقَالَ لَهُ : جَهِّزْنِي أَطْلُبُ الْعِلْمَ ، فَجَهَّزَهُ - فَاتَى عَالِمًا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْطَلِقَ فَقُلْ لِي أَعْلَمُكَ - فَقَالَ : حَضَرَ مِنِّي الْخُرُوجَ فَعَلَّمْنِي فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ - وَأَصْبِرْ - وَلَا تَسْتَعْجِلْ ، قَالَ الْحَسَنُ فِي هَذَا الْخَيْرُ كُلُّهُ - فَجَاءَ وَلَا يَكَادُ يَنْسَاهُنَّ ، إِنَّمَا هُنَّ ثَلَاثٌ - فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُهُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الدَّارَ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَائِمٍ مُتْرَاخٍ عَنِ الْمِرْأَةِ - وَإِذَا امْرَأَتُهُ نَائِمَةٌ - قَالَ : وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ مَا أَنْتَظِرُ بِهِذَا - فَرَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ قَالَ : اتَّقِ

اللَّهُ وَاصْبِرْ، وَلَا تَسْتَعْجِلْ فَرَجَعْ فَلَمَّا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ : مَا أَنْتَظِرُ بِهِذَا شَيْئًا - فَرَجَعْ إِلَى رَاحَتِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَيْفَهُ ذَكَرَهُ - فَرَجَعْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ اسْتَيْقِظَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَاهُ وَثَبَ إِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَسَاءَ لَهُ قَالَ : مَا أَصَبْتُ بَعْدِي ؟ قَالَ : أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ خَيْرًا كَثِيرًا ، أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ أَنْتَى مَشَيْتُ اللَّيْلَةَ بَيْنَ السَّيْفِ وَبَيْنَ رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَحَجَزَنِي مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِكَ .

৫৮৫. হযরত হাসান (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে একটি শিশু সন্তান এবং একটি ক্রীতদাস রাখিয়া যায়। ক্রীতদাসকে সে তাহার পুত্রের ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া যায় (সে যেন বিশ্বস্ততার সহিত তাহার দেখাশোনা করে)। ক্রীতদাসটি এ ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি করিল না। এমনকি বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং ক্রীতদাসটি তাহাকে বিবাহও করাইয়া দিল। এবার সে ক্রীতদাসটিকে বলিল : আমার বিদ্যাহাতি যোগ্যতা আয়োজন কর, আমি বিদ্যাহাতি করিব। তাহার কথামত ক্রীতদাসটি তাহার বিদ্যাহাতি যাত্রার আয়োজন করিল। সে একজন আলিমের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার নিকট জ্ঞানদানের আবেদন জানাইল। আলিম তাহাকে বলিলেন : যখন তোমার প্রস্থানের সময় হইবে, তখন আমাকে বলিও, আমি তোমাকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিব। সত্য সত্যই যখন তাহার প্রস্থানের সময় হইল, তখন সে আলিমকে বলিল : আমি এখন প্রস্থান করিব, আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিন! আলিম বলিলেন : আল্লাহকে ভয় করিবে, ধৈর্যধারণ করিবে এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবে না।

হযরত হাসান (রা) বলেন : ইহাতে সমুদয় কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করিল, তখন উহা তাহার স্মরণপটে জাগরুক রহিল। কেননা, কথা তো মাত্র তিনটিই ছিল। অতঃপর সে যখন তাহার পরিবারের কাছে আসিল এবং সাওয়ারী হইতে অবতরণ করিল, তখন দেখিতে পাইল যে, একটি নারী ও পুরুষ অল্প তফাতে শুইয়া রহিয়াছে এবং সে নারীটি তাহারই সহধর্মিণী! সে মনে মনে বলিল : এহেন দৃশ্য দেখার পর আর কিসের অপেক্ষা! সে তাহার সাওয়ারীর কাছে ফিরিয়া গেল এবং তরবারি ধরিতে গিয়াই স্মরণ পড়িয়া গেল, আল্লাহকে ভয় করিবে, ধৈর্যধারণ করিবে এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবে না। আবার যখন তাহার শিয়রে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন পুনরায় বলিল : এমন দৃশ্য দেখার পর আর কিসের জন্য অপেক্ষা করা! পুনরায় সে সাওয়ারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং তলোয়ার ধরিতে যাইতেই পুনরায় উহা স্মরণ হইয়া গেল। পুনরায় সে তাহার শিয়রে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে নিদ্রিত ব্যক্তিটি জাগ্রত হইল এবং তাহাকে দেখিতে পাইয়া সাথে সাথে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আলিঙ্গন করিল ও চুম্বন করিল। সে ব্যক্তিটি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নিকট হইতে যাওয়ার পর আপনি কী জ্ঞান অর্জন করিলেন? সে বলিল : আল্লাহর কসম, তোমাদের নিকট হইতে যাওয়ার পর আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করিয়াছি। আজ রাতে আমি তিনবার তরবারি এবং তোমার মধ্যে যাতায়াত করিয়াছি এবং যে জ্ঞান আমি অর্জন করিয়াছি, উহাই তোমাকে হত্যা করা হইতে আমাকে বিরত রাখিয়াছে।

২৬৭. - بَابُ التَّوَدَّةِ فِي الْأُمُورِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ : ধীরেসুস্থে কাজ করা

৫৮৬. - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنْ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ " قُلْتُ : وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ " قُلْتُ : قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا ؟ قَالَ " قَدِيمًا " قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ أَحِبَّهُمَا اللَّهُ .

৫৮৬. হযরত আবদুর রহমান ইবন আবু বাকরা আশাজ্জ আবদুল কায়স প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে (আশাজ্জকে) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়! আমি বলিলাম, তাহা কি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : সহিষ্ণুতা ও লজ্জা। আমি বলিলাম, এই দুইটি অভ্যাস পূর্ব হইতেই আমার মধ্যে ছিল না; নতুনভাবে দেখা যাইতেছে (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) ? বলিলেন : না পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। আমি বলিলাম, আল্লাহরই সকল প্রশংসা যিনি আমার মধ্যে জন্মগতভাবেই এমন দুইটি অভ্যাস প্রদান করিয়াছে, যাহা আল্লাহর কাছে প্রিয়।

৫৮৭. - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ " إِنْ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ وَالْإِنَانَةُ .

৫৮৭. হযরত কাতাদা বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের যে সব প্রতিনিধি নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরই একজন আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা আবু নাযরার উল্লেখ করেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) আশাজ্জ আবদুল কায়সকে লক্ষ্য করিয়া বলেন : তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়, আর তাহা হইল—সহিষ্ণুতা এবং ধীরেসুস্থে কাজ করার অভ্যাস।

৫৮৮. - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةٌ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْأَشَجِّ أَشَجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنْ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ " الْحِلْمُ وَالْإِنَانَةُ .

৫৮৮. [হযরত ইবন আব্বাসের সূত্রে উক্ত হাদীসের পুনরাবৃত্তি]

৫৮৯. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَجَرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي هُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ جَدَّهُ مَزِيْدَةَ الْعَبْدِيَّ قَالَ : جَاءَ الْأَشْجُ يَمْشِي حَتَّى أَخَذَ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلَهَا - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَمَّا إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ " قَالَ : جِبِلًّا جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَوْ خُلُقًا مَعِيَ ؟ قَالَ " لَا - بَلْ جِبِلًّا جُبِلْتُ عَلَيْهِ " قَالَ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

৫৮৯. হযরত মযীদাতুল আবদী (রা) বলেন, আশাজ্জ পদব্রজে আসিয়া নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাহাতে চুম্বন করিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন : ওহে! তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের নিকট অত্যন্ত প্রিয়! আশাজ্জ বলিলেন : ঐগুলি কি আমার প্রকৃতিগত, না আমার চরিত্রগত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : না, ঐগুলি তোমার প্রকৃতিগত গুণ। তখন আশাজ্জ বলিলেন : সেই আল্লাহরই সব প্রশংসা, যিনি আমাকে প্রকৃতিগতভাবেই এমন অভ্যাস দান করিয়াছেন যাহা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের নিকট প্রিয়।

২৬৮ - بَابُ الْبَغْيِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ

৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فَطْرٌ عَنْ أَبِي يَحْيَى ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ جِبِلًّا ، بَغَى عَلَى جَبَلٍ - ، لَدَكَ الْبَاغِيُّ .

৫৯০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তবে বিদ্রোহে বিদ্রোহী পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত!

৫৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : احْتَجَّتِ النَّارُ ، وَالْجَنَّةُ ، فَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلْنِي الْمُتَكَبِّرُونَ وَالْمُتَجَبَّرُونَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ ، لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكَ مِنْ شَيْئٍ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ شَيْئٍ .

৫৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : একদা দোযখ ও জান্নাত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। দোযখ বলিল : অহঙ্কারী ও পরাক্রমশালীরা আমাতে প্রবেশ করিবে। জান্নাত বলিল : দুর্বল ও নিঃস্বরা ব্যতীত অপর কেহ আমাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা দোযখকে বলিলেন : তুই হইতেছিস আমার আযাব, যাহার উপর ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে প্রতিশোধ নিব এবং জান্নাতকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন : তুই হইতেছিস আমার রহমত যাহাকে ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করিব।

৫৭২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيءُ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَلَى الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا فَلَا تُسْأَلُ عَنْهُ وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مَوْنَةَ الدُّنْيَا فَتَنْبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ فَإِنْ رِدَاءَهُ الْكِبَرِيَاءُ وَإِزَارُهُ عِزُّهُ وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ."

৫৯২. হযরত ফুযালা ইবন উবায়দ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তিন ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদই করা হইবে না (সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে), ১. যে ব্যক্তি জামা'আত হইতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিল এবং তাহার ইমামের (নেতার) অবাধ্য হইয়া গেল এবং এই অবাধ্য অবস্থায়ই সে ইন্তিকাল করিল। ২. সেই ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস যে তাহার মনিবের নিকট হইতে পালাইয়া গেল, ৩. সেই মহিলা যাহার স্বামী বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পার্শ্ব প্রয়োজনাদি মিটাইবার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছে সে যদি রূপ লাভণ্যের প্রদর্শনী করিয়া বেড়ায় এবং ভ্রষ্টা হয়।

আরো তিন ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না : ১. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর চাদর নিয়া টানাটানি করে, আর তাহার চাদর হইতেছে অহংকার বা আত্মগরিমা এবং তাহার তহবন্দ বা পরিধেয় হইতেছে ইজ্জত, ২. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে ৩. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয়।

৫৭৩- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخَّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا الْبَغْيُ وَحَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قَطِيعَةُ الرَّحْمِ ، يُعَجَّلُ لِصَاجِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ .

৫৯৩, হযরত বুকার ইবন আবদুল আযীয তদীয় পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : গুনাহসমূহের মধ্যে তাহার ইচ্ছামত যে কোন গুনাহের শাস্তি প্রদান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত মুলতবি রাখিয়া দিতে পারেন, তবে বিদ্রোহ, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ, আত্মীয়তা ছেদন-এমন পর্যায়ের গুনাহের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দান করিয়া থাকেন।

৫৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَوَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ : يَبْصُرُ أَحَدَكُمْ الْقَذَاةَ ، فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجَذَلَ أَوْ الْجَذَعَ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ " الْجَذَلَ " الْخَشْبَةُ الْعَالِيَةُ الْكَبِيرَةُ -

৫৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কেহ তো তাহার ভাইয়ের চক্ষুর সামান্য আবর্জনাও দেখিতে পায় অথচ তার নিজের চক্ষুতে আস্ত একটা কড়িকাঠও তাহার চক্ষুতে ধরা পড়ে না।

৫৯৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْتَنْبِرُ بْنُ أَخْضَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ الْمُرْنِيِّ ، فَأَمَاطَ أَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَبَادَرْتُهُ - فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ - قَالَ أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَمَاطَ أَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ - وَمَنْ تَقَبَّلَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫৯৫. হযরত মু'আবিয়া ইব্ন কুররা বলেন, একদা আমি মাকিল মুযনী (রা)-এর সাথে (পথ চলিতে) ছিলাম। এই সময় তিনি রাস্তা হইতে একটি কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করিলেন। অতঃপর আমিও রাস্তায় এই গোছের কিছু একটা দেখিতে পাইয়া উহা সরাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন : ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমাকে কিসে এই কর্ম করিতে উদ্বুদ্ধ করিল ? উত্তরে, আমি বলিলাম, আপনাকে এরূপ করিতে দেখিয়াই আমি এরূপ করিয়াছি। তিনি বলিলেন : ভ্রাতুষ্পুত্র খুব উত্তম কাজই তুমি করিয়াছ। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলার পথ হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করিবে, তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখা হইয়া থাকে আর যাহার একটি পুণ্যও গৃহীত হইবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

২৬৭ - بَابُ قُبُولِ الْهَدِيَةِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ : হাদিয়া, তোহফা গ্রহণ করা

৫৯৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا .

৫৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করিবে তবে তোমাদের পরস্পরে ভালবাসার সৃষ্টি হইবে।

৫৯৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَقُولُ : يَا بَنِي تَبَاذَلُوا بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَوْدُ لِمَا بَيْنَكُمْ .

৫৯৭. হযরত সাবিত বলেন, হযরত আনাস (রা) প্রায়ই বলিতেন, হে বৎসগণ! তোমরা একে অপরের জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করিবে, ইহাতে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে।

২৭. - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لَمَّا دَخَلَ الْبُغْضُ فِي النَّاسِ

২৭০. অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না

৫৯৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً - فَعَوَّضَهُ ، فَتَسَخَّطَهُ - فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ " يَهْدِي أَحَدَهُمْ فَأَعْوَضُهُ بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثُمَّ يَسَخَّطُهُ ، وَآيُمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدِي عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ .

৫৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা বনী ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে একটি উটনী হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিল। তিনিও তাহাকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু প্রদান করিলেন। ইহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অতঃপর মিশরে আরোহণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, আমাকে কোন ব্যক্তি হাদিয়া প্রদান করে এবং আমিও আমার সামর্থ্য অনুসারে উহার প্রতিদান দিয়া থাকি। তাহাতে সে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়। কসম আল্লাহর, এ বৎসরের পর কুরায়শী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী গোত্র ছাড়া অন্য কোন আরব গোত্রের লোকের হাদিয়া গ্রহণ করিব না।

২৭১. - بَابُ الْحَيَاءِ

২৭১. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

৫৯৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ رَبِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عَقَبَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৫৯৯. হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : নবী সুলভ যে বাণীটি জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত রহিয়াছে, এ তাহা হইল, “যখন তুমি লজ্জা পরিহার করিবে, তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।”

৬০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ (وَبِضْعٌ وَسَبْعُونَ) شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

৬০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে, উহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইতেছে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এবং সর্বনিম্নটি হইতেছে রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।

৬.১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءٍ فِي خِدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرَّةً عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ -

৬০১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : নবী করীম (সা) অবগুষ্ঠন আবৃত্তা কুমারীদের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন এবং যখন কোন ব্যাপারে তাঁহার অসন্তুষ্টি উদ্বেক হইত, তখন তাঁহার চেহারা মুবারক দর্শনেই আমরা উহা আঁচ করিতে পারিতাম।

৬.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَوْلَى أَنَسٍ .

৬০২. অপর এক সূত্রে একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

৬.৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ إِسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ عَائِشَةَ لَا بِسَامِرِطٍ عَائِشَةَ - فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ - فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ إِسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ إِسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ أَجْمَعِي إِلَيْكَ ثِيَابَكَ " قَالَ فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَمْ أَرَكَ فَزَعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزَعْتَ لِعُثْمَانَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيٌّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ أُذِنْتُ لَهُ ، وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ إِنْ لَا يَبْلُغُ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ .

৬০৩. হযরত সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) হযরত উসমান (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রমুখাং বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত কামনা করিলেন। তখন তিনি আয়েশার চাদর পরিয়া আয়েশার বিছানায় শোয়া ছিলেন। তিনি এই অবস্থায় থাকিয়াই আবু বকরকে (কক্ষে) প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাহার কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকেও অনুমতি প্রদান করিলেন এবং নিজে পূর্বাবস্থায় শায়িতই রহিলেন। তিনি তাঁহার কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত উসমান (রা) বলেন : অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি তখন উঠিয়া বসিলেন এবং হযরত আয়েশাকে বলিলেন : আয়েশা! তুমি তোমার কাপড়-চোপড়ও একটু গুছাইয়া লও! হযরত উসমান (রা) বলেন : অতঃপর আমিও আমার কাজ সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলাম। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি লক্ষ্য করিলাম, আবু বকর ও উমরের আগমনে আপনি ততটুকু সতর্ক হন নাই, যেমন হইয়াছেন উসমানের আগমনে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : উসমান হইতেছে অতিশয় লজ্জাশীল প্রকৃতির লোক, আমার আশংকা হইতেছিল যে যদি আমি তাহাকে উক্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিবার অনুমতি প্রদান করিতাম তবে তিনি তাহার কাজ সমাধা না করিয়াই ফিরিয়া যাইতেন।

৬.৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُعَمَّرٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ .

৬০৪. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, লজ্জাশীলতা যে বস্তুতেই থাকুক তাহা উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর অশীলতা কোন কিছুতে থাকিলে তাহা উহাকে কদর্য করে।

৬.৫ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ : " دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ .

৬০৫. সালিম তাহার পিতা প্রমুখাং বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে তাহার ভাইকে লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে বুঝাইতেছিল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহাকেও তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও, কেননা লজ্জাশীলতা তো ঈমানের অঙ্গস্বরূপ।

৬.৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَعْاقِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ حَتَّى كَانَ يَقُولُ أَضْرِبْكَ فَقَالَ " دَعُهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ .

৬০৬. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে তাহার ভাইকে লজ্জাশীলতার জন্য ভৎসনা করিতেছিল, এমনকি সে যেন বলিতেছিল

যে, আমি তোকে এজন্য প্রহার করিব। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।

৬.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي ، كَاشِفًا فَخْذَهُ أَوْ سَاقِيَهُ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآذَنَ لَهُ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآذَنَ لَهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ تَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ (قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا أَقُولُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ) فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْشُرْ وَلَمْ تُبَالِهْ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْشُرْ وَلَمْ تُبَالِهْ - ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ؟ قَالَ " أَلَا أَسْتَحْيُ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ " .

৬০৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তাঁহার উক্ক অথবা পায়ের হাঁটুদ্বয় অনাবৃত ছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা) আসিয়া তাঁহার খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি উক্ত অবস্থায়ই তাঁহাকেও ভিতরে আসার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনিও তাঁহার আলাপ-আলোচনা সারিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা) আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন নবী করীম (সা) উঠিয়া বসিলেন এবং আপন পরিধেয় বস্ত্র একটু টানিয়া অনাবৃত স্থান আবৃত করিয়া লইলেন। (এই হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমি বলিতেছি না যে, সবই একই দিনের ঘটনা। (অতঃপর হযরত উসমান (রা) আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা সারিয়া তিনিও যখন প্রস্থান করিলেন) হযরত আয়েশা বলেন, তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর (রা) আসিলেন, আপনি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন না বা তেমন পরওয়া করিলেন না। অতঃপর উমর (রা) আসিলেন, তখনও আপনি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন না বা তেমন পরওয়া করিলেন না, অতঃপর যখন উসমান (রা) আসিলেন তখন আপনি বসিয়া গেলেন এবং কাপড় ঠিকঠাক করিলেন (ব্যাপার কি)! তখন তিনি ফরমাইলেন, আমি কি এমন ব্যক্তির জন্য লজ্জা ও সংকোচবোধ করিব না, যাহার ব্যাপারে স্বয়ং ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ (সমীহ) করেন?

২৭২ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

২৭২. অনুচ্ছেদ : সকালে উঠিয়া কি বলিবে?

৬.৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ " أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ

كُلُّهُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالِإِلَهَ النَّشُورُ " وَإِذَا أَمْسَى قَالَ " أَمْسَيْنَا
وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ - وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالِإِلَهَ الْمَصِيرُ

৬০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) সকালে উঠিয়া বলিতেন :

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالِإِلَهَ
النَّشُورُ

“আমাদের প্রভাত হইয়াছে এবং শুধু আমাদেরই নহে আল্লাহর রাজ্যের সকলেরই প্রভাত হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। তাঁহার শরীক বা সমকক্ষ নাই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং পুনরুত্থিত হইয়া তাঁহারই কাছে যাইতে হইবে। এবং যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি বলিতেন :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالِإِلَهَ
الْمَصِيرُ -

“আমাদের সন্ধ্যা হইয়াছে এবং আল্লাহর রাজ্যের সকলেরই সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর প্রাপ্য। তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং তাঁহারই কাছে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

২৭২ - بَابُ مَنْ دَعَى فِي غَيْرِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৩. অনুচ্ছেদ : অপরকে দু‘আয় শামিল করা

٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْكَرِيمَ
ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِيمِ ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ
الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ
ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي لِأَجَبْتُ ، إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ « ارجع إلى ربك فاسأله ما
بِالْنِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ » [١٢ : يوسف : ٥٠] وَرَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى لُوطٍ
إِنْ كَانَ لِيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ - إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ « لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى
رُكْنٍ شَدِيدٍ » [١١ : هود : ٨٠] مَا إِنْ بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا فِي ثُرْوَةٍ مِنْ
قَوْمِهِ " قَالَ مُحَمَّدٌ : الثَّرْوَةُ الْكَثْرَةُ وَالْمَنْعَةُ .

৬০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : করীম ইবন করীম ইবন করীম ইবন করীম হইতেছেন ইউসুফ ইবন ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম খলীলুর রহমান তাবারকা ও তা‘আলা। (অন্যভাবে বলিতে গেলে একাধিকক্রমে চার পুরুষ পর্যন্ত; মহান পুরুষ হইতেছেন হযরত

ইউসুফ যাঁহার পিতা ইয়াকুব যাঁহার পিতা ইসহাক যাঁহার পিতা ইব্রাহীম তিনি হইলেন আল্লাহর খলীল-বন্ধু। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : হযরত ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল কারাগারে অবস্থান করেন ততদিন যদি আমি কারাগারে অবস্থান করিতাম, তারপর লোক আমাকে ডাকিয়া নিতে আসিত; তবে নিশ্চয়ই আমি তাহার ডাকে সাড়া দিতাম। অথচ তাঁহার কাছে যখন দূত আসিল তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন—“যাও তোমার মনিবের কাছে ফিরিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, যে মহিলারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা কি? (অর্থাৎ তাহারা আমার সম্পর্কে কী বলে?)” (সূরা ইউসুফ : ৪০)

আর আল্লাহর রহমত হউক হযরত লূত (আ)-এর উপর। তিনি একটি শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় লওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন যখন তিনি তাঁহার স্বজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন : “হায়, যদি আমার কোন ক্ষমতা তোমাদের উপর চলিত অথবা আমি কোন শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় লইতে পারিতাম (তবে তাহাই করিতাম, তোমাদিগকে কোন মতেই এই অনাচারে লিপ্ত হইতে দিতাম না)” (সূরা হূদ : ৮৩) আল্লাহ তা‘আলা লূতের পর আর কোন নবী সেই সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেন নাই। তাহার পর আল্লাহ পাক মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী বংশ হইতে সে জাতির নবী প্রেরণ করিয়াছেন।

২৭৬ - بَابُ النَّاخِلَةِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ : অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে দু‘আ

১১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِي عُلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَّةَ أَرْسَلُوا إِلَيَّ ، فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةَ ، فَلَقِينِي عُلْقَمَةُ وَقَالَ لِي ، أَلَمْ تَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيعُ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو النَّاسُ ، وَمَا أَقْلُ إِيَّاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ وَعَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ إِلَّا النَّاخِلَةَ مِنَ الدُّعَاءِ - قُلْتُ : أَوْ لَيْسَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَمَا قَالَ ؟ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَسْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ وَلَا مِرَاءٍ وَلَا لَاعِبٍ ، إِلَّا دَاعٍ دَعَا بِثَبَّتٍ مِنْ قَلْبِهِ - قَالَ فَذَكَرَ عُلْقَمَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

৬১০. আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ বলেন : রাবী প্রতি জুমাবারে আলকামার মজলিসে উপস্থিত হইতেন। যদি আমি তথায় উপস্থিত না থাকিতাম তবে তাহারা আমার জন্য লোক পাঠাইয়া দিতেন। একবার লোক আসিল। তখন আমি আমার স্বস্থানে ছিলাম না। পরে আলকামা আমার সাথে দেখা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন : রাবী কি কথা নিয়া আসিয়াছেন তাহা শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন : দেখিয়াছেন লোকে কত বেশি দু‘আ করিয়া থাকে, অথচ কত কম কবুল হয়? ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, আল্লাহ তা‘আলা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে নিঃসৃত দু‘আ ছাড়া কবুল করেন না। আমি বলিলাম : হযরত আবদুল্লাহ ও কি উহাই বলেন নাই?

বলিলেন, তিনি কি বলিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন : আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ এমন লোকের দু'আ কবুল করেন না, যে লোককে শুনাইবার বা দেখাইবার নিমিত্ত বা অভিনয়ের ভঙ্গিতে দু'আ করে।

২৭৫. - بَابُ لِيَعْزِمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرَهَ لَهُ

২৭৫. অনুচ্ছেদ : পরম আশ্রয়ভরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ কিছু করিতে বাধ্য নহেন

৬১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ الْغَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَعَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولُ : إِنْ شِئْتُ وَلِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ ، وَلِيَعْزِمُ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ .

৬১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যকার কেহ যখন দু'আ করে তখন যেন এরূপ না হয় যে, যদি তুমি চাও তবে আমার অমুক দু'আ কবুল কর বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে এবং পরম আশ্রয়ভরে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার জন্য কিছু দান করা বড় বিষয় নয়।

৬১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمُ فِي الدُّعَاءِ - وَلَا يَقُلْ : اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ .

৬১২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ দু'আ করে তখন যেন দৃঢ়তার সাথে করে এবং এরূপ যেন না বলে যে, প্রভু, যদি তুমি চাও, তবে আমাকে (অমুক বস্তু) দান কর, কেননা আল্লাহর উপর কাহারো জোর চলে না।

২৭৬. - بَابُ رَفْعِ الْإِذْيِ فِي الدُّعَاءِ

২৭৬. অনুচ্ছেদ : দু'আর সময় হাত উঠানো

৬১৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِي نَعِيمٍ - وَهُوَ وَهْبٌ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ ، يُدَبِّرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ .

৬১৩. হযরত ওয়াহাব বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইব্ন উমর এবং হযরত ইব্ন যুবাইর (রা)-কে দু'আ করিয়া মুখমণ্ডলে হস্তদ্বয় ফিরাইতে দেখিয়াছি।

৬১৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا - أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو

رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَلَا تُعَاقِبْنِي ، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ ، فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ .

৬১৪. হযরত ইকরামা বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাত তুলিয়া দু'আ করিতে দেখিয়াছেন। সেই মুনাযাতে তিনি এরূপ দু'আ করিতেছিলেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَلَا تُعَاقِبْنِي ، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيتُهُ ، أَوْ شَتَمْتُهُ ، فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ .

“প্রভু, আমি তো মানুষই, মানব সুলভ দুর্বলতাবশত আমি যদি তোমার কোন মু'মিন বান্দাকে কোন রূপ কষ্ট দিয়া থাকি বা গালি দিয়া থাকি তবে এজন্য তুমি আমাকে শাস্তি দিও না।

٦١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ - فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا ، فَاسْتَقْبِلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ " اللَّهُمَّ ! اهْدِ دَوْسًا وَأَنْتَ بِهِمْ " .

৬১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দাওস গোত্রের তুফায়েল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দাওস অবাধ্যতা ও আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করার পথ বাছিয়া লইয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রতি আপনি বদ দু'আ করুন। নবী (সা) তখন কিবলামুখী হইয়া দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় উত্থিত করিলেন। লোকের ধারণা হইল যে, নবী (সা) বুঝি তাহাদের প্রতি বদদু'আ করিবেন। তিনি তখন তাঁহার দু'আতে বলিলেন : হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাহাদিগকে আমার কাছে আনিয়া দিন।

٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا - فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا يَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ ، يَسْتَسْقِي اللَّهُ ، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيبُ الدَّارَ الرَّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ - فَدَامَتْ جُمُعَةٌ - فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !

تَهَدَمَتِ الْبُيُوتُ وَأُخْتَبِسَ الرُّكْبَانُ ، فَتَبَسَّمَ لِسُرْعَةِ مَلَائَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ
 اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا " فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ .

৬১৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক বৎসর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এক জুমু'আর দিন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনাবৃষ্টি দেখা দিয়াছে, ভূমি অর্দ্ভতা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, ধনসম্পদ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় উর্ধ্বে উঠাইলেন। সে সময় আকাশে মেঘের কোন লক্ষণ ছিল না। তিনি তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় এমনিভাবে উঠাইয়া ধরিলেন যে, আমি তাঁহার বগলদ্বয়ের শুভ্র অংশ পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম। তিনি আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন। আমরা নামায পড়িয়া সারিতে না সারিতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহের যুবকদেরও ঘরে ফিরিবার চিন্তা দেখা দিল। পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত অবিরতভাবে মুশলধারে বৃষ্টি ঝরিল। যখন পরবর্তী জুমু'আ উপস্থিত হইল তখন লোকজন পুনরায় বলিতে লাগিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (বৃষ্টির দরুণ) ঘরবাড়ি ধসিয়া পড়িল, কাফেলা চলাচল বন্ধ হইয়া জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল।

লোকেরা এই একটুতেই বিরক্ত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া নবী করীম (সা) মৃদুহাস্য করিলেন এবং হাত উঠাইয়া বলিলেন : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا "প্রভু, আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর আর না।" ইহাতে মদীনার আকাশ পুনরায় নির্মল মেঘমুক্ত হইয়া গেল।

৬১৭ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَمَّاكِ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ، أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَلَا تَعَاقِبْنِي ، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَلَا تَعَاقِبْنِي فِيهِ .

৬১৭. (৬১০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি, সনদের যৎসামান্য তারতম্য সহকারে)

৬১৮ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ وَمَنْعَةٍ ؟ حِصْنٌ دَوْسٍ - قَالَ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَا ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ - فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَمَرَضَ الرَّجُلُ فَضَجَرَ (أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَا) فَحَبَا إِلَى قَرْنٍ فَآخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدَجِيهَ فَمَاتَ - فَرَأَاهُ الطُّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ قَالَ : مَا فَعَلَ بِكَ ؟ قَالَ : غَفَرْلِي بِهَجْرَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا شَأْنُ يَدَيْكَ ؟ قَالَ فَقِيلَ : أَنَا لَا نَصْلِحُ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ يَدَيْكَ ، قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ " اللَّهُمَّ وَلِيْدِيهِ فَاغْفِرْ " وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

৬১৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা তুফায়েল ইব্ন আমর নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি দুর্গ বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে? দাওস গোত্রের কিল্লা এই উদ্দেশ্যে আপনি ব্যবহার করিতে পারেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আনসারদের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত। সাওয়াবের ভাণ্ডার সংরক্ষিত রাখিয়াছেন দিয়াছিলেন। অতঃপর তুফায়েল হিজরত করিয়া আসিলেন। তাঁহার সাথে তাঁহার সমগোত্রীয় অপর এক ব্যক্তি আসিলেন। তাঁহার সঙ্গী সেই অপর ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত হইল এবং রোগ যাতনায় সে অধীর হইয়া উঠিল এবং সে শিং-এর মধ্য হইতে তীরের তীক্ষ্ণ একটি ফলা লইল এবং উহা দ্বারা সে তাহার রগ কাটিয়া দিল এবং ইহাতে তাহার মৃত্যু হইল। তোফায়েল তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাথে মৃত্যুর পর কী আচরণ করা হইল? সে বলিল : নবীর সকাশে হিজরত করার দরুন আমাকে মার্জনা করা হইয়াছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দুই হাতের অবস্থা কি? রাবী বলেন তাহাকে বল হইল নিজের হাতে যাহা নষ্ট করিয়াছ তাহার সংস্কার করা হইবে না। তোফায়েল তাহা নবী করীম (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন নবী করীম (সা) দু'আ করিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ! তাহার হস্তদ্বয়কে মাফ করিয়া দিন। এ সময়ে তিনি তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় উঠাইলেন।

৬১৯. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ . "

৬১৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইভাবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই অলসতা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই ভীৰুতা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই বার্ধক্যের কষ্ট হইতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই কৃপণতা হইতে।

৬২. حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي - وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي . "

৬২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : আমি আমার বান্দার জন্য সেইরূপ যেরূপ সে আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে এবং আমি তাহার পাশেই থাকি যখন সে আমার কাছে দু'আ করে।

২৭৭. - بَابُ سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ : সাইয়েদুল ইস্তিগফার-গুনাহ মাফের সেরা দু'আ

৬২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

"سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، اَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْلَكَ بِذَنْبِىْ ، فَاغْفِرْ لِىْ ، فَانَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلَّا اَنْتَ - اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ - اِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ (اَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ) وَاِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلُهُ .

৬২১. হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সাইয়্যোদুল ইস্তিগফার বা গুনাহ মাফির শ্রেষ্ঠ দু'আ হইতেছে :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، اَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْلَكَ بِذَنْبِىْ ، فَاغْفِرْ لِىْ ، فَانَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلَّا اَنْتَ - اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ .

“প্রভু, তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমারই বান্দা—দাসানুদাস। আমি তোমার সাথে কালেমার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কৃত (দাসত্ব ও আনুগত্য করার) অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্যানুসারে অটল আছি। আমাকে প্রদত্ত তোমার নিয়ামতের কথা আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি এবং স্বীকৃত পাপের কথাও অকুণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। সুতরাং আমাকে মার্জনা কর; কেননা, তুমি ছাড়া যে গুনাহ মার্জনা করার আর কেহ নাই। আমার স্বীকৃত (পাপের) অনিষ্ট হইতে আমি তোমারই দরবারে আশ্রয় চাহিতেছি”।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এইরূপ বলিবে এবং (ঐ রাত্রে) ইস্তিকাল করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে (অথবা সে বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে) এবং যদি সকালে বলে এবং ঐ দিন ইস্তিকাল করে—তবে সেও অনুরূপভাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে বা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نَمِيرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ ابْنِ سَوْفَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ فِي الْمَجْلِسِ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَبَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " مِائَةً مَرَّةً .

৬২২. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, আমরা গণনা করিতাম নবী করীম (সা) এক মজলিসে একশতবার বলিতেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

“প্রভু, আমাকে মার্জনা কর এবং আমার তাওবা কবুল কর, কেননা তুমিই তাওবা গ্রহণ করার মালিক অতি দয়ালু।”

٦٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ

الضُّحَى ثُمَّ قَالَ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ " حَتَّى قَالَهَا مِائَةً مَّرَّةً لَمْ اَعْتَرْ عَلَيْهِ .

৬২৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) চাশতের নামায পড়িলেন অতঃপর বলিলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

“হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তাওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।” এমন কি তিনি উহা একশত বার বলিলেন।

৬২৪ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي بِشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْأَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْلَكَ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْ لِيْ ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ " قَالَ " مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " .

৬২৪. হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন : সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা গুনাহ মাফির সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হইল :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْلَكَ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْ لِيْ ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ .

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উহা দিনের কোন অংশে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এরূপ বলিবে এবং এদিনই সন্ধ্যার পূর্বে ইস্তিকাল করিবে সে বেহেশতবাসী হইবে। যে ব্যক্তি রাত্রির কোন অংশে এরূপ বলিবে এবং প্রত্যুষের পূর্বে ইস্তিকাল করিবে সে বেহেশতবাসী হইবে।

৬২৫ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ ، سَمِعْتُ الْأَعْرَأَ (رَجُلٌ مِنْ جُهَنِيَّةٍ) يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : " تَوَبُّوْا إِلَى اللَّهِ - فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَّرَّةً " .

৬২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : আল্লাহর দরবারে তাওবা কর। আমি দৈনিক একশত বার আল্লাহর দরবারে তাওবা করিয়া থাকি।

৬২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ : مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ "سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ" رَفَعَهُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ وَعَمَرُو بْنُ قَيْسٍ .

৬২৬. হযরত কা'ব ইব্ন আজরা (রা) বলেন, নামাযের পর পঠিতব্য কয়েকটি কালেমা যেগুলির পাঠক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাহা হইল একশত বার বলা :

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

“পবিত্রতা আল্লাহরই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।” সাহাবী আবু উনায়সা ও আমর ইব্ন কায়স স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

২৭৮. - بَابُ دُعَاءِ الْآخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের জন্য দু'আ

৬২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَسْرِعُ الدُّعَاءِ اجَابَةُ دُعَاءِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ .

৬২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আ সবচাইতে তাড়াতাড়ি কবুল হইয়া থাকে।

৬২৮. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ الْمُعَافِرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الصَّنَابِجِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ دَعْوَةَ الْآخِ فِي اللَّهِ تُسْتَجَابُ .

৬২৮. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বন্ধনের ভাইয়ের দু'আ কবুল হইয়া থাকে।

৬২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنْيَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ بِنْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَيْهِمُ الشَّامَ ، فَوَجَدْتُ أُمَّ

الدَّرْدَاءِ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ أَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ - قَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ أَمِينٌ - وَلَكَ بِمِثْلِ " قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي السُّوقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬২৯. হযরত আবুদ্দারদার জামাতা দারদার স্বামী হযরত সাফওয়ান ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার আমি শামদেশে (সিরিয়ায়) অবস্থিত আমার স্বশ্রালয়ে গেলাম। সেখানে গিয়া দারদার মাতাকে (আমার শাশুড়ীকে) ঘরে পাইলাম, দারদার পিতাকে ঘরে পাইলাম না। তিনি বলিলেন, তুমি কি এই বৎসর হজ্জ করিতে মনস্থ করিয়াছ? আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন : আমাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করিও। কেননা নবী করীম (সা) প্রায়ই বলিতেন : অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া থাকে। তাহার মাথার উপরে একজন ফেরেশতা মোতায়ন থাকেন। যখনই সে তাহার কোন ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দু'আ করে, তখন উক্ত ফেরেশতা বলেন : আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ মঙ্গল হউক। সাফওয়ান বলেন, অতঃপর বাজারে আমি আবু দারদার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনিও অনুরূপ বলিলেন এবং উহা নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলিলেন।

৬৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَشِهَابُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَجُلٌ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ حَبَبْتَهَا عَنْ نَّاسٍ كَثِيرٍ .

৬৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا .

“প্রভু, কেবল আমাকে ও মুহাম্মদ (সা)-কে ক্ষমা কর।” এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তুমি অনেক লোককেই উহা হইতে বঞ্চিত করিলে? (অর্থাৎ এমনটি দু'আ করা উচিত নহে।)

৬৩১. حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْمَجْلِسِ مِائَةً مَّرَّةً " رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

৬৩১. হযরত ইবন উমর বলেন, নবী করীম (সা) একটি মজলিসে একশত বার আল্লাহর দরবারে এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

“প্রভু, আমাকে মার্জনা কর, আমার তাওবা কবুল কর, আমাকে দয়া কর, কেননা তুমিই তাওবা কবুলকারী অতি দয়ালু।”

২৭৭- باب

২৭৯. অনুচ্ছেদ

৬৩২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنِّي لَأَدْعُو فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي حَتَّى أَنْ يَفْسَحَ اللَّهُ فِي مَشْيِي دَابَّتِي حَتَّى أَرَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَسُرُّنِي .

৬৩২. হযরত নafi বলেন, হযরত ইবন উমর (রা) বলেন : আমি তো আমার প্রত্যেক ব্যাপারেই দু'আ করিয়া থাকি, এমন কি আমার বাহন জন্তুকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য আমি দু'আ করিয়া থাকি। ইহার যে ফল আমি প্রত্যক্ষ করি তাহাতে আমার আনন্দই হয়।

৬৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ - أَنَّهُ كَانَ فِيمَا يَدْعُوا : اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ ، وَلَا تُخَلِّفْنِي فِي الْأَشْرَارِ ، وَالْحَقْنِي بِالْأَخْيَارِ .

৬৩৩. আমর ইবন মাইমুন আল-আওদী বলেন, হযরত উমর (রা)-এর দু'আসমূহের মধ্যে একটি দু'আ ছিল :

“প্রভু, সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে মৃত্যু দান কর, অসৎদের মধ্যে আমাকে ছাড়িয়া দিও না এবং উত্তম লোকদের সাথে আমার মিলন ঘট।”

৬৩৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْثُرُ ، أَنْ يَدْعُو بِهِؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ : رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا ، وَاهْدِنَا سُبُلَ الْإِسْلَامِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ ، مُتْنِينَ بِهَا ، قَائِلِينَ وَاتَّمَمَهَا عَلَيْنَا .

৬৩৪. হযরত শাকীক বলেন, হযরত আবদুল্লাহ প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেনঃ

رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا ، وَاهْدِنَا سُبُلَ الْإِسْلَامِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا

وَأَبْصَارُنَا وَقُلُوبُنَا وَأَرْوَاجُنَا وَذُرِّيَّاتُنَا، وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وَأَجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتْنِينَ بِهَا، قَائِلِينَ بِهَا، وَأَتَمِّمُهَا عَلَيْنَا .

“প্রভু, আমাদের মধ্যে সম্ভাব বর্তমান রাখ। আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত কর। আমাদেরকে অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি দিয়া আলোর পথে ধাবিত কর। বাহ্যিক ও গোপনীয় সর্বাধিক অশ্লীলতা হইতে আমাদেরকে মুক্ত রাখ। আমাদের শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়রাজি অন্তরসমূহ এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে বরকত দান কর। আমাদের তাওবা কবুল কর। কেননা তুমিই তাওবা কবুলকারী। অতি দয়ালু। আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, উহার প্রশংসাকারী ও স্বীকারোক্তিকারী বানাইয়া লও এবং উহা আমাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দাও।”

৬২৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ
قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا دَعَا لِأَخِيهِ يَقُولُ : جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ قَوْمِ أَبْرَارٍ ، لَيْسُوا
بِظُلَمَةٍ وَلَا فَجَّارٍ ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ .

৬৩৫. সাবিত বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা) যখন তাঁহার কোন ভাইয়ের জন্য দু‘আ করিতেন তখন বলিতেন : আল্লাহ্ তা‘আলা ইহার প্রতি সজ্জনদের দু‘আ বর্ষণ করুন যাহারা যালিম বা অনাচারী নহেন, যাহারা রাত্রিকাল ইবাদত বন্দেগীতে এবং দিনের বেলা রোযা দ্বারা অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

৬৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَمَسَحَ
عَلَى رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالرِّزْقِ -

৬৩৬. হযরত আমর ইব্ন হুরায়স (রা) বলেন, আমার মা আমাকে নিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন এবং আমার রিয়কের (জীবিকার) জন্য দু‘আ করেন।

৬৩৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّومِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي ،
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ إِخْوَانَكَ إِتَوَكَ مِنَ الْبَصْرَةِ - وَهُوَ يَوْمُئِذٍ
بِالزَّأْوِيَةِ - لَتَدْعُوا اللَّهَ لَهُمْ - قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، وَأَتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - فَاسْتَزَادُوهُ فَقَالَ مِثْلَهَا - فَقَالَ : إِنَّ
أَوْتَيْتُمْ هَذَا ، فَقَدْ أَوْتَيْتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

৬৩৭. আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ রুমী (র) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, হযরত আনাস ইব্ন মালিককে তাঁহার খানকায় অবস্থানকালে বলা হইল যে, আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু‘আ করেন। তিনি এইভাবে দু‘আ করিলেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، وَأَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে প্রভু! আমাদের প্রতি সদয় হউন, আমাদের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের দোষের আযাব হইতে রক্ষা করুন।” বলা হইল, আরো দু’আ করুন। তখন তিনি উহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদিগকে যদি ঐগুলি দান করা হয় তবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমূহ কল্যাণই তোমরা লাভ করিবে।

৬৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ سَنَانٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ - ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ قَالَ : " إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَنْفُضُنَ الْخَطَايَا ، كَمَا تُنْفَضُ الشَّجَرَةُ وَرَقُهَا " .

৬৩৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) একটি গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিলেন কিন্তু তাহাতে পাতা ঝরিল না। অতঃপর তিনি পুনরায় উহা ধরিয়া নাড়া দিলেন কিন্তু তাহাতেও উহার পাতা ঝরিল না। অতঃপর পুনরায় উহা ধরিয়া নাড়া দিলেন কিন্তু তাহাতেও উহার পাতা ঝরিল না। তখন তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ওনাহ রাশিকে এরূপভাবে ঝরাইয়া দেয় যেমন গাছ তাহার পাতাসমূহকে (শরৎকালে) ঝরাইয়া দেয়।

৬৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : أَتَتْ امْرَأَةً النَّبِيُّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ الْحَاجَةَ أَوْ بَعْضَ الْحَاجَةِ فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَهْلِلِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ عِنْدَ مَنَامِكَ ، وَتُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

৬৩৯. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈক মহিলা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নিজ অভাবের কথা ব্যক্ত করিল। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে উহার চাইতে উত্তম বস্তু শিক্ষা দিব না? শয়ন করিবার সময় ভূমি ৩৩ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহু এবং ৩৪ বার আল-হামদুলিল্লাহু বলিবে। এই ১০০ বার দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে উত্তম।

৬৪০ - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هَلَّلَ مِائَةً ، وَسَبَّحَ مِائَةً ، وَكَبَّرَ مِائَةً ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَشْرِ رِقَابٍ يَغْتَقُهَا سَبْعُ بَدَنَاتٍ يَنْحَرُهَا .

৬৪০. নবী করীম (সা) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি একশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, একশত বার সুবহানাল্লাহু ও একশত বার আল্লাহু আকবার বলিবে, তাহার জন্য উহা দশটি গোলাম আযাদ করা এবং ৭টি উটনী কুবরানী করার চাইতে উত্তম।

৬৪১- فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ " سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَفُ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ " سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَفُ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ " سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ " .

৬৪১. অতঃপর এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া প্রশ্ন করিল—ইয়া রাসূলান্নাহ! কোন দু'আ সর্বোত্তম? বলিলেন : তুমি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হও তবে ইহা হইবে তোমার জন্য সাফল্য। এভাবে সে ব্যক্তি পরবর্তী দুই আসিয়া একই বিষয়ে নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিল। তিনি একই উত্তর দিলেন।

৬৪২- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْجَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ -

৬৪২. হযরত আবু যার (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলেন : আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম বাণী হইতেছে :

سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ -

“আল্লাহ চির পবিত্র, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁহারই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁহারই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন গতি বা শক্তি নাই। আল্লাহ মহাপবিত্র ও সকল প্রশংসা তাঁহারই।”

৬৪৩- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي - وَلَهُ حَاجَةٌ فَابْطَأَتْ عَلَيْهِ - قَالَ " يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكَ بِجَمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ " فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ ؟ قَالَ " قَوْلِي : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعُوذُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا .

৬৪৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার নামাযে রত থাকা অবস্থায় নবী করীম (সা) আমার ঘরে তাশরীফ আনিলেন। তাঁহার কি একটা কাজ ছিল। নামাযে আমার কিছু বিলম্ব হইল। তিনি বলিলেন : আয়েশা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দু'আ করিবে। নামায শেষ করিয়া আমি বলিলাম, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দু'আ কি ইয়া রাসূলান্নাহ! তিনি বলিলেন তুমি বলিবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَلَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعُوذُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا .

“হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে অগৌণে লভ্য, গৌণে লভ্য, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সর্বাধিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার দরবারে বেহেশত এবং যে কথা ও কাজ বেহেশতের নিকটবর্তী করিয়া দেয় উহা প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার নিকট দোষখ হইতে এবং যে কথা ও কাজ দোষখের নিকটবর্তী করে উহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যেই সব বস্তুর প্রার্থনা স্বয়ং মুহাম্মদ (সা) তোমার নিকট করিয়াছেন আমিও তোমার নিকট উহা প্রার্থনা করিতেছি। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেই সব বস্তু হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন সেই সব বস্তু হইতে আমিও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালাই কর পরিণামে উহাকে হিদায়াতধন্য ও মঙ্গলময় কর।

২৮. - بَابُ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

২৮০. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর প্রতি দরুদ

٦٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ - فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ .

৬৪৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে মুসলমানের নিকট সাদাকা করার মত কিছু নাই সে যেন দু'আ করার সময় বলে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ،
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ -

“হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের প্রতি রহম কর এবং পরুশ-নারী সকল মু'মিন ও মুসলিমের প্রতি রহম কর। কেননা, উহাই তাহার যাকাত স্বরূপ।”

৬৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ ، وَشَفَعْتُ لَهُ .

৬৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি বলিবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ .

কিয়ামতের দিন আমি তাহার পক্ষে সাক্ষী দান করিব এবং তাহার জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করিব।”

৬৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا وَمَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَ الْحَدَّثَاتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتَّبِعُهُ ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَاتَّبَعَهُ بِفَخَّارَةٍ أَوْ مِطْهَرَةٍ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِي مَسْرَبٍ فَتَنَحَّى فَجَلَسَ وَرَاءَهُ

১. এখানে নবী করীম (সা) ও মু'মিন মুসলমান নরনারীর প্রতি সালাত বর্ষণের দু'আ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত মানে দরুদ এবং মু'মিনদের প্রতি সালাত আল্লাহর রহমত বা আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২. সংক্ষেপে এই দরুদের অর্থে হইতেছে : “হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের প্রতি দরুদ বর্ষণ করুন, তাঁহাদের মধ্যে বরকত দান করুন এবং তাঁহাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। যেমনটি দরুদ, বরকত ও রহমত ইব্রাহীম (আ) তদীয় পরিবার-পরিজনের প্রতি করিয়াছিলেন। নবীজী (সা)-এর শাফা'আত পাইতে হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করিতে হইবে।

حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ " أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْيَ ، إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ .

৬৪৬. হযরত আনাস এবং হযরত মালিক ইবন আওস (রা) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়া মাঠের দিকে বাহির হইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সাথে যাইবার মত কাহাকেও পাইলেন না। তখন উমর (রা) কুলুখের ঢিলা বা পানির পাত্র নিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নবী করীম (সা) তখন একটি চারা ক্ষেত্রে সিজদারত অবস্থায় রহিয়াছেন। তিনি তখন একপাশে সরিয়া তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা তুলিলেন এবং বলিলেন, আমাকে সিজদায় দেখিয়া একপাশে সরিয়া গিয়া তুমি ভালই করিয়াছ উমর। এইমাত্র জিবরাঈল (আ) আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, “যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি দরুদ পড়িবে আল্লাহ তা’আলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করিবেন এবং তাহার দশটি দরজা আল্লাহ তা’আলা বৃদ্ধি করিবেন।”

٦٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - وَحَظَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ .

৬৪৭. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পড়িবে আল্লাহ তা’আলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মোচন করেন”।

٢٨١- بَابُ مَنْ ذَكَرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

২৮১. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যে দরুদ পড়ে না

٦٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، عَنْ عِصَامِ بْنِ زَيْدٍ (وَأَتْنِي عَلَيْهِ ابْنُ شَيْبَةَ خَيْرًا) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقَى الْمُنْبَرِ ، فَلَمَّا رَقَى الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ "أَمِينَ" ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ "أَمِينَ" ثُمَّ رَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ "أَمِينَ" فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ "أَمِينَ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ " لَمَّا رَقَيْتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ : شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ

১. প্রায় ত্রিশ ধরনের দরুদের পাঠ হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নামাযের যে দরুদ পড়া হয় উহা সর্বোত্তম।

يَغْفِرْلَهُ فَقُلْتُ : أَمِينَ ثُمَّ قَالَ : شَقِيَ عَبْدُ أَدْرَكَ وَالِدِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ
الْجَنَّةَ فَقُلْتُ : أَمِينَ ثُمَّ قَالَ : شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ - فَقُلْتُ :
أَمِينَ -

৬৪৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মিশরে আরোহণ করিলেন। যখন প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করিলেন, তখন বলিলেন : আমীন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করিলেন তখন বলিলেন : আমীন ! অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন : আমীন ! তখন সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমরা আপনাকে তিনবার 'আমীন' বলিতে শুনিলাম ইহার অর্থ কি ? তিনি বলিলেন : যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করিলাম তখন জিব্রাঈল (আ) আসিলেন এবং বলিলেন : দুর্ভাগ্য হউক সেই ব্যক্তির যে রমযান পাইল এবং উহা অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার মাগফিরাত হয় নাই। আমি বলিলাম : আমীন ! অতঃপর তিনি বলিলেন দুর্ভাগ্য হউক সেই ব্যক্তির যে তাহার পিতামাতা উভয়কে অথবা তাঁহাদের যে কোন একজনকে পাইল, অথচ তাহারা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইল না। আমি বলিলাম : আমীন ! অতঃপর বলিলেন, দুর্ভাগ্য হউক সেই ব্যক্তির যাহার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল অথচ সেই ব্যক্তি আপনার প্রতি দরুদ পড়িল না। আমি বলিলাম : আমীন।

৬৪৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
الْعَلَاءُ بْنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ ،
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

৬৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

৬৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، يَرْوِيهِ
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقِيَ الْمَنَبَرِ فَقَالَ " أَمِينَ -
أَمِينَ - أَمِينَ " قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا - فَقَالَ " قَالَ لِي
جِبْرِيلُ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ - أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ - قُلْتُ : أَمِينَ -
ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : أَمِينَ - ثُمَّ قَالَ :
رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ : أَمِينَ - "

৬৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মিশরে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন আমীন! আমীন!! আমীন!!! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ইহা কি করিলেন ? জবাবে বলিলেন : ধুলায় ধূসরিত হউক তাহার নাক যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা দুই জনকে বা তাঁহাদের কোন একজনকে পাইল অথচ তাহারা তাহার বেহেশতে প্রবেশের কারণ হইল না! আমি বলিলাম :

আমীন (অর্থাৎ তাহাই হউক)। অতঃপর (দ্বিতীয়বার) তিনি বলিলেন : ধুলায় ধূসরিত হউক তাহার নাক যে রমযান মাস পাইল অথচ তাহার মাগফিরাত হইল না, আমি বলিলাম : আমীন! অতঃপর জিব্রাঈল পুনরায় বলিলেন, ধুলায় ধূসরিত হউক তাহার নাক যাহার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল অথচ সে আপনার প্রতি দরুদ পড়িল না। তখনও আমি বলিলাম : আমীন।

৬৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا أَبَا رُشْدَيْنَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا - وَكَانَ إِسْمُهَا بَرَّةً - فَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ إِسْمَهَا ، فَسَمَّاَهَا جُوَيْرِيَةَ ، فَخَرَجَ وَكَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ وَإِسْمُهَا بَرَّةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا تَعَالَى النَّهَارُ ، وَهِيَ فِي مَجْلِسِهَا - فَقَالَ : مَا زِلْتُ فِي مَجْلِسِكَ ؟ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وَزَنْتَ بِكَلِمَاتِكَ وَزَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ (أَوْ مَدَدَ) كَلِمَاتِهِ .

(...) - قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ (وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ جُوَيْرِيَةَ إِلَّا مَرَّةً) .

৬৫১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত জুওয়াইরিয়া (নবী পত্নী) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার নাম পূর্বে ছিল বার্বা। নবী করীম (সা) তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন জুওয়াইরিয়া। তিনি তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইবার সময় একথা তাঁহার মনঃপূত হইল না যে, তিনি তাঁহার ঘরে পুনরায় আসিয়া প্রবেশ করিবেন। অথচ তাঁহার নাম ঐ বার্বাই থাকিবে (তাই তিনি এই নতুন নামকরণ করিলেন)-অতঃপর বেলা উঠিলে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন অথচ হযরত জুওয়াইরিয়া তখনো তেমনি ঠায় বসিয়াই ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি সেই যে বসিয়াছিলে তেমনি একনাগাড়ে বসিয়াই রহিয়াছ? তোমার এখান হইতে যাওয়ার পর আমি চারটি কালিমা (কথা) তিনবার বলিয়াছি, যদি তোমার সমূহ কথার (অর্থাৎ দু'আ দরুদেদর) সহিত উহার ওয়ন করা হয় তবে আমার কথিত ঐ কালিমাগুলিই সমধিক ভারী প্রতিপন্ন হইবে। ঐগুলি হইল :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ (أَوْ مَدَدَ) كَلِمَاتِهِ

“পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহরই—তাঁহার সৃষ্টির সংখ্যানুপাতে তাঁহার সন্তুষ্টি যতটুকুতে হয় ততটুকু তাঁহার আরশে ওয়ন অনুপাতে এবং তাঁহার কালিমাসমূহের আধিক্য অনুসারে।

৬৫২. حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ اسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৬৫২. হযর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর দোযখ হইতে, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর কবরের আযাব হইতে, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হইতে এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা হইতে।

২৮২ - بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

২৮২. অনুচ্ছেদ : যালিমের প্রতি বদদু'আ করা

৬৫৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، ابْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ سَمْعِيْ وَبَصْرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ ، وَاَنْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ ، وَاَرِنِيْ مِنْهُ ثَارِي .

৬৫৩ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ سَمْعِيْ وَبَصْرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ ، وَاَنْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ ، وَاَرِنِيْ مِنْهُ ثَارِي .

“হে আল্লাহ! আমার কান ও চক্ষুর শুদ্ধি প্রদান কর এবং আমার মৃত্যু পর্যন্ত এইগুলিকে সুস্থ-সবল রাখ। যে আমার প্রতি যুলুম করিয়াছে তাহার মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তুমি নিজে তাহার যুলুমের প্রতিশোধ লইয়া আমাকে দেখাইয়া দাও।”

৬৫৪. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : " اَللّٰهُمَّ مَتَّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصْرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ وَاَنْصُرْنِيْ عَلَى عَدُوِّيْ وَاَرِنِيْ مِنْهُ ثَارِي " .

৬৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ مَتَّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصْرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ وَاَنْصُرْنِيْ عَلَى عَدُوِّيْ وَاَرِنِيْ مِنْهُ ثَارِي

হে আল্লাহ্! আমাকে আমার কান ও চক্ষুর দ্বারা উপকৃত কর এবং আমার সারা জীবন এইগুলিকে সুস্থ রাখ। আমার শত্রুর মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তাহার উপর হইতে প্রতিশোধ লইয়া আমাকে দেখাইয়া দাও।

৬৫৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : كُنَّا نَغْدُو إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ ؟ فَيَقُولُ " قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَرَزُقْنِي ، فَقَدْ جَمَعْنَا لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ "

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ : إِذَا صَلَّيْتُ (وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ)

৬৫৫. আশজাসী গোত্রের সাদ ইবন তারিক ইবন আশইয়াম আশজাসী বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন : আমরা প্রভাতকালে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতাম। কোন কোন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক তাঁহার খেদমতে হাযির হইয়া প্রশ্ন করিত ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নামায পড়াকালে আমি কিরূপ দু'আ করিব? তখন তিনি জবাব দিতেন : তুমি বলিবে :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَرَزُقْنِي

“হে আল্লাহ্! আমাকে মার্জনা কর, আমাকে দয়া কর, হিদায়াত দান কর এবং রিয়ক (জীবিকা) প্রদান কর। ইহাতে তোমার ইহকাল পরকাল সবকিছু একত্রিত হইয়াছে।”

৪২২- بَابُ مِنْ دُعَاءِ بِطُولِ الْعُمُرِ

২৮৩. অনুচ্ছেদ : দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা

৬৫৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مُحْصِنٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَا قَالَتْ طَالَ عُمُرُهَا " وَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ .

৬৫৬. হযরত উম্মু কায়স (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলেন : যাহা সে বলিয়াছে তদ্রূপ তাহার হায়াত দরাজ হউক। রাবী বলেন : তাহার মত এত দীর্ঘায়ু আর কোন নারীরই ভাগ্যে জুটে নাই।

৬৫৭- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَنَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَدَعَانَا - فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ : خُودِمُكَ أَلَّا تَدْعُو لَهُ ؟ قَالَ : " اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَطْلِلْ حَيَاتَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ "

فَدَعَا لِيْ بِثَلَاثٍ - فَدَقَنْتُ مَائَةً وَ ثَلَاثَةً ، وَأَنْ ثَمَرَتِيْ لَتُطْعَمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ،
وَطَالَتْ حَيَاتِيْ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنَ النَّاسِ ، وَأَرْجُو الْمَغْفِرَةَ -

৬৫৭. হযরত আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিতেন। একদা তিনি তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের (পরিবারের সকলের) জন্য দু'আ করিলেন। (আমার মাতা) উম্মু সুলায়ম বলিলেন : আপনার এই ছোট্ট খাদেমটির জন্য দু'আ করছেন না কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি এভাবে দু'আ করিলেন :

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَاَطْلَحْ حَيَاتَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ

“প্রভু! তাহার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করুন, তাহার হায়াত দারাজ করুন এবং তাহাকে মাগফিরাত দান করুন। তাঁহার তিনটি দু'আর ফল তো এভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে। একশত তিনটি সন্তানকে নিজ হাতে দাফন করিয়াছি। আমার বাগানের ফসল বছরে দুইবার উঠানো হয় এবং আমার আয়ু এতই দীর্ঘ হইয়াছে যে, অধিক বয়সের জন্য আমি রীতিমত লজ্জাবোধ করি। এখন (চতুর্থ বস্তু যাহা উক্ত দু'আর মধ্যে ছিল) মাগফিরাতের আশা করিতেছি।

۲۸۴ - بَابُ مَنْ قَالَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْجَلْ

২৮৪. অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া না করিলে দু'আ কবুল হইয়া থাকে

۶۵۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مِنَ الْقُرَاءِ وَأَهْلَ الْفَقْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ - يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ .

৬৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রত্যেকের দু'আই কবুল হইয়া থাকে যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে এই বলিয়া যে দু'আ তো করিলাম কিন্তু তাহা কবুল হইল না।

۶۵۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ أَوْ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رِّحْمٍ ، أَوْ يَسْتَجِلَّ فَيَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَا أَرَى يَسْتَجِيبُ لِيْ فَيَدْعُ الدُّعَاءَ .

৬৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের কেহ যখন অন্যায় কাজ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং দু'আয় তাড়াহুড়া না করে তখন তাহার দু'আ কবুল করা হয়। কেহ

বলিল, আমি দু'আ করিলাম এবং জানিতে পারিলাম না আমার দু'আ কবুল হইয়াছে কি না। তারপর সে দু'আ করা ছাড়িয়া দেয়।

২৮৫- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الْكُسْلِ

২৮৫. অনুচ্ছেদ : অলসতা থেকে যে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়

৬৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكُسْلِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

৬৬০. আমরা ইবন শু'আয়ব তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكُسْلِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

“হে আল্লাহ! আমি অলসতা ও ঋণ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। পানাহ চাই তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিৎনা থেকে। আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দোযখের শাস্তি থেকে।

৬৬১. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

৬৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই জন্ম ও মৃত্যুর অনিষ্ট হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন এবং পানাহ চাইতেন কবরের আযাব ও মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট হইতে।

২৮৬- بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ : যে আল্লাহর নিকট যাত্না করে না আল্লাহ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন

৬৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ صَبِيحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ " .

৬৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যাত্না করে না, আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।

৬৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخَوْزِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .

৬৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে আল্লাহর কাছে যাচঞা করে না, আল্লাহ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন।

৬৬৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَأَعْزِمُوا فِي الدَّعَاءِ - وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنْ شِئْتُ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ .

৬৬৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যখন আল্লাহর দরবারে মুনাজাত কর তখন দৃঢ়তার সাথে করিবে। তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন দু'আয় একরূপ না বলে যে, যদি তুমি চাও তবে আমাকে দান কর, কেননা কেহ আল্লাহকে (দেওয়ার জন্য) বাধ্য করিতে পারিবে না।

৬৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءً كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثًا : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ " وَكَانَ أَصَابَهُ طَرْفٌ مِنَ الْفَالِاحِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَطِنَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتَنِي - وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ - لِيَمْضِيَ قَدْرُ اللَّهِ .

৬৬৫. হযরত উসমান (রা)-এর পুত্র আবান তাঁহার পিতা হযরত উসমান (রা)-এর প্রমুখাৎ বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকালে এ দু'আ তিনবার করিয়া পড়িবে কোন কিছুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“সেই আল্লাহর নামে দুনিয়া বা আসমানের কিছুই যাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না এবং তিনিই সবকিছু শুনেন ও জানেন।”

হাদীসের রাবী আবান তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। রাবী আবু যিনাদ তাহার দিকে (বিস্ময়করভাবে) তাকাইতে লাগিলেন। আবানের তাহা টের পাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন : হাদীস তো ইহাই যাহা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিলাম তবে সেই দিক আমি উহা পড়ি নাই। আল্লাহর লিখন যে অখণ্ডনীয় এজন্যই এমনটি হইয়াছে।

২৮৬- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ

৬৬৬. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَاعَتَانِ تَفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تَرَدَّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ : حِينَ يَحْضُرُ النِّدَاءُ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৬৬৬. হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) বলেন, দুইটি মুহূর্ত এমন যখন আসমানের দরযা উন্মুক্ত করা হইয়া থাকে এবং খুব কম যাচঞাকারীর যাচঞাই এই দুই সময় প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ১. যখন যুদ্ধগমনের উদ্দেশ্যে লোক সমাবেশের আহবান ধ্বনি ঘোষিত হয় এবং ২. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে সৈনিকরা কাতারবন্দি হয়।

২৮৮- بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ

৬৬৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ ، عَنْ لَوْلُؤَةَ عَنْ أَبِي صَرْمَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ غِنًا وَغِنًا مَوْلَاهُ " (كَذَا !)

(...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَوْلَى لَهُمْ ، عَنْ أَبِي صَرْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ "

৬৬৭. হযরত আবু সিরমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করিতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ : غِنًا وَغِنًا مَوْلَاهُ

“আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ঐশ্বর্যশালী করেন”।

(০০০) অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

৬৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ سَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَنْتَفِعَ بِهِ ، قَالَ : " قُلْ : اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَلِسَانِيْ وَقَلْبِيْ وَشَرِّ مَنْيْ " قَالَ وَكِيعٌ : " مَنْيْ " يَعْنِي الزِّنَا وَالْفُجُورَ -

৬৬৮. শাতির ইবন শাকল ইবন হুমায়দ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যাহা দ্বারা আমি উপকৃত হইতে পারি। বলিলেন, তুমি বলিবে :

اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنِي

“হে আল্লাহ! আমাকে আমার কান, চক্ষু, অন্তর এবং রসনার অনিষ্ট হইতে এবং বীর্যের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করুন।” হাদীসের এক পর্যায়ে রাবী ওয়াকী বলেন : বীর্যের অনিষ্ট অর্থ হইতেছে ব্যভিচার ও পাপাচার।

৬৬৯- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ ، وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى لِي

৬৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) দু'আচ্ছলে প্রায়ই বলিতেন :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ ، وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى لِي

“হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীকে) সাহায্য করিও না। আমার মদদ যোগাও, আমার বিরুদ্ধে মদদ যোগাইও না এবং হিদায়েতের পথে চলা আমার জন্য সহজসাধ্য করিয়া দাও।”

৬৭০- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ طَلِيقَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو بِهَذَا " رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى - وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا رَاهِبًا لَكَ ، مُطَوَّعًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوْهَا مُنِيبًا تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي وَأَسْأَلُ سَخِيمَةَ قَلْبِي

৬৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এরূপ দু'আ করিতে শুনিয়াছি :

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى - وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا رَاهِبًا لَكَ ، مُطَوَّعًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوْهَا مُنِيبًا تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي وَأَسْأَلُ سَخِيمَةَ قَلْبِي

“হে প্রভু! আমাকে শক্তি যোগাও, আমার বিরুদ্ধে শক্তি যোগাইও না। আমাকে মদদ কর, আমার বিরুদ্ধে মদদ করিও না। আমার পক্ষে তোমার চাল চালো, আমার বিরুদ্ধে চাল চালিও না। আমার পথ সুগম করিয়া দাও, আমার বিরুদ্ধে যে প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে তাহার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

হে প্রভু! আমাকে তোমার পূর্ণ শোকরগোয়ার (কৃতজ্ঞ) তোমার অহর্নিশ যিকিরকারী, তোমার পথের সাধক, তোমার পরম ভক্ত চির অনুরক্ত, একান্তই তোমাতে আত্মবিলীনকারী সমর্পিত বান্দা বানাইয়া দাও। তুমি আমার তাওবা কবুল কর! আমার সকল পাপ মোচন কর। আমার দু'আ কবুল কর! আমার দলীল বা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত কর! আমার রসনাকে যথার্থতা দান কর এবং আমার অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত কর।

৬৭১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ ، " إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ " سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْأَعْوَادِ -

(...) حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ نَحْوَهُ .

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ نَحْوَهُ .

৬৭১. মুহম্মদ ইবন কা'ব বলেন, হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) মিশরে দাঁড়াইয়া বলিলেন :

لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ .

“হে প্রভু! তুমি যাহা দান কর তাহা রুখিবার কেহ নাই, আর তুমিই যাহা না দিবে, উহা দানের সাধ্যও কাহারও নাই এবং কাহারো বংশ মর্যাদা ও এমতাবস্থায় কোন কাজেই আসে না। আর আল্লাহ্ যাহার কল্যাণ কামনা করেন তাহাকে দীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন।” অতঃপর তিনি বলিলেন, এই কথাগুলি আমি স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে এই মিশরের উপর হইতেই বলিতে শুনিয়াছি।

উসমান ইবন হাকীম এবং ইয়াহুইয়া ইবন আজলানও এই হাদীস মুহম্মদ ইবন কা'বের বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৬৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنْ أَوْثَقَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُولَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ ، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

৬৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অত্যন্ত মযবুত এবং কার্যকর দু'আ হইতেছে :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ ، رَبِّ اغْفِرْ لِي .

“হে প্রভু! তুমিই আমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার দাসানুদাস। আমি নিজ আত্মার প্রতি অবিচার করিয়াছি এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার করি। তুমি ছাড়া মার্জনা করার যে আর কেহ নাই। অতএব হে প্রভু, আমাকে মার্জনা কর।”

৬৭৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ (يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ) عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو " اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاجْعَلِ الْمَوْتَ ، رَحْمَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ " أَوْ كَمَا قَالَ .

৬৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاجْعَلِ الْمَوْتَ ، رَحْمَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ .

“হো প্রভু! দুরন্ত করিয়া দাও আমার দীন। কেননা উহাই তো আমার কাজের আসল রক্ষাকবচ এবং দুরন্ত করিয়া দাও আমার দুনিয়া যেখানে আমার জীবিকা-জীবন এবং মৃত্যুকে আমার জন্য রহমত স্বরূপ এবং সকল অনিষ্ট হইতে মুক্তি স্বরূপ করিয়া দাও।”

৬৭৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُمَيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ " مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ " قَالَ سُفْيَانُ فِي الْحَدِيثِ ثَلَاثُ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتَهُنَّ .

৬৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন অত্যধিক কষ্টকর পরিস্থিতি হইতে, পাপের স্পর্শ হইতে, ভাগ্য বিড়ম্বনা হইতে এবং শত্রুর শত্রুতা হইতে। হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী সুফিয়ান বলেন : এই দু'আয় কথা (কালিমা) ছিল তিনটি, আমি একটি বাড়াইয়া ফেলিয়াছি, তবে সেটা কোন অংশ বলিতে পারিতেছি না।

৬৭৫. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْخُمْسِ " مِنَ الْكُسْلِ ، وَالْبُخْلِ ، وَسُوءِ الْكِبَرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

৬৭৫. হযরত উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পাঁচটি বস্তু হইতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। সেগুলি হইতেছে : ১. অলসতা, ২. কার্পণ্য, ৩. জরাগ্রস্ত বার্ধক্য, ৪. অন্তরের ফিতনা এবং ৫. কবরের আযাব।

৬৭৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৬৭৬. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) (দু'আ হিসাবে) বলিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

“হে প্রভু ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি অপারগতা হইতে, অলসতা হইতে, ভীৰুতা হইতে, জরাগ্রস্ততা হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি কবরের আযাব হইতে।”

৬৭৭. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدِّينِ ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

৬৭৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)কে এরূপ দু'আ করিতে শুনিয়াছি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدِّينِ ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ .

“হে প্রভু ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, ভাবনাভীতি ও শোক বিহবলতা হইতে, অপারগতা ও অলসতা হইতে, ভীৰুতা, কৃপণতা, ঋণভার ও লোকজনের দাপট হইতে।”

৬৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، إِنَّكَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

৬৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহের মধ্যে এই দু'আও থাকিত :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

“হে প্রভু! আমাকে মার্জনা কর, আমার সেই সমস্ত পাপ যাহা আমি পূর্বে করিয়াছি এবং যাহা আমি পরে করিব, যাহা আমি গোপনে করিয়াছি বা প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং যাহা সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞাত। নিঃসন্দেহে পূর্বাপর তোমারই আধিপত্য। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই।”

৬৭৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى " (وَقَالَ أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ ، وَالتَّقَى)

৬৭৯. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এরূপ দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى

হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে হিদায়েত (সঠিক পথের দিশা) পাপ-পঙ্কিলতার আবিলতা হইতে নিরাপত্তা এবং প্রাচুর্য প্রার্থনা করিতেছি।

[সংকলক ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার উস্তাদগণ হযরত উমর (রা)-এর প্রমুখ্যে বলেন : এবং ‘তাকওয়া বা খোদাভীতি’র (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'আয় ঐগুলির সাথে তাকওয়ার) কথাও বলিয়াছেন।]

৬৮০. حَدَّثَنَا بَيَّانٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حُزْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ لَا يَخْلُطُهُ شَيْءٌ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ قِيلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ -

৬৮০. হযরত সামামা ইবন হযন (র) বলেন, আমি জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে উচ্চৈশ্বরে দু'আ করিতে শুনিয়াছি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ لَا يَخْلُطُهُ شَيْءٌ

“হে প্রভু! তোমার দরগায় আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি অমঙ্গল হইতে, যাহার সহিত কিছু মিশ্রিত হয় না।” রাবী বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি কে? জবাবে উক্ত হইল : আবুদ দারদা (রা)।

৬৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَجْزَأَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالطَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، كَمَا يَطْهَرُ الثُّوبُ الدَّنَسُ مِنَ الْوَسَخِ - اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلءَ السَّمَاءِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

৬৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الدَّنَسُ مِنَ الْوَسَخِ
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلءَ السَّمَاءِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ

“হে প্রভু! আমাকে পবিত্র করুন তুষার, শীলা ও শীতল পানি দ্বারা যেমনভাবে ময়লাযুক্ত কাপড় ময়লা হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে প্রভু! হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই প্রশংসা আকাশ ভর্তি, যমীন ভর্তি এবং তদুপরি ভূমি যাহা চাও তাহা ভর্তি।

৬৮২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْثُرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ " اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعِبَادَةِ فَقَالَ : كَانَ أَنَسٌ
يَدْعُو بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৬৮২. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এই দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

“হে প্রভু, আমাকে ইহকালে মঙ্গল দান কর এবং পরকালেও মঙ্গল দান কর এবং আমাদের দোষখের আযাব হইতে রক্ষা কর।” হাদীসের এক পর্যায়ে রাবী শু'বা বলেন : আমি যখন হযরত উবাদার কাছে এই হাদীসের কথা পড়িলাম, তখন তিনি বলিলেন, হযরত আনাস (রা) এই দু'আ করিতেন এবং নবী করীম (সা)-এর উদ্ধৃতি দিতেন না।

৬৮৩. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ) عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ "

৬৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র, দৈন্য ও লাঞ্ছনা হইতে এবং তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি যালিম ও ময়লুম হওয়া হইতে।

৬৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ ثَابِتٍ بَنْ
عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِدَعَاءَ
بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَا نَحْفَظُهُ - فَقُلْنَا دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ لَا نَحْفَظُهُ ، فَقَالَ : سَأُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ

يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَكُمْ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ، وَنَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ " اَوْ كَمَا قَالَ -

৬৮৪. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তিনি অনেক দু'আ করিলেন, যাহা আমরা মুখস্থ রাখিতে পারিলাম না। তখন আমরা বলিলাম, (ইয়া রাসূলুল্লাহ) আপনি এমন দু'আ করিলেন, যাহা আমরা মুখস্থ রাখিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এমন (ব্যাপক) বস্তুই শিক্ষা দিব যাহাতে এই সবই शामिल থাকিবে। (আর তাহা হইল॥)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

“প্রভু, আমরা সেই সব বস্তু তোমার দরবারে প্রার্থনা করি, যাহা কিছু তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তোমার দরবারে সেই সব বস্তু হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাহা হইতে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রভু, তুমিই সাহায্য স্থল, তুমিই চরম লক্ষ্য এবং তুমি বিনে গতি ও শক্তি নাই। আল্লাহ্ ছাড়া ভাল কাজের শক্তি নাই।”

৬৮৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : " اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ " .

৬৮৫. হযরত আমর ইবন শু'আইব তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ এবং তাঁহার পিতা তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি নবী করীম (সা)-কে এ রূপ দু'আ করিতে শুনিয়াছি :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ

“হে প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হইতে এবং তোমার আশ্রয় মাগিতেছি দোষখের মহাসংকট হইতে।”

৬৮৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ نَصِيْرٍ بْنِ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ قَنَعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلِفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بَخِيْرٍ -

৬৮৬. হযরত সাঈদ বলেন : হযরত ইবন আব্বাস (রা) দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ قَنَعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ وَاخْلِفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بَخِيْرٍ

“হে প্রভু! তুমি যে রিয়িক (জীবিকা) আমাকে দান করিয়াছ, তাহাতেই আমাকে তুষ্ট রাখ এবং উহাতে বরকত দান কর এবং আমার প্রতিটি অনুপস্থিত বিষয়ক তুমি মঙ্গলের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ কর।”

৬৮৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ " اَللّٰهُمَّ اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৬৮৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) অধিকাংশ সময়ই এই দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে প্রভু! ইহলোকে ও পরলোকে আমাদিগকে মঙ্গল কর এবং আমাদিগকে দোষখের আযাব হইতে রক্ষা কর।”

৬৮৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ وَيزِيد عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ " اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ -

৬৮৮. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এইরূপ বলিতেন :

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ -

হে আল্লাহ! হে অন্তরের পরিবর্তন সাধনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর সুদৃঢ় রাখ।

৬৮৯. حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَجْزَأَةٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو " اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ ، مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْبَرْدِ وَالتَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ - اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ ، وَنَقِّنِي كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

৬৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ ، مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْبَرْدِ وَالتَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ - اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ ، وَنَقِّنِي كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ .

“হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা আসমান ভর্তি, যমীন ভর্তি তদুপরি তুমি যাহা কিছু ভর্তি চাও তাহাও ভর্তি। প্রভু, আমাকে পবিত্র কর তুমার, শিলা ও শীতল পানি দ্বারা। প্রভু, আমাকে পবিত্র কর গুনাহ রাশি হইতে এবং আমাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কর—যেমনটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা হইতে শ্বেত শুভ্র বসনকে।”

৬৭. - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ " .

৬৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহের মধ্যে এই দু'আও ছিল :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

“হে প্রভু! তোমার নিয়ামত অপসৃত হওয়া, তোমার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্তর্হিত হওয়া। তোমার আকস্মিক ধরপাকড় এবং তোমার সমূহ অসন্তুষ্টি হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।”

২৮৯- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ : ঝড়-বৃষ্টিকালীন দু'আ

৬৭১ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أَفْقٍ مِنْ أَفَاقِ السَّمَاءِ تَرَكَ عَمَلَهُ - وَأَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا " .

৬৯১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করিতেন তখন তিনি যে কাজেই রত থাকিতেন তাহা হইতে বিরত হইয়া পড়িতেন, এমন কি যদি তিনি নামাযেও রত থাকিতেন। অতঃপর সেদিকে তাকাইয়া থাকিতেন। যদি আল্লাহ্ ঘনঘটা কাটাইয়া দিতেন তবে আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করিতেন আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হইত তবে তিনি দু'আ করিতেন : اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا হে প্রভু, প্রবল উপকারী বৃষ্টি দাও।

২৯০- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ

২৯০. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর জন্য দু'আ করা

৬৭২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ : أَتَيْتُ حَبَابًا وَقَدْ أُكْتُوِيَ سَبْعًا قَالَ : لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ -

৬৯২. হযরত কায়স বলেন, আমি হযরত খাব্বাবের নিকট (তঁাহার রোগশয্যায় তঁাহাকে দেখিতে) যাই। আর তিনি তঁাহার শরীরে গরম লোহার দ্বারা সাতটি দাগ দিয়া ছিলেন। তিনি তখন বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যদি মৃত্যুর জন্য দু'আ করিতে আমাদিগকে বারণ না করিতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যুর জন্য দু'আ করিতাম।

২৭১- بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯১. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ

৩৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ " رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَاسْرِفِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَا كُلِّهِ ، عَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي ، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

৬৯৩. হযরত আবু মূসা (রা)-এর পুত্র তাহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এই দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَاسْرِفِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَا كُلِّهِ ، عَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي ، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

“হে আল্লাহ! আমার ক্রটিসমূহ, অজ্ঞতাসমূহ, আমার প্রত্যেকটি কাজে আমার বাড়াবাড়িসমূহ এবং আমার চাইতে তুমিই আমার যে অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিকতর অবগত সেগুলি মার্জনা কর।”

“হে আল্লাহ! আমার প্রত্যেকটি ভুলচুক, ইচ্ছাকৃত অপরাধ, অজ্ঞতামূলক অপরাধ, হাসিচ্ছলে কৃত অপরাধ এবং এ জাতীয় যত অপরাধ আমার রহিয়াছে সব মাফ করিয়া দাও।”

“হে আল্লাহ! আমার পূর্বকৃত, পরেকৃত, গোপনকৃত এবং প্রকাশ্যকৃত সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া দাও, পূর্বাপর তোমারই আধিপত্য এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।”

৬৭৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ بُرْدَةَ

(أَحْسِبُهُ) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَٰذَا وَجَدِّي، خَطَايَا وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي.

৬৯৪. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এইরূপ দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَٰذَا وَجَدِّي، خَطَايَا وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي.

“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার গুনাহসমূহকে, আমার মূর্খতাকে, কাজকর্মে আমার বাড়াবাড়িকে আমার অপরাধ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবগত। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার ঠাট্টাচ্ছলে গুনাহ মাফ কর, মাফ কর বাস্তবে কৃত গুনাহ আমার মধ্যে আরও যে সব গুনাহ আছে তাহাও।

৬৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيَّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّكَ" قُلْتُ: وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، قَالَ: "أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِكَ؟" قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "قُلْ: اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ".

৬৯৫. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন, এবদা নবী করীম (সা) আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন : হে মু'আয! আমি বলিলাম, লাফায়েক-অধীন হাযির। তিনি বলিলেন : আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বলিলাম : আল্লাহর কসম!, আমিও আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন : আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি কালিমা (শব্দ) বাতলাইয়া দিব না, যাহা তুমি তোমার প্রত্যেক নামাযের পর বলিবে। আমি বলিলাম : জী হ্যাঁ। তুমি বলিবে :

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“হে আল্লাহ! তোমার যিক্র, তোমার শৌকর ও উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর।”

৬৯৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلِيفَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ "الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا

فِيهِ " فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ ؟ فَسَكَتَ - وَرَأَى أَنَّهُ هَجَمَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مَرَّهً - فَقَالَ " مَنْ هُوَ ؟ فَلَمْ يَقُلْ إِلَّا صَوَابًا " فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ - فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৬৯৬. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বলিয়া উঠিল : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ :

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যে প্রশংসা পবিত্রতা ও বরকত পূর্ণ।” তখন নবী করীম (সা) বলিয়া উঠিলেন : এই শব্দগুলি কে উচ্চারণ করিল ? সে ব্যক্তি তখন চুপ হইয়া গেল এবং ভাবিল যে, নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে হয়তো এমন কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়া থাকিবে যাহা তাঁহার মনঃপুত হয় নাই। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন : কে সেই ব্যক্তি সে তো ভাল বৈ কিছু বলে নাই, তখন ঐ ব্যক্তি আরম্ভ করিল : আমিই সেই ব্যক্তি, মঙ্গলের আশায়ই আমি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছি। তখন তিনি ফরমাইলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ সেই পবিত্র সত্তার কসম! আমি তেরজন ফেরেশতাকে এই শব্দগুলি নিয়া কাড়াকাড়ি করিতে দেখিতে পাইয়াছি যাহারা প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন, কে কাহার আগে উহা উঠাইয়া আল্লাহর দরবারে পৌছাইবেন।

٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

৬৯৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) পায়খানায় প্রবেশের সময় বলিতেন : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ “হে আল্লাহ! অনিষ্টকর এবং নাপাক বস্তুসমূহ হইতে তোমার অশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।”

٦٩٨ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ .

৬৯৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় বলিতেন : " غُفْرَانَكَ "হে প্রভু, তোমার দরবারে ক্ষমা করিতেছি।”

٦٩٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَلِيمٍ الصَّوَّافِ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ

عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ "وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْقَبْرِ .

৬৯৯. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যেভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনি আমাদের এই দু'আও শিক্ষা দিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ "وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الْقَبْرِ .

“হে প্রভু! আমি জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কবরের আযাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। মসীহ দাজ্জালের মহা সংকট হইতে তোমার কাছে পানাহ চাহিতেছি। জীবন ও মৃত্যুর বিড়ম্বনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং কবরের মহাসংকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।”

৭০০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَتُّ عِنْدَ (خَالَتِي) مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ
النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ - ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقَرِيبَةَ فَاطْلُقَ
شَنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ بَيْنَ وَضُوءَيْنِ ، لَمْ يَكْثُرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَصَلَّى فَقُمْتُ
فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْبَتُهُ لَهُ ، فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَامَ فَصَلَّى ، فَقُمْتُ
أَنْ يَسَارَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي أَنْ يَمِينِهِ ، فَتَتَامَتُ صَلَاتُهُ [مِنْ اللَّيْلِ] ثَلَاثَةَ
عَشَرَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَذَنُهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ،
فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي
نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَفَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ،
وَأَمَامِي نُورًا ، خَلْفِي نُورًا وَأَعْظَمِ لِي نُورًا " .

قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ ،
فَذَكَرَ : عَصْبِي وَلَحْمِي ، وَدَمِي ، وَشَعْرِي ، وَبَشْرِي ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ .

৭০০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক রাত্রিতে আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর গৃহে ছিলাম। রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুম হইতে উঠিলেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাহিরে গেলেন। ফিরিয়া তিনি হাত-মুখ ধুইলেন এবং আবার শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠিলেন। (পানির) মশকের নিকটে গেলেন, উহার মুখ খুলিলেন; অতঃপর ওয়ূ করিলেন, মধ্যম পর্যায়ের ওয়ূ, বেশিও নহে এবং কমও নহে। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। এমন সময় আমি উঠিলাম এবং গা-মোচড় দিলাম—কেননা, আমি সবকিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাতে টের না পান। আমিও ওয়ূ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও নামাযে রত ছিলেন, আমিও নামায পড়িতে তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেলাম। তিনি আমার কান ধরিয়া আমাকে তাঁহার ডানপার্শ্বে নিয়া গেলেন। তাঁহার এই নামায তেরো রাক'আত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইল। অতঃপর তিনি শয্যাগত হইলেন, ঘুমাইলেন। এমনকি তাঁহার নাক ডাকিতে আরম্ভ হইল। আর নবী (সা) যখন নিদ্রাক্ষণ যাইতেন, তখন তাঁহার নাক ডাকিত। এমতাবস্থায় বিলাল (রা) তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিলেন। তিনি নামায আদায় করিলেন অথচ ওয়ূ করিলেন না। তাঁহার দু'আয় তিনি বলিলেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ
يَسَارِي نُورًا ، وَفَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، خَلْفِي نُورًا وَأَعْظَمَ
لِي نُورًا

“হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার কানে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার ডানে ও বামে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার উপরে ও নিচে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি (নূর) দান করুন এবং আমার জ্যোতিকে (নূর) বৃহদায়তন করিয়া দিন।”

রাবী কুরায়ব বলেন : হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সিন্দুকে রক্ষিত লিপিতে এই সাতটিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু আমি হযরত আব্বাস (রা)-এর বংশধরদের মধ্যকার একজনের সাথে সাক্ষাৎ করিলে তিনি এগুলির সাথে :

عَصَبِي وَلَحْمِي ، وَدَمِي ، وَشَعْرِي ، بَشْرِي

“এবং আমার শিরায় উপশিরায়, আমার রক্তে ও মাংসে, আমার গাত্র চূলে এবং চর্মে [জ্যোতি (নূর) দান করুন] এবং আরো দুইটি বস্তুর কথা উল্লেখ করেন।”

৭. ১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ أَبِي هَبِيرَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

১. নিদ্রাবস্থায় ওয়ূ যে ছুটিয়া যায় ইহা ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের কাহারো দ্বিমত নাই। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন উহার ব্যতিক্রম। তিনি আমাদের মত নহেন। অন্য হাদীসে তাঁহার নিদ্রা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে *عِينَاهُ نَائِمَتَانِ وَقَلْبُهُ يَقْظَانِ* তাঁহার চক্ষু নিদ্রাভিত্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিদ্রা তাঁহার ওয়ূ ভঙ্গের কারণ হইত না। এজন্যই নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনরায় ওয়ূ না করিয়াই সোজা তিনি নামায পড়িতে চলিয়া যাইতেন।

فَصَلِّ ، فَقَضَى صَلَاتَهُ يَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ يَكُونُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ "
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي
 بَصَرِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا مِنْ بَيْنِ
 يَدَيَّ ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي ، وَزِدْنِي نُورًا ، وَزِدْنِي نُورًا ، وَزِدْنِي نُورًا " .

৭০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন : নবী করীম (সা) যখন রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিতেন, তখন নামায পড়িতেন এবং নামাযান্তে আল্লাহর এমন স্তুতিবাদ করিতেন যাহার তিনি যোগ্যপাত্র। অতঃপর তাঁহার দু'আর শেষ অংশ এরূপ হইত :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي
 بَصَرِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا مِنْ بَيْنِ
 يَدَيَّ ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي ، وَزِدْنِي نُورًا ، وَزِدْنِي نُورًا ، وَزِدْنِي نُورًا .

“হে আল্লাহ! জ্যোতি দান কর আমার অন্তরে, জ্যোতি দান কর, আমার কানে ও চক্ষু জ্যোতি দান কর আমার ডানে ও বামে, জ্যোতি দান কর আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং আমার জ্যোতি বর্দ্ধিত কর।” শেষ বাক্যটি তিনবার বলিতেন।

৭.২ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
 قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ " أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ
 أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
 أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
 حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ أَمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ ، وَبِكَ
 خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ ، وَأَسْرَرْتُ . وَأَعْلَنْتُ ،
 أَنْتُ إِلَهِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُ .

৭০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মধ্য রাত্রিতে নামাযের জন্য উঠিতেন তখন (দু'আরূপে) বলিতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ " أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ
 وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ

أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ
فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَآخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

“হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলির মধ্যে যাহা কিছু বিরাজমান সব কিছুর আলো এবং তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই কায়ম রাখিয়াছ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি হক, তোমার ওয়াদা হক। তোমার সাথে যে সাক্ষাৎ হইবে উহা নিশ্চিত সত্য। বেহেশত-দোযখ ও কিয়ামত নিশ্চিত। হে আল্লাহ! তোমারই সদনে আমি আত্মনিবেদন করিয়াছি। তোমারই প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। তোমারই উপর আমার ভরসা। তোমারই দিকে আমি ধাবিত হই, তোমারই ভরসায় আমি সংগ্রাম করি, তোমারই উপর আমি ফয়সালার ভার অর্পণ করি। সুতরাং আমার পূর্বাপর ও গোপন প্রকাশ্য সকল গুনাহ মার্জনা করিয়া দাও। তুমিই আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া অপর কোন উপাস্য নাই।”

৭.৩ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي
أُنَيْسَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعْطَمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو اللَّهَ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَأَهْلِي ، وَأَسْتَرْعُوْرَتِي ، وَأَمِنْ رَوْعَتِي ، وَاحْفَظْنِي
مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوْذُكَ أَنْ
أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

৭০৩ হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَأَهْلِي ، وَأَسْتَرْعُوْرَتِي ، وَأَمِنْ رَوْعَتِي ، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ
خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوْذُكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

“হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করি ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমার দীন ও আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা। (ওগো মাওলা) আমার দোষ গোপন কর। আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পর্যবসিত কর। আমার সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম ও উপর দিক হইতে আমার হিফায়ত কর এবং আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি—নিম্ন দিক হইতে আমাকে ধসাইয়া নেওয়া হইতে।”

৭.৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ
أَيْمَنَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ " لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ،

أَنْكَفَا الْمُشْرِكُونَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوُوا حَتَّى أَتْنِي عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا فَقَالَ " اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ - اَللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعَدَ لِمَا قَرَّبْتَ ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، اَللَّهُمَّ اُبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّعَمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّعَمَ يَوْمَ الْعِيَلَةِ ، وَالْأَمْنِ يَوْمَ الْحَرْبِ ، اَللَّهُمَّ عَائِذَا بِكَ مِنْ سُوءِ مَا أُعْطَيْتَنَا ، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا ، اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا ، كَرِهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ - اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَآخِيْنَا مُسْلِمِينَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ ، اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ . وَيَكْذِبُونَ رُسْلَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ ، إِلَهَ الْحَقِّ "

قَالَ عَلِيٌّ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشِيرٍ ، وَأَسْنَدَهُ وَلَا أَجِيءُ بِهِ .

৭০৪. হযরত রিফায়া যারকী (রা) বলেন, উছদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া যাও, আমি আমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের মহিমা কীর্তন করিব। সাহাবীগণ তাঁহার পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন তিনি এরূপ দু'আ করিলেন :

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ - اَللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعَدَ لِمَا قَرَّبْتَ ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، اَللَّهُمَّ اُبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّعَمَ الْمَقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّعَمَ يَوْمَ الْعِيَلَةِ ، وَالْأَمْنِ يَوْمَ الْحَرْبِ ، اَللَّهُمَّ عَائِذَا بِكَ مِنْ سُوءِ مَا أُعْطَيْتَنَا ، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا ، اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا ، كَرِهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ - اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَآخِيْنَا مُسْلِمِينَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ ، اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ

سَبِيلِكَ . وَيَكْذِبُونَ رَسُولَكَ وَأَجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفْرَةَ
الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ ، إِلَهَ الْحَقِّ .

“হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি যাহা প্রসারিত করিয়া দাও কেহ তাহা সংকীর্ণ করিতে পারে না। তুমি যাহাকে দূর করিয়া দাও কেহ তাহাকে নিকট করিতে পারে না। তুমি যাহাকে নিকট করিয়াছ কেহ তাহাকে দূর করিতে পারে না। তুমি যাহা না দাও কেহ তাহা দিতে পারে না। আর তুমি যাহা দান কর, কেহ তাহা আটকাইয়া রাখিতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার বরকত রাশি তোমার রহমত তোমার ফযল (অনুগ্রহ) এবং তোমার রিয়ক প্রসারিত করিয়া দাও। হে আল্লাহ! তোমার দরবারে সেই স্থায়ী নিয়ামত প্রার্থনা করি যাহা পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হইবে না।

হে আল্লাহ! দুঃখের দিনে তোমার নেয়ামত ও যুদ্ধের দিনে তোমার প্রদত্ত নিরাপত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি। প্রভু, তুমি যাহা আমাকে দান করিয়াছ, তাহার অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর, তুমি যাহা আমাকে দান কর নাই তাহার অপকার ও তাহার অনিষ্ট হইতে আমাকে বাঁচাও।

হে আল্লাহ! ঈমান আমাদের কাছে প্রিয়তর করিয়া দাও এবং উহার সৌন্দর্যবোধ আমাদের অন্তরে দান কর, কুফরী ফিস্ক (বা অনাচার) ও অবাধ্যতা আমাদের কাছে অপ্রিয় করিয়া দাও এবং আমাদের হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ! আমাদের মুসলিমরূপে মৃত্যু দান কর। মুসলিমরূপেই আমাদের বাঁচাইয়া রাখ এবং সৎব্যক্তিদিগের সাথী আমাদের বানাইয়া দাও। অপমানগ্রস্ত বা সংকটগ্রস্ত আমাদের করিও না।

হে আল্লাহ! সে কাফিরদের বিনাশ সাধন কর—যাহারা তোমার পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তোমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তোমার ক্রোধ ও আযাব তাহাদের উপর আপতিত কর।

হে আল্লাহ! কাফিরদের বিনাশ সাধন কর যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছে (তবুও কুফরের পথই বাছিয়া নিয়াছে) হে যথার্থ উপাস্য।”

আলী বলেন : আমি মুহাম্মদ ইবন বিশরের সূত্রে উহা শুনিয়াছি। তিনি উহার সনদও বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমি তাহা বর্ণনা করি না।

২৭২- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

২৯২. অনুচ্ছেদ : আপদকালীন দু‘আ

৭.০ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

৭০৫. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বিপদ-আপদকালে এই দু‘আ পড়িতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ .

“মহান ও পরম সহনশীল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ব্যতীত নাই অন্য কোন মা'বুদ।”

৭.৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بُكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ ، يَا أَبَتِ ، إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ " اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي ، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا ، وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " تَعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي ، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : نَعَمْ - يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِهِنَّ ، وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أُسْتَنْ بِسُنَّتِهِ -

قَالَ : وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعَوَاتِ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحِمْتَكَ أَرْجُو ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

৭০৬. আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকরার প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, তিনি তাহার পিতা হযরত আবু বাকরা (রা)-কে বলিলেন : আব্বা আমি আপনাকে প্রত্যুষে দু'আ করিতে শুনি :

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

“হে আল্লাহ্! আমার শরীর নিরাময় রাখ! হে আল্লাহ্! আমার কান নিরাময় রাখ! হে আল্লাহ্! আমার চক্ষু নিরাময় রাখ। তুমি ছাড়া যে কোন উপাস্য নাই।” আপনি বিকালে তিনবার উহা আবৃত্তি করেন এবং সকালে তিনবার উহা আবৃত্তি করেন এবং আপনি আরও বলিয়া থাকেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে কুফর ও দারিদ্র্য হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমি কবরের আযাত হইতে তোমার দরবারে শরণ চাহিতেছি।” তুমি ছাড়া যে অন্য কোন উপাস্য নাই। উহাও আপনি বিকালে তিনবার এবং সকালে তিনবার পড়িয়া থাকেন। তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ ব্যস। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথাগুলি বলিতে (অর্থাৎ এইরূপ দু'আ করিতে) শুনিয়াছি এবং আমি তাহার সুন্নাত-এর অনুকরণ করিতে ভালবাসি।

তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন : বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হইতেছে :

اللَّهُمَّ رَحِمَتَكَ أَرْجُو، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

“হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আশা রাখি। একটি মুহূর্তের তরেও তুমি আমাকে আমার নিজের নফসের উপর ছাড়িয়া দিও না। আমার সমূহ অবস্থা তুমি দুরুস্ত করিয়া দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই।”

৭.৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : عِنْدَ الْكَرْبِ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - اللَّهُمَّ اصْرِفْ شَرَّهُ " .

৭০৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বিপদ-আপদকালে বলিতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْكَرِيمِ - اللَّهُمَّ اصْرِفْ شَرَّهُ .

“মহান ও পরম সহিষ্ণু আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই। নাই মহান আরশের অধিপতি ভিন্ন কোন মা'বুদ। আসমানসমূহ ও যমীনের এবং সম্মানিত আরশের প্রতিপালক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই। হে আল্লাহ! উহার অনিষ্ট তুমি দূর করিয়া দাও।”

২৭২- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِسْتِخَارَةِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার* দু'আ

৭.৮ - حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو الْمُنْكَدِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْلَمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ " إِذَا هُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَإِنَّكَ عَلَامُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ

ইস্তিখারা শব্দের অর্থ হইতেছে কোন কাজ করিবার প্রাক্কালে আল্লাহর দরবারে উহার মঙ্গলকর পরিণতির জন্য প্রার্থনা করা। যদি প্রকৃতপক্ষে বান্দার জন্য উহা অনষ্টকর হইয়া থাকে তবে উহা হইতে বাঁচাইয়া রাখার বা বিরত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। ইস্তিখারা করিলে স্বপ্নযোগে আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أُمْرِي) وَأَجَلِهِ ، فَأَقْدَرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أُمْرِي) وَأَجَلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي وَيَسِّمِي حَاجَتَهُ .

৭০৮. হযরত জাবির (রা) বলেন, বিভিন্ন ব্যাপারে ইস্তিখারা করার শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে ঠিক তেমনিভাবে দিতেন যেমন তিনি শিক্ষা দিতেন কুরআন শরীফের সূরা। যখন কোন ব্যক্তি কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ করিতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন দুই রাক'আত নামায পড়ে। অতঃপর এরূপ দু'আ করে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أُمْرِي) وَأَجَلِهِ ، فَأَقْدَرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أُمْرِي) وَأَجَلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي .

“হে আল্লাহ! তোমার ইল্মের মধ্যে নিহিত মঙ্গল আমি প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার কুদ্রতের প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার মহান ফযল ও অনুগ্রহ হইতে প্রার্থনা করিতেছি। কেননা তুমি শক্তিমান আর আমার কোন শক্তি নাই, তুমি জ্ঞানবান আমি অজ্ঞ ও বেখবর এবং তুমি গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবগত।

হে আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজ আমার দীন, আমার ইহজীবন ও পরিণতির দিক হইতে (অথবা তিনি বলিয়াছেন আমার জন্য ত্বরিতে) অথবা শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক তবে তুমি উহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার দীন, আমার ইহজীবন ও পরিণতির দিক হইতে অথবা বলিয়াছেন আমার জন্য ত্বরিতে অথবা শেষ পর্যন্ত উহা অমঙ্গলজনক হয়, তবে তুমি উহা আমা হইতে হটাইয়া দাও এবং আমাকেও উহা হইতে দূরে হটাইয়া দাও এবং আমার মঙ্গল যেখানে নিহিত থাকে, উহাই আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও এবং আমার মনকে উহাতেই সন্তুষ্ট করিয়া দাও এবং সে যেন তাহার প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করে।”

٧٠٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، مَسْجِدِ الْفَتْحِ ، يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاِثْنَاءِ وَيَوْمَ الْارْبِعَاءِ فَاسْتَجَابَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْارْبِعَاءِ قَالَ جَابِرٌ ، وَلَمْ

يَنْزِلُ بِيْ أَمْرٌ مِنْهُمْ غَائِظٌ ، إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ فِيْهِ ، بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، إِلَّا عَرَفْتُ الْإِجَابَةَ .

৭০৯. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই মসজিদে বিজয়ের মসজিদে সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবারে দু'আ করেন এবং বুধবারের দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহার দু'আ কবুল হয়।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আমি বুধবারের এই সময়টাতে দু'আ করিয়াছি এবং উহা কবুল হইতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

٧١. - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُلَافٍ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ أَنَسٍ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَجُلٌ فَقَالَ " يَا بَدِيعُ السَّمُوتِ ، يَا حَىُّ ، يَا قَيُّوْمُ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ فَقَالَ " أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي دُعِيَ بِهِ أَجَابَ

৭১০. হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-এর সহযাত্রী ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এইরূপ দু'আ করিল :

يَا بَدِيعُ السَّمُوتِ ، يَا حَىُّ ، يَا قَيُّوْمُ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ

“হে আসমানসমূহ উদ্ভাবনকারী, হে চিরজীব, হে স্বাধিষ্ঠ সত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি।”

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, লোকটি কোন নামে আল্লাহকে ডাকিল, জান? যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এই ব্যক্তি এমন নামেই আল্লাহকে ডাকিয়াছে যে নামে কেহ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি তাহার ডাকে সাড়া দিয়া (অর্থাৎ দু'আ কবুল করিয়া) থাকেন।

٧١١. - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ : أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَا أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ : قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاعْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

৭১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ্) আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যাহা আমি নামাযে পড়িব। ফরমাইলেন—তুমি বলিবে :

১. অনেক উলামার মতে (চিরজীব ও স্বাধিষ্ঠ সত্তা) হইতেছে ইসমে আযম। এই হাদীসের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উহা আল্লাহর এমনই নাম যে নামে ডাকিলে আল্লাহর বান্দার ডাকে সাড়া না দিয়া পারেন না। সুতরাং উহার ইসমে আযম হওয়ার অনেকটা সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ، فَاعْفِرْ لِيْ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

“হে আল্লাহ, আমি আমার নিজ আত্মার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছি। তুমি ছাড়া আর গোনাহ মাফ করার মত কেহ নাই। সুতরাং তোমার পক্ষ হইতে আমাকে মার্জনা কর, কেননা তুমিই মার্জনাকারী এবং পরম দয়ালু।”

২৭৬- بَابُ اِذَا خَافَ السُّلْطَانُ

২৯৪. অনুচ্ছেদ : শাসকের পক্ষ হইতে যুলুমের ভয় হইলে

٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ اِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِمَامٌ يَخَافُ تَغَطُّرَ سَهْ أَوْ ظُلْمَةَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَحْزَابِهِمْ مِنْ خَلَائِقِكَ ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، أَوْ يَطْغَى - عَزَّ جَاءُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ .

৭১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, যখন তোমাদের কাহারো উপর এমন শাসক নিযুক্ত থাকে যাহার কঠোরতা বা যুলুমের ভয় থাকে, তখন তাহার উচিত এরূপ দু'আ করা :

اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَحْزَابِهِمْ مِنْ خَلَائِقِكَ ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، أَوْ يَطْغَى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ .

“হে সাত আসমানের প্রতিপালক! হে মহান আরশের অধিপতি! তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তোমার সৃষ্টিসমূহের মধ্যকার অমুকের পুত্র অমুকের এবং তাহার বাহিনীর মোকাবিলায় যেন তাহাদের কেহ আমার প্রতি বাড়াবাড়ি বা অবিচার করিতে না পারে। তোমার প্রতিবেশী মহিমামণ্ডিত, তোমার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত এবং তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই।”

٧١١- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِذَا اَتَيْتَ سُلْطٰنًا مَّهِيْبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوْبِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، اَلْمُمْسِكِ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ اَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ

إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانَ ، وَجُنُودِهِ وَأَبْتَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ ، مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৭১৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যদি তুমি কোন ভয় উদ্বেককারী শাসকের নিকট উপনীত হও
যাহার কঠোরতার ভয়ে তুমি ভীত হও তবে তুমি তিনবার বলবে :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، الْمُمْسِكِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَعْقَنَ عَلَى الْأَرْضِ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ،
مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانَ ، وَجُنُودِهِ وَأَبْتَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ ، مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي
جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

“আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তাহার সমস্ত সৃষ্টির চাইতে অধিক মর্যাদাবান ও প্রতিপত্তিশালী। আমি যাহার
ভয়ে ভীত ও সংকিত আল্লাহ তাহার চাইতেও অধিক প্রতাপান্বিত। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি তাহার
অমুক বান্দার অনিষ্ট হইতে তাহার বাহিনী ও তাহার অনুসারী দলবলের অনিষ্ট হইতে যাহারা জিন্ ও
মানুষের দলভুক্ত। সেই আল্লাহর যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই—যিনি সাত আসমানকে যমীনের উপর
আপতিত হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তবে তাহার অনুমতি সাপেক্ষে উহা আপতিত হইতে পারে।

হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্টের মোকাবিলায় আমার প্রতিবেশী হও, তোমার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত, তোমার
প্রতিবেশী মহিমামণ্ডিত, তোমার নাম বরকতপূর্ণ এবং তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।”

৭১৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَكِينُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ،
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ : مَنْ نَزَلَ بِهِ هَمٌّْ أَوْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ أَوْ خَافَ مِنْ سُلْطَانٍ ،
فَدَعَا بِهِؤُلَاءِ أَسْتَجِيبَ لَهُ ، أَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا
فِيهِنَّ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ حَاجَتَكَ .

৭১৪ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন দুশ্চিন্তা, দুঃখ বা কষ্টে নিঃপতিত হয় অথবা
শাসকের ভয়ে ভীত হয় এবং সে এইরূপ দু'আ করে, তাহার দু'আ কবুল হইয়া থাকে। দু'আটি হইল :

أَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَأَسْأَلُكَ
بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ

إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

“তোমারই দরবারে প্রার্থনা হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। হে সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি! তোমারই স্বরণে আমার যাচঞা হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, হে সাত আসমান ও মহিমাম্বিত আরশের প্রতিপালক! তোমারই সমীপে আমার মিনতি হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। হে সাত আসমান ও সাত যমীনের এবং এইগুলির মধ্যে যাহা কিছু সবকিছুরই পরোয়ারদিগার! তুমিই সর্বশক্তিমান।”

অতঃপর আল্লাহর দরবারে তোমার প্রার্থিত বস্তু প্রার্থনা কর।

২৭৫- بَابُ مَا يَدْخُرُ لِلدَّاعِي مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ

২৯৫. অনুচ্ছেদ : প্রার্থনাকারীর জন্য যে সাওয়াব সঞ্চিত হয়

৭১৫- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو ، لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةٍ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخُلَ هَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهَا " قَالَ : إِذَا يَكْثُرُ ، قَالَ " اللَّهُ أَكْثَرُ " .

৭১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মাত্রই যখন দু'আ করে। যে দু'আ পাপের বা আত্মীয়তা ছেদনের না হয়, আল্লাহ তাহাকে তিনটির যে কোন একটি প্রদান করেন (১) হয় ইহকালেই নগদ তাহার দু'আ কবুল করেন, (২) নতুবা উহা তাহার পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া দেন নতুবা (৩) অনুরূপ কোন অমঙ্গল তাহার হইতে হটাইয়া দেন। কেহ একজন বলেন : যদি সে ব্যক্তি বেশি কিছুর জন্য দু'আ করিতে থাকে তবুও কি ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ হইতেছেন সবার অধিক।

৭১৬- حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُذَيْكِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُنْصَبُ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ ، يَسْأَلُ مَسْأَلَةً ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا ذَخَّرَهَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مَا لَمْ يَعْجَلْ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا عَجَّلَتْهُ ؟ قَالَ : يَقُولُ دَعْوَتُ وَدَعْوَتُ ، وَلَا أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِي .

৭১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মু'মিন ব্যক্তি মাত্রই যখন আল্লাহর দিকে মুখ করিয়া তাকায় (কপাল ঠুকে) তাহার কাছে বিনীত প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তাহাকে তাহা অবশ্যই দান করেন হয় ইহকালে তাহা নগদ দান করেন, নতুবা তাহার পরকালের জন্য উহা সঞ্চিত রাখিয়া দেন-যদি না সে তাড়াহুড়া আরম্ভ করিয়া দেয়। সাহাবাগণ আরম্ভ করিলেন সে তাড়াহুড়া কেমন করিয়া করিবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : কেন সে বলিবে—আমি দু'আর পর দু'আ করিতে থাকিলাম অথচ আমার কোন দু'আ তো কবুল হইতে দেখিলাম না।

২৭৬- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ : দু'আর ফযীলত

৭১৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

৭১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিলেন : “আল্লাহর নিকট দু'আর চাইতে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই হয় না।”

৭১৮. حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ " .

৭১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : “দু'আ হইতেছে সবচাইতে সম্মানিত ইবাদত।”

৭১৯. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَالِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ يَسِيعٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ " ثُمَّ قَرَأَ ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾

৭১৯. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেন : “নিঃসন্দেহে দু'আই হইতেছে ইবাদত।” অতঃপর তিনি (কুরআন শরীফের আয়াত) আবৃত্তি করিলেন : اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ “আমার কাছে দু'আ কর। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করিব।” (৪ : ৬০)

৭২০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ .

৭২০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বোত্তম ইবাদত কি ? তিনি বলিলেন : মানুষের নিজের জন্য কৃত দু'আ।

৭২১- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : إِنِّي طَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَشَرِّكَ فِيمَكُمُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَهَلِ الشَّرُّ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَشَرُّكَ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَلِ الشَّرُّ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَشَرُّكَ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثُيْرُهُ ؟ قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ " ..

৭২১. হযরত মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যাহারে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন : আবু বকর, নিঃসন্দেহে শিরক পিপীলিকার পদচারণা হইতেও সূক্ষ্মভাবে তোমাদের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। তখন আবু বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর সাথে অপর কোন সত্তাকে উপাস্য মনে করা ছাড়াও অন্য কোন রকমের শিরকও আছে নাকি? তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, শিরক পিপীলিকার পদচারণা হইতেও সূক্ষ্মভাবে লুকায়িত থাকে। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিব না যাহা তুমি বলিলে শিরকের অল্প ও বেশি সবই দূরীভূত হইয়া যাইবে? নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি বলিবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ بِمَا لَا أَعْلَمُ

“হে আল্লাহ! জ্ঞাতসারে তোমার সাথে শিরক করা হইতে আমি তোমার দরবারে আশ্রয় চাহিতেছি এবং যাহা আমার অজ্ঞাত তাহা হইতেও তোমার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।”

২৭৭- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرِّيحِ

২৯৭. অনুচ্ছেদ : তুফানের সময় পড়িবার দু'আ

৭২২- حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ " .

৭২২. হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন জোরে তুফান বহিত তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

“হে আল্লাহ! উহার সহিত যে মঙ্গল তুমি প্রেরণ করিয়াছ তাহা তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি এবং উহার সহিত যে অমঙ্গল তুমি প্রেরণ করিয়াছ, উহা হইতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।”

৭২১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ " اَللّٰهُمَّ لَا قَحًا لَا عَقِيْمًا " .

৭২৩. হযরত সালামা হইতে বর্ণিত আছে, যখন হাওয়া জোরে বহিত তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন : “হে আল্লাহ! উহাকে ফলবতী কর, বক্ষ্যা (প্রতিপন্ন) করিও না।”

২৭৯- بَابُ لَا تَسْبُوا الرِّيحَ

২৯৮. অনুচ্ছেদ : বায়ুকে গাল দিবে না

৭২২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا اسْبَاطُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَالَ : لَا تَسْبُوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

৭২৪. হযরত উবাই (রা) বলেন, বায়ুকে গাল দিবে না যখন তোমরা অবাস্তিত হাওয়া দেখিবে তখন বলিবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে এই হাওয়ার মধ্যে নিহিত এবং উহার সাথে প্রেরিত মঙ্গল রাশির প্রার্থনা জানাইতেছি এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি এই বায়ুর মধ্যে নিহিত এবং উহার সাথে প্রেরিত অনিষ্টরাশি হইতে।”

৭২৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ الزَّرْقِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اَلرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ ، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، فَلَا تَسْبُوْهَا ، وَلَكِنْ سَلُّوْا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَتَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا " .

৭২৫. হযরত আবু হুরায়র (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : হাওয়া স্বয়ং আল্লাহর রহমতের অংশ। উহা রহমত এবং আযাব নিয়া আবির্ভূত হয়। সুতরাং উহাকে গাল দিও না বরং উহার মঙ্গলসমূহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর এবং উহার অমঙ্গলসমূহ হইতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

২৭৭- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّوْاعِقِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ : বজ্রধ্বনির সময় দু'আ

৭২৬. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَطَرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ وَالصَّوْاعِقَ قَالَ : " اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ " .

৭২৬. সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনিলে তখন বলিতেন :

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

“হে আল্লাহ! তোমার মেঘ নিনাদের দ্বারা আমাদেরকে বধ করিও না এবং তোমার আঘাতের দ্বারা আমাদের ধ্বংস সাধন করিও না এবং ইহার পূর্বেই স্বাচ্ছন্দে আমাদেরকে নিরাপত্তা দাও।”

৩০০- بَابُ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ

৩০০. অনুচ্ছেদ : যখন বজ্রধ্বনি শুনিলে

৭২৭. حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحَتْ لَهُ ، قَالَ : إِنَّ الرُّعْدَ مَلَكٌ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ كَمَا يَنْعِقُ الرَّاعِيُ بِغَنَمِهِ .

৭২৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি বজ্রধ্বনি শুনিতেন পাইতেন তখন তিনি বলিতেন : سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحَتْ পবিত্র সেই সত্তা যাঁহার পবিত্রতা বজ্রধ্বনি ঘোষণা করিল।

তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হইতেছেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে ঠিক তেমনি হাঁকাইয়া চলে যেন রাখাল তাহার ছাগ পালকে হাঁকাইয়া চলে।

৭২৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي ﴿ يُسَبِّحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [১৩ : الرعد : ১৩] ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْوَعِيدَ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ .

৭২৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যুবার (রা)-এর পুত্র আমির বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যুবার (রা) যখন বজ্রধ্বনি শুনিতেন পাইতেন, তখন কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিতেন :

[١٣ : الرعد : ١٣] ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾

“পবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যাহার পবিত্রতা ও স্তুতি ঘোষণা করে এবং ফেরেশতকুল যাহার ভয়ে অস্থির থাকেন।” (সূরা রাদ : ১৩)

৩.১- بَابُ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ

৩৩১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে

٧٢٩- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلِيمَ بْنَ عَامِرٍ ، عَنْ أَوْسَطِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ أَوَّلِ مَقَامِي هَذَا - ثُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ ، وَهُمَا فِي النَّارِ ، وَسَلُّوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوْتْ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَافَاةِ ، وَلَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَدَابِرُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " .

৭২৯. আওসাত ইবন ইসমাঈল (রা) বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর বলিতে শুনিয়াছি—নবী করীম (সা) হিজরতের প্রথম বৎসর আমার এই স্থানে দণ্ডায়মান হন—এ কথা বলিয়া হযরত আবু বকর (রা) অঝোরে কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর বলেন : তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকিবে। কেননা উহা পুণ্যের সাথী এবং এই দুইটিই বেহেশতে যাইবে এবং তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হইতে দূরে থাকিবে। কেননা উহা পাপের সাথী এবং এই দুইটিই দোষে নিয়া যাইবে। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবন প্রার্থনা করিবে, কেননা নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবনই হইতেছে ঈমানের পর সবচাইতে উত্তম বস্তু এবং তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিবে না, একে অপরের পিছনে লাগিবে না। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হইও না, আল্লাহর বান্দাগণ ভাই ভাই হইয়া যাও।

٧٢٨- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنْ الْأَجْلَاجِ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ ، قَالَ " هَلْ تَدْرِیْ مَا تَمَامُ النِّعْمَةِ " ؟ قَالَ : تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ ، وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ " ثُمَّ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الصَّبْرَ ، قَالَ : قَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ الْبَلَاءَ ، فَسَلُّهُ الْعَافِيَةَ ، وَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ : يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - قَالَ " سَلْ " .

৭৩০. হযরত মু'আয (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন সে ব্যক্তি তখন বলিতেছিলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ .

“হে আল্লাহ! তোমার নিয়ামতের পরিপূর্ণতা আমি তোমার দরবারে চাহিতেছি।” তিনি বলিলেন : নিয়ামতের পরিপূর্ণতা কি জানো ? সে ব্যক্তি বলিল, নিয়ামতের পরিপূর্ণতা হইতেছে বেহেশতে প্রবেশ এবং দোযখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ। অতঃপর তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন আর সে ব্যক্তি বলিতেছিলেন—হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ধৈর্য (ধারণের তাওফীক) চাহিতেছি। তিনি বলিলেন : তুমি তোমার প্রভুর দরবারে বিপদ চাহিতেছ (বরং) নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবনই চাও! তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যে বলিতেছিল : يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ “হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি” (আল্লাহ) তিনি বলিলেন : এখনই চাও।

৭৩১. حَدَّثَنَا فَرُوةٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ - فَقَالَ " يَا عَبَّاسُ ، سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ " ثُمَّ مَكَثْتُ قَلِيلًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ - عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ، سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " .

৭৩১. হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি বস্তু শিক্ষা দিন যাহা আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিব। তখন তিনি বলিলেন : হে আব্বাস! আপনি আল্লাহর দরবারে স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করুন। অতঃপর আমি কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া পুনরায় তাঁহার দরবারে গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি বস্তু শিক্ষা দিন যাহা আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিব। তখন তিনি বলিলেন : হে আব্বাস, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর চাচা! আপনি আল্লাহর দরবারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করুন।

৩.২- بَابُ مَنْ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِالْبَلَاءِ

৩০২. অনুচ্ছেদ : পরীক্ষায় নিঃপতিত হওয়ার দু'আ করা দূষণীয়

৭৩২. حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ : اللَّهُمَّ لَمْ تُعْطِنِي مَالًا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَأَبْتَلْنِي بِبَلَاءٍ يَكُونُ أَوْ قَالَ فِيهِ أَجْرٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ إِلَّا قُلْتُ : اللَّهُمَّ أَتَبَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " .

৭৩২. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা অবস্থায়ই দু'আ করিল—হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সম্পদ দান কর নাই যে আমি দান করিব। অতএব তুমি আমাকে

বিপদ দিয়া পরীক্ষা কর অথবা সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—যাহাতে সাওয়াব হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : সুবহানাল্লাহ্! উহা তোমার সামর্থ্যের অতীত! তুমি বল না কেন :

اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়ার মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদের দোষের আযাব হইতে রক্ষা করুন।”

৭৩৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ (قُلْتُ لِحُمَيْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَعَمْ) دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ قَدْ جَهَدَ مِنَ الْمَرَضِ ، فَكَانَهُ فَرَحٌ مُنْتَوَفٌ - قَالَ " أَدْعُ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ سَلِّهُ " فَجَعَلَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا أَنْتَ مُعَذِّبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ، فَعَجَّلَهُ فِي الدُّنْيَا قَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ - لَا تَسْتَطِيعُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُوا أَلَا قُلْتُ : اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " وَدَعَا لَهُ فَشَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৭৩৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগ জর্জরিত এমন এক ব্যক্তিকে রোগ শয্যায় তাহাকে দেখিতে গেলেন যাহার অবস্থা ছিল ছো-মারা মুরগীর ছানার ন্যায় (অত্যন্ত কাহিল)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন : ওহে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কর অথবা তিনি বলিলেন : তাহার কাছে যাচঞা কর। তখন সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল—হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরকালে যে শান্তি প্রদান করিবে, তাহা এই দুনিয়াতেই আমাকে দিয়া দাও! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : সুবহানাল্লাহ্! তুমি তাহা বরদাশত করিতে পারিবে না অথবা তিনি বলিলেন : উহা সহ্য করার শক্তি তোমাদের নাই। তুমি বল না কেন :

اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আল্লাহ! আমাকে মঙ্গল দান কর, ইহকালে এবং মঙ্গল দান কর পরকালে এবং দোষের আযাব হইতে আমাকে রক্ষা কর।”

অতঃপর তিনি তাহার জন্য দু’আ করিলেন এবং আল্লাহ তাহাকে নিরাময় করিয়া দিলেন।

৩.২- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি চরম পরীক্ষা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে

৭৩৪- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : يَقُولُ الرَّجُلُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ - ثُمَّ يَسْكُتُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ : إِلَّا بَلَاءٌ فِيهِ عِلَاءٌ .

৭৩৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বলেন, লোকে দু’আ করে : প্রভু, চরম পরীক্ষা (সঙ্কট) হইতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি, অতঃপর সে ক্ষান্ত দেয়। সে যখন এইরূপ দু’আ করিবে তখন তাহার ইহাও বলা উচিত : তবে সেই পরীক্ষায় উন্নতি নিহিত রহিয়াছে তাহা ব্যতীত।

৭৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ ، وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ .

৭৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) চরম পরীক্ষা অলক্ষুণে পাওয়া, শত্রুদের বিদেহ এবং ভাগ্য বিপর্যয় হইতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

৩.৬- بَابُ مَنْ حَكَى كَلَامَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে

৭৩৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمُسْلِمٌ نَحْوَهُ قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نُوفَلٍ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ ، فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " قُلْتُ : يَا أَبِى أَنْتَ وَأُمِّى زِدْنِى قَالَ زِدْنِى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " قُلْتُ : يَا أَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، زِدْنِى ، فَإِنِّى أَجِدُ فِى قَوِيًّا فَقَالَ " إِنِّى أَجِدُ نِى قَوِيًّا ، إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا " فَافْحَمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَزِيدَنِى ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلَاثًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "

৭৩৬. আবু নাওফিল ইবন আবু আকরাব বলেন, তাঁহার পিতা নবী করীম (সা)-কে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন : প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখিবে। তাহার পিতা বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন, আমাকে আরো বাড়াইয়া দিন! আমাকে বাড়াইয়া দিন! যাও, মাসে দুই দিন রোযা রাখিও। আমি বলিলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আরো বাড়াইয়া দিন, কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তখন তিনি বলিলেন : আমার সামর্থ্য আছে। আমার সামর্থ্য আছে। আমার সামর্থ্য আছে। তিনি আমাকে চুপ করাইয়া দিলেন, যাহাতে আমার ধারণা হইল যে, তিনি বুঝি আমাকে আর বেশি অনুমতি দিবেন না। অতঃপর বলিলেন : আচ্ছা যাও, প্রতি মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিও।

৩.৭- بَابُ

৩০৫. অনুচ্ছেদ :

৭৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ عَرْفَطَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَارْتَفَعَتْ رِيحٌ خَبِيثَةٌ مُنْتَنَةٌ - فَقَالَ : أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَتَغَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ .

৭৩৭. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উখিত হইল। তিনি বলিলেন : তোমরা কি জানো উহা কি ? উহা হইতেছে ঐ সব ব্যক্তির বায়ু যাহারা মু'মিনের গীবত (অসাক্ষাতে নিন্দা) করিয়া থাকে।

৭৩৮. ৭৩৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ مُنْتَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اغْتَبَوْا أَنْسَاءً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَبُعِثَ هَذِهِ الرِّيحُ لِذَلِكَ .

৭৩৮. হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একবার দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : মুনাফিকদের মধ্যকার কিছু লোক মু'মিনদের মধ্যকার কিছু লোকের গীবত করে। এজন্যই এই বায়ু প্রেরিত হইয়াছে।

৭৩৯. ৭৩৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ ، سَمِعْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ يَقُولُ : مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ ، فَنَصَّرَهُ جَزَاءُ اللَّهِ بِهَا خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ ، فَلَمْ يَنْصُرْهُ جَزَاءُ اللَّهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرًّا - وَمَا التَّقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ - إِنْ قَالَ فِيهِ مَا يَعْلَمُ فَقَدْ اغْتَابَهُ ، وَإِنْ قَالَ فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ . فَقَدْ بَهَتْهُ .

৭৩৯. ইবন উম্মে আব্দ বলেন, যাহার নিকট কোন মু'মিনের গীবত করা হইল, আর সে তাহার (অর্থাৎ সেই অনুপস্থিত মু'মিনের) সাহায্য করিল আল্লাহ তাহাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করিবেন। আর যাহার কাছে কোন মু'মিনের গীবত করা হইল আর সে তাহার সাহায্য করিল না। (অর্থাৎ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া গীবতকারীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিল না) আল্লাহ তাহাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উহার মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাইবেন। মু'মিনের গীবতের চাইতে মন্দ গ্রাস আর কেহই গ্রহণ করে না—যদি সে তাহার সম্পর্কে তাহার জ্ঞাত সত্য কথাই বর্ণনা করিল তবে সে তাহার গীবত করিল। আর যদি সে এমন কথা বলিল যাহা তাহার জ্ঞাত নহে, তবে সে ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইল।

৩.৬- بَابُ الْغَيْبَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

৩০৬. অনুচ্ছেদ : গীবত : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তোমরা একে অপরের গীবত করিবে না”

৭৪০. ৭৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ رَبِيعٍ النَّبَاهِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا ، فَقَالَ "

إِنَّهُمَا لَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَى، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ "فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ بِجَرِيدَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا - ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ كَسْرَةٍ فَغَرَسَتْ عَلَى قَبْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ، أَوْ لَمْ تَبَيَسَا".

৭৪০. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এমন দুইটি কবরের পার্শ্বে উপনীত হইলেন যেগুলির অধিবাসীদ্বয় আযাবে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বলিলেন : এই ব্যক্তিদ্বয় কোন গুরুতর ব্যাপারে শাস্তি পাইতেছে না। তবৈ হ্যা, তাহাদের মধ্যকার একজন লোকের গীবত করিয়া ফিরিত আর অপর ব্যক্তিটি পেশাব হইতে সতর্ক থাকিত না। তখন তিনি তাজা একটি খেজুর শাখা বা দুইটি খেজুর শাখা আনিতে বলিলেন এবং এইগুলিকে ভাঙিয়া উহা কবরের উপরে প্রোথিত করিয়া দিতে বলিলেন এবং বলিলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডাল দুইটি তাজা থাকিবে অথবা বলিলেন : ঐগুলি শুকাইয়া যাইবে না ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদের শাস্তি হাক্ক করিয়া দেওয়া হইবে।

٧٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَسِيرُ مَعَ نَهْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدْ انْتَفَخَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ .

৭৪১. কায়স বর্ণনা করেন যে, হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) তাহার কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, যাহা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন : কসম আল্লাহর কোন ব্যক্তি যদি পেট পুরিয়াও উহা খায়, তবুও উহা কোন মুসলমানের গোশত খাওয়ার চাইতে উত্তম।

৩.৭- بَابُ الْغَيْبَةِ لِلْمَيِّتِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গীবত

٧٤٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْهَضَنْهَاضِ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ عَزُّ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ فَرَجَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ إِنَّ هَذَا الْخَائِنَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مِرَارًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَرُدُّهُ ثُمَّ قَتَلَ كَمَا يَقْتُلُ الْكَلْبُ ، سَكَتَ عَنْهُمْ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مَرَّ بِجَيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلَةٍ رِجْلُهُ ، فَقَالَ " كَلَامٌ مِنْ هَذَا " قَالَا :

مِنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَالَّذِي قُلْتُمَا مِنْ عَرَضِ أَخِيكُمَا أَنْفَا أَكْثَرُ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّهُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ .

৭৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মাইয ইব্ন মালিক আসলামী নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং নবী করীম (সা) চতুর্থবার তাহাকে (ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে) প্রস্তরাঘাতে হত্যার আদেশ দিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার কতিপয় সাহাবী তাহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন তাহাদের মধ্যকার একজন বলিয়া উঠিলেন, এই বিশ্বাসঘাতকটা কয়েকবারই নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপনীত হয় এবং প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন, অতঃপর যেভাবে কুকুর হত্যা করা হয়, তেমনি তাহাকে হত্যা করা হয়।

নবী করীম (সা) তাহাদের কথা শুনিয়া মৌনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর একটি মৃত গাধার পাশ দিয়া যখন তাহারা অতিক্রম করিতেছিলেন এবং গাধাটি ফুলিয়া যাওয়ায় তাহার পাগুলি উর্ধ্বদিকে উত্থিত হইয়া রহিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমরা দুইজনে উহা খাও। তাহারা বলিলেন : গাধার মৃত দেহ খাইতে বলিতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : কেন, তোমাদের ভাইয়ের সম্মানহানির মাধ্যমে ইতিপূর্বে তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ, উহা তার তুলনায় কত বেশি গর্হিত। মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ যাহার হাতে সে পবিত্র সত্তার শপথ - সে এখন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের মধ্যকার একটি ঝর্ণাতে (স্বাচ্ছন্দ্যে) সাতার কাটিতেছে।

৩.৮- بَابُ مَنْ مَسَّ رَأْسَ صَبِيٍّ مَعَ أَبِيهِ وَبَرَكَ عَلَيْهِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ : পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য বরকতের দু'আ করা

٧٤٣- حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَمْرٍو الزَّرْقِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبُو حَرْزَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ ، فَتَلَقَى شَيْخًا [عَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَمُعَافِرِيٌّ وَعَلَى
غُلَامِهِ بُرْدَةٌ مُعَافِرِيٌّ] ، قُلْتُ : أَيُّ عَمٍّ مَا يَمْنَعُكَ عَنْ تَعْطِي غُلَامَكَ هَذَا النَّمْرَةَ ،
وَتَأْخُذَ الْبُرْدَةَ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ بُرْدَتَانِ وَعَلَيْهِ نَمْرَةٌ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي فَقَالَ : ابْنُكَ
هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ - أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَآكُسُوهُمْ مِمَّا تَكْسُونَ " يَا ابْنَ
أَخِي ، ذَهَابَ مَتَاعُ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَتَاعِ الْآخِرَةِ قُلْتُ أَيُّ ابْنَتَاهُ
مِنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ : أَبُو الْيَسْرِ [كَعْبٌ] بْنُ عَمْرٍو .

৭৪৩. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এ পৌত্র উবাদা ইব্ন ওয়ালাদ বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার সাথে একদিন বাহির হইলাম। আমি তখন যুবক। এমন সময় এক প্রবীণ ব্যক্তির সাথে আমাদের

সাক্ষাৎ হইল। (তাহার গায়ে একখানা দামী চাদর ও একখানা কঞ্চল এবং তাহার ভৃত্যের গায়েও অনুরূপ একখানা দামী চাদর ও কঞ্চল জড়ানো ছিল)

আমি বলিলাম, চাচা আপনি তো আপনার কঞ্চলখানা আপনার ভৃত্যকে দিয়া আপনি তাহার এই চাদরখানাসহ দুইখানা চাদরই গায়ে দিতে পারিতেন, এমনটি করিতে আপনাকে কিসে বারণ করিল? উক্ত প্রবীণ ব্যক্তি আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : এ বুঝি আপনার পুত্র? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি— তোমরা যাহা খাইবে তাঁহাদিগকেও (ভৃত্যাদিগকেও) তাহাই খাইতে দিবে, তোমরা যাহা পরিবে তাহাদিগকেও তাহাই পরিতে দিবে। হে ভাতিজা, দুনিয়ার সামগ্রী যদি নিঃশেষ হইয়া যায় তবুও আখিরাতের সামান্য ক্ষতির চাইতে উহা বরণ করিয়া নেওয়াই আমার কাছে অধিকতর পসন্দনীয়। আমি বলিলাম আব্বা এই ব্যক্তি কে? বলিলেন : আবুল ইসর ইবন আমর [কা'ব (রা)]।

২.৭ - بَابُ دَالَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

৩০৯. অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের মধ্যে একের মালের উপর অপরের আবদার খাটানো

৭৪৪ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ السَّلْفَ ، وَأَنَّهُمْ لِيَكُونُونَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيهِمْ قَرُبًا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهِمُ الضَّيْفُ . وَقَدَرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لَضَيْفِهِ فَيَفْقَرُ الْقَدَرُ صَاحِبُهَا . فَيَقُولُ : مَنْ أَخَذَ الْقَدَرَ ؟ فَيَقُولُ : صَاحِبُ الضَّيْفِ : نَحْنُ أَخَذْنَا هَا لَضَيْفِنَا ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْقَدَرِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا (أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا) قَالَ بَقِيَّةٌ : وَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالْخَبْرُ إِذَا خَبَرَ وَ أَمِثْلُ ذَلِكَ . وَ لَيْسَ بَيْنَهُمُ إِلَّا جُدْرُ الْقَصَبِ قَالَ بَقِيَّةٌ : وَ أَدْرَكْتُ أَنَا ذَلِكَ : مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَأَصْحَابُهُ .

৭৪৪ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ বলেন, আমি পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণের (সাহাবাগণের) যমানা দেখিয়াছি। তাহারা এক এক ঘরে কয়েকজন করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, কোন এক পরিবারের হয়ত চুলায় চড়ানো ডেগটী রহিয়াছে। মেহমানওয়ালা ঘরের মালিক তখন তাহার মেহমানের জন্য সেই চুলার উপরে বসানো ডেগটী (সদ্যপ্রস্তুত খাবারসহ) উঠাইয়া লইয়া যাইত আর ডেগটীওয়ালা আসিয়া দেখিত যে, তাহার ডেগটী উধাও হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিত, আমার ডেগটী আবার কে উঠাইয়া লইয়া গেল? মেহমানওয়ালা তখন বলিত, আমরা আমাদের মেহমানের জন্য উহা লইয়া গিয়াছি। তখন ডেগটীওয়ালা বলিত, আল্লাহ্ উহাতে তোমাদের জন্য বরকত দিন বা অনুরূপ কিছু একটা। রাবী বাকিয়া বলেন, মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ বলিতেন, সদ্য প্রস্তুত রুটির ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিত এবং এই দুই পরিবারের মধ্যে নল খাগড়ার বেড়া ছাড়া অন্য কোন আড়াল থাকিত না। বাকিয়া বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ ও তাহার সাথীদের এমনটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৩১. - بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

৩১০. অনুচ্ছেদ : নিজের মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা

৭৪৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ ، فَقُلْنَ : مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ مَنْ يَضُمُّ (أَوْ يُضِيفُ) هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا فَإِنِ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : أَكْرَمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوْتُ لِلصَّبْيَانِ ، فَقَالَ : هَيَّئِ طَعَامَكَ ، وَأَصْلِحِي سِرَاجَكَ ، وَنَوْمِي صَبِيَانِكَ إِذَا أَرْتُوَا عِشَاءَ فَهَيَّأْتُ طَعَامَهَا ، وَأَصْلَحْتُ سِرَاجَهَا ، وَنَوَمْتُ صَبِيَانَهَا . ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاطْفَأَتْهُ ، وَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ ﷺ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ (أَوْ عَجِبَ) مِنْ نِعَالِكُمَا ؟ أَوْ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ، وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ٥٩ : الْحَشْرِ : ٩ ﴾

৭৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে (মেহমানরূপে) উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে তাহার সহধর্মিণীগণের নিকট (আহার্য গ্রহণের) জন্য পাঠাইলেন। তাহারা জানাইলেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া খাওয়ার মত কিছুই নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) (সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন : কে ইহাকে মেহমানরূপে গ্রহণ করিবে? তখন আনসারদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, আমি আছি। তখন তিনি তাহাকে নিয়া তাহার স্ত্রীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন : ওহে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তিনি জবাব দিলেন, ছেলেমেয়ের রাত্রে খাবার ছাড়া ঘরে যে আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন : খাবার প্রস্তুত করিবে, বাতি ঠিক রাখিবে এবং ছেলেমেয়েদের যখন রাত্রে খাবার খাইতে চাহিবে তখন কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়া তাহাদিগকে শোয়াইয়া দিবে। মহিলাটি (স্বামীর কথামত) খাবার প্রস্তুত করিলেন, বাতি ঠিক করিলেন এবং তাহার শিশু-সন্তানদের শোয়াইয়া দিলেন এবং অন্ধকারে তাহারাও খাইতেছেন এটা বোঝানোর জন্য বাতি (অর্থাৎ উহার শলতে) ঠিক করার ছুতায় উহা নিভাইয়া দিলেন অথচ প্রকৃতপক্ষে রাতে তাহারা উপবাসেই কাটাওয়াইছিলেন। অতঃপর যখন ভোরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে গেলেন তখন তিনি বলিলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (গতরাতের) কার্যকলাপে হাসিয়াছেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন) এবং আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন :

يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“এবং তাহারা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকে যদিও বা নিজেরা ক্ষুধার্তই থাকে। আর যাহারা স্বভাবজাত লোভ-লালসা ও কামনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারাই সফলকাম।” (সূরা হাশর : ৯)

৩১১- بَابُ جَائِزَةِ الضَّيْفِ

৩১১. অনুচ্ছেদ : মেহমানের অতিথ্যেতা

৭৪৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَذْنَاءَ وَ أَبْصَرْتُ عَيْنَائِي حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ، ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ " يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ . وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " .

৭৪৬. হযরত আবু শুরায়হ্ আদাবী (রা) বলেন, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনিয়াছে, আমার এই চক্ষুদ্বয় দেখিয়াছে যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তাহার উচিত তাহার প্রতিবেশীকে সম্মান করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহার উচিত তাহার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাহার প্রাপ্য বিশেষ আতিথ্যের মাধ্যমে। কেহ একজন বলিয়া উঠিল, তাহার বিশেষ আতিথ্য কি ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বলিলেন : একদিন একরাত। এমনিতে মেহমানদারী তিনদিন। ইহার অধিক যাহা হইবে, তাহা হইবে সাদাকা স্বরূপ। আর যে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী তাহার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ করিয়া থাকা।

৩১২- بَابُ الضَّيَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

৩১২. অনুচ্ছেদ : আতিথ্য তিনদিন

৭৪৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

৭৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আতিথ্য তিনদিন। ইহার অধিক হইলে উহা সাদাকা (বলিয়া গণ্য হইবে)।

৩১৩- بَابُ لَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَ

৩১৩. অনুচ্ছেদ : মেহমান মেজবানের অসুবিধা করিয়া থাকিবে না

৭৪৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا

أَوْ لِيَصْنُمْتُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ الضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ . وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّ عِنْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَهُ .

৭৪৮. হযরত আবু শুরায়হু কা'বী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী তাহার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা মৌনতা অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাসী তাহার উচিত তাহার মেহমানকে সম্মান করা। তাহার বিশেষ আতিথ্য হইতেছে একদিন একরাত্রি। আর সাধারণ আতিথ্য হইতেছে তিনদিন পর্যন্ত। উহার উপরে যাহা হইবে তাহা সাদাকা বলিয়া গণ্য হইবে। আর মেহমানের পক্ষে উচিত হইবে না মেয়বানের বাড়িতে এত বেশি অবস্থান করা যাহাতে সে অসুবিধা বোধ করে।

৩১৬. - بَابُ إِذَا أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : মেয়বানের বাড়িতে মেহমানের ভোর

٧٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ ، أَبِي كَرِيمَةَ السَّامِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ " .

৭৪৯ হযরত মিকদাম আবু করীমা সামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : রাত্রিবেলা আগন্তুক মেহমানকে আপ্যায়িত করা প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। আর যদি তাহারই নিকট মেহমানের ভোর হয় (অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত যদি মেহমান সেখানে অবস্থান করে) তবে তখনকার মেহমানদারীও মেজবানের উপর মেহমানের পাওনা স্বরূপ। এখন ইচ্ছা করিলে সে এই পাওনা শোধও করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে উহা ছাড়িয়াও দিতে পারে।

৩১৭. - بَابُ إِذَا أَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا

৩১৭. অনুচ্ছেদ : বঞ্চিত অতিথি

٧٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ بَعَثْتَنَا نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرَؤُنَا ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَنَا " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ " .

৭৫০. হযরত উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এমন অনেক সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রেরণ করেন যেখানকার লোকজন আমাদের মেহমানদারী করে না, এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? (অর্থাৎ তখন আমরা কি করিব?) তিনি আমাদিগকে বলিলেন: তোমরা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া উঠ এবং তাহারা মেহমানের জন্য যাহা শোভনীয় তাহা প্রদান করে তবে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে আর যদি তাহারা তাহা না করে তবে তোমরা তাহাদের উপর মেহমানের যাহা পাওনা তাহা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পার।

২১৬- بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ الضَّيْفِ بِنَفْسِهِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সেবায় মেযবান

৭৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ فِي عُرْسِهِ ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَتُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعُرُوسُ فَقَالَتْ : أَتَدْرُونَ مَا انْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٌ مِنَ اللَّيْلِ فِي نَوْرِ .

৭৫১. সাহল ইব্ন সা'দ বলেন, হযরত আবু উসায়দ সাঈদী (রা) তাঁহার বিবাহ বাসরে নবী করীম (সা)-কে দাওয়াত করেন। তাহার নববিবাহিতা বধূ সেইদিন পর্যন্ত তাহার পরিচারিকা ছিলেন। তিনি বলেন, জানেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সেদিন আমি কি পরিবেশন করিয়াছিলাম? রাত্রিবেলা আমি তাঁহার জন্য টাটকা খেজুর একটি মাটির পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। (উহাই আমি তাঁহার জন্য পরিবেশন করি।)

২১৭- بَابُ مَنْ قَدَّمَ إِلَى ضَيْفٍ أَطْعَامًا فَقَامَ يُصَلِّي -

৩১৭. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়া নিজে নামাযে দাঁড়াইয়া যাওয়া

৭৫২- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْجَرِيرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَلَمْ أَوْافِقْهُ فَقُلْتُ لَأَمْرَأَتِهِ ، أَيْنَ أَبُو ذَرٍّ ؟ قَالَتْ يَمْتَنُّ ، سَأَتِيكَ الْآنَ . فَجَلَسْتُ لَهُ فَجَاءَ وَمَعَهُ بَعِيرَانِ ، قَدْ قَطَرَ أَحَدُهُمَا فِي عِجْرِ الْآخَرِ ، فِي عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

১. ক্ষুধার তীব্রতায় যখন প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দেয় তখনকার জন্য উহা প্রযোজ্য। আহমদের মতে উহা কেবল জনমানবহীন এলাকাতেই প্রযোজ্য যেখানে বসবাসকারী মেযবান মেহমানদারী না করিলে মেহমানের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই হুকুম কেবল রাষ্ট্রীয় তহশীলদারের ব্যাপারেই প্রযোজ্য যাহাদের ইহা ছাড়া আর থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। বুখারী শরীফের প্রখ্যাত শরাহ ফাতহুল রারীর উদ্ধৃতি দিয়া মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) তাহার বুখারী শরীফের হাশিয়ায় এ অভিমতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

قُرْبَةً فَوَضَعَهُمَا . ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا مِنْ رَجُلٍ كُنْتُ لِقَاَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لُقِيًّا مِنْكَ وَلَا أَبْغَضَ إِلَيَّ لُقِيًّا مِنْكَ . قَالَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، وَمَا يَجْمَعُ هَذَا ؟ قَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَأَدْتُ مُؤَدَّةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أُرْهَبُ إِنْ لَقَيْتُكَ أَنْ تَقُولَ : لَا تَوْبَةَ لَكَ لَا مَخْرَجَ ، وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَقُولَ : لَكَ تَوْبَةٌ وَمُخْرَجٌ قَالَ : أَفِي الْجَاهِلِيَّةِ أَصَبْتُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَتَيْنَا بِطَعَامٍ فَأَبَتْ ثُمَّ أَمَرَهَا فَأَيَّتْ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا قَالَ إِلَيْهِ فَإِنَّكَ لَا تَعْدُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قُلْتُ وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِنَّ ؟ قَالَ " إِنْ الْمَرْأَةَ ضَلَعٌ ، وَإِنَّكَ ، إِنْ تُرِيدُ أَنْ تَقِيمَهَا تُكْسِرُهَا . وَإِنْ تُدَارِيهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوْدًا وَبَلْعَةً ، فَوَلَّتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيدَةٍ ، كَانَتْهَا قِطَاةٌ : فَقَالَ : كُلْ وَلَا أَهْوَلَنَّكَ فَإِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ يَهْدُبُ الرُّكُوعَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَأَكَلَ ، فَقُلْتُ إِنَّنَا لِلَّهِ . مَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ تُكَذِّبَنِي . قَالَ : لِلَّهِ أَبُوكَ مَا كَذَبْتُ مِنْذُ لَقَيْتَنِي . قُلْتُ : أَلَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّكَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : بَلَى : إِنِّي صُمْتُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . فَكُتِبَ لِي أَجْرُهُ وَحَلَّ لِي لِلطَّعَامِ .

৭৫২. নু'আয়ম ইবন কা'নাব বলেন, আমি হযরত আবু যারের বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে ঘরে পাইলাম না। আমি তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু যার কোথায়? জবাবে তিনি বলিলেন: কোন কাজে বাহিরে গিয়াছেন, এখনই হয়ত আসিয়া পড়িবেন। সুতরাং আমি তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এমন সময় তিনি আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার দুইটি উট, একটির পিছনে আরেকটি বাঁধা, প্রত্যেকটির ঘাড়ে একটি করিয়া মশক বুলিতেছিল। তিনি প্রথমে এইগুলি নামাইলেন তারপরে আসিলেন। আমি বলিলাম, আবু যার যাহাদের সহিত আমি সাক্ষাৎ করি তাঁহাদের মধ্যে আপনার চাইতে প্রিয়তর আর আমার কাছে কেহই নাই, আবার এ ধরনের লোকদের মধ্যে আপনার চাইতে অপ্রিয়ও আমার কাছে আর কেহই নাই। তিনি বলিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য কুরবান হউক। তিনি বলিলেন, এই পরস্পর বিরোধী দুইটি একত্র হইল কেমন করিয়া তাহা বলুন! আমি জাহেলিয়াতের যুগে একটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছি। আমার ভয় হয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই আপনি বলিবেন, তোমার তাওবা বা নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থা নাই। আবার এই আশাও মনে জাগে, হয়ত বা আপনি বলিবেন, তোমার তাওবা ও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা আছে। তিনি বলিলেন: তুমি এটি জাহেলিয়াতের যুগে করিয়াছিলে না? আমি বলিলাম, জী-হ্যাঁ! তিনি বলিলেন, অতীতের গুনাহসমূহ আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন: খাবার নিয়া আস। মহিলাটি তাহাতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন আর মহিলাটিও পুনরায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। এমন কি বাদানুবাদে স্বরউচ্চ মাত্রায় উঠিল। তিনি বলিলেন, ওহে তোমরা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীর ধারও ধার না। আমি বলিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা), উহাদের সম্পর্কে কি বলিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, নারী জাতি হইতেছে পাজরের বাঁকা হাড়। তুমি যদি উপড়ে সোজা করিতে যাও তবে উহাকে ভাঙিয়া ফেলিবে। আর

যদি (তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়া) তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাও তবুও তাহাদের মধ্যে বক্রতা ও কোমলতা দুইটিই আছে। (একথা শুনিয়া) মহিলাটি চলিয়া গেলেন এবং সারীদ (ঝোলের মধ্যে প্রদত্ত রুটি) লইয়া বিড়ালের মত চুপিসারে ফিরিয়া আসিলেন। তখন আবু যার (রা) আমাকে বলিলেন, তুমি খাও, আমার কথা ভাবিও না। আমি রোযা আছি। অতঃপর তিনি নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং অত্যন্ত ধীরে সুস্থে রুকু (সিজদা) করিলেন। অতঃপর নামাযান্তে তিনি আসিয়া খাওয়া আরম্ভ করিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, ইল্লা লিল্লাহ! আমি তো কোনদিন এইরূপ আশা করি নাই যে, আপনি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিবেন। তিনি বলিলেন : তোমার পিতা আমার জন্য কুরবান হউক, তুমি সাক্ষাত করা অবধি তোমার সাথে একটা মিথ্যা কথাও বলি নাই। আমি বলিলাম, কেন আপনি কি বলেন নাই যে, আপনি রোযা আছেন? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ আমি এই মাসের তিনদিন রোযা রাখিয়াছি সুতরাং পূর্ণ মাসের সাওয়ার আমার জন্য হইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে খাওয়া-দাওয়া আমার জন্য লিপিবদ্ধ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (তাই মেহমানের খাতিরে নফল রোযা ভাঙিয়াই খাইতে বসিয়াছি।)

২১৮- بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ : নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা

৭৫৫- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْلَدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

قَالَ : أَبُو قَلَابَةَ : وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ، وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صَفَارٍ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟

৭৫৬. হযরত সাওবান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) হইতেছে উহা যাহা কোন ব্যক্তি তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার যাহা সে তাহার সাথীদের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যাহা সে তাহার বাহন জন্তুর জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী আবু কিলাবা বলেন : এখানে পরিবার-পরিজন হইতে শুরু করিয়াছেন। এবং সেই ব্যক্তি হইতে বড় সাওয়ার আর কে পাইতে পারে যে ব্যক্তি তাহার পরিবারের স্বল্পবয়স্কদের জন্য ব্যয় করে যাবত না আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া দেন।

৭৫৫- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .

৭৫৪. হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি পুণ্য লাভের আশায় ও নিয়ত যাহা তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে উহা তাহার জন্য সাদাকা স্বরূপ।

৭৫৫. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ : رَجُلٌ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . قَالَ " أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ : عِنْدِي أُخْرُ . فَقَالَ " أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ أَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ : عِنْدِي أُخْرُ . قَالَ " ضَعْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْسَنُ " .

৭৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির হযরত জাবিরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কাছে একটা দীনার আছে। তিনি বলিয়াছেন : উহা তুমি তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে অপর একটি মুদ্রা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : তবে তুমি উহা তোমার খাদেমের (ভৃত্যের) জন্য ব্যয় কর অথবা তিনি তাহার ছেলের কথাও বলিয়া থাকিতে পারেন। সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে আরো একটি আছে। বলিলেন : উহা আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া দাও। আর উহা হইতেছে সর্ব নিকৃষ্ট। (অর্থাৎ উপরের খাতসমূহ হইতে এই খাতের সাওয়াব কম হইবে।)

৭৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ : دِينَارًا أُعْطِيَتْهُ مَسْكِينًا ، دِينَارًا أُعْطِيَتْهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُهَا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ " .

৭৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : চারটি দীনারের একটি তুমি কোন নিঃস্বকে দান করিয়াছ, একটি দ্বারা গোলাম আযাদ করিয়াছ, একটি আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়াছ এবং একটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করিয়াছ। তন্মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করিয়াছ উহাই সর্বোত্তম।

২১৯- بَابُ يُوْجِرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ : সর্বব্যাপারেই সাওয়াব আছে এমন কি দ্বীরা মুখে তুলিয়া দেওয়া গ্রাসেও

৭৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدٍ " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ " .

৭৫৭. হযরত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে সা'দ! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তুমি যাহাই ব্যয় কর তাহাতেই তোমার সাওয়াব হইয়া থাকে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুলিয়া দাও উহাতেও।

২২. - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ

৩২০. অনুচ্ছেদ : রাত্রে এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ

৭৫৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ، حَدَّثَنِي مَلِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ . فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

৭৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমাদের মহামহিমাম্বিত প্রভু পরোয়ারদিগার প্রত্যেক রাত্রিতেই রাত্রে এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে দুনিয়ার আসমানে আবির্ভূত হন। অতঃপর বলেন, আছো এমন কেহ যে আমার কাছে দু'আ করিবে আর আমি তাহার দু'আ কবুল করিব। যে আমার কাছে যাচঞা করিবে, আমি তাহার যাচঞা পূর্ণ করিব। যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।

২২১. - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فُلَانٌ جَعَدْتُ أَسْوَدَ أَوْ طَوِيلَ قَصِيرٌ يُرِيدُ الصَّفَةَ وَلَا يُرِيدُ الْغَيْبَةَ -

৩২১. অনুচ্ছেদ : নিন্দার উদ্দেশ্যে নহে পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কাহাকেও কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি প্রভৃতি বলা

৭৫৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي زَهْمٍ كُلْثُومُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْغِفَارِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَهْمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَقُمْتُ لَيْلَةً بِالْأَخْضَرِ ، فَصِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَأَلْقَى عَلَيْنَا النُّعَاسُ فَطَفِقْتُ أَسْتَقِيطُ وَقَدْ دَنْتُ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَةٍ ، فَيَفْزَعُنِي دُنُوهَا ، خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَ رِجْلَهُ ، فِي الْغَرَزِ ، فَطَفِقْتُ أَوْخِرُ ، رَاحَتِي حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ فَزَاحَمْتُ رَاحِلَتِي رَاحِلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ ، فَاصْبَتُ رِجْلَهُ . فَلَمْ أَسْتَقِظْ إِلَّا بِقَوْلِهِ "حَسَّ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "سَرَّ" فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَسْأَلُنِي عَنْ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَقَالَ وَهُوَ يَسْأَلُنِي فَقَالَ " مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْحُمْرُ الطُّوَالُ الثُّطَاطُ ؟ " قَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ ، قَالَ " فَمَا فَعَلَ السُّودُ الْجَعَادُ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعْمٌ بِشَبَكَةِ شَدَحٍ " ؟ فَتَذَكَّرْتَهُمْ فِي بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّهُمْ رَهْطٌ مِنْ أَسْلَمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُولَئِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَالَ " فَمَا يَمْنَعُ أَحَدٌ أُولَئِكَ ، حِينَ يَتَخَلَّفُ ، أَنْ يَحْمَلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَةً نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَإِنْ أَعَزَّ أَهْلِي عَلَى أَنْ يَخْتَلِفَ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ غِفَارٌ وَأَسْلَمٌ " .

৭৫৯. আবু রেহেম (রা) বলেন, আর তিনি ছিলেন বৃক্ষতলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে যাহারা বায়'আত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। একরাতে আমার পাহারার পালা ছিল এবং আমি তাঁহার একেবারে নিকটেই পড়ি। [অর্থাৎ আমার ডিউটি একেবারে নবী করীম (সা)-এর পার্শ্বেই পড়ে] আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। আমি অনেক কষ্টে জাগ্রত থাকিতে লাগিলাম। আমার সাওয়ারী একেবারে তাঁহার সাওয়ারীর কাছে আসিয়া পড়ে। আমার ভয় হইতেছিল কখন যেন আমার সাওয়ারী আরও নিকটবর্তী হইয়া পড়ে এবং তাঁহার কদম মুবারক আমার সাওয়ারীর ধাক্কায় তাঁহার রেকাবীতে স্পর্শ করায় তিনি ব্যথা পান। তাই আমি আমার সাওয়ারীকে একটু পিছনে সরাইয়া রাখিতেছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত রাত্রে কিছু অংশ অতিবাহিত হইলে তন্দ্রায় আমার চোখ বুঁজিয়া আসিল এবং আমার সাওয়ারী তাঁহার সাওয়ারীকে স্পর্শ করিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কদম মুবারক তখন সাওয়ারীর রেকাবীতেই ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার কদম মুবারকে আমার সাওয়ারীর ধাক্কা লাগিয়াই গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাওয়ারীকে সরাইবার উদ্দেশ্যে হুশ বলিয়া না উঠা পর্যন্ত আমার তন্দ্রা টুটিল না। তন্দ্রা ভাঙিতেই আমি বলিয়া উঠিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য ইস্তিগফার করুন। (মাফ করুন স্থলে এখানে আল্লাহর দরবারে মাফ চান ব্যবহৃত হইয়াছে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : সামলে চল (যাবড়াইবার কোন কারণ নাই)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন : বনী গিফার গোত্রের কে যে পিছনে রহিয়া গেল ? (যুদ্ধ যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হয় নাই)। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ যে গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গী আর যাহাদের কেবল চোয়ালের মধ্যে সামান্য দাড়ি রহিয়াছে তাহারা কি করিয়াছে ? (অর্থাৎ তাহারা আমাদের সঙ্গী হইয়াছে কী না!) তাহারা যে আমাদের সঙ্গে আসে নাই আমি তাহাই তাঁহাকে জানাইলাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আর ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতির লোকগুলি তাহারা কি করিল ? আমি যাহাদের বাহন পশুগুলি শকবা শদাহ পানির উৎসে আছে? আমি গিফার গোত্রের মধ্যে আমার স্মৃতির চোখ বুলাইতে লাগিলাম কিন্তু সেই গোত্রে তেমন কেহ আছে বলিয়া আমার স্মরণ পড়িল না। অবশেষে আমার স্মরণ হইল যে, ও-হ উহারা তো আসলাম গোত্রের লোক! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : যখন আসিতে পারে নাই তখন তাহাদের উটনীর উপর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে আগ্রহী কোন যুবককে আরোহণ করাইয়া কেন পাঠাইল না ? কেননা এ কথাটি চিন্তা করিতে আমার ভীষণ কষ্ট হয় যে, কুরায়শ বংশীয় মুহাজিরগণ, আনসারগণ, গিফার গোত্রের লোকজন বা আসলাম গোত্রের কেহ যুদ্ধ যাত্রাকালে পিছনে পড়িয়া রহিবে!

৭৬. - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " بِنْسِ أَخَوَةِ الْعَشِيرِ " فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ " .

৭৬০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন : গোত্রের মন্দ লোকটি দেখিতেছি। অতঃপর সে যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল তখন তিনি তাহার সহিত প্রসন্ন বদনে মেলামেশা করিলেন। তখন আমি বলিলাম, এ কি? (মুখে বলিলেন : লোকটি খারাপ অথচ তাহার সাথে মিশিলেন প্রাণ খুলিয়া ইহার অর্থ কী?) তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ অশ্লীল ভাষীকে এবং লজ্জাহীনকে পছন্দ করেন না।

৭৬১. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْدَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيلَةً شَطَطَةً فَادْنَلَهَا .

৭৬১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, জুমু'আর রাত্রে (অর্থাৎ মুহাদলিফায় অবস্থান করা কালে) বিবি সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন আর তিনি ছিলেন স্থূলদেহী মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

২২২. - بَابُ مَنْ لَمْ يَرْبِحْ كَايَةَ الْخَبْرِ بَأْسًا

৩২২. অনুচ্ছেদ : ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নহে

৭৬২. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجَعْرَانَةِ اَزْدَحَمُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ فَكَذَّبُوهُ وَشَجَّوْهُ ، فَكَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَنْ جَبْهَتِهِ .

৭৬২. হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জি'রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বণ্টন করেন তখন সেখানে অনেক লোক ভিড় করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহর কোন এক বান্দাকে আল্লাহ্ কোন এক সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং তাঁহাকে (মারপিট করিল) যখমী করিয়া দিল। সে তখন তাঁহার কপাল হইতে রক্ত মুছিতেছিল আর মুখে বলিতেছিল : হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে মার্জনা কর। কেননা তাঁহারা অজ্ঞ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন দিব্যি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি সেই কপাল মোছায় রত ব্যক্তিটির কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

২২২- بَابُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

৩২৩. অনুচ্ছেদ : যে মুসলমানের দোষ গোপন করে

৭৬২- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَسِيطٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَقَالُوا إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ وَ يَفْعَلُونَ أَنْتَرَفَعُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْتًا مِنْ قَبْرِهَا".

৭৬৩. আবু হায়সাম বর্ণনা করেন যে, একদা কিছু সংখ্যক লোক হযরত উক্বা ইবন আমির (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ্যপান করে এবং মন্দ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, আমরা কি শাসকের দরবারে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব? তিনি বলিলেন : না, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখিতে পাইল এবং উহাকে গোপন করিল সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কবর হইতে তুলিয়া তাহাকে জীবন দান করিল।

২২৪- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ هَلْكَ النَّاسُ

৩২৪. অনুচ্ছেদ : লোক ধ্বংস হইয়াছে বলা

৭৬৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ".

৭৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বলিতে শুনিবে লোক তো বরবাদ হইয়া গিয়াছে তখন বুঝিবে সে-ই সর্বাধিক বরবাদ হইয়াছে।

২২৫- بَابُ لَا يَقُلْ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : মুনাফিককে নেতা বলিবে না

৭৬৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا الْمُنَافِقُ : سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ ، فَقَدْ اسْتَخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ " .

১. দোষ যদি ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং উহা দ্বারা অন্যের কোন ক্ষতি বা সামাজিক শৃংখলা নষ্ট না হয় তবেই এই কথা নতুবা প্রতিবেশী কোন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া তাহার ও অন্যের দীন দুনিয়া বরবাদ করিতে দেখিলে তাহার বিরুদ্ধে খবর দেওয়া ও উহার প্রতিকার করা জাযিয় আছে।

৭৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বোরাযদা তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মুনাফিককে নেতা বলিও না, কেননা সে যদি সত্যসত্যই তোমাদের নেতা হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভু পরোয়ারদিগারকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ।

২২৬- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا زَكَّى

৩২৬. অনুচ্ছেদ : অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিলে কি বলিবে

৭৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زَكَّى قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَوَاضِعْنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ .

৭৬৬. আদী ইব্ন আরতাহ বলেন, নবী করীম (সা)-এর কোন সাহাবীর যখন প্রশংসা বর্ণনা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, হে আল্লাহ্! উহারা যাহা বলে তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করিও না এবং উহারা যে ব্যাপারে জ্ঞাত নহে সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করিও।

৭৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِأَبِي مَسْعُودٍ أَوْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي " زَعَمٍ " ؟ قَالَ " بِنَسِ مَطِيَّةِ الرَّجُلِ " .

৭৬৭. আবু কিলাবা বলেন, আবু আবদুল্লাহ্ আবু মাসউদকে বলিলেন অথবা ইব্ন মাসউদ আবু আবদুল্লাহ্কে বলিলেন : (রাবীর সন্দেহ) আন্দাজ অনুমান সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কি বলিতে শুনিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন : লোকের কি মন্দ বাহনই না এই আন্দাজ অনুমানটা।

৭৬৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ قَالَ : يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي " زَعَمُوا " ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ " بِنَسِ مَطِيَّةِ الرَّجُلِ " وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " .

৭৬৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির সাহাবী আবু মাসউদ-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : হে আবু মাসউদ! লোকে ধারণা করিয়াছে (জাতীয় কথা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আপনি কি বলিতে শুনিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন : আমি তাকে বলিতে শুনিয়াছি উহা লোকের কি মন্দ বাহন এবং তাকে আরো বলিতে শুনিয়াছি, মু'মিনকে অভিসম্পাত দেওয়া তাকে হত্যার সমতুল্য।

২২৭- بَابُ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ : اللَّهُ يَعْلَمُهُ

৩২৭. অনুচ্ছেদ : অজানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন বলিবে

৭৬৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ (اللَّهُ يَعْلَمُهُ) وَاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ " فَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ .

৭৬৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিই তাহার অজ্ঞাত ব্যাপার সম্পর্কে (কিছু বলিয়া) বলিবে না আল্লাহ উহা জানেন। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে অন্য রূপ আছে। সে যেন আল্লাহ যাহা নিজে জানেন না উহাই তাহাকে জানাইতেছে। আল্লাহর কাছে উহা গুরুতর ব্যাপার।

২২৮- بَابُ قَوْسٍ قُرْحٍ

৩২৮. অনুচ্ছেদ : রংধনু

৭৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمَجْرَةُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ ، وَ أَمَّا قَوْسُ قُرْحٍ فَأَمَانٌ مِنَ الْغُرْقِ بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৭৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ছায়াপথ হইতেছে আসমানের দরজাসমূহের মধ্যকার একটি দরজা আর রংধনু হইতেছে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার পর অভয়ের প্রতীক।

২২৯- بَابُ الْمَجْرَةِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ : ছায়াপথ

৭৭১- حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، سَأَلَ ابْنَ الْكَوَّاعِلِيَّ عَنِ الْمَجْرَةِ ، قَالَ : هُوَ شَرَجُ السَّمَاءِ ، وَ مِنْهَا فَتَحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مِنْهُمْ .

৭৭১. আবু তুফায়ল বলেন, ইব্নুল কোওয়া হযরত আলী (রা)-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, উহা হইতেছে আসমানের দরজা এবং নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় ঐ পথেই জলধারা নামিবার জন্য আকাশ খোলা হইয়াছিল।

৭৭২- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، الْقَوْسُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغُرْقِ وَالْمَجْرَةُ بَابُ السَّمَاءِ الَّذِي تَنْشَقُّ مِنْهُ .

৭৭২. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রংধনু হইতেছে পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবন হইতে অভয়ের প্রতীক আর ছায়াপথ আকাশের সেই দরজা যে দরজা দিয়া আকাশে ফাটল সৃষ্টি হইবে।

২৩. - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقَرٍّ رَحِمَتْكَ

৩৩০. অনুচ্ছেদ : রহমতের স্থানের দু'আ

৭৭৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي رَجَاءٍ أَقْرَأْ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي مُسْتَقَرٍّ رَحِمَتْهُ قَالَ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ ذَلِكَ ؟ فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحِمَتْهُ ؟ قَالَ : الْجَنَّةُ قَالَ لَمْ تُصِْبَ . قَالَ فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحِمَتْهُ ؟ قَالَ قُلْتُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

৭৭৩ আবু হারিস কিরমানী বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে হযরত আবু রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিলাম, আপনার প্রতি সালাম নিবেদন করিতেছি এবং দু'আ করিতেছি যেন আল্লাহ তাঁহার রহমতের স্থানে আপনাকে ও আমাকে একত্রিত করেন। তিনি বলিলেন : কেহ উহা করিতে পারে ? তাঁহার রহমতের স্থান কি ? উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, বেহেশত। তিনি বলিলেন, যথার্থ বল নাই। তখন ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তবে তাঁহার রহমতের স্থান কি ? তিনি বলিলেন, আমি বলিলাম : স্বয়ং রাসুলুলামীন।

২৩১. - بَابُ لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ

৩৩১. অনুচ্ছেদ : তোমরা যুগ-কালকে গালি দিও না

৭৭৪ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ " فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৭৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন এরূপ না বলে, হায় সর্বনাশা কাল। কেননা কাল তো স্বয়ং আল্লাহ (সৃষ্টি)।

৭৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا الدَّهْرُ ، أَرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا وَ لَا يَقُولَنَّ لِلْعَنَبِ : الْكَرَمُ ، فَإِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .

৭৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন না বলে হায় সর্বনাশা কাল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : কাল তো আমি স্বয়ং, আমিই রাত ও দিন প্রেরণ করি। যখন চাহিব উহা প্রেরণ করিব না আর দেখিও কেহ যেন আঙ্গুরকে 'করম' না বলে। কেননা করম তো-হইতেছে মু'মিন ব্যক্তি।

৩৩২- بَابُ لَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظْرَ إِذَا وَلَّى

৩৩২. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ভাইয়ের প্রতি তাহার প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইবে না

৭৭৬- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظْرَ ، أَوْ يُتَّبِعَهُ بَصَرَهُ إِذَا وَلَّى ، أَوْ يَسْأَلَهُ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ، وَ أَيْنَ تَذْهَبُ ؟

৭৭৬. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির তাহার অপর ভাইয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অথবা তাহার প্রস্থানকালে তাহার দিকে ঘোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকা কিংবা (উদ্দেশ্যমূলকভাবে) তাহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা যে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় যাইবে এইরূপ বাঞ্ছনীয় নহে।

৩৩৩- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ : তোমার সর্বনাশ হউক বলা

৭৭৭- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ " اِرْكَبْهَا " فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " اِرْكَبْهَا " قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ " قَالَ : اِرْكَبْهَا فَاتَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ .

৭৭৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা এক ব্যক্তিকে তাহার কুরবানীর উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন : ওহে, উহাতে চড়িয়া বস। সে বলিল, ইহা যে কুরবানীর উট। তিনি বলিলেন : (তাতে কি!) তুমি চড়িয়া বস! সে পুনরায় বলিল, (কেমন করিয়া চড়ি?) উহা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলিলেন : তুমি উহাতে চড়িয়া বস। পুনরায় সে বলিয়া উঠিল, উহা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলিলেন : তুমি উহাতে চড়িয়া বস, তোমার সর্বনাশ হউক।

৭৭৮- حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُلَيْمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، حَدَّثَنِي الْمِسُورُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : إِنِّي أَكَلْتُ خُبْزًا وَ لَحْمًا ، فَقَالَ : وَ يَحْكُ أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؟

৭৭৮. মিসওয়ার ইব্ন রিফা'আ কারযী বলেন, এক ব্যক্তির এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যে আমি রুটি ও গোশত খাইয়াছি আমাকে কি পুনরায় ওযু করিতে হইবে? আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি তোমার সর্বনাশ হউক (হতচ্ছাড়া কোথাকার)। তুমি কি পাক দ্রব্যাদি হইতে ওযু করিবে?

৭৭৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ ، وَالتَّبَرُّ فِي حِجْرِ بِلَالٍ ، وَهُوَ يَقْسِمُ

فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : اَعْدِلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَعْدِلُ ! فَقَالَ " وَيَلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ " ؟
قَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا مَعَ
أَصْحَابٍ لَهُ (أَوْفَى أَصْحَابٍ لَهُ) يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ
الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ "

ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ . قُلْتُ لِسُفْيَانَ رَوَاهُ قُرَّةٌ عَنْ
عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لَا أَحْفَظُهُ مِنْ عَمْرِو وَ إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .

৭৭৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, হুনায়েন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। বেলালের কোলে স্বর্ণ ছিল আর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) উহা বিতরণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, সুবিচার করুন, আপনি ইনসাফ করিতেছেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলিলেন : ওহে তোমার সর্বনাশ হউক, আমিই যদি সুবিচার না করি তবে সুবিচার আর কে করিবে? হযরত উমর (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটার গদান উড়াইয়া দেই! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : সে তাহার সঙ্গী-সাথী নিয়া আছে অথবা বলিলেন : যে তাহার এ জাতীয় জোটের মধ্যকার একজন (অর্থাৎ সে একা নহে যে, একজনের শিরচ্ছেদ করিলেই এই ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে?) তাহারা কুরআন পাঠ করে বটে কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। উহারা দীন হইতে এমনি বেগে বাহির হইয়া পড়ে যেমনটি বেগে তীর ধনুক-হইতে বাহির হইয়া যায়। হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

۷۸- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ . عَنْ خَالِدِ بْنِ شَمِيرٍ ،
عَنْ بَشِيرٍ ، بَنٍ نَهَيْكَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَعْبِدٍ السَّدُوسِيِّ (وَكَانَ اسْمُهُ زَحْمُ بْنُ مَعْبِدٍ
فَهَا جَرَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ قَالَ : زَحْمُ . قَالَ " بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ "
قَالَ) بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ " لَقَدْ
سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ثَلَاثًا فَمَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ
خَيْرًا كَثِيرًا " ثَلَاثًا فَحَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ نَظْرَةٌ فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي الْقُبُورِ
وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ ، فَقَالَ " يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْتَيْنِ ، أَلْقِ سَبْتَيْتَيْكَ " فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا
رَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَرَمَى بِهِمَا .

৭৮০. হযরত বাশীর ইবন মা'বাদ (রা) বলেন, পূর্বে যাহার নাম ছিল যাহাম ইবন মা'বাদ। অতঃপর তিনি হিজরত করিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি? তিনি জবাব দেন : জাহাম (মানে দুর্দশা)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তুমি হইতেছ বাশীর-সুসংবাদদাতা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে পথ চলিতেছিলাম। এমন সময় তিনি যখন

মুশরিকদের কবর স্থানের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন বলিলেন : উহারা প্রভূত কল্যাণ হারায়াছে। তিনি এইরূপ তিনবার বলিলেন। অতঃপর যখন মুসলমানদের কবরস্থান অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন বলিলেন : উহারা প্রভূত কল্যাণ লাভ করিয়াছে। তিনি ইহাও তিনবার বলিলেন। এমন সময় নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপর পড়িল যে কবরসমূহের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিল অথচ তাহার পদযুগলে জুতা পরিহিত। তখন তিনি বলিলেন : হে জুতাধারী, জুতা খুলে ফেলে দাও! সে ব্যক্তি তখন তাকাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ জুতা দুইটি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

৩৩৪. - بَابُ الْبِنَاءِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ : ইমারত নির্মাণ

৭৮১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّهُ رَأَى حُجْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَرِيدٍ ، مَسْتُورَةً بِمَسْنُوحِ الشَّعْرِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ كَانَ بَابُهُ مِنْ وَجْهِ الشَّامِ . فَقُلْتُ : مِصْرَاعًا كَانَ أَوْ مِصْرَاعَيْنِ؟ قَالَ : كَانَ بَابٌ وَاحِدٌ . قُلْتُ مَنْ أَى شَيْءٍ كَانَ؟ قَالَ مِنْ عَرَعَرٍ أَوْ سَاجٍ .

৭৮১. মুহাম্মদ ইব্ন হিলাল (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী-পত্নীগণের গৃহসমূহে দেখিয়াছেন খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত এবং পশমী কব্বল দ্বারা ছাওয়া।

রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবু ফুদীক বলেন, আমি তাকে হযরত আয়েশার ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : তাহার ঘরের দরজা ছিল শাম অভিমুখে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দরজার কপাট একটা ছিল না দুইটা? বলিলেন : এক কপাটের। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাঠের নির্মিত? বলিলেন, সাইপ্রাস কাঠের অথবা সেগুন কাঠের।

৭৮২- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنَى النَّاسُ بُيُوتًا يُوشُونَهَا وَشَى الْمَرَّاحِيلِ " قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَغْنَى الثِّيَابِ الْمُخَطَّطَةِ .

৭৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে নকশী কাঁথার মত কারুকার্য খচিত ঘরবাড়ী তৈয়ার না করিবে।

৩৩৫. - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَابِيكَ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ : তোমার মঙ্গল হউক বলা

৭৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عَمَّارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْ الصَّدَقَةَ أَفْضَلَ أَجْرًا قَالَ " أَمَّا وَ أَبَيْكَ لَتَنْبَأَنَّه . أَنْ تُصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ " ، تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَ تَأْمَلُ الْغِنَى . وَ لَا تَمْهَلُ ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحَقُومَ قُلْتَ ، لِفُلَانٍ كَذَا ، وَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ . "

৭৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পুণ্যলাভের দিক হইতে কোন সাদাকা দান উত্তম? তিনি বলিলেন: তোমার মঙ্গল হউক, অবশ্যই তোমাকে উহা বলিব। সেই সাদাকাই হইতেছে উত্তম যাহা তুমি সুস্থ অবস্থায় দান কর অথচ তোমার অন্তরে তখন কার্পণ্য ভাবও আছে আর তুমি দৈন্যও অনুভব কর আর না দিলে তোমার প্রাচুর্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া মনে কর। (দানের ব্যাপারে) তুমি এখন সময়ের অপেক্ষায় থাকিও না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠগত হইবে আর তখন তুমি বলিবে অমুকের জন্য এতটা আর তমুকের জন্য অতটা অথচ প্রকৃতপক্ষে তখন উহা অমুক তমুকের হইয়াই গিয়াছে। (অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন নিজের ভোগ দখলের সময় অতিবাহিত হইয়া সম্পত্তি পরের ভোগের লাগিবার সময় হইয়া পড়ে তখন আর দানের সার্থকতা কোথায়?)

২২৬ - بَابُ إِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَسِيرًا وَ لَا يَمْدَحَهُ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ: কাহারো কাছে কিছু চাহিতে হইলে তোষামোদ না করিয়া সোজাসুজি চাহিবে

৭৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي اسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمْ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا فَإِنَّمَا لَهُ مَا قَدَّرَ لَهُ وَ لَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحُهُ فَيَقْطَعُ ظَهْرَهُ .

৭৮৪. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কাহারও নিকট কিছু চাহিবে সে যেন সোজাসুজি উহা চাহিয়া বসে, কেননা তাহার জন্য ভাগ্যে যাহা নির্ধারিত আছে উহা সে পাইবেই। তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন তাহার কোন সাথীর নিকট গিয়া তাহার খোশামোদ তোষামোদ করিয়া তাহার পিঠে ছুরিকাঘাত না করে।

৭৮৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَمْعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عِزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ ، جَعَلَ لَهُ بِهَا أَوْ فِيهَا حَاجَةً . "

৭৮৫. হযরত আবু উয্য়া ইয়াসার ইবন আবদুল্লাহ আল-হুযালী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন: আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার কোন বান্দাকে কোন স্থানে মৃত্যুদান করিতে চাহেন তখন তাহাকে সেখানে নিয়া উপস্থিত করেন অথবা সেখানে তাহার কোন প্রয়োজনই তাহাকে লইয়া যায়।

২২৭- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا بُلَّ شَانِنُكَ -

৩৩৭. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুর অমঙ্গল হউক বলা

৭৮৬- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّعْقُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمَزَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : أَمْسَى عِنْدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَنَظَرَ إِلَى نَجْمٍ عَلَى حَيْالِهِ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ! لَيُودَنَّ أَقْوَامٌ وَلَوْ أِمْأَرَاتٍ فِي الدُّنْيَا وَ أَعْمَالًا أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ وَ لَمْ يَلَوْا تِلْكَ الْإِمَارَاتِ وَلَا تِلْكَ الْأَعْمَالِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ : لَا بُلَّ شَانِنُكَ أَكُلُ هَذَا سَاعَ لَاهِلِ الْمُشْرِقِ فِي مَشْرِقِهِمْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ وَ اللَّهُ (قَالَ) لَقَدْ قَبِحَ اللَّهُ وَ مَكَرَفَوْا الَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، لَيَسْوَقْنَهُمْ حُمْرًا غَضَابًا ، كَأَنَّمَا وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمِطْرَقَةُ ، حَتَّى يَلْحَقُوا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهِ وَ ذَا الضَّرْعِ بِضَرْعِهِ .

৭৮৬. হযরত আবদুল আযীয (র) বলেন, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাদের ঘরে রাত্রি যাপন করেন। সে রাতে তিনি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : আবু হুরায়রার প্রাণ যাহার হাতে সেই সন্তার কসম, অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও আমলওয়ালা লোক এমন আছে যাহারা ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে গিয়া লটুকাইতে চাহিবে, ইহাতে যদিও তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আমল হারাইতেও হয় তবুও তাহারা উহা কামনা করিবে। অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন : তোমার মঙ্গল হউক। আল্লাহ বলতো প্রাচ্যবাসীরা কি তাহাদের এই প্রাচ্যেই বসিয়া সব কিছু পায় নাই ? (অর্থাৎ তাহারা কি সবকিছু ভোগ করিতেছে না ?) আমি বলিলাম, জী হ্যা! আল্লাহ তাহাদের অমঙ্গল করুন এবং বিহিত ব্যবস্থা করুন। আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন : আবু হুরায়রার প্রাণ যাহার হাতে সেই পবিত্র সন্তার কসম তাহাদিগকে হাকাইবে ব্যক্তিমতে প্রশস্ত চেহারা বিশিষ্ট ত্রুর স্বভাবের লোকেরা যে পর্যন্ত না কৃষকদের তাহাদের খামার এবং পশু পালকদের তাহাদের পশুপালের সঙ্গে মিশাইয়া না দিবে। (অর্থাৎ এইরূপ লোকের হাতে তাহাদের শাসনভার অর্পিত হইবে।)

২২৮- بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ : اللَّهُ وَ فُلَانٌ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ও অমুক বলিবে না

৭৮৭- حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ مُغِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْلَاهُ فَقَالَ : اللَّهُ وَ فُلَانٌ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَقُلْ كَذَلِكَ ، لَا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَكِنْ قُلْ : فُلَانٌ بَعْدَ اللَّهِ .

৭৮৭. ইবন জুরায়জ বলেন, আমি শুনিলাম ইবন উমর (রা) মুগীস ইবন উমরকে তাহার মনিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন (সম্ভবত তাহার প্রতি মনিবের ব্যবহার সম্পর্কে)

তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ ও অমুক। তখন ইবন উমর (রা) বলিলেন : এইরূপ বলিবে না। আল্লাহর সহিত কাহাকেও মিলাইবে না বরং এইরূপ বলিবে আল্লাহর পর অমুক!

২৩৭. - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتُ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর মর্জি ও আপনার মর্জি বলা

৭৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ شِئْتُ . قَالَ " جَعَلْتُ لِلَّهِ نِدَاءً مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ " .

৭৮৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আল্লাহর মর্জি আর আপনার মর্জি! তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করিলে (অর্থাৎ আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ প্রতিপন্ন করিলে!) বল একমাত্র আল্লাহর মর্জি।

২৪০. - بَابُ الْغِنَاءِ وَاللَّهُوُ

৩৪০. অনুচ্ছেদ : গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ

৭৮৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى السُّوقِ ، فَمَرَّ عَلَى جَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ تُغْنِي فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَوْ تَرَكَ أَحَدًا لَتَرَكَ هَذِهِ .

৭৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন দীনার বলেন : একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে একটি ছোট বালিকা গান করিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন : শয়তান যদি কাহাকেও ছাড়িত তবে উহাকে ছাড়িয়া দিত।

৭৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَرَ الْبَصْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلَا الدِّمْنِيِّ بِشَيْءٍ ، " يَعْنِي : لَيْسَ الْبَاطِلُ مِنِّي بِشَيْءٍ " .

৭৯০. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি বাতিলের কেউ নহি বাতিলও আমার কেউ নহে। অর্থাৎ বাতিলের সাথে আমার কোনরূপ যোগসূত্র নাই।

৭৯১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» (৩১ : لقمان : ৬) . قَالَ : الْغِنَاءُ وَاشْبَاهُهُ .

৭৯১. সাঈদ ইব্ন জুযায়র হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন (সূরা লুকমানের এই আয়াতের ব্যাখ্যা :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

“লোকদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যাহারা ক্রয় করে আমার রাক্য” এ প্রসঙ্গে বলেন : উহা হইতেছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ।

৭৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا : أَخْبَرَنَا قَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْيُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا . وَالْأَشْرَةُ شَرُّ " قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْأَشْرُ الْعَبَثُ .

৭৯২. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সালামের বহুল প্রচলন কর, তোমরা শান্তি লাভ করিবে আর অনর্থক কথাবার্তা হইতেছে অকল্যাণ স্বরূপ। হাদীসের একজন রাবী আবু মু'আবিয়া বলেন : অনর্থক কথাবার্তা মানে যাহাতে কোনরূপ উপকার নাই।

৭৭৩- حَدَّثَنَا عِصَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيزٌ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سَمِيرٍ الْأَيْهَانِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ ابْنِ عُبَيْدٍ ، وَ كَانَ يَجْمَعُ مِنَ الْمَجَامِعِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقْوَامًا يَلْعَبُونَ بِالْكُوبَةِ فَقَامَ غَضَبَانَا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ ، ثُمَّ قَالَ . أَلَا إِنَّ اللَّاعِبِينَهَا لَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنَزِيرِ . وَ مُتَوَضَّى بِالدَّمِ (يَعْنِي بِالْكُوبَةِ : النَّرْدُ) .

৭৯৩. হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দা একটি মজলিসে বসাইলেন এমন সময় তাহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে, কিছু সংখ্যক লোক দাবা খেলায় মত্ত রহিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি রাগে ফাটিয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তাহাদিগকে কঠোরভাবে বারণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন : জানিয়া রাখ, যাহারা এই খেলা খেলে এবং উহার ফল (মানে জয়লাভের দ্বারা অর্জিত ফল) খায়, তাহারা যেন শূকরের গোশত খায় এবং রক্তের দ্বারা ওষু করে। (কুবা অর্থ দাবা, পাশা)

২৬১- بَابُ الْهَذْيِ وَالسَّمْتِ الْحَسَنِ

৩৪১. অনুচ্ছেদ : সম্বন্ধভাব ও উত্তম পন্থা

৭৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ خَصِيرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فَقْهَؤُهُ . قَلِيلٌ خُطْبَآؤُهُ ، قَلِيلٌ سَوَالُهُ ، كَثِيرٌ مَعْطُوءُهُ ، الْعَمَلُ فِيهِ قَائِدٌ لِلْهُوهِ وَسَيَاتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ قَلِيلٌ فَقْهَؤُهُ ، كَثِيرٌ خُطْبَآؤُهُ ،

كَثِيرٌ سَوْأُهُ ، قَلِيلٌ مَّعْطُوهُ ، الْهَوَىٰ فِيهِ قَائِدٌ لِلْعَمَلِ اَعْلَمُوا اَنَّ حَسَنَ الْهُدَىٰ -
فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَلِ .

৭৯৪. যায়িদ ইবন ওহাব বলেন, আমি হযরত ইবন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : তোমরা এমন একটি যুগে অবস্থান করিতেছ, যাহাতে ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণ সংখ্যায় বেশি, বক্তাগণ সংখ্যায় কম, এ যুগে সাহায্য গ্রহীতার সংখ্যা অল্প, দাতার সংখ্যাই বেশি, আমল এ যুগে প্রবৃত্তির পরিচালক, কিন্তু তোমাদের পর অচিরেই এমন এক যুগ আসিতেছে যখন ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণ সংখ্যায় স্বল্প হইবেন, আর বক্তার সংখ্যা হইবে প্রচুর। যাচঞাকারীর সংখ্যা তখন বেশি হইবে আর দাতার সংখ্যা হইবে অল্প, আর প্রবৃত্তিই হইবে লোকের আমলের পরিচালক স্বরূপ। [অর্থাৎ আমলও করিবে প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই, শরী'আতের ধার না ধারিয়াই]। ওহে জানিয়া রাখ, আখেরী যামানায় সৎ-স্বভাবই হইবে কোন কোন আমলের চাইতে উত্তম।

٧٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْجَرِيرِيِّ ،
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الطُّفَيْلِ { رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ } ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا أَعْلَمُ
عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ رَجُلًا حَيًّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرِي قَالَ : وَكَانَ أَبْيَضَ ، مَلِيحَ
الْوَجْهِ .

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرُونَ ، عَنْ الْجَرِيرِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَابْنُ الطُّفَيْلِ { عَامِرِ بْنِ
وَاثِلَةَ الْكِنَانِيِّ } نَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ : مَا بَقِيَ أَحَدٌ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ
غَيْرِي قُلْتُ : وَرَأَيْتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ؟ قَالَ : كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا
مُقَصِّدًا .

৭৯৫. হযরত জারীরী বলেন, আমি হযরত আবূত তুফায়ল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছেন ? জবাবে তিনি বলেন, জী হ্যাঁ, আমি ছাড়া বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে নবী করীম (সা)-কে যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যকার কেহ বর্তমান আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অতঃপর তিনি (নবী করীমের আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে) বলিলেন : তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ ও লাভণ্যময় চেহারার অধিকারী। (এ রিওয়ায়েতটি খালিদ ইবন আবদুল্লাহর প্রমুখ্যৎ বর্ণিত।)

ইয়াযীদ ইবন হারুন প্রমুখ্যৎ বর্ণিত জারীরে অন্য রিওয়ায়েতে আছে, জারীরী বলেন : আমি এবং আবূ তুফায়ল [আমির ইবন ওয়াসেলা কেনানী (রা)] আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করিতেছিলাম। তখন হযরত আবূ তোফায়ল (রা) বলিলেন : আমি ছাড়া নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছেন এমন কেহই আর জীবিত নাই। আমি বলিলাম, আপনি বুঝি তাঁহাকে [রাসূলুল্লাহ (সা)-কে] দেখিয়াছেন ? তিনি বলিলেন : জী হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তিনি কেমন ছিলেন ? তিনি বলিলেন : তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ, লাভণ্যময় চেহারার অধিকারী মধ্যম আকৃতিসম্পন্ন।

৭৭৬- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ قَابُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " الْهُدَى الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ ، وَالْاِقْتِصَادُ ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ "

৭৯৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : উত্তম স্বভাব, উত্তম জীবন যাপন এবং মিতাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।

৭৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَابُوسٌ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَنَهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْهُدَى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ وَالصَّالِحَ ، وَالْاِقْتِصَادَ ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ "

৭৯৭. হযরত ইব্ন আব্বাসের অপর রিওয়ায়েতে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : উত্তম স্বভাব, উত্তম জীবন যাপন এবং মিতাচার নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

২৪২- بَابُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ

৩৪২. অনুচ্ছেদ : যাকে তুমি পাথের দাও নাই সে উত্তমবর্তা তোমার নিকট পৌছাইবে

৭৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ سَمَّاءَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ شِعْرًا قَطُّ ؟ فَقَالَتْ أَحْيَانًا إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَقُولُ ، " وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ "

৭৯৮ হযরত ইকরামা বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন দিন রূপক কবিতা বা কাব্যংশ আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন : কখনো কখনো ঘরে ঢুকিতে তিনি আবৃত্তি করিতেন : وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ : “আসবে নিয়ে বর্তা হেন যার তরে নাই প্রস্তুতি তোর।”

৭৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّهَا كَلِمَةُ نَبِيٍّ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ -

৭৯৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ -

“আসবে নিয়ে বর্তা হেন যার তরে নেই প্রস্তুতি তোর।”—হচ্ছে নবীজীর নিজস্ব কথা।

২৪৩- بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّمَنَّى

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : আবাহিত আকাঙ্ক্ষা

৪০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَمَنَّى ، أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُعْطَى .

৮০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যকার কেহ যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তখন তাহার উচিত কিসের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে তাহা একটু ভাবিয়া দেখা, কেননা সে তো জ্ঞাত নহে যে তাহাকে কি দেওয়া হইতেছে।

২৪৪- بَابُ لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكَرَمَ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ : আগুরকে ‘করম’ বলা

৪০১. حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : الْكَرَامَ . وَقُولُوا : الْحَبْلَةُ " يَعْنِي الْعِنَبَ .

৮০১. হযরত আলকামা ইবন ওয়ায়েল (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সাবধান! তোমাদের কেহ যেন আগুরকে করম (মানে খাসাবস্তু) না বলে বরং উহাকে হাবালা অর্থাৎ আগুর নামেই অভিহিত করে।

২৪৫- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْحَكَ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ : কাহাকে এইরূপ বলা “তোমার মন্দ হউক”

৪০২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ : " ارْكَبْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ " فَقَالَ " ارْكَبْهَا . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَيْحَكَ ! ارْكَبْهَا

১. অর্থাৎ এমনও তো হইতে পারে যে, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া গেল। যদি খোদা না-খাস্তা সে আকাঙ্ক্ষা আবাহিত ও মন্দ বস্তুর করিল আর তাহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণও হইয়া গেল তখন কী অবস্থা দাঁড়াইবে? অনেকে অনেক সময় নিজের মৃত্যু বা সন্তানের ধ্বংস কামনা করিয়া বসে। এই হাদীসে এইরূপ মন্দ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সাবধান করা হইয়াছে। এই হাদীসে এইরূপ মন্দ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
২. মদ্যপ্রিয় আরব জাতির নিকট আগুরের মদ ছিল অত্যধিক প্রিয় বস্তু। তাই তাহার আগুরকে অভিহিত করিত ‘করম’ বলিয়া যাহার মানে কি না খাসাবস্তু!

৮০২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, যে তাহার কুরবানীর উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। (অথচ সে নিজে পদব্রজে চলিতেছিল।) তিনি বলিলেন : ওহে উহাতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি বলিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলিলেন : তুমি উহাতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, উহা যে কুরবানীর উট। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বলিলেন : তোমার মন্দ হোক, তুমি উহাতে আরোহণ কর।

২৬৬ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ يَا هَنْتَاهُ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ : লোকের কথা 'ইয়া হানতাহ্'

৮.২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَا هِيَ ؟ يَا هَنْتَاهُ ! "

৮০৩. ইমরান ইবন তালহা তদীয় মাতা হামনা বিনতে জাহাশের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ইহা কি ? দুত্তুরি ছাই!

৮.৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْزٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ الْأَسَدِيِّ : رَأَيْتُ عَمَّارًا الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : يَا هُنَاهُ ! ثُمَّ قَامَ .

৮০৪. হাবীব ইবন সাহবান আল আসাদী বলেন, আমি একদা আম্মার (রা)-কে দেখিলাম ফরয নামায আদায় করিলেন, অতঃপর তাহার পার্শ্ববর্তী লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : দুত্তুরি ছাই, অতঃপর (পুনরায় নামাযে) দাঁড়াইয়া গেলেন।

৮.৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَرَدَفَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " هَلْ مَعَكَ مِنْ شَعْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ . فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ (هِيَ) حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

৮০৫. আমর ইবন শুরায়দ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে তাঁহার সাওয়ারীর উপর তাঁহার পিছনে উঠাইয়া লইলেন। এমন সময় তিনি বলিলেন : কিহে উমাইয়া ইবন আবিস্ সালতের কোন কবিতা কি তোমার স্মরণ আছে ? আমি বলিলাম, জী হ্যা! তখন আমি একটি শ্লোক তাঁহাকে শুনাইলাম। বলিলেন : হ্যা আরও শুনাও! একে একে আমি তাঁহাকে একশতটি শ্লোক শুনাইলাম।

২৪৭- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ إِنِّي كَسَلَانٌ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ : আমি ক্লাস্ত বলা

৮০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ ، لَا تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَذَرُهُ وَكَانَ إِذَا مَرَضَ أَوْ كَسَلَ صَلَّى قَاعِدًا .

৮০৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাত্রির ইবাদত তাহাজ্জুদের নামায় কখনো ত্যাগ করিও না। কেননা, নবী করীম (সা) কখনো উহা ত্যাগ করিতেন না। আর যখন তিনি অসুস্থ থাকিতেন বা শ্রান্ত থাকিতেন তখন বসিয়াই নামায় পড়িয়া লইতেন (তবুও ত্যাগ করিতেন না)।

২৪৮- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسَلِ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ : অলসতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা

৮০৭. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ " اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ ضَلَعِ الدِّينِ وَ غَلْبَةِ الرِّجَالِ " .

৮০৭ হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেন :

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ ضَلَعِ الدِّينِ وَ غَلْبَةِ الرِّجَالِ

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি দুশ্চিন্তা, শোকবিহবলতা, অধর্বতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা এবং লোকের দাপট ও বাড়াবাড়ি হইতে।”

২৪৯- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ : আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত

৮০৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جَدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَحْثُو بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ يَنْثُرُ كِنَانَتَهُ وَ يَقُولُ : وَجْهِي لَوَجْهِكَ الْوَقَاءُ ، وَ نَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

৮০৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আবু তাল্হা রাসূলুল্লাহর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিতেন, তাঁহার তুণে রক্ষিত তীরগুলিকে ছাড়াইয়া দিতেন আর বলিতেন :

وَجْهِي لَوَجْهِكَ الْوَقَاءُ ، وَ نَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

“হে প্রিয় নবী! আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের ঢাল স্বরূপ, আর আমার জান আপনার জানের জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হউক!”

৪. ৯- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ الْبَقِيعَ ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ ، فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ ، وَ أَتَفِدَاؤُكَ فَقَالَ " إِنْ الْمَكْثِيرِينَ هُمْ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا فِي حَقِّ " قُلْتُ : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ " هَكَذَا " ثَلَاثًا . ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أَحَدٌ فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ وَ أَتَفِدَاؤُكَ . قَالَ : مَا يَسْرُنِي أَنْ أُحَدِّثَ لَأَلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا ، فَيُمْسِي عِنْدَهُمْ دِينَارٌ - أَوْ قَالَ مِثْقَالٌ ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٍ ، فَاسْتَنْتَلِ فَظَنَنْتُ أَنْ لَهُ حَاجَةً . فَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيرٍ . وَأَبْطَأَ عَلَيَّ . قَالَ فَخَشَيْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ كَأَنَّهُ يُنَاجِي رَجُلًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ وَحْدَهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي كُنْتُ تُنَاجِي ؟ فَقَالَ " أَوْ سَمِعْتُهُ ؟ " قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ " أَتَانِي فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " قُلْتُ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ .

৮০৯. হযরত আবু যার (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) (মদীনার বিখ্যাত গোরস্থান) বাকীর দিকে চলিলেন। আমিও তাঁহার অনুগামী হইলাম। তিনি পিছনে ফিরিয়া তাকাইলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি আমাকে সন্বোধন করিলেন, হে আবু যার! আমি বলিলাম, আমি হাযির হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মর্যাদা বর্দ্ধিত হউক! আপনার জন্য আমার জান কবুল। বলিলেন : আজ যাহাদের দুনিয়ায় প্রাচুর্য রহিয়াছে কাল-কিয়ামতে তাহারা হইবে দৈন্যগ্রস্ত। অবশ্য যাহারা—এই রূপ এই রূপ (দান-খয়রাত) করিবে তাহারা নহে। আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই এ ব্যাপারে সমধিক জ্ঞাত। তিনি এরূপ তিনবার বলিলেন। অতঃপর উহুদ পাহাড় আমাদের সম্মুখে পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আবু যার! আমি বলিলাম, আমি হাযির হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মর্যাদা বর্দ্ধিত হউক! আপনার জন্য আমার জান কবুল! বলিলেন : এই উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারের জন্য স্বর্ণ হইয়া যায় (অর্থাৎ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ যদি হস্তগত হয়) তবে রাত আসা অবধি এক দীনার বা এক মিসকাল পরিমাণ (ওজন বিশেষ) স্বর্ণও অবশিষ্ট থাক এ কথা আমি পছন্দ করিব না। অতঃপর

আমরা একটি খোলা প্রান্তরে উপনীত হইলাম। তখন তিনি প্রান্তরের এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাইতেছেন। তাই আমি এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরিতেছেন না দেখিয়া আমার আশংকা হইল তাঁহার কোন বিপদ হইয়া গেল কিনা! এমন সময় কোন এক ব্যক্তির সহিত ফিস ফিস করিয়া কথা বলার আওয়ায শুনিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি একাকী আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কাহার সহিত ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতেছিলেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বুঝি উহা শুনিতে পাইয়াছ? আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। বলিলেন : ইনি ছিলেন জিব্রাইল (আ)। এই সুসংবাদ নিয়া তিনি আসিয়াছিলেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যকার যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত না হইয়া ইত্তিকাল করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, যদিও সে ব্যভিচারী হয়, যদিও সে চুরি করে, তবুও কি? বলিলেন : হ্যাঁ!

২৫০. - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي .

৩৫০. অনুচ্ছেদ : “আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান” বলা

৪১. - حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفْدِي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ " اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي " .

৮১০. হযরত আলী (রা) বলেন : সা'দ (রা) ছাড়া আর কাহারও জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ‘কুরবান’ শব্দ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, তীর নিক্ষেপ করিতে থাক! তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন!

৪১১. - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ أَبُو مُوسَى يَقْرَأُ فَقَالَ " مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا بَرِيدَةُ جَعَلْتُ فِدَاكَ قَالَ " قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " .

৮১১. হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা মসজিদে গেলেন তখন আবু মূসা (রা) কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? আমি বলিলাম, আমি বুরায়দা (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আপনার জন্য জান কবুল। তিনি বলিলেন : ইহাকে দাউদ-বংশের সুর-মাধুর্যের কিছুটা প্রদান করা হইয়াছে।

২৫১. - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : يَا بَنِيَّ لِمَنْ أَبَوُهُ وَ لَمْ يَذْرِكِ الْإِسْلَامَ

৩৫১. অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের শিশু-সন্তানকে বৎস সম্বোধন

৪১২. - حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحَرَّرِ الْكُوفِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ حَكِيمٍ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا ابْنَ أَخِي ! ثُمَّ سَأَلَنِي فَأَنْتَسَبْتُ لَهُ فَعَرَفَ أَنَّ أَبِي لَمْ يَدْرِكِ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا بَنِيَّ يَا بَنِيَّ .

৮১২. সা'আব ইবন হাকীম তদীয় পিতা হইতে এবং তিনি তদীয় পিতা অর্থাৎ সা'আবের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : একদা আমি হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে উপনীত হইলাম। তিনি আমাকে ভাতিজা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি আমার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তখন তাঁহার কাছে আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ না করার কথা ফাঁস হইয়া পড়িল। তখন তিনি আমাকে 'হে বৎস' 'হে বৎস' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

৮১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سَلْمَةَ الْعُلَوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : كُنْتُ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَكُنْتُ أَدْخُلُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا فَقَالَ : كَمَا أَنْتَ يَا بَنِيَّ ، فَإِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ . لَا تَدْخُلَنَّ إِلَّا بِإِذْنٍ .

৮১৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে (ভৃত্যরূপে) নিয়োজিত ছিলাম। সর্বদা অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই ঘরে প্রবেশ করিতাম। একদা বাহির হইতে আসিতেই তিনি বলিলেন : বৎস, তোমার অনুপস্থিতিতে একটি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। (ঘরে ঢুকিতে অনুমতি গ্রহণের আদেশ সংক্রান্ত আয়াত নাথিলের প্রতি ইঙ্গিত) এখন অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ঘরে ঢুকিও না।

৮১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : يَا بَنِيَّ !

৮১৪. হযরত আবু সা'সা বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাহাকে বৎস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

৩৫২- بَابُ لَا يَقُلْ خَبِثْتُ نَفْسِي

৩৫২. অনুচ্ছেদ : 'আমি খবীস নাপাক হইয়া গিয়াছি' বলিবে না

৮১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبِثْتُ نَفْسِي . وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقَسْتُ نَفْسِي .

৮১৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সাবধান, তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন এইরূপ না বলে যে, আমি খবীস, নাপাক হইয়া গিয়াছি, বরং (এইরূপ ক্ষেত্রে) বলিবে, আমি পাশও হইয়া গিয়াছি।

৪১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ حَنِيفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثْتُ نَفْسِي وَ لِيَقُلْ : لَقِسْتُ نَفْسِي " (قَالَ مُحَمَّدٌ : أَسْنَدُهُ عَقِيلٌ) .

৮১৬. হযরত আবু উমামা তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সাবধান, তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন এরূপ না বলে যে, আমি খবীস নাপাক হইয়া গিয়াছি বরং (এরূপ ক্ষেত্রে) বলিবে, আমি পাষণ্ড হইয়া গিয়াছি।

৩৫২- بَابُ كُنْيَةِ أَبِي الْحَكَمِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : উপ-নাম রাখিতে সঙ্গতি রক্ষা

৪১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِيٍّ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَانِيُّ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَ هُمْ يَكْنُونُهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكِيمُ وَ إِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تَكْنِيْتُ بِأَبِي الْحَكَمِ" ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ "مَا أَحْسَنَ هَذَا" ! ثُمَّ قَالَ "مَالِكَ مِنَ الْوَلَدِ" قُلْتُ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَ مُسْلِمٌ وَبَنُو هَانِيٍّ . قَالَ "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ" ؟ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ" وَدَعَالَهُ وَلَدَهُ وَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَ يُسَمُّونَ رَجُلًا مِنْهُمْ عَبْدَ الْحَجَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : عَبْدُ الْحَجَرِ . قَالَ " لَا - أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ " قَالَ شُرَيْحٌ : وَ أَنْ هَانِيًّا لَمَّا حَضَرَ رُجُوعَهُ إِلَى بِلَادِهِ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي بِأَيِّ شَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ قَالَ " عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَ بَذَلِ الطَّعَامِ " .

৮১৭. হযরত হানী ইবন ইয়াযীদ (রা) বলেন, তিনি যখন একটি প্রতিনিধি দলের সহিত নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন নবী করীম (সা) তাহার সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাহাকে 'আবুল হিকাম' বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনিলেন। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন : আল্লাহ্‌ই হইতেছেন হিকাম (ফয়সালাকারী) এবং হুকুম একমাত্র তাঁহারই। এমতাবস্থায় তুমি নিজের সম্বোধন যুক্ত নাম 'আবুল হিকাম' রাখিয়াছ কেমন করিয়া? জবাবে তিনি বলিলেন, ব্যাপার তাহা নহে। বরং আমার সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হয়, তখন তাহারা উহার মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে আর তাহাদের উভয় পক্ষ আমার মীমাংসা হুটুটিতে মানিয়াও লয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : উহা কতই না উত্তম কথা! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন পুত্রসন্তান আছে? আমি বলিলাম : গুরায়হ, আবদুল্লাহ ও মুসলিম নামে আমার তিন পুত্র

রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের মধ্যে বড় কে? আমি বলিলাম, শুরায়হু। তিনি বলিলেন : তাহা হইলে তুমি হইতেছ আবু শুরায়হু। (অর্থাৎ উহাই হইবে তোমার সম্বোধন যুক্ত নাম।) অতঃপর তিনি তাঁহার জন্য এবং তাঁহার পুত্রদের জন্য দু'আ করিলেন। উহাদের মধ্যকার একজনকে আবদুল হাজার (পাথরের দাস) বলিয়া ডাকিতে নবী করীম (সা) শুনিতে পাইলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলিল, আবদুল হাজার। বলিলেন : না বরং তোমার নাম হইতেছে আবদুল্লাহু। শুরায়হু বলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে হানী যখন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ বস্তু দ্বারা জান্নাত আমার জন্য ওয়াজিব হইবে উহা আমাকে বাতলাইয়া দিন। তিনি বলিলেন : তুমি সর্বদা উত্তম কথা বলিবে এবং খাদ্য-আহার্য দান করিবে।

৩৫৪. - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْأِسْمُ الْحَسَنُ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা) ভাল নাম পছন্দ করিতেন

৪১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَمَلُ بْنُ بَشِيرٍ ابْنُ أَبِي حَدَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِيٌّ ، عَنْ أَبِي حَدَرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَسْئَلُ أَيْلَنَا هَذِهِ ؟ أَوْ قَالَ " مَنْ يَبْلُغُ إِلَيْنَا هَذِهِ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا . فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ قَالَ : " فُلَانٌ " قَالَ " اجْلِسْ " ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ فَقَالَ : " فُلَانٌ " فَقَالَ " اجْلِسْ " ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " قَالَ نَاجِيَةً قَالَ " أَنْتَ لَهَا ، فَسُقْهَا " .

৮১৮. হযরত আবু হাদরদ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার এই উটনী কে হাঁকাইবে (অর্থাৎ চরাইবার জন্য লইয়া যাইবে)? এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, আমি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলিল, অমুক নাম। বলিলেন : তুমি বসিয়া পড়। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, আমি। বলিলেন : তোমার নাম? সে ব্যক্তি বলিল, অমুক নাম। তাহাকেও বলিলেন : তুমিও বসিয়া পড়। অতঃপর তৃতীয় আর এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম? সে ব্যক্তি বলিল, আমার নাম নাজিয়া (মুক্তি প্রাপ্ত)। তিনি বলিলেন : হ্যাঁ তুমিই উহার যোগ্য পাত্র। তুমিই উটনী লইয়া যাও চরীতে।

৩৫৫. - بَابُ السَّرْعَةِ فِي الْمَشْيِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : দ্রুত হাঁটা

৪২. - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْبَلَ نَبِيُّ ﷺ مُسْرِعًا وَنَحْنُ قُعُودٌ حَتَّى أَفْرَعَنَا سُرْعَتُهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " قَدْ أَقْبَلْتُ إِلَيْكُمْ مُسْرِعًا لِأَخْبِرَكُمْ بَلِيلَةَ الْقَدَرِ ، فَنَسِيتُهَا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ " .

৮২০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদের দিকে দ্রুত হাঁটিয়া আসিলেন। আমরা তখন বসা অবস্থায় ছিলাম। তাহার এই দ্রুত হাঁটা দেখিয়া (এক অজানিত আশংকা) আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং সালাম করিলেন। অতঃপর বলিলেন : আমি তোমাদের দিকে দ্রুতপদে আসিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাদিগকে 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে অবহিত করিব কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই উহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। তোমরা উহা রমযানের শেষ দশকে খুঁজিয়া লইবে।

৩৫৬. - بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ : মহিমাষিত আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নাম

৮২. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ ، عَنْ أَبِي وَهَبٍ (الْجَشْمِيِّ) وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسْمَوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ . وَ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَصْدَقُهَا حَارِثُ وَ هُمَامُ وَ أَقْبَحُهَا حَرْبُ وَ مَرَّةٌ .

৮২০. হযরত আবু ওহাব (রা) বলেন, তিনি ছিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্যধন্য। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : নামকরণ করিবে নবী-রাসূলগণের নামানুসারে। আর আল্লাহর কাছে প্রিয়তম নাম হইতেছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। (অর্থের দিক হইতে) যথার্থ নাম হইতেছে হারিস (চাষী) ও হুমাম (দাতা) এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হইতেছে হারব (যুদ্ধ) ও মুররা তিক্ত।

৮২১. - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُكَدَّرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وَلِدَ لِرَجُلٍ مِثْلَ غُلَامٍ فَسَمَاهُ الْقَاسِمُ . فَقُلْنَا : لَا تُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ . وَ لَا كَرَامَةَ . فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "سَمَّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ"

৮২১. হযরত জাবির (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তখন তাহার নাম রাখিল কাসিম। আমরা তাকে বলিলাম, আমরা কিন্তু তোমাকে আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নামের গৌরব প্রদান করিব না। নবী করীম (সা)-কে যখন এই সংবাদ জানানো হইল তখন তিনি বলিলেন : তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখিয়া লও।

৩৫৭. - بَابُ تَحْوِيلِ الْأِسْمِ إِلَى الْأِسْمِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন

৮২২. - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ سَهْلٌ قَالَ : أَتَى بِالْمُنْذَرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَلِدَ ، فَوَضَعَهُ عَلَى

فَخَذَهُ وَ أَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ . فَلَهُی النَّبِیُّ ﷺ بِشَئٍ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَ أَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ ، بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخْذِ النَّبِیِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِیُّ ﷺ فَقَالَ " أَيْنَ الصَّبِیُّ " فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ ، قَلْبَنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ " مَا اسْمُهُ " قَالَ : فُلَانٌ . قَالَ " لَا لَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذَرُ " فَسَمَاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذَرُ .

৮২২. সাহল বলেন : আবু উসায়দের পুত্র মুনযির ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তিনি তাহাকে তাহার উরুর উপর লইলেন। আবু উসায়দ তখন সম্মুখেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নবী করীম (সা) কি একটি ব্যাপারে একটু ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন এবং আবু উসায়দকে তাহার শিশু-সন্তানকে সরাইতে বলিলেন। সন্তানটিকে সরান হইল অতঃপর যখন তিনি ধ্যানমুক্ত হইলেন তখন বলিলেনঃ শিশুটি কোথায়? আবু উসায়দ বলিলেন, তাহাকে তো ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন, তাহার নাম কি? বলিলেন, অমুক। তিনি বলিলেন : না বরং তাহার নাম হইবে মুনযির। সেদিন হইতে তিনি তাহার নাম মুনযির রাখিলেন।

৩০৪- بَابُ ابْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট সব চাইতে নিকট নাম

৮২৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْذَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَخْنَى الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ " .

৮২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তাহার নিকট তাহার নামই সর্ব নিকট যাহাকে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ শাহানশাহ) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

৩০৫- بَابُ مَنْ دَعَا آخَرَ بِتَصْغِيرِ اسْمِهِ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ : অপরকে ক্ষুদ্রতা বাচক নামে ডাকা

৮২৪- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : كُنْتُ أَشَدَّ النَّاسِ تَكْذِيبًا بِالشَّفَاعَةِ فَسَأَلْتُ جَابِرًا فَقَالَ : يَا طَلِيقُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ دُخُولٍ وَ نَحْنُ نَقْرَأُ الَّذِي تَقْرَأُ .

৮২৪. তালক ইবন হাবীব বলেন, আমি শাফা'আত বা কিয়ামতের দিন একের ব্যাপারে অপরের সুপারিশের ব্যাপারটিকে সবচাইতে বেশি জোরেশোরে অস্বীকার করিতাম। একদা আমি হযরত জাবির (রা)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন, হে তুলায়ক, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : একদল লোক (মানে শাফা'আতপ্রাপ্তরা) দোযখে যাওয়ার পর সেখান হইতে বাহির হইবে,

তুমি যাহা পড় আমরা তো তাহাই পড়ি। (তবে তোমার একার সন্দেহের কারণ কি, তাহা তো আমাদের বোধগম্য হয় না।)^১

৩৬. - بَابُ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে তাহার পছন্দনীয় নামে ডাকা

৪২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ذِيَالُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي حَنْظَلَةُ بْنُ حُذَيْمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ وَأَحَبُّ كَنَاهُ .

৮২৫. হানযালা ইবন হুযায়ম বলেন, কোন ব্যক্তিকে তাহার সবচাইতে প্রিয় নামে ও উপনামে ডাকাই নবী করীম (সা)-এর নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল।^২

৩৬১. - بَابُ تَحْوِيلِ اسْمِ عَاصِيَةٍ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : আছিয়া নাম পরিবর্তন

৪২৬- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةٍ وَقَالَ "أَنْتِ جَمِيلَةٌ"

৮২৬. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আছিয়া নাম পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং বলেন, তুমি (আছিয়া নও) জামীলা-সুন্দরী।^৩

৪২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ إِسْمِ أَخْتِ لَهُ عِنْدَهُ ، قَالَ نَقَلْتُ ، اسْمُهَا بَرَّةٌ ، قَالَتْ ، غَيَّرَ اسْمَهَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَ اسْمُهَا بَرَّةٌ فَغَيَّرَهُ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ .

১. তালককে তুলায়ক, আবদকে উবায়দ, জাবিরকে জুবায়র বলায় অর্থগত তারতম্য সামান্য যে পরিবর্তন সূচিত হয় উপরোক্ত রূপ পরিবর্তনের তাহা হইল সাধারণত তুচ্ছার্থে স্নেহের প্রকাশ বুঝাইতে এরূপ করা হয়। আরবীতে ইহাকে বলে তাসগীর বা ছোট করিয়া দেখানো।
২. উপনাম শব্দটি আরবীতে কুনিয়ত শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু কুনিয়ত শব্দের শাব্দিক অর্থ সন্ধান যুক্ত নয়। যেমন হযরত আলীকে ডাকা হইত আবুল হাসান বা হাসানের পিতা বলিয়া। অমুকের বাপ অমুকের মা ইত্যাদি হইতেছে এই কুনিয়ত বা নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত সন্ধান যুক্ত নাম।
৩. এই আছিয়া শব্দের বানান হইতেছে (عاصية) অর্থ পাপিষ্ট। ফেরাউনের স্ত্রী পুণ্যবতী আসিয়ার নামের বানান ভিন্নতর (اسية)। জামীলা শব্দের অর্থ সুন্দরী।

فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا ، وَاسْمِي بَرَّةٌ ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي بَرَّةً فَقَالَ "لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُمْ وَالْفَاجِرَةَ سَمِيَهَا زَيْنَبٌ" فَقَالَتْ : فَهِيَ زَيْنَبُ فَقُلْتُ : لَهَا : اسْمِي فَقَالَتْ : غَيْرَ إِلَيَّ مَا غَيْرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَهَا زَيْنَبُ .

৮২৭. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা বলেন, তিনি একদা যায়নাব বিনতে আবু সালমার ঘরে গেলে যায়নাব তাহাকে তাহার সাথের বোনটির নাম কি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : আমি বলিলাম, তাহার নাম বারাহ (পুণ্যবতী)। তিনি বলিলেন : ইহার নাম পরিবর্তন কর। কেননা নবী করীম (সা) যখন যায়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করিলেন তখন তাহার নাম ছিল বারাহ। নবী করীম (সা) উহা পরিবর্তন করিয়া তাহার নাম যায়নাব রাখেন।

অতঃপর তিনি যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করার পর তাহার ঘরে গেলেন, আর তখন আমার নাম ছিল বারাহ। আমাকে এই নামে উম্মে সালামাকে ডাকিতে তিনি শুনিতে পাইলেন। তখন বলিলেন : দেখ নিজেদিগকে পুণ্যাত্মা পুণ্যবর্তী বলিয়া জাহির করিও না, কেননা কে পুণ্যবতী আর কে পাপিষ্ঠা তাহা আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত। বরং উহার নাম যায়নাব রাখ। তখন তিনি (উম্মে সালামা) বলিলেন : ঠিক আছে তাহার নাম যায়নাবই রাখা হইল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম (নতুনভাবে) উহার মানে আমার বোনটির নামকরণ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) পরিবর্তন করিয়া যে নাম রাখিয়া দিলেন, উহাই তুমি রাখিয়া দাও। তাহার নাম যায়নাব রাখিয়া দাও।

৩৬২ - بَابُ الصَّرْمِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : সারম নাম পরিবর্তন করা

۸۲۸- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيُّ . وَكَانَ اسْمُهُ الصَّرْمُ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَعِيدًا قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُتَكِنًا فِي الْمَسْجِدِ .

৮২৮. আবু আবদুর রহমান বলেন, তাহার পিতা সাঈদ মাখযুমীর পূর্ব নাম ছিল সারম (কর্তনকারী বা সম্পর্ক ছিন্নকারী)। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন সাঈদ (ভাগ্যবান)। উক্ত আবদুর রহমান বলেন, আমার দাদা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : আমি হযরত উসমান (রা)-কে মসজিদে হেলান দিয়া বসা অবস্থায় দেখিয়াছি।

۸۲۹- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَائِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا وَلِدَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِيَتْهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمِيَتْمُوهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ "بَلْ هُوَ حَسَنٌ" فَلَمَّا وَلِدَ الْحُسَيْنُ سَمِيَتْهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَرُونِي ابْنِي مَا سَمِيَتْمُوهُ" ؟ قُلْنَا : حَرْبًا

قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وَلِدَ الثَّالِثُ سَمِيَّتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَرُونِي ابْنِي مَا سَمِيَّتُمُوهُ" قُلْنَا حَرْبًا قَالَ "بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ" ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِيَّتُهُمْ بِأَسْمَاءَ وَلِدَ هَرُونَ شَبْرٌ وَشَبِيرٌ وَمُشَبَّرٌ .

৮২৯ হযরত আলী (রা) বলেন, যখন হাসান (রা) ভূমিষ্ঠ হইল, আমি তাঁহার নাম রাখিলাম হারব (যুদ্ধ)। নবী করীম (সা) আসিলেন এবং বলিলেন : আমার বাছা আমাকে দেখাও। তোমরা উহার নাম কি রাখিয়াছ? আমরা বলিলাম, হারব। তিনি বলিলেন : বরং তাঁহার নাম হাসান। হুসায়ন (রা) ভূমিষ্ট হইল তখন আমি তাঁহারও নাম রাখিলাম হারব। অতঃপর নবী করীম (সা) আসিলেন এবং বলিলেন : আমার বাছা আমাকে দেখাও, তোমরা উহার নাম কি রাখিয়াছ? আমরা বলিলাম, হারব। তিনি বলিলেন : না বরং উহার নাম হুসায়ন। অতঃপর যখন তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, আমি তাঁহারও নাম রাখিলাম হারব। অতঃপর নবী করীম (সা) আসিলেন এবং বলিলেন : আমার বাছা আমাকে দেখাও, তোমরা উহার নাম কি রাখিয়াছ? আমরা বলিলাম, হারব। বলিলেন : না বরং উহার নাম মুহসিন। অতঃপর বলিলেন : আমি হারুন (আ)-এর সন্তান শুব্বার, শুব্বায়র ও মুশাব্বির-এর নাম অনুসারেই ইহাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছি।

৩৬৩. - بَابُ غُرَابٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : গুরাব নামের পরিবর্তন

৮২. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي أُمِّي رَأَيْتُهُ بِنْتِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِي "مَا إِسْمُكَ؟" قُلْتُ غُرَابٌ قَالَ "لَا، بَلْ إِسْمُكَ مُسْلِمٌ" .

৮৩০. রায়ের বিনতে মুসলিম বলেন, আমার পিতা মুসলিম (রা) বলিয়াছেন : আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে হুনায়ন যুদ্ধে शामिल ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, গুরাব (কাক)। তিনি বলিলেন : না বরং তোমার নাম মুসলিম।

৩৬৪. - بَابُ شِهَابٍ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : শিহাব নামের পরিবর্তন

৮৩১. - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ ابْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شِهَابٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "بَلْ أَنْتَ هِشَامٌ" .

৮৩১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠিল যাহাকে শিহাব (অগ্নিশিখা) নামে আখ্যায়িত করা হইত (সে ব্যক্তিও মজলিসে হাযির ছিল)। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : বরং তুমি হিশাম (দানশীল)।

৩৬৫ - بَابُ الْعَاصِ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : আস বা অবাধ্য নাম রাখা

৪২২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ذَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ "لَا يَقْبَلُ قُرْشِيُّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِنْ عَصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصُ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُطِيعًا .

৮৩২. হযরত মুতি (রা) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : আজকের পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কুরায়শ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে হস্ত পদ বন্ধ অবস্থায় কষ্ট দিয়া মারা হইবে না। কুরায়শের আস'দের (অবাধ্যদের) মধ্যে মুতী' ছাড়া আর কেহই ইসলাম গ্রহণ করে নাই। হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ ইবন মুতী' বলেন, তাহার (পিতার নামও) আসি বা অবাধ্য ছিল। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন মুতী' (বাধ্য)।

৩৬৬ - بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَةً فَيَخْتَصِرُ مِنْ إِسْمِهِ شَيْئًا

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকা

৪২৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا عَائِشُ! هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ" قَالَتْ : وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ : وَهُوَ يُرَى مَا لَا أَرَى .

৮৩৩. আবু সালামা (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদা আমাকে বলিলেন : হে আয়েশা! ইনি হইতেছেন জিব্রাইল, তিনি তোমাকে সালাম বলিতেছেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, তাহার প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত হউক। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আর তিনি এমন সব বস্তু দেখিতে পান যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হয় না।

৪২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ ثُمَامَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ حَاجَّةً فَإِنْ أَخَاهَا الْمَخَارِقُ بْنُ ثُمَامَةَ قَالَ ادْخُلِي عَلَى عَائِشَةَ وَ سَلِّهَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ عِنْدَنَا قَالَتْ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : بَعْصُ بَنِيكَ يَقْرَأُكَ السَّلَامَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؟ قَالَتْ : وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ : أُمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى أُنَى رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ وَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ

وَجِبْرِيلُ يُوحِي إِلَيْهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ كَفًّا أَوْ كَتِفَ ابْنِ عَفَّانَ بِيَدِهِ " أَكْتُبُ عَنْكُمْ " فَمَا كَانَ اللَّهُ يَنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ مِنْ نَبِيِّهِ ﷺ إِلَّا رَجُلًا عَلَيْهِ كَرِيمًا فَمَنْ سَبَّ ابْنَ عَفَّانَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ .

৮৩৪. উম্মে কুলসুম বিনতে সামামা হজ্জ উপলক্ষে (বাস্রা হইতে মদীনা) আগমন করিলে তাহার ভাই মাখারিখ ইবন সামামা তাহাকে বলেন, হযরত আয়েশার নিকট উপস্থিত হইয়া হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা লোক আসিয়া তাহার সম্পর্কে আমার কাছে নানা কথা বলিয়া থাকে। উম্মু কুলসুম (রা) বলেন, (আমার ভাইয়ের কথা অনুসারে) আমি তাহার (হযরত) আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আরম্ভ করিলাম (মুসলিম কুল জননী) আপনার কোন এক পুত্র আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন, তাহারা হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) সম্পর্কে আপনাকে আমার মাধ্যমে প্রশ্ন করিয়াছেন। জবাবে তিনি বলিলেন : ওয় আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, তাহার উপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। তিনি বলিলেন : আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আমি হযরত উসমান (রা) এবং আল্লাহর নবী (সা)-কে এই ঘরের মধ্যেই এক গরমের রাত্রিতে একত্রে দেখিয়াছি। জিবরাঈল (আ) তখন তাহার নিকট ওহী পৌছাইতে ছিলেন আর নবী করীম (সা) তাহার হাত অথবা কাঁধের উপর চপেটাঘাত করিয়া বলিতেছিলেন : লিখিয়া লও হে উসমান! জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলা কাহারো প্রতি অতি সদয় না হইলে তাহার নবীর পক্ষ হইতে এমন মর্যাদা তাহাকে দিতে পারেন না। সুতরাং যে উসমান (রা)-কে গালি দেয় তাহার প্রতি আল্লাহর লা'নত।

৩৬৭ - بَابُ زَحْمٍ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : জাহাম নাম রাখা

৮৩৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ سَمِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بِشِيرُ بْنُ نُهَيْكٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " قَالَ زَحْمٌ قَالَ : بَلْ أَنْتَ بِشِيرٌ " فَبَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " يَا ابْنَ الْخَصَاصَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقُمُ عَلَى اللَّهِ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَا أَنْقُمُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلَّ خَيْرٍ قَدْ أَصَبْتُ فَأَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا " ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا " فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْتَيْتَانِ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ : " يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْتَيْنِ ! أَلْقِ سَبْتَيْتَيْكَ " فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ .

৮৩৫. হযরত বাশীর ইবন নাহীক (রা) নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি (নোহাইক) বললেন : যাহাম (অর্থ জটচাপ)। তখন

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : না বরং তোমার নাম বাশীর (সুসংবাদদাতা)। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় যেন যাইতে উদ্যত হইলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কি হে খাসাসিয়ার পুত্র, তুমি কি আল্লাহর কাজে দোষ খুঁজিয়া বেড়াও আর এই উদ্দেশ্যেই কি তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছন পিছন যাইতেছ ?

আমি বলিলাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন হে আল্লাহর রাসূল, আমার কী সাধ্য যে আল্লাহর কাজে দোষ ধরি অথচ (আল্লাহর অসীম দয়ায়) আমি সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়াছি। অতঃপর তাহার চলার পথে মুশরিকদের কবরস্থান পড়িল। তিনি বলিলেন : উহারা প্রভূত মঙ্গল হারাইয়াছে। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সুযোগ হারাইয়াছে)। অতঃপর মুসলমানদের একটি কবরস্থান তাহার পথে পড়িল। তখন তিনি বলিলেন : উহারা প্রভূত মঙ্গল লাভে ধন্য হইয়াছে। এমন সময় চপ্পল পরিহিত এক ব্যক্তি কবর স্থানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে দেখা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ওহে চপ্পলওয়ালা, চপ্পল খোল। তখন সে ব্যক্তি তাহার চপ্পল জোড়া খুলিয়া ফেলিল।

৪২৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ لَيْلَى امْرَأَةَ بَشِيرٍ تَحَدَّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ وَكَانَ اسْمُهُ زَحْمٌ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَشِيرٍ .

৮৩৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ইয়াদ (রা) তদীয় পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, (উজ্জ) বাশীর (রা)-এর স্ত্রী লায়লা তাহার প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পূর্বে তাহার নাম জাহাম ছিল। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন বাশীর।

৩৬৮- بَابُ بَرَّةٍ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ : বারী নাম পরিবর্তন

৪২৭- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ جُوَيْرِيَةَ كَانَ بَرَّةً فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ جُوَيْرِيَةَ .

৮৩৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত জুওয়ায়রিয়ার নাম প্রথমে বারী (পুণ্যবতী) ছিল। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন জুওয়ায়রিয়া।

৪২৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ اسْمُ مَيْمُونَةَ بَرَّةً فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ .

৮৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়মুনার নাম প্রথমে বারী ছিল। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন মায়মুনা।

৩৬৭- بَابُ أَفْلَحَ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : আফলাহ বরকত, নাফি প্রভৃতি নাম সম্পর্কে

৮৩৭- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنْ عِشْتَ نَهَيْتُ أُمَّتِي " إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدَهُمْ بَرَكَةً وَ نَافِعًا وَ أَفْلَحَ (وَلَا أُدْرِي قَالَ رَافِعٌ أَمْ لَا) يَقَالُ هَهُنَا بَرَكَةٌ فَيَقَالُ لَيْسَ هَهُنَا " فَقَبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَ لَمْ يُنْهَ عَنْ ذَلِكَ .

৮৩৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমি যদি জীবিত থাকি তবে আল্লাহ চাহতে আমার উম্মাতকে এই মর্মে নিষেধ করিব যে, তোমাদের মধ্যকার কাহারও যেন বরকত, নাফি' (উপকারী) ও আফলাহ (সফলকাম) না রাখে।

রাবী বলেন : তিনি রাফি' নামের কথা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন কিনা তাহা আমার স্মরণ পড়িতেছে না। (এইরূপ নাম রাখিলে) কেহ বলিত : এখানে বরকত আছে নাকি ? জবাবে অপর একজন বলিত না, এখানে বরকত নাই। (ইহাতে প্রকারান্তরে কোন স্থানকে বরকত শূন্য বলিয়াই ঘোষণা করা হইত, যাহা মোটেই শোভনীয় নহে।) অতঃপর এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারির পূর্বেই তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

৮৪০- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَ بَبْرَكَةَ وَ نَافِعٍ وَ يَسَارٍ وَ أَفْلَحَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ سَكَتَ بَعْدَ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

৮৪০. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ইয়া'লা, বরকত, নাফি, ইয়াসার, আফলাহ প্রভৃতি নাম রাখিতে বারণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অতঃপর এই ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেন এবং আর কিছু বলেন নাই।

৩৭০- بَابُ رِبَاحٍ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : রাবাহ নাম

৮৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنْ سَمَاقٍ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءً فَإِذَا آتَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَادَيْتُ : يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৮৪১. হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন তাঁহার পত্নীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে ছিলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম রাবাহর নিকট গিয়া উপস্থিত হই এবং

উচ্চকণ্ঠে আহবান করি, হে রাবাহ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে আমার জন্য দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি গ্রহণ কর।

৩৭৮. بَابُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ : নবীগণের নামানুসারে নাম রাখা

৪৮২- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تُكْنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ .

৪৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমার নামানুসারে তোমরা নাম রাখিবে কিন্তু আমার কুনিয়তে কেহ যেন অবলম্বন না করে। কেননা আবুল কাসিম তো আমিই।

৪৮৩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تُكْنُوا بِكُنْيَتِي .

৪৮৩. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) বাজারে বিরাজ করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি ডাকিল : হে আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা)! রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিকে তাকাইলেন। সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি (আপনাকে নহে)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : দেখ, আমার নামে তোমরা নাম রাখিবে, তবে আমার কুনিয়তে (মানে আবুল কাসিম নামে) কাহার নাম রাখিও না।

৪৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : سَمَّانِي النَّبِيُّ ﷺ يُونُسُ وَأَقْعَدَنِي عَلَى حَبْرِهِ ، وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِي .

৪৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম-এর পুত্র ইউসুফ বলেন, নবী করীম (সা) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁহার কোলে বসান এবং মাথায় (স্নেহ) হাত বুলাইয়া দেন।

৪৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَ مَنْصُورٍ وَ فُلَانٍ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ وَآرَدَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ أَنَّ

১. কুনিয়াত শব্দের অর্থ পুত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত নাম যেমন—আবুল কাসিম—কাসিমের পিতা, আবু তাহের—তাহেরের পিতা। অন্য কোন কারণেও এ ধরনের উপনাম রাখা হয়।

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَاتَّيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وَلَدَهُ غُلَامٌ فَأَرَادُوا أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ تَسْمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " وَقَالَ حِصْنٌ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " .

৮৪৫. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমাদের আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ঘরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। সে ব্যক্তি তাহার নাম রাখিতে চাহিল মুহাম্মদ।

হাদীসের রাবী শু'বা বলেন, মনসুর রাবীর বর্ণনায় এরূপ আছে যে, সেই আনসারী (যাহার ছেলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল) বলেন : আমি তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করিলাম।

আর অপর রাবী সুলায়মান বলেন : তাহার ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল। আর তাহারা তাহার নাম মুহাম্মদ রাখিতে মনস্থ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার তবে আমার কুনিয়ত অনুসারে কুনিয়াত রাখিও না। কেননা আমাকে তোমাদের মধ্যে কাসিম (বিতরণকারী) বলা হইয়াছে, আমি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকি। রাবী হিস্ন বলেন, আমাকে কাসিম বা বিতরণকারীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন তোমাদের মধ্যে বিতরণ করি।

৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَلَدَ لِي غُلَامٌ فَاتَّيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى .

৮৪৬. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, আমার একটি ছেলে-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আমি তাহাকে নিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাহার পবিত্র মুখে চিবাইয়া শিশুর তালুতে (মুখের অভ্যন্তরে) লাগাইলেন এবং তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন, অতঃপর তাহাকে আমার কোলে ফিরাইয়া দিলেন। রাবী বলেন : আর এই শিশুটাই ছিল আবু মুসার বড় ছেলে।

৩৭২- بَابُ حُزْنٍ

৩৭২. অনুচ্ছেদ : হুয্ন-দুঃখ (নাম প্রসঙ্গে)

৪৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَزَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ قَالَ حُزْنٌ قَالَ " أَنْتَ سَهْلٌ " قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّيْنِيهِ أَبِي (قَالَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ) .

৮৪৭. সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়িব তাহার পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তাহার দাদার (মানে নিজ পিতার) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি অর্থাৎ তাহার দাদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপনীত হইলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি বলিলেন, হুযন (দুঃখ)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তুমি হইতেছ সাহল—(স্বাচ্ছন্দ্য)। (তিনি বলিলেন আমি আমার পিতার দেয়া নাম পরিবর্তন করিবনা।)

৪৬৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حُزْنَأَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ قَالَ : اسْمِي حُزْنٌ قَالَ " بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ " قَالَ : مَا أَنَا بِمُغِيرٍ اسْمًا سَمَانِيَهُ أَبِي قَالَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَازَالَتَ فِينَا الْحُزُونَ .

৮৪৮. আবদুল হামীদ ইবন জুবায়র ইবন শায়বা বলেন : একদা আমি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমার নিকট এই মর্মে বর্ণনা করিলেন যে, তাহার দাদা হুযন (রা) নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি হে ? তিনি তখন বলিলেন, আমার নাম হুযন (দুঃখ)। তিনি বলিলেন : না বরং তোমার নাম হইতেছে সাহল—(স্বাচ্ছন্দ্য)। তিনি তখন জবাবে বলিলেন : আমার পিতার রাখা নাম আমি পরিবর্তন করিব না।

ইবনুল মুসাইয়ব বলেন : সেই অবধি আমাদের পরিবারে দুঃখ সর্বদাই লাগিয়া আছে।

২৭২- بَابُ اسْمِ النَّبِيِّ وَكُنْيَتِهِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর নাম ও কুনিয়ত

৪৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَا نُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا بِنِعْمِكَ عَيْنًا فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَحْسَنْتِ الْأَنْصَارُ تَسْمَوُا بِاسْمِي وَلَا تُكْنِتُوا بِكُنْيَتِي أَنَا قَاسِمٌ " .

৮৪৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ঘরে এক পুত্র-সন্তানের জন্ম হইল। সে তাহার নাম রাখিল কাসিম। তখন আনসারগণ তাহাকে বলিলেন : আমরা তোমাকে না আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নামে অভিহিত করিব, আর না তোমাকে এ মর্যাদা দানে তোমার চক্ষু জুড়াইব। সে ব্যক্তি তখন নবী করীম (সা)-এর দরবারে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলিলেন। নবী করীম (সা) তখন বলিলেন : আনসারগণ খুব উত্তম কাজই করিয়াছে, তোমরা আমার নামে নাম রাখিবে, কিন্তু আমার কুনিয়ত অনুযায়ী কুনিয়ত রাখিবে না এবং (পিতৃ সম্বোধনে)। কাহাকে আবুল কাসিম নামে অভিহিত করিবে না। কেননা কাসিম (বিতরণকারী) তো আমিই।

৪৫০- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنْفِيَّةِ يَقُولُ كَانَتْ رُخْصَةً لِعَلِيٍّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ وَلِدَ لِي بَعْدَكَ أَسْمِيهِ بِاسْمِكَ وَ أَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .

৮৫০. ইবনুল হানফিয়া বলেন, হযরত আলী (রা) একটি ব্যাপারে অনুমতি নিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে একদা তিনি বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার পরে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে আমি কি আপনার নাম ও কুনিয়ত অনুসারে তাহার নাম ও কুনিয়ত রাখিতে পারি? জবাবে তিনি বলিলেন : হ্যাঁ।

৪৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَ كُنْيَتِهِ وَ قَالَ " أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ وَ اللَّهُ يَغْطِي وَ أَنَا أَقْسِمُ " .

৮৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নাম ও কুনিয়ত একত্রে কাহারো জন্য রাখিতে বারণ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন : আমি হইতেছি আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা)। দান করেন আল্লাহ তা'আলা আর আমি বিতরণ করি।

৪৫২- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا لُقَاسِمٍ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ " سَمُّوْا بِاسْمِي وَ لَا تُكْنُوا بِكُنْيَتِي " .

৮৫৩. (৮৪০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি)

২৭৪- بَابُ هَلْ يُكْنَى الْمُشْرِكُ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ : মুশরিকের ব্যাপারে কুনিয়ত প্রয়োগ করা যায় কি?

৪৫৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَقَالَ لَا تُؤْذِينَا فِي مَجْلِسِنَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ " أَيْ سَعْدُ! أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ ؟ يَرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ " .

৮৫৪. হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা এমন একটি মজলিসে উপনীত হইলেন, যেখানে আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালুলও উপস্থিত ছিল। ইহা হইতেছে আবদুল্লাহ ইবন উবাইর ইসলাম গ্রহণের পূর্বকাল কথা। তখন সে বলিল, ওহে! আমাদের মজলিসে বিঘ্ন সৃষ্টি করিও না।

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত সা'দ ইব্ন উবাদার ঘরে তাশরীফ নিলেন এবং তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : শুনিয়াছ সা'দ আবু হুবাব কি বলে ? এখানে আবু হুবাব বলিতে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে বুঝাইয়াছেন ।

৩৭৫.- بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ

৩৭৫. অনুচ্ছেদ : বালকের কুনিয়ত

৪৫৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِيَّ أَخٍ صَغِيرٍ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نَغْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ دَخَلَ فَرَأَاهُ حَزِينًا فَقَالَ (مَا شَأْنُهُ) ؟ قِيلَ لَهُ مَاتَ نَغْرٌ فَقَالَ "يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" ؟

৮৫৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিতেন। আমার একটি ছোট্ট ভাই ছিল, তাকে আবু উমায়ের কুনিয়াতে নামে অভিহিত করা হইত। তাহার একটি বুলবুলি ছিল। সে উহা লইয়া খেলা করিত। উহা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তারপর যখন নবী করীম (সা) আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন তখন তাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কি হইয়াছে ? তাঁহাকে বলা হইল যে, তাহার (শখের) বুলবুলিটি মরিয়া গিয়াছে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : ওহে আবু উমায়ের। তোমার নুগায়রটি (বুলবুলিটি) করিল কি ?

৩৭৬.- بَابُ الْكُنْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ

৩৭৬. অনুচ্ছেদ : শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পিতা বলিয়া অভিহিত করা

৪৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كُنِيَ عَلْقَمَةَ أَبَا شَبْلٍ وَ لَمْ يُولَدْ لَهُ .

৮৫৬ ইব্রাহীম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ আল-কামার ঘরে কোন শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাকে আবু শিবলি বা শিবলির পিতা নামে অভিহিত করেন।

৪৫৭- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَانِي عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِي -

১. 'حَبَاب' শব্দটিকে পেশ দিয়া হুবাব অর্থ ভালবাসা, বন্ধু, সর্প। আর একে 'حَبَاب' জবর দিয়া হাবাব উচ্চারণ করিলে উহার অর্থ হয় লক্ষ্য, ভাবনা, পরিণতি। তাহা হইলে আবু হুবাব-এর অর্থ দাঁড়াইতেছে সর্পের পিতা আর নবী (সা) আবু হাবাব বলিয়া থাকিলে অভিসন্ধিতে লিপ্ত ব্যক্তি বা চক্রান্তকারী অর্থে বলিয়া থাকিবেন। এই মুনাফিক সর্দারের পরবর্তীকালের ইতিহাস নবী (সা) তাহাকে এইরূপ নামে অভিহিত করার যথার্থতাই প্রমাণ করিতেছে। কারণ বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে এ ব্যক্তি তখন সর্পের মতই বারবার ইসলামের উপর তাহার মরণ ছোবল হানিতে উদ্যত হইয়াছে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সকল ষড়যন্ত্রকারীর কূটচক্রান্তকে ভঙ্গুল করিয়া দিয়া ইসলামকে পূর্ণতা দান করার ওয়াদা পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

৮৫৭. আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ আমার ঘরে কোন শিশু-সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইতেই আমার কুনিয়াত (নাম) রাখেন।

২৭৭- بَابُ كُنْيَةِ النِّسَاءِ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ : নারীদের কুনিয়াত, অমুকের মা বলিয়া অভিহিত করা

৮৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّيْتُ نِسَاءً فَكَانِي فَقَالَ " تَكْنِي بِابْنِ أُخْتِكَ عَبْدُ اللَّهِ .

৮৫৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া একদা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আপনার স্ত্রীগণের অমুকের মা তমুকের মা বলিয়া নামকরণ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও এরূপ একটি নামকরণ করিয়া দিন! জবাবে তিনি বলিলেন : তুমি তোমার ভগ্নিপুত্র আবদুল্লাহ্‌র নামে (আবদুল্লাহ্‌র মা) কুনিয়াত লইয়া লও।

৮৫৯. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تُكْنِيْنِي؟ فَقَالَ " اكْتْنِي بِابْنِكَ " يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ تُكْنِي أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ .

৮৫৯. আবদুল্লাহ্ ইবন যুবারের পৌত্র আব্বাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) একদা বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি আমাকে কাহারও মা বলিয়া নামকরণ করিয়া দিবেন না? তখন তিনি বলিলেন : তুমি তোমার পুত্রের (অর্থাৎ ভগ্নিপুত্রের) নামে কুনিয়াত লইয়া লও। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবন যুবারের মা নাম গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ্‌র মা নামে অভিহিত হইতেন।

২৭৮- بَابُ مَنْ كُنِيَ رَجُلًا بِشَيْءٍ هُوَ فِيهِ أَوْ بِأَحَدِهِمْ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ : অবস্থা অনুপাতে কুনিয়াত বা নাম রাখা

৮৬০. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ كَنْتَ أَحَبُّ أَسْمَاءَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لِأَبُو ثَرَابٍ . وَأَنَّ كَانَ لِيَفْرَحَ أَنْ يُدْعَى بِهَا . وَمَا سَمَاهُ أَبَا ثَرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ غَاضِبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعُهُ

فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطَجِعٍ فِي الْجِدَارِ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ امْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا
فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ "اجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ" .

৮৬০. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, হযরত আলী (রা)-এর কাছে তাহার আবু তুরাব নামটিই ছিল সর্বাধিক প্রিয়। এই নামে কেহ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। স্বয়ং নবী করীম (সা)-ই তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করেন। (ব্যাপার হইয়াছিল যে) একদা তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর উপর রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষিয়া মেঝেতে শুইয়া পড়েন। নবী করীম (সা) ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার খোঁজে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। কেহ একজন বলিল, তিনি তো দেওয়াল ঘেঁষিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। নবী করীম (সা) তাহার কাছে গিয়া দেখিলেন তাহার পিঠ মাটিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নবী করীম (সা) তখন পিঠ হইতে মাটি মুছিতে বলিতে লাগিলেন, উঠিয়া বস হে আবু তুরাব (মাটির পিতা)।

৩৭৭- بَابُ كَيْفَ الْمَشْيِ مَعَ الْكُبَرَاءِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ

৩৭৯. অনুচ্ছেদ : বুযুর্গ ও জ্ঞানীগণের সাথে চলার নিয়ম

٨٦١- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ
أَنْسٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نَحْلٍ لَنَا نَخْلٌ لِأَبِي طَلْحَةَ تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ وَبِلَالٌ
يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرِ فَقَامَ حَتَّى ثَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ " وَيْحَكَ يَا
بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ " قَالَ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا فَقَالَ " صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ يَعْذِبُ "
فَوَجَدَ يَهُودِيًّا .

৮৬১. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদের খেজুর বাগানসমূহে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আবু তালহার বাগানের দিকে যাইতেছিলেন, তখন হযরত বিলাল (রা)-ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন। একটি কবর পথে পড়িল, এমন সময় হঠাৎ নবী করীম (সা) দাঁড়াইয়া গেলেন যেন বিলাল তাঁহার নিকটে আসিয়া যাইতে পারেন। তিনি ধারে আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কী হে বিলাল! আমি যাহা শুনিতেছি তুমি তাহা শুনিতে পাইতেছ ? উত্তরে বিলাল (রা) বলিলেন : কই, আমি তো কিছু শুনিতে পাইতেছি না। বলিলেন : শুন, এই কবরের অধিবাসীর আযাব হইতেছে। কবরটি ছিল জনৈক ইয়াহুদীর।

২৮- بَابُ

৩৮০. অনুচ্ছেদ : শিরোনামবিহীন অধ্যায়

٨٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ لَأَخٍ لَهُ صَغِيرٍ أَرْدَفَ الْغُلَامَ فَأَبَى فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِنَسْ مَا
أَدْبَيْتَ قَالَ قَيْسٌ فَسَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ : دَعُ عَنْكَ أَخَاكَ .

৮৬২. কায়স বর্ণনা করেন, হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে তাহার জনৈক অনুজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনি, তুমি গোলামটিকে তোমার বাহনে তোমার পশ্চাতে বসাইয়া লও! কিন্তু তাহার অনুজ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন হযরত মু'আবিয়া (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি একটা আস্ত বে-আদব!

রাবী কায়স বলেন : তখন আমি (তাহার পিতা) আবু সুফিয়ানকে বলিতে শুনি, তোমার ভাইকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোলামকে তাহার সাথে লইতে বাধ্য করিও না বা এজন্য আর ভৎসনা করিও না।

৮৬৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : إِذَا كَثُرَ الْأَخِلَاءُ كَثُرَ الْغُرْمَاءُ قُلْتُ لِمَوْسَى وَمَا الْغُرْمَاءُ؟ قَالَ : الْحُقُوقُ .

৮৬৩. হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, বন্ধু যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই পাওনাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই রিওয়াতের এক পর্যায়ের রাবী ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব বলেন : আমি আমার পূর্বতন রাবী হযরত মুসাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পাওনাদার বলিতে এখানে কি অর্থ বুঝানো হইয়াছে? বলিলেন : হকদারদের কথা বলা হইয়াছে। [অর্থাৎ তোমার বন্ধুর সংখ্যা যত বেশি হইবে, হকদারের সংখ্যা ততই বেশি হইবে। কেননা বন্ধুর উপর বন্ধুরও অনেক হক বা অধিকার থাকে।]

২৮১- بَابُ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ

৩৮১. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে

৮৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِيَّاسُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ : أَلَا أُنْشِدُكَ مِنْ شِعْرِي يَا ابْنَ الْفَارُوقِ؟ قَالَ : بَلَى وَ لَكِنْ لَا تُنْشِدْنِي إِلَّا حَسَنًا فَأَنْشَدَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَيْئًا كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ : أَمْسِكْ

৮৬৪. ইবন কায়সান নামে প্রসিদ্ধ খালিদ বলেন, একদা আমি হযরত ইবন উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আয়াস ইবন খায়সামা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, হে ফারুক তনয়! আমি কি আমার স্বরচিত কবিতা আপনাকে গানের সুরে গাহিয়া শুনাইব? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ শুনাইতে পারো, তবে কেবল রুচিসম্মত কবিতাই শুনাইবে। তখন কবিপ্রবর তাহাকে উহা গাহিয়া শুনাইতে লাগিলেন, তারপর কবিতায় এমন এক পর্যায়ে আসিয়া কবি পৌছিলেন, যাহা তাহার রুচিতে বাঁধিল। তখন ইবন উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, এইবার বন্ধু কর হে!

৮৬৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ مُطَرِّفًا قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ فَقُلْتُ مُنْزِلٌ يَنْزِلُهُ إِلَّا وَهُوَ يُنْشِدُنِي شِعْرًا أَوْ قَالَ : فِي الْعَارِيضِ لَمُنْدُوحَةٌ عَنِ الْكِذْبِ .

৮৬৫. হযরত কাতাদা (রা) বলেন, আমি মাতরাফকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি হযরত ইমরান ইবন হুসায়নের সাহচর্যে কৃষা হইতে বাসরা পর্যন্ত সফর করি। পথে কচিৎ এমন কোন মঞ্জিল বাদ পড়িয়াছে যেখানে তিনি অবতরণ করিয়াছেন অথচ আমাকে কবিতা গাহিয়া না শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, দুর্বোধ্য রচনায় এদিক-সেদিক করার অবকাশ রহিয়াছে।

৮৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنْ مِنْ الشَّعْرِ حَكْمَةٌ .

৮৬৭. উবাই ইবন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন কোন কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে।

৮৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُمَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي مَدَحْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدٍ قَالَ " أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ " وَ لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ .

৮৬৯. হযরত আস্ওয়াদ ইবন সারী (রা) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (আমার কাব্যে) নানাভাবে আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করিয়াছি। তিনি বলিলেন : তোমার প্রভু তাহার প্রশংসা কীর্তন অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইহার বেশি আর কিছুই তিনি বলিলেন না।

৮৭০- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَبِيحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا " .

৮৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তির পুঞ্জ ভর্তি পেট বরং তাহার কবিতা পূর্ণ পেট হইতে উত্তম।

৮৭২- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ كُنْتُ شَاعِرًا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : أَلَا أُنْشِدُكَ مُحَامِدُ حَمِدَتْ بِهَارِبِي ؟ قَالَ " إِنْ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمُحَامِدَ " وَ لَمْ يَزِدْنِي عَلَيْهِ .

৮৭৩. [৮৬২ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি অন্য সূত্রে]

৮৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي ؟ فَقَالَ : لَأَسْلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسِلَ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ .

৮৭০. হিশাম ইবন উরওয়া তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মুশরিকদের নিন্দামূলক কবিতা রচনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : (তুমি যে তাহাদের নিন্দা করিবে) আমার বংশগত সম্মান যে তাহাদের সহিত বিদ্যমান উহার কি করিবে ? জবাবে তিনি বলিলেন : আমি তাহাদের মধ্য হইতে আপনাকে তো এইভাবে পৃথক করিয়া উঠাইয়া লইব যেমনটি উঠাইয়া লওয়া হয় আটার খামির হইতে চুল।

৮৭২. وَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ذَهَبْتُ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ لَا تُسَبِّهِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৮৭২. হিশাম তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : একদা আমি হযরত আয়েশার কাছে হযরত হাস্‌সানকে গালমন্দ দিতে গেলাম। [সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা)-এর পূত চরিত্রে কলংক লেপনের ঘটনায় হাস্‌সানের জড়িত থাকার দরুন।] তিনি বলিলেন : তাহাকে গালমন্দ দিও না, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দার জবাব (তাঁহার কবিতার মাধ্যমে) দিতেন।

২৮২. بَابُ الشُّعْرِ حَسَنٌ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَ مِنْهُ قَبِيحٌ

৩৮২. অনুচ্ছেদ : উত্তম বাক্যের ন্যায় কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে

৮৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةٌ .

৮৭২. হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কোন কোন কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে।

৮৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَنَعَمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الشُّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ : حَسَنٌ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَ قَبِيحٌ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ "

৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কবিতা হইতেছে কথারই মত। ভাল কবিতা ভাল কথার মত আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মত। অর্থাৎ কথা যেমন সুরুচি ও কুরুচিপূর্ণ হয়, কবিতাও তেমনি সুরুচি ও কুরুচিপূর্ণ হয়।

৮৭৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمْعِيلَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الشَّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ وَمِنْهُ قَبِيحٌ خَذُ بِالْحَسَنِ وَدَعْ الْقَبِيحَ وَلَقَدْ رُوِيَتْ مِنْ شَعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَشْعَارًا مِنْهَا الْقَصِيدَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا وَدُونَ ذَلِكَ .

৮৭৪. হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়েশা (রা) প্রায়ই বলিতেন, কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। উহার ভালটাকে গ্রহণ কর এবং মন্দটাকে বর্জন কর। আমার নিকট হযরত কা'ব ইবন মালিকের এমন কবিতাও বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে চল্লিশটি পর্যন্ত চরণ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তাহার আরও কবিতা আছে।

৮৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنْ شَعْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَ يَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَدْ .

৮৭৫. হযরত মিকদাম ইবন শুরায়হ তাহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি উপমা দেওয়ার জন্য কবিতার কোন পঙ্ক্তি আওড়াইতেন ? জবাবে মুসলিমকুল জননী জানাইলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার এই পঙ্ক্তিটি তিনি কোন কোন সময় আওড়াইতেন : وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَدْ "আসরে নিয়ে সার্থী হেন যার তরে নাই প্রতুতি তোর।"

৮৭৬. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ سَرِيحٍ حَدَّثَهُ قَالَ : كُنْتُ شَاعِرًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اِمْتَدَحْتُ رَبِّي فَقَالَ " أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ " وَمَا اسْتَزَادَنِي عَلَى ذَلِكَ -

৮৭৬. [৮৬১ নং হাদীস-এর পুনরাবৃত্তি]

২৮২ - بَابُ مَنْ اسْتَشْدَدَ الشَّعْرُ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ : কবিতা শোনানের করমায়েশ করা

৮৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْلَى قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ اسْتَشْدَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ

أَبِي الصَّلْتِ وَأَنْشَدْتُهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " هَيْه هَيْه " حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً قَانِيَةً فَقَالَ " أَنْ كَادَ يُسْلِمُ "

৮৭৭. হযরত শারীদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা আমাকে কবি উমাইয়া ইব্ন আবিস্ সাল্তের কবিতা শোনাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে উহা শোনাইতে শুরু করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, আরও হউক! আরও হউক! এমন কি আমি একশত চরণ তাঁহাকে শোনাইলাম। তিনি বলিলেন : আর একটু হইলেই এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত।

২৮৬ - بَابُ مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشُّعْرُ

৩৮৪. অনুচ্ছেদ : কবিতা প্রাধান্য লাভ করা নিন্দনীয়

۸۷۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا

৮৭৮. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির পেট কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে বরং পুঁজে ভর্তি হওয়াই তাহার পক্ষে উত্তম।

২৮৫ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ (৬৬ : الشعراء : ২২৪)

৩৮৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন : “কবির হইতেছে এ রূপ যে, কেবল পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাহাদের অনুগামী হয়।” (সূরা আশ্-শু'আরা : ২২৪)

۸۷۹- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ﴾ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَتْنَى فَقَالَ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ - إِلَى قَوْلِهِ يَنْقَلِبُونَ ﴿

৮৭৯. কুরআন শরীফের আয়াত : وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ ... وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ “আর কবির হইতেছে এইরূপ যে, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাহাদের অনুগামী হয়। আর তাহারা যাহা বলে তাহারা তাহা করে না।” ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, ইহার এক অংশ একটি ব্যতিক্রমের মাধ্যমে রহিত হইয়া যায়। সেই ব্যতিক্রম উক্ত আয়াতের শেষে উক্ত এই অংশের জন্য যাহাতে বলা হইয়াছে : إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَنْقَلِبُونَ পূর্ণ আয়াতের “অবশ্য তাহারা নহে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, সংকাজ করে, বহুল পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে এবং অত্যাচারিত হইবার পর (কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার মাধ্যমে) (নিজেদের কবিতার মাধ্যমে) উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তাহাদের নিন্দা আক্রমণাত্মক নহে, বরং আত্মরক্ষামূলক) আর অত্যাচার যাহারা করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।”

২৮৬- بَابُ مَنْ قَالَ " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

৩৮৬. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে

৪৪৮- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَجُلًا أَوْ أَعْرَابِيًّا . أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً .

৮৮০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কোন কোন কথার যাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কোন কোন কবিতা হয় অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ।

৪৪৯- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَلَامٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ يُودُّ بِهِمْ فَقَالَ عَلِمَهُمُ الشَّعْرُ يُمَجِّدُوا وَيَنْجِدُوا أَطْعَمَهُمُ اللَّحْمَ تَشْتَدُّ قُلُوبُهُمْ وَجَزَّ شُعُورُهُمْ تَسْتَدْرِقَابُهُمْ وَجَالَسَ بِهِمْ عَلَيْهِ الرِّجَالُ يَنَاقِضُوهُمْ الْكَلَامَ -

৮৮১. উমর ইব্ন সালাম বলেন, (খলীফা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁহার পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য শাবীর (র)-এর হাতে তুলিয়া দেন এবং বলেন, ইহাদিগকে কাব্য শিক্ষা দিবেন, তাহাতে তাহারা উচ্চাভিলাষী ও নির্ভীক হইবে, ইহাদিগকে গোষ্ঠ খাওয়ার অভ্যাস করাইবেন; তাহাতে উহাদের হৃদয়ে শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ইহাদের মস্তক মুগুনের অভ্যাস করাইবেন, তাহাতে তাহাদের ঘাড় শক্ত হইবে এবং উহাদের নিয়া উচ্চ পর্যায়ে লোকদের মজলিসে বসিবেন, তাহাতে তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া তাহারা কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিবে।

২৮৭- بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الشَّعْرِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ : অবাস্থিত কবিতা

৪৪৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَكْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ مِنْ أَسْرِهِا وَ رَجُلٌ تَنَقَّى مِنْ أَبِيهِ .

৮৮২. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মানব জাতির মধ্যে সেই কবিই সবচাইতে বড় অপরাধী যে, গোটা গোত্রের সকলেরই পাইকারীভাবে নিন্দা করে [অর্থাৎ কোন গোত্রের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া তাহার পুণ্যবান এবং সৎলোকদিগকেও নিকৃতি দেয় না—এবং ঐ ব্যক্তি যে তাহার পিতামাতাকে অস্বীকার করে]।

২৮৮- بَابُ كَثْرَةِ الْكَلَامِ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ : বাচালতা

৮৮৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعُقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَا أَوْ قَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا قَوْلَكُمْ فَإِنَّمَا تَشْقِيْقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "

৮৮৩. হযরত যাম্বিদ ইবন আসলাম বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে পূর্বদেশ হইতে দুইজন বাগ্মী লোক (মদীনায) আসে। তাহারা দুইজনে লোকসমক্ষে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিল। অতঃপর বসিয়া পড়িল। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর পক্ষের বক্তা সাবিত ইবন কায়স (রা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু শোতামণ্ডলী প্রথমোক্ত দুইজনের বক্তৃতায় অভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বক্তৃতা করিতে উঠিলেন এবং বলিলেন : মানবমণ্ডলী, বক্তব্য সরলভাবে বলিবে—কেননা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া কথা বলা শয়তানের কাজ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে।

৮৮৪- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَاكْثَرَ الْكَلَامَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبِ مِنَ شَقَاقِ الشَّيْطَانِ .

৮৮৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সম্মুখে বক্তৃতা করিল এবং অনেক দীর্ঘ কথাবার্তা বলিল (বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল)। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন : “বক্তৃতায় অতিরিক্ত কথা বলা হইতেছে শয়তানের কাজ।”

৮৮৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ ذَرَّاعٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يَزِيدَ أَوْ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَكَلَّمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذَنُونِي " فَأَتَانَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى فَجَلَسَ فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمًا مِنَّا ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونُهُ مَقْصِدٌ وَلَا وَرَاءَ مَنْقَدٍ فَغَضِبَ فَقَامَ فَتَلَا وَمِنَّا بَيْنَنَا،

فَقُلْنَا أَتَانَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَجَلَسَ فِيهِ فَاتَيْنَاهُ فَكَلَّمْنَاهُ
فَجَاءَ مَعَنَا فَقَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَا
شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَ إِنِّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحْرًا " ثُمَّ أَمَرْنَا وَ
عَلَّمْنَا .

৮৮৫. সাহল ইব্ন যিরা বলেন, আবু ইয়াযীদ অথবা মা'আন ইব্ন ইয়াযীদকে বলিতে শুনিয়াছি : একদা নবী করীম (সা) বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহে সমবেত হও এবং যখন লোক সমবেত হইবে তখন আমাকে খবর দিবে। অতঃপর আগমনকারী (তিনি) প্রথমে আমাদেরই মসজিদে তাশরীফ আনিলেন এবং বসিলেন। তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কিছু কথা বলিলেন, যাহাতে তিনি বলিলেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যাহার প্রশংসা দ্বারা একমাত্র তাঁহার সন্তা ছাড়া আর কিছুই কাম্য নহে আর তিনি ছাড়া পলায়ন করিয়া যাইবার অন্য কোন ঠাইও নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন আমরা একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিলাম এবং বলাবলি করিতে লাগিলাম যে, আগন্তুক তো প্রথমে আমাদেরই মসজিদে তাশরীফ আনিলেন (আর আমরা আমাদের ক্রটিতে তাহাকে অসন্তুষ্ট করিলাম)। অতঃপর তিনি অন্য এক মসজিদে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া বসিলেন। আমরা সেখানে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাহার সহিত আলাপ করিলাম। ক্রটি মার্জনার জন্য আবেদন জানাইলাম। তিনি আমাদের সাথে (ফিরিয়া) তাশরীফ আনিলেন এবং তাঁহার পূর্ব আসন বা উহার নিকটবর্তী স্থানে বসিলেন। অতঃপর বলিলেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি যাহা ইচ্ছা তাঁহার সম্মুখে করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার পশ্চাতে করেন। আর কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ওয়ায-নসীহত করিলেন এবং তালীম দিলেন।

২৮৯ - بَابُ التَّمَنَّى

৩৮৯. অনুচ্ছেদ : আশা-আকাঙ্ক্ষা

— ৮৮৬ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَرِقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ " لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَجِئُنِي فَيُخْرِسُنِي اللَّيْلَةَ " إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " ؟ قِيلَ : سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرَسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ -

৮৮৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে (দুশ্চিন্তায়) নবী করীম (সা) ঘুমাইতে পারিতেছিলেন না তখন তিনি বলিলেন : হায়! আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে কেহ যদি আসিয়া আমাকে এই রাত্রিতে পাহারা দিত। এমনি সময় বাহিরে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ? বলা হইল (ইয়া রাসূলুল্লাহ) সা'দ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে পাহারা দিতে আসিয়াছি। অতঃপর নবী করীম (সা) শুইয়া পড়িলেন। এমন কি আমরা তাহার নাকের ডাক শুনিতে পাইলাম।

৩৯০. ۳۹۰- بَابُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ وَالشَّيْءِ وَالْفَرَسِ : هُوَ بَحْرٌ

৩৯০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বস্তু বা ঘোড়াকে ‘সাগর’ বলা

৮৮৭- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ ، فَرَكَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : " مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لِبَحْرًا "

৮৮৭. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, একদা মদীনাতে কী এক ব্যাপারে লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। নবী করীম (সা) তখন হযরত আবু তালহার ‘মানদুব’ নামক ঘোড়াটি ধার লইয়া উহাতে আরোহণ করিয়া সেদিকে গমন করিলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন : তেমনি কিছু তো দেখিতে পাইলাম না। আর ঘোড়াটি তো দেখিতেছি একেবারে সাগর (অর্থাৎ ভীষণ দ্রুতগামী)।

৩৯১. ۳۹۱- بَابُ الضَّرْبِ عَلَى اللَّحْنِ

৩৯১. অনুচ্ছেদ : ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা

৮৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ -

৮৮৮. হযরত নাবিফ বলেন, হযরত ইবন উমর (রা) তাঁহার পুত্রকে উচ্চারণের ভুলের জন্য মারধর করিতেন।

৮৮৯- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ كَثِيرٍ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلَيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَسْبَبْتَ فَقَالَ عُمَرُ : سَوْءُ اللَّحْنِ أَشَدُّ مِنْ سَوْءِ الرَّمْيِ -

৮৮৯. আবদুর রহমান ইবন আজলান বলেন, হযরত উমর (রা) এমন দুই ব্যক্তির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহারা তীর ছুঁড়িতেছিল। এমন সময় তাহাদের একজন অপরজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : (أَسْبَبْتَ) (আসাবতা) শুদ্ধ (أَصْبَبْتَ)। অর্থাৎ তুমি নির্ভুল তীর ছুঁড়িয়াছ। (অর্থাৎ সে ব্যক্তি ছোয়াদ অক্ষরের স্থলে ‘সীন’ উচ্চারণ করিল) তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন : উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপের ভুলের চাইতে মারাত্মক।

৩৯২. ۳۹۲- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

৩৯২. অনুচ্ছেদ : বাতিল বস্তু সম্পর্কে ‘উহা কিছুই না’ বলা

৮৯০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَنَبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ

الرُّبَيْرِ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ نَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ " لَيْسُوا بِشَيْءٍ " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تِلْكَ أَكَلِمَةٌ يُخْطَفُهَا الشَّيْطَانُ فَيَقْرَأُهَا بِأُذُنِي وَلِيَّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيُخْلِطُونَ فِيهَا بِأَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ "

৮৯০. নবী সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা লোকজন নবী করীম (সা)-কে গণকদিগের সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। তিনি তাহাদের সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন যে, উহারা কিছুই নহে। তখন তাহারা পুনরায় বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনেক সময় যে তাহাদের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : ইহা হইতেছে এমন কথা যাহা শয়তান ছোঁ মারিয়া লইয়া আসে। অতঃপর সে মুরগীর কর কর করার মত কর কর করিয়া সে তাহার বন্ধুদিগকে কানে কানে বলিয়া দেয়, অতঃপর তাহারা উহার সহিত শতাধিক মিথ্যা মিশ্রিত করে (এবং এভাবে একটা বক্তব্য দাঁড় করায়)।

২৭২- بَابُ الْمَعَارِضِ

৩৯৩. অনুচ্ছেদ : কাব্যিক উপমা প্রয়োগ

৮৯১- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَّثَ الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَرْفُقُ يَا أَنْجَشَةَ وَيَحْكُ بِالْقَوَارِيرِ "

৮৯১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা কোন এক সফরে ছিলেন, উষ্ট্র চালক তখন উট হাঁকানোর গান ধরিল। তখন নবী করীম (সা) উষ্ট্র চালককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : ওহে আনজাশা, ধীরে চল। কাঁচ নিয়া কারবার যে! [অর্থাৎ মহিলা যাত্রীও যে উটের পিঠে রহিয়াছে এখানে মহিলাগণকে ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।]

৮৯২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (فِيمَا أَرَى شَكَّ أَبِي) أَنَّهُ قَالَ : حَسَبُ أَمْرِي مِنَ الْكُذْبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ وَفِيمَا أَرَى قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَمَا فِي الْمَعَارِضِ مَا يَكْفِي الْمُسْلِمَ الْكُذْبَ ؟

৮৯২. হযরত উমর (রা) বলেন, লোকের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা শুনে তাহাই নির্বিচারে বর্ণনা করিয়া বেড়ায় (উহার সত্যাসত্য যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না)। উমর (র) আরও বলেন আর মুসলমানের জন্য কাব্যিক ভাষা মিথ্যার শামিল। [অর্থাৎ তিলকে তাল বানাইয়া অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলাও সত্যশ্রয়ী মুসলমানের জন্য মোটেই শোভনীয় নহে।]

৪৯৩- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَا أَتَى عَلَيْنَا يَوْمَ الْأَنْشُدْنَا فِيهِ الشُّعْرُ وَقَالَ : إِنَّ فِي مَعَارِيضِ الْكَلَامِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ -

৮৯৩. মুতরাফ ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমি একদা (কূফা হইতে) বাসরা পর্যন্ত হযরত ইমরান ইবন হুসায়নের সাহচর্যে সফর করি। ঐ দীর্ঘ পথে এমন কোন দিন আসে নাই, যে দিন তিনি আমাকে কবিতা গানের স্তত গাহিয়া শুনান নাই। এই সময় তিনি বলেন, কাব্যিক ভাষায় এক-আধটু মিথ্যা হইলেও উহা তেমন দোষাধহ নহে।

৩৯৪- بَابُ إِفْشَاءِ السِّرِّ

৩৯৪. অনুচ্ছেদ : গোপন তথ্য ফাঁস করা

৪৯৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدْرِ وَهُوَ مَوَاقِعُهُ وَيَرَى الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَدْعُ الْجَذْعَ فِي عَيْنَيْهِ وَيُخْرِجُ الضَّفْنَ مِنْ نَفْسِ أَخِيهِ وَيَدْعُ الضَّفْنَ فِي نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلَمَّمْتُهُ عَلَى إِفْشَائِهِ وَكَيْفَ أَلُومُهُ وَقَدْ ضَيَّقْتُ بِهِ ذُرْعًا؟

৮৯৪. হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, আমার অবাধ লাগে সেই ব্যক্তির জন্য যে ভাগ্য লিখন হইতে দূরে পালাইতে চায় অথচ ভাগ্য লিখন অখণ্ডনীয়। আর যে ব্যক্তি তাহার অপর ভাইয়ের চোখের সামান্য ময়লাও দেখিতে পায় অথচ নিজের চোখে আস্ত খড়িকাঠও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। আর (সে ব্যক্তির জন্যও) যে তাহার অপর ভাইয়ের অন্তরকে বিদেষ মুক্ত করিতে প্রয়াস পায় অথচ তাহার নিজের অন্তরে সে উহাকে লালন করে! আর আমি আমার গোপনীয় ব্যাপার কাহারও কাছে ব্যক্ত করিয়া দেই। অতঃপর উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও কোন দিন ভর্ৎসনা করি নাই। আর কেনই বা আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিব যেখানে আমি নিজেই নিজের গোপন তথ্য চাপিয়া রাখিতে পারি নাই।

৩৯৫- بَابُ السُّخْرِيَةِ

৩৯৫. অনুচ্ছেদ : উপহাস করা

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا

আল্লাহ তা'আলা বলেন : “হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ পুরুষকে উপহাস করিবে না করে, বিচিত্র কী যে, উপহাসকৃত তাহার চাইতে (আল্লাহ্র সমীপে) শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। আর কোন নারী অপর কোন নারীকে উপহাস না করে, বিচিত্র কী যে, তাহারা চাইতে শ্রেষ্ঠতর হইবে। আর তোমরা একে অপরকে খোঁটা দিও না আর একে অপরকে মন্দনামে আখ্যায়িত করিও না। ঈমান আনয়নের পর মন্দনামে ডাকা কতই না মন্দ! আর যাহারা (এমন গর্হিত কাজ হইতে) তাওবা না করিবে, উহারাই যালিম।” (সূরা হুজুরাত : ১১)

৪৯৫- حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلَى نِسْوَةٍ فَنَضَّحْنَ بِهِ يَسْخَرْنَ فَاصِيبَ بَعْضُهُنَّ .

৮৯৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক বিপন্ন ব্যক্তি কতকগুলি মেয়েলোকের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। তাহারা তাহাকে নিয়া হাসিঠাট্টা করে। অতঃপর তাহাদের কতক ঐ একই বিপদের শিকার হয়।

২৭৬- بَابُ التَّوَدُّةِ فِي الْأُمُورِ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ : রহিয়া সহিয়া চলা

৪৯৬- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلَى قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي فَنَاجَى أَبِي دُونِي قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ لَكَ . قَالَ " إِذَا أُرِدْتُ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتَّوَدُّةِ حَتَّى يَرِيكَ اللَّهُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ أَوْ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ " .

৮৯৬. হযরত যুহরী (র) এমন এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ ঘটনাটি বর্ণনা করেন যিনি নিজে এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমার আগোচরে পিতার সহিত একান্তে কী যেন কথাবার্তা বলিলেন। রাবী বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতা! রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে কি বলিলেন? তিনি বলিলেন, তুমি যখন কিছু একটা করিতে উদ্যত হও তখন রহিয়া সহিয়া করিবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা নির্গমনের পথ তোমাকে দেখান অথবা আল্লাহ কোন বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দেন।

৪৯৭- وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفَقِيمِيِّ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنِيفِيَّةِ قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا أَوْ مَخْرَجًا .

৮৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া বলেন, সেই ব্যক্তি জ্ঞানী নহে, যে সব কিছু গোছাইয়া বলিতে এবং পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্গমনের ব্যবস্থা করেন।

২৭৭- بَابُ مَنْ هَدَى زَقَاقًا أَوْ طَرِيقًا

৩৯৭. অনুচ্ছেদ : পথ দেখাইয়া দেওয়া

৪৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً أَوْ هَدَى زَقَاقًا أَوْ قَالَ : طَرِيقًا كَانَ لَهُ عَدْلٌ عِتَاقِ نَسَمَةٍ " .

৮৯৮. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি তাহার দুষ্কবতী জন্তু দ্বারা অন্যকে উপকৃত হইতে দেয়, অথবা কাহাকেও পথ দেখাইয়া দেয়, তাহার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব নির্ধারিত হইয়া থাকে।

৮৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي زَمِيلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُرْتَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَرْفَعُهُ (قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ) قَالَ "افْرَاغْكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعِظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ وَهُدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ".

৮৯৯. হযরত আবু যার (রা) বলেন, (রাসূলুল্লাহ (সা))-এর বরাত দিয়াছেন কিনা তাহা রাবীর মনে নাই) তোমার বালতি হইতে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালিয়া দেওয়াও সাদাকা বিশেষ। তোমার অন্যকে সৎকর্মের দিকে আহ্বান করা ও অসৎকর্ম হইতে বারণ করাও সাদাকা বিশেষ। তোমার কোন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে কথা বলাও একটি সাদাকা বিশেষ। লোকের চলাচলের পথ হইতে পাথর, কাঁটা বা হাড়গোড় অপসারণ করাও সাদাকা বিশেষ। পথহারা লোককে পথ দেখাইয়া দেওয়াও সাদাকা বিশেষ।

৩৯৮- بَابُ مَنْ كَفَّهَ أَعْمَى

৩৯৮. অনুচ্ছেদ : অন্ধকে পথহারা করা

৯০০- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَفَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ"

৯০০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

৩৯৯- بَابُ الْبَغْيِ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ

৯০১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ شَهْرُ [بَن] حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِفَنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ ابْنُ مَطْعُونٍ فَكَثَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "أَلَا تَجْلِسُ" قَالَ : بَلَى فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَصَرِهِ

إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ "أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفًا وَأَنْتَ جَالِسٌ" قَالَ : فَمَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاتِّبَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ৯০] قَالَ عُثْمَانُ : فَذَلِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِي وَ أَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا -

৯০১. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাহার মক্কার বাসভবনে সম্মুখে একদা উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান ইবন মাযউন (রা) সেখান দিয়া অতিক্রম করিতে ছিলেন। তিনি নবী করীমের দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কী হে, একটু বসিয়া যাইবে না ? তিনি বলিলেন, জী হ্যাঁ, নবী করীম (সা) তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহার উভয়ে বাক্যালাপ করিতেছিলেন এমন সময় নবী করীম (সা) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন : তোমার এই উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় আল্লাহর দূত (তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক) আমার নিকট আসিয়া গেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আপনাকে কি বলিয়া গেলেন ? বলিলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاتِّبَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং বারণ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কর্ম এবং বিদ্রোহ হইতে। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” (সূরা নাহল : ৯০)

রাবী হযরত উসমান (ইবন মাযউন) বলেন, ইহা হইতেছে তখনকার কথা যখন ঈমান আমার অন্তরে ঠাই করিয়া নিয়াছে আর মুহাম্মদ (সা)-কে যখন আমি রীতিমত ভালবাসিতে শুরু করিয়াছি।

৪০০. - بَابُ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ

৪০০. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহের পরিণাম

৯০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَدْرُكََا دَخَلَتْ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ مُحَمَّدٌ [بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ] بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

৯০২. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন : যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে এই দুইটির মত পাশাপাশি অবস্থান করিব, এই কথা বলিয়া (রাবী) মুহাম্মদ (ইবন আবদুল আযীয) তর্জনি এবং মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

৯০৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে কোন ব্যক্তি কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আমল করে না :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى... أَنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ .

“হে মানব জাতি! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি”.... “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে সবচাইতে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু” (সূরা হুজুরাত : ১৩) এর উপর আমল করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিতে পারে না যে, আমি তোমার চাইতে অধিকতর সম্ভ্রান্ত। কেননা তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীরুতা ছাড়া অন্য কোনভাবে কেহ অপর কোন ব্যক্তি হইতে অধিকতর সম্ভ্রান্ত হইতে পারে না।

৯.৭- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَعْدُونَ الْكَرَمَ؟ قَدْ بَيَّنَّا لِلَّهِ الْكَرَمَ فَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ مَا تَعْدُونَ الْحَسَبَ؟ أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا .

৯০৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা কৌলীণ্য বলিতে কি মনে কর? আল্লাহ তা‘আলা কৌলীণ্য কি তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে কুলীন সেই ব্যক্তি যে সবচাইতে বেশি আল্লাহ্‌ ভীরু। তোমরা বংশ মর্যাদা বলিতে কি মনে কর? চরিত্রের দিক দিয়া যে সর্বোত্তম, তাহার বংশ মর্যাদাই সবচাইতে বেশি।

৬.২- بَابُ الْأَرْوَاحِ جُنُودُهُ مُجَنَّدَةٌ

৪০২. অনুচ্ছেদ : মানবাত্মাসমূহ বিন্যাসবদ্ধ সৈন্যদল

৯.৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ" فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَتْ مِنْهَا اخْتَلَفَ

(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مِثْلُهُ -

৯০৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)কে বলিতে শুনিয়াছি : মানবাত্মাসমূহ (যেন) সমবেত সৈন্যদল। (সৃষ্টির সেই আদি প্রভাতে) যাহারা পরস্পরে পরিচিত হইয়াছে (আজ দুনিয়ায় ও) তাহারা পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকে আর সেদিন যাহার পরস্পরে অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে এখানেও তাহারা পরস্পর বিরোধ ভাবাপন্ন হইবে।

(.....) অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

৯.৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

৯০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৬.২- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَبِ : سُبْحَانَ اللَّهِ

৪০৩. অনুচ্ছেদ : আশ্চর্যাবিত হইলে ‘সুবহানাল্লাহ বলা’

৯১.- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْمَصْرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى الْكَلْبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَآخَذَ مِنْهُ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَوْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَابْنُ بَكْرٍ وَعُمَرُ .

৯১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : একদা এক রাখাল ছাগল চরাইতেছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে ছাগপালের উপর চড়াও করিল এবং একটি ছাগল ধরিয়া লইয়া গেল। তখন রাখাল তাহার ছাগলটি ছাড়াইবার জন্য নেকড়ের পিছু পিছু ধাওয়া করিল। তখন নেকড়েটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল : যে দিন হিংস্র স্বাপদের রাজত্ব হইবে সেদিন কে উহার রক্ষক হইবে? সেদিন আমি ছাড়া আর কেহই তাহার রক্ষক থাকিবে না। তখন উপস্থিত লোকজন বলিয়া উঠিল : সুবহানাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আমি, আবু বকর এবং উমর আমরা তিনজনে উহা বিশ্বাস করি।

৯১১- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَآخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ : اْعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ قَالَ : أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسَّرُ لِعَمَلٍ السَّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

১. বিশ্বাসের সেই ব্যাপারটি কি? নেকড়ের কথা বলা না একদিন যে হিংস্র স্বাপদের রাজত্ব হইবে, উহার দুইটিই আশ্চর্যের ব্যাপার। যদি হিংস্র স্বাপদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটিই রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝাইয়া থাকেন, তবে উহা যে মানবরূপী পিশাচ অত্যাচারী শাসকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত তাহা বলাই বাহুল্য।

فَسَيُسِّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾
(الِيل : ০-৭)

৯১১. হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কোন এক জানাযায় শামিল ছিলেন। এমন সময় কি একটি বস্তু হাতে নিয়া উহা দ্বারা মাটিতে রেখা অংকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার ঠিকানা দোষে অথবা বেহেশতে পূর্ব হইতে লিখিত হইয়া থাকে নাই। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আমাদের উক্ত ভাগ্য লিখনের উপর নির্ভর করিয়া আমল করা হইতে বিরত থাকিব না? বলিলেন : আমল করিয়া যাও, কেননা যাহাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার জন্য উহাই সহজসাধ্য হইবে। আরো বলিলেন : যে ব্যক্তি ভাগ্যবান হইবে তাহার জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ হইবে, আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য হইবে, তাহার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ হইবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করিলেন :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (الِيل : ০-৭)

“অনন্তর যে ব্যক্তি দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বাণী অর্থাৎ কলেমার সত্যতা ঘোষণা করে (তাহার জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজসাধ্য করা হয়)।” (সূরা লায়ল : ৫-৭)

৪.৪ - بَابُ مَسْحِ الْأَرْضِ بِالْيَدِ

৪০৪. অনুচ্ছেদ : মাটিতে হাত বুলানো

৯১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ مَالِكٌ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ كَذَبَ عَلَى فُلَيْسَهْلٍ لِحَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ هُ حَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ وَ يَمْسَحُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ .

৯১২. উসায়দের মাতা বলেন, আমি হযরত আবু কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার কী হইল যে, লোকে যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাত দিয়া হাদীস বর্ণনা করে আপনি তেমনটি করেন না? তখন তিনি বলিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তাহার পার্শ্বদেশকে জাহান্নামের বিছানার জন্য প্রস্তুত রাখে। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি তাহার পবিত্র হস্ত মাটিতে বুলাইতেছিলেন।

৪.৫ - بَابُ الْخَذْفِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ : গুলতি ব্যবহার না করা

৯১৩- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صَهْبَانَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكِي الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيُكْسِرُ السِّنَّ".

৯১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফল মুযানী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) গুলতি দ্বারা নুড়ি পাথর ছুঁড়িতে বারণ করিয়াছেন। (এই সম্পর্কে) তিনি বলিয়াছেন : ইহা না পারে শিকার নিধন করিতে আর না পারে শত্রুকে কাবু করিতে, বরং ইহা চক্ষু নষ্ট করে অথবা দাঁত ভাঙিয়া দেয়।

৬.৬ - بَابُ لَا تَسْبُوا الرِّيحَ

৪০৬. অনুচ্ছেদ : হাওয়াকে গালি দিও না

৯১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَتِ النَّاسُ الرِّيحَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ حَاجٌ فَاسْتَدَّتْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَا الرِّيحُ ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا بِشَيْءٍ فَاسْتَحْثَّتْ رَاحِلَتِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ بَلَّغْنِي أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ وَأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْبُوهَا وَسَلُّوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَعُودُوا مِنْ شَرِّهَا".

৯১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা মক্কার পথে কতিপয় লোক হাওয়ার মুখে পড়িয়া গেল। উমর (রা) ও (তাহাদের সাথে একই কাফেলায়) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। সেই হাওয়া অত্যন্ত বেগবতী হইয়া উঠিল। উমর (রা) তাহার নিকটবর্তী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : এই হাওয়াটা কী ? কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন আমি আমার বাহনটিকে তাহার দিকে ধাবিত করিলাম এবং তাহার নিকটে গিয়া পৌছিলাম। তখন আমি তাহাকে বলিলাম : শুনিতে পাইলাম আপনি নাকি হাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, হাওয়া ইহাতেছে আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত। উহা রহমতও নিয়া আসে আবার আযাবও নিয়া আসে। সুতরাং কেহ উহাকে গালমন্দ দিও না বরং আল্লাহর দরবারে উহার মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং উহার অনিষ্ট ইহাতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

৬.৭ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : مُطَرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا

৪০৭. অনুচ্ছেদ : গ্রহের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে বলা

৯১৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ ، صَلَّى لِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟" قَالُوا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا
بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ : بِنُوءٍ كَذَا
وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ" .

৯১৫. হযরত যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক বৃষ্টিমুখর রাত্রির প্রভাতে হৃদয়বিয়াতে আমাদিগকেসহ ফজরের নামায পড়িলেন। নামাযান্তে নবী করীম (সা) উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগার কি বলিয়াছেন ? তাঁহারা বলিলেন : আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি বলিলেন : (আল্লাহ বলিয়াছেন :) আমার বান্দারা প্রভাতে আমার প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী (মু'মিন ও কাফিররূপে) গাত্রোত্থান করে। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর করুণা ও দয়ায় বৃষ্টি হইয়াছে সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে—সে মু'মিন কারণ সে গ্রহসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না—আর যে ব্যক্তি বলে অমুক অমুখ গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হইয়াছে সে আমাতে অবিশ্বাসী আর গ্রহসমূহে বিশ্বাসী।

৪.৮-بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى غَيْمًا

৪০৮. অনুচ্ছেদ : লোকজন মেঘমালা দর্শনে কি বলিবে ?

১১৬- حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مُخِيلَةً دَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَتَغَيَّرَ
وَجْهُهُ فَإِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ فَعَرَفْتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا أَدْرِي
لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾ الْآيَةُ [أَحْقَاف :

[২৫

৯১৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) যখন মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করিতেন তিনি (অধীরভাবে) ক্ষণে ঘরে আসিতেন, ক্ষণে বাহিরে যাইতেন, ক্ষণে এদিকে, ক্ষণে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিতেন এবং তখন তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত, যখন বৃষ্টি হইত তখন তাঁহার মুখে হাসির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত।

রাবী আতা বলেন, একদা হযরত আয়েশা (রা) নবী করীমের চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার এই অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জবাবে নবী করীম (সা) বলিলেন : কি জানি এমনও তো হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিয়াছেন :

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ

“অতঃপর তাহারা যখন মেঘরাশিকে তাহাদের প্রান্তর অভিমুখী লক্ষ্য করিল” ১

১. পূর্ণ আয়াতখানা হইল :

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطَرَّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ
بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاقِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৯১৭- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ] قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

৯১৭. হযরত আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অন্তত লক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক ইহা আমাদের অর্থাৎ মু'মিনদের কাজ নহে। বরং আল্লাহ উহার কুপ্রভাবকে তাওয়াফুল বা আল্লাহই নির্ভরতার দ্বারা দূর করিয়া দেন।

৬.৭ - بَابُ الطَّيْرِ

৪০৯. অনুচ্ছেদ : অন্তত লক্ষণ ধরা

৯১৮- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "الطَّيْرَةُ وَخَيْرُهَا يُقَالُ" قَالُوا : وَمَا الْفَالُ قَالَ : كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ .

৯১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : শুভাশুভ নির্ণয় উহার মধ্যে ফালই উত্তম। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : ফাল কি ইয়া রাসলান্নাহ! তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যকার কেহ যে উত্তম কথা শুনিয়া থাকে উহাই হইতেছে ফাল।

৬.৮ - بَابُ فَضْلِ مَنْ لَمْ يَتَطَيَّرْ

৪১০. অনুচ্ছেদ : অন্তত লক্ষণ যাহারা ধরে না তাহাদের মাহাত্ম্য

৯১৯- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَادَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مَسْعُودٍ] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ بِالْمَوْسِمِ أَيَّامُ الْحَجِّ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

"অতঃপর তাহারা যখন মেঘরাশিকে তাহাদের প্রান্তর অভিমুখী লক্ষ্য করিল, তখন তাহারা বলিয়া উঠিল : আমাদের জন্য বৃষ্টিসমাগত। (উহা বৃষ্টি তো নহে) বরং উহা হইতেছে সেই আযাব যাহার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছিলে। প্রচণ্ড এক ঝাঝু উহাতে রহিয়াছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আযাব উহার প্রভুর আদেশে উহা সবকিছুকে তছনছ করিয়া ফেলিবে। ফলত তাহারা এইরূপ হইয়া গেল যে, তাহাদের বাসস্থানসমূহ ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখা যাইতেছিল না। এই ভাবেই অনাচারী সম্প্রদায়কে আমি প্রতিফল দিয়া থাকিলাম"। (সূরা, আহকাফ : ২৪ ও ২৫)

১. দুইটি অসঙ্গতি এই শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হাদীসদ্বয় পরিলক্ষিত হইতেছে। ১. হাদীসদ্বয়ে বৃষ্টির সময় পড়িতে হইবে এমন কোন দু'আর উল্লেখ নাই অথচ মেঘমালা দর্শনে কি পড়িবে, শিরোনাম ব্যবহার করা হইয়াছে। বরং হওয়া উচিত ছিল মেঘমালা দর্শনে নবী করীম (সা) কি করিতেন? অথবা মেঘমালা দর্শনে কি করিবে? ২. অন্তত লক্ষণ ধরা সংক্রান্ত হাদীসখানা সম্ভবত পরবর্তী শিরোনামের অধীনে ছিল, হয়ত বা ভুলে এই শিরোনামায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদে মূলের পূর্ণ অনুসরণ করা হইতেছে বলিয়া ইচ্ছাকৃত ভাবেই উহাকে এইভাবে রাখিয়া দেওয়া হইল।

২. অর্থাৎ উত্তম কোন শব্দ বা কথাকে শুভ লক্ষণ রূপে ধরিয়া নিতে আপত্তি নাই। কিন্তু অন্তত লক্ষণ ধরিয়া অযথা দূর্দিনাগ্রস্ত হওয়া অনুচিত।

فَاعْجَبْنِي كَثْرَةَ أُمْتِي قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ قَالُوا : يَا مُحَمَّدُ أَرْضَيْتَ ؟ قَالَ :
نَعَمْ أَيُّ رَبِّ قَالَ : فَلَانَ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمْ
الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُونَ وَلَا يَنْطِيرُونَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قَالَ عَكَاشَةُ
فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ "سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ"

(...) حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَ هُمَامٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ وَ سَأَلَ الْحَدِيثَ .

৯১৯. হযরত আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : একদা হজ্জের মওসুমে আমার উম্মাতকে আমার সম্মুখে (রূপকভাবে) পেশ করা হইল। আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। সমভূমি ও পাহাড় পর্বত তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি সন্তুষ্ট হইলেন? আমি বলিলাম : জি হ্যাঁ। প্রভু বললেন : উপরন্তু ইহাদের সাথে রহিয়াছে সেই সত্তর হাজার ও যাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহারা হইতেছে যাহারা (চিকিৎসার্থে) ঝাঁড়ফুক করায় না, শরীরে দাগ দেওয়ায় না এবং অশুভ লক্ষণ ধরে না বরং তাহাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের উপরই তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে। তখন (সাহাবী) উক্বাশা (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দু'আ করিলেন : প্রভু, উক্বাশাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তখন অপর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও উহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। বলিলেন : উক্বাশা তোমার পূর্বেই এই ব্যাপারে অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। ০০০অপর একটি সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

৬১১ - بَابُ الطَّيْرِ مِنَ الْجَنِّ

৪১১. অনুচ্ছেদ : জিনের আছর হইতে বাঁচিবার অহেতুক তদবী

عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَوْتِي بِالصَّبَّيَّانِ إِذَا وَلَدُوا فَتَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرْكََةِ فَاتِيَتْ
بَصْبِي فَذَهَبَتْ تَضَعُ وَسَادَتَهُ فَإِذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْمَوْسَى ؟
فَقَالُوا : نَجَعَلُهَا مِنَ الْجِنِّ فَأَخَذَتِ الْمَوْسَى فَرَمَتْ بِهَا وَنَهَتْهُمْ عَنْهَا وَقَالَتْ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرِهُ الطَّيْرَةَ وَيَغْضَاهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى عَنْهَا .

৯২০. হযরত আলকামা তাহার মাতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে হযরত আলকামা (রা) এর কাছে দীত হইত। তিনি তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিতেন। একদা আমি একটি

নবজাত শিশুকে নিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত করিলাম। তিনি তাহার বালিশ ধরিতেই একটি ক্ষুর তাহার শিয়রের নিচ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তিনি তখন তাহাদিগকে ক্ষুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা জিনের অনিষ্ট হইতে নবজাতককে বাঁচাইবার জন্য উহা রাখিয়া থাকি। তিনি ক্ষুর তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং এইরূপ করিতে বারণ করিয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) অশুভ-লক্ষণ ধরা অপছন্দ করিতেন এবং কাহাকেও এইরূপ করিতে দেখিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। হযরত আয়েশা (রা) এইরূপ করিতে বারণ করিতেন।

৬১২. - بَابُ الْفَالِ

৪১২. অনুচ্ছেদ : ফাল নেওয়া

৯২১- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ .

৯২১. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন : সংক্রমণ বলিতে কিছু নাই বা অশুভ লক্ষণ বলিতেও কিছু নাই। সুন্দর শব্দাশ্রিত শুভ লক্ষণই আমি ভালবাসি।

৯২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَبَّةُ التَّمِيمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لَا شَيْءَ فِي الْهُوَامِ وَ أَصْدَقُ الطَّيْرِ الْفَالُ وَ الْعَيْنُ حَقٌّ".

৯২২. হাব্বা তামীমী বলেন, তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছেন : তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : জন্তু বা পেঁচকে শুভাশুভের কিছু নাই। শুভ নির্ণয়ে ফালই হইতেছে সবচাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং বদনজর সত্য। অর্থাৎ উহা ভিত্তিহীন নহে।

(ব্যাখ্যা : জীবজন্তুর চলাচল বা আওয়াজকে অনেক সময় অশুভ মনে করা হইয়া থাকে। যেমন সম্মুখ দিয়া বিড়াল অতিক্রম করিলে, পেঁচার শব্দ করিয়া উঠিলে বা কাকের রব শুনিলে অনেকে ইহাকে অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া যাত্রা স্থগিত রাখে। ইহা নেহায়েত অর্থহীন। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় খালি কলসি কাঁখে কোন রমণীকে যাইতে দেখিলেও ইহাকে অশুভ জ্ঞান করিয়া থাকে। আসলে শরী'আতের দৃষ্টিতে উহার কোনই মূল্য নাই।)

৬১৩. - بَابُ التَّبَرُّكِ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ

৪১৩. অনুচ্ছেদ : উত্তম নামকে বরকতের লক্ষণ হিসাবে নেওয়া

৯২৩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمِّلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ حِينَ ذَكَرَ الْعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَنَّ سَهْلًا قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ قَوْمُهُ صَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ هَذَا الْعَامَ

وَيَخْلُوهَا لَهُمْ قَابِلَ ثَلَاثَةِ فَيَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَتَى فَقِيلَ : أَتَى سَهْلٌ سَهْلُ اللَّهِ أَمْرَكُمْ" وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ

৯২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সায়িব (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর যখন হযরত উসমান ইবন আফ্ফান (রা) বলেন : সুহায়লকে তাহার সম্প্রদায় এই সন্ধির প্রস্তাব দিয়া প্রেরণ করিয়াছে যে, এই বৎসর মুসলমানগণ ফিরিয়া যাইবে এবং আগামী বৎসর তাহারা (কুরায়শগণ) তিনদিনের জন্য মক্কা ছাড়িয়া যাইবে (তখন মুসলমানগণ হজ্জ উমরা প্রভৃতি নির্বিবাদে সম্পন্ন করিতে পারিবে।) তখন সুহায়ল আগমন করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন : সুহায়ল আসিয়াছে! আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সহজ (সমাধান) করিয়া দিয়াছেন। রাবী বলেন : এই আবদুল্লাহ ইবন সায়িব নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন।

৬১৬ - بَابُ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ : ঘোড়াতে কুলক্ষণ

৯২৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ وَ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ".

৯২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কুলক্ষণ বলিয়া যাহা আছে বাড়িতে, নারীতে এবং ঘোড়ায়।

৯২৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي الشَّيْءِ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ".

৯২৫. হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) বলেন, কুলক্ষণ যদি কিছুতে থাকিয়া থাকে তবে তাহা হইল নারীতে, ঘোড়াতে এবং বাসস্থানে।

৯২৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثُرَتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "رَدَّهَا، أَدْعُوهَا، وَهِيَ ذَمِيمَةٌ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.

১. সুহায়ল শব্দটি সাহল ধাতু হইতে উৎসারিত, অর্থ সহজ। এই কারণেই নবী করীম (সা) এক্রপ শুভ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাহার এই জাতীয় মন্তব্যের আরও অনেক উদাহরণ হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

৯২৬. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা একটি বাড়িতে অবস্থান করিতাম যেখানে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধন সম্পদ বর্ধিত হইয়াছে অতঃপর আমরা অপর একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হই, যেখানে আমাদের সংখ্যা হ্রাস পাইল এবং আমাদের ধন-সম্পদেও ভাটা পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমরা সেই বাড়িতে ফিরিয়া যাও অথবা বলিলেন : তোমরা এই বাড়ি ছাড়িয়া দাও, কেননা ইহা নিন্দনীয়। রাবী আবু আবদুল্লাহ বলেন, এই রিওয়ায়েতের সনদে এটি আছে।

৬১০ - بَابُ الْعُطَاسِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ : হাঁচি

৯২৭- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ" (۱) فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعُهُ أَنْ يُشَمَّتَهُ وَ أَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَاهُ ضَحِكُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

৯২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। যখন কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং (আল-হামদুলিল্লাহ বলিয়া) আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন প্রত্যেকটি মুসলিম যাহারা তাহা শুনিতে পায়, তাহাদের দায়িত্ব হইয়া দাঁড়ায় তাহার জবাব দেওয়া। আর হাই তোলা হইতেছে শয়তানের পক্ষ হইতে। যথাসাধ্য উহা চাপিয়া থাকা চাই। যখন কোন ব্যক্তি হাই তুলিতে গিয়া বলে হা—তখন শয়তান হাসিয়া উঠে।

৬১৬ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ

৪১৬. অনুচ্ছেদ : হাঁচির সময় কি বলিবে

৯২৮- حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ الْمَلِكُ : رَبُّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ الْمَلِكُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ .

৯২৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ হাঁচি দেয় এবং বলে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ তখন ফেরেশতা বলেন : ‘রাব্বুল আলামীন’ আর যখন সে (আল-হামদুলিল্লাহি) রাব্বিল আলামীন, তখন ফেরেশতারা বলেন : ইয়ারহামুকাল্লাহ—আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন।

১. হাঁচির জবাব দিতে হয় ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলিয়া। অর্থ : আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন! হাঁচি সুস্থতার লক্ষণ, তাই এজন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলিয়া। আর হাই তোলা হইতেছে অলসতা ও অবসন্নতার লক্ষণ তাই যতদূর সম্ভব উহা চাপিয়া থাকিবার নির্দেশ! নবী করীম (সা)-কে কোন দিন হাই তুলিতে দেখা যাইতে না, এ কথাটি স্মরণ করিলে হাই চাপিয়া নেওয়া অনেকটা সহজ হইয়া যায়।

৯২৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا عَطَسَ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ ، فَلْيَقُلْ لَهُ إِخْوَةٌ أَوْ صَاحِبُهُ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ : لَهُ : يَرْحِمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكَ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِكَ

قَالُوا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَتُبْتُ مَا رَوَى فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثَ يُرَوَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ -

৯২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণন, নবী করাম (সা) বলিয়াছেন : যখন কেহ হাঁচি দেয় তখন বলিবে, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ আর যখন সে উহা বলিবে তখন তাহার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’, যখন সে বলিবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ তখন (প্রত্যুত্তরে) তাহার বলা উচিত ‘ইয়াহদীকাল্লাহ’ ওয়ুসলিহ্ বালাকা’ “আল্লাহ তোমাকে সৎপথে রাখুন এবং তোমার অবস্থার সংশোধন করুন”।

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) এই প্রসঙ্গের হাদীসসমূহের মধ্যে এই হাদীসখানা কেই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সনদের বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

৪১৭- بَابُ تَشْمِئَةِ الْعَامِلِ

৪১৭. অনুচ্ছেদ : যে হাঁচি দেয় তাহার জবাব দেওয়া

৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْفَرِيقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُمْ كَانُوا غُرَاةً فِي الْبَحْرِ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ فَأَنْضَمَ مَرْكَبُنَا إِلَى مَرْكَبِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا أُرْسِلْنَا إِلَيْهِ فَاتَانَا فَقَالَ : دَعَوْتُمُونِي وَ أَنَا صَائِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدٌّ مِنْ أَنْ أَجِيبَكُمْ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى أَخِيهِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ إِنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَخِيهِ عَلَيْهِ يَسْلَمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يُشِمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَعُوذُهُ إِذَا مَرِضَ وَ يَحْضُرُهُ إِذَا مَاتَ وَ يَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ»

قَالَ : وَ كَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ يَقُولُ [لِلرَّجُلِ] أَصَابَ طَعَامَنَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَ بَرًّا فَغَضِبَ عَلَيْهِ حِينَ أَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ إِذَا قُلْتَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَ بَرًّا غَضِبَ وَ شَتَمَنِي؟ فَقَالَ أَيُّوبُ إِنَّا كُنَّا نَقُولُ إِنَّ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّرُّ فَأَقْلَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ حِينَ أَتَاهُ جَزَاكَ شَرًّا وَ عَرًّا

فَضَحِكَ وَ رَضِيَ وَقَالَ : مَا تَدْعُ مَزَاحَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ : جَزَى اللَّهُ أَبَا أَيُّوبَ
الْأَنْصَارِيَّ خَيْرًا -

৯৩০. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ আফ্রীকী তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে নৌ-যুদ্ধে যোদ্ধা ছিলেন। (তিনি বলেন) একদা যখন আমাদের জাহাজ হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর জাহাজের নিকটবর্তী হইল এবং আমাদের দুপুরের খাওয়ার সময় হইল, তখন আমরা তাঁহাকে আনার জন্য তাঁহার জাহাজে লোক পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন : তোমরা আমাকে দাওয়াত করিয়াছ অথচ আমি রোযা অবস্থায় আছি। এতদসত্ত্বেও আমি যে তোমাদের আহবানে সাড়া দিলাম, তাহার কারণ হইতেছে আমি রাসুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এক মুসলমানের উপর তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের ছয়টি অনিবার্য কাজ রহিয়াছে। যদি তাহার একটাও কেহ লংঘন করে তবে সে একটি ওয়াজিব হক লংঘন যাহা তাহার উপর তাহার ভাইয়ের হক ছিল।

১. যখন তাহার সাথে সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহাকে সালাম দিবে।
২. যখন সে তাহাকে আহবান করিবে বা দাওয়াত করিবে তখন তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে।
৩. সে যখন হাঁচি দিবে তখন (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলিয়া তাহার হাঁচির জবাব দিবে।
৪. যখন সে রোগগ্রস্ত হইবে, তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে।
৫. সে যখন ইত্তিকাল করিবে, তখন তাহার দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করিবে এবং
৬. সে যখন পরামর্শ চাহিবে, তখন তাহাকে উত্তম পরামর্শ দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন : আমাদের সাথে (ঐ অভিযানে) একজন হাস্যরসিক লোকও ছিলেন। সে আমাদের সাথে ভোজনে শামিল এক ব্যক্তিকে বলিল, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান ওবারীন'—আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু বারবার তাহাকে এইরূপ বলিলে সে ব্যক্তি ক্ষেপিয়া যাইত। তখন সেই হাস্যরসিক ব্যক্তিটি হযরত আবু আইয়ুব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল (হযূর) এই লোকটি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যদি আমি তাহাকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রান ও বারীন' বলি তখন সে ক্ষেপিয়া যায় এবং আমাকে গালি দিতে শুরু করে। হযরত আবু আইয়ুব (রা) বলেন : আমি বলি মঙ্গলে যাহাকে সাজে না অমঙ্গলেই তাহাকে সাজে, সুতরাং তাহার জন্য উহা পাল্টাইয়া দাও। তখন ঐ লোকটি তাহার নিকটে আসিলে তাহাকে বলিল, 'জাযাকাল্লাহু ওয়া শারীন ওয়া আরী' "আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গল ও কঠোর প্রতিদান দিন!" তখন সে ব্যক্তি হাসিয়া উঠিল এবং প্রসন্ন হইয়া গেল এবং বলিয়া উঠিল, তুমি বুঝি তোমার হাস্য-রসিকতা ছাড়িতে পার না! তখন সে বলিল : আল্লাহ আবু আইয়ুব আনসারীকে উত্তম প্রতিদান দিন! (কেননা তাঁহার পরামর্শেই তো ইহা হইল!)

৯৩১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَرْبَعٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ : يَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ ، وَ يَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ
وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يَشْمَتُهُ إِذَا عَطَسَ -

৯৩১. হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি হক রহিয়াছে :

১. যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে।
২. সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন তাহার জানাযায় शामिल হইবে।
৩. সে যখন তাহাকে আহবান করিবে, তখন সে তাহার আহবানে (বা দাওয়াতে) সাড়া দিবে এবং
৪. সে যখন হাঁচি দিবে, তখন তাহার হাঁচির জবাব দিবে।

৯৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَخْوَصُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاطِرِ وَالْقَسِيَّةِ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْحَرِيرِ .

৯৩২. হযরত বারী ইবন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়াছেন এবং সাতটি কাজ হইতে বারণ করিয়াছেন। যে সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন তাহা হইল : ১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, ২. জানাযায় শরীক হওয়া, ৩. যে হাঁচি দেয়, তাহার হাঁচির জবাব দেওয়া, ৪. প্রতিজ্ঞা পালন, ৫. উৎপীড়িতের সাহায্য, ৬. সালামের বহুল প্রচলন এবং ৭. আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেওয়া এবং তিনি আমাদিগকে বারণ করিয়াছেন : ১. স্বর্ণের আংটি, ২. রৌপ্যের বাসনপত্র, ৩. গদীর উপর নরম বিলাসবহুল রেশমী চাদর, ৪. অচল মুদ্রা এবং ৫. ইসতিবরাক (তসর), ৬. দীবাজ, (খাঁটি রেশমী কাপড়) এবং ৭. হারীর খাঁটি রেশমী পোশাক হইতে।

৯৩৩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ" قِيلَ : مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ" .

৯৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই হকগুলি কি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন :

১. যখন তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখন তাহাকে সালাম দিবে।
২. সে যখন তোমাকে আহবান করিবে, তখন তাহার আহবানে সাড়া দিবে।
৩. সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ চাহিবে, তখন উত্তম পরামর্শ দিবে।
৪. সে যখন হাঁচি দিয়া (আল-হামদুলিল্লাহ বলিয়া) আল্লাহর প্রশংসা করিবে, তখন তাহার জবাব দিবে।

৫. সে যখন অসুস্থ হইবে, তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে এবং

৬. সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন তাহার জানাযায় ও দাফন-কাফনে শরীক হইবে।

৬১৮ - بَابُ مَنْ سَمِعَ الْعُطْسَةَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ

৪১৮. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনিয়া ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলা

৯৩৪- حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسِهِ سَمِعَهَا : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الضَّرْسِ وَلَا الْأَذْنَ أَبَدًا .

৯৩৪. খায়সামা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি কাহাকেও হাঁচি দিতে শুনিয়া বলে ‘আল-হামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন আলা কুল্লি হালি’ অর্থাৎ “সর্বাবস্থায় বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা‘আলার প্রশংসা যাবৎ তিনি বর্তমান আছেন” কন্মিনকালেও তাহার দাঁত ও কানের অসুখ হইবে না।

৬১৯ - بَابُ كَيْفَ تَشْمِيتُ مَنْ سَمِعَ الْعُطْسَةَ

৪১৯. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনিলে কিভাবে জবাব দিবে?

৯৩৫- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ : يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَ يُصْلِحَ بِأَلْكُمْ .

৯৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবা করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কেহ যখন হাঁচি দেয় তখন তাহার বলা উচিত ‘আল-হামদুলিল্লাহ্’ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার)। যখন সে বলিবে ‘আল-হামদুলিল্লাহ্’, তখন তাহার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’—“আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন” এবং প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত ‘ইয়া-হু দিকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম’—“আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়ত করুন এবং তোমাকে স্বাস্থ্য প্রদান করুন।”

৯৩৬- حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ وَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَ حَمِدَ اللَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : وَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَأَيْمًا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৯৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই তোলা তিনি অপছন্দ করেন। যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, ('আল-হামদুলিল্লাহ' বলে) তখন অপর যে মুসলমান উহা শুনিতে পায় তাহার উপর হক হইয়া দাড়াই ইহা বলা : 'ইয়ারহামুকা ল্লাহ' আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হউন। আর হাই হইতেছে শয়তানের পক্ষ হইতে। সুতরাং তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির যখন হাই আসে তখন যথাসাধ্য উহা চাপিয়া রাখিবে। তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন হাই তোলে তখন তাহাতে শয়তান হাসিয়া উঠে।

৯৩৭. আবু জামরাহ বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাসকে হাঁচির জবাব দিতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি :

عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ

“আল্লাহ আমাকে এবং তোমাকে দোষহ হইতে রক্ষা করুন! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হউন”!!

৯৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (সা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আল্লাহর প্রশংসা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার জবাবে বলিলেন : “ইয়ারহামুকা ল্লাহ”। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি হাঁচি দিল কিন্তু তাহার জবাবে তিনি কিছুই বলিলেন না। তখন সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অপর লোকটির হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার জবাব কিছুই বলিলেন না? তিনি বলিলেন : সে তো আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে কিন্তু তুমি তো কিছুই বল নাই।

৬২- بَابُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ لَا يُشَمَّتْ

৪২০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর প্রশংসা না করিলে হাঁচির জবাব দিতে নাই

৯৩৯. সুলায়মান তায়মী বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাঁচি দিল, তখন নবী করীম (সা) একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপরজনের

হাঁচির কোন জবাব দিলেন না। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আপনি অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির তো জবাব দিলেন না? তিনি বলিলেন : সে তো আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে অথচ তুমি আল্লাহর প্রশংসা কর নাই।

৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَخُو ابْنِ عَلِيَّةٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَلَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخَرِ ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ مِنْهُمَا فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُشَمِّتْهُ وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمَدَ اللَّهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الشَّرِيفُ : عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي وَعَطَسَ هَذَا الْآخَرُ فَشَمَّتَهُ فَقَالَ "إِنْ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكَرْتُهُ وَأَنْتَ نَسِيتَ اللَّهَ فَنَسَيْتَكَ" .

৯৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসিলেন। একজন অপরজনের চাইতে বেশি সম্ভ্রান্ত। তখন তাহাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি হাঁচি দিল কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করিল না (অর্থাৎ “আল-হামদুলিল্লাহ” বলিল না)! নবী করীম (সা)ও তাহার হাঁচির কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর অপর ব্যক্তিটি হাঁচি দিল এবং (আল-হামদুলিল্লাহ বলিয়া) আল্লাহর প্রশংসা করিল, তখন নবী করীম (সা) তাহার হাঁচির জবাব দিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমি আপনার সামনে হাঁচি দিলাম কিন্তু আপনি তাহার কোন জবাব দিলেন না। অথচ এই অপর ব্যক্তিটি হাঁচি দিল এবং আপনি তাহার জবাবও দিলেন! (ব্যাপাটা কি?) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ঐ ব্যক্তিটি আল্লাহকে স্মরণ করিয়াছে সুতরাং আমিও তাহাকে স্মরণ করিয়াছি আর তুমি আল্লাহকে ভুলিয়া রহিয়াছ সুতরাং আমিও তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি।

৬২১- بَابُ كَيْفَ يَبْدَأُ الْعَاطِسُ

৪২১. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা কি বলিবে ?

৯৬১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَقَالَ يَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُنَا وَلَكُمْ .

৯৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন হাঁচি দিতেন এবং তাহার জবাবে বলা হইত ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতেন :

يَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُنَا وَلَكُمْ .

“আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে দয়া করুন ও আমাকে এবং তোমাকে ক্ষমা করুন।”

৯৬২. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ مَنْ يَرُدُّ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ .

৯৪২. আবদুর রহমান হযরত আবদুল্লাহ্ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন তাহার বলা উচিত : **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** : আল-হামদুলিল্লাহি' রাব্বিল আলামীন। (অর্থ সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর) আর যে জবাব দিবে তাহার বলা উচিত : **يَرْحَمُكَ اللَّهُ** (ইয়ারহামুকাল্লাহ্) এবং প্রত্যুত্তরে প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত : **اللَّهُ لِي وَلَكُمْ** অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করুন।

৯৪৩. **حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَىٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " هَذَا مَزْكُومٌ "** .

৯৪৩. ইয়াস ইব্ন সালমা তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাঁচি দিল। তখন নবী করীম (সা) 'ইয়ার হামুকাল্লাহ্' বলিলেন সে পুনরায় হাঁচি দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : এই ব্যক্তি তো সর্দিগ্রস্ত।

৪২২- **بَابُ مَنْ قَالَ يَرْحَمُكَ إِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ**

৪২২. অনুচ্ছেদ : 'তুমি যদি আল্লাহর প্রশংসা করিয়া থাক তবে আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন' বলা

৯৪৪. **حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارَةُ بْنُ زَادَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَكْحُولُ الْأَزْدِيُّ قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ -**

৯৪৪. মাকহুল আযদী বলেন, আমি একদা হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি মসজিদের এক পার্শ্বে হাঁচি দিয়া উঠিল। তখন ইব্ন উমর (রা) বলিলেন : **يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ** "তুমি যদি আল্লাহর প্রশংসা করিয়া থাক, তবে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন।"

৪২৩- **بَابُ لَا يَقُلْ أَبُ**

৪২৩. অনুচ্ছেদ : 'আ-বা' বলিবে না

৯৪৫. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : عَطَسَ ابْنُ لَعْبِدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ - فَقَالَ : أَبُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَمَا أَبُ ؟ إِنْ أَبَ اسْمُ شَيْطَانٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ جَعَلَهَا بَيْنَ الْعُطْسَةِ وَالْحَمْدِ -**

৯৪৫. মুজাহিদ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের এক পুত্রকে (নাম আবু বকর অথবা উমর ছিল) হাঁচির সময় 'আ-বা' বলিতে শুনিয়া বলিলেন : 'আ-বা' আবার কি ? 'আ-বা'

তো হইতেছে শয়তানের মধ্যকার একটি শয়তানের নাম। ইহাকে হাঁচি ও আল-হামদুলিল্লাহর মধ্যে ভরিয়া দিয়াছে।

৪২৪- بَابُ إِذَا عَطَسَ مِرَارًا

৪২৪. অনুচ্ছেদ : পুনঃ পুনঃ হাঁচি আসিলে

৯৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَذَا مَزْكُومٌ"

৯৪৬. ইয়াস ইবন সালামা বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়া উঠিল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'! অতঃপর সে ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে নবী করীম (সা) বলিলেন : এই ব্যক্তি তো সর্দিগ্রস্ত।

৯৪৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمَّتَهُ وَاحِدَةً وَاتَّخَذَتَيْنِ وَثَلَاثًا فَمَا كَانَ بَعْدَ هَذَا فَهُوَ زُكَامٌ-

৯৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হাঁচি প্রদানকারীর জবাব দাও, একবার দুইবার তিনবার ইহার পর যাহা তাহা সর্দি (অর্থাৎ সর্দির প্রভাব সূতরাং উহাতে আল-হামদুলিল্লাহ বা জবাব দেওয়া প্রয়োজন নাই)।

৪২৫- بَابُ إِذَا عَطَسَ الْيَهُودِيُّ

৪২৫. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ইয়াহুদী হাঁচি দেয়

৯৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ "يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِالْكُم"

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ الدَّيْلَمِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِمِثْلَهُ-

৯৪৮. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা) 'ইয়ার হামুকাল্লাহ্' বলিবেন এই আশায় তাহার দরবারে আসিয়া হাঁচি দিত। কিন্তু (তাহা না বলিয়া তিনি বলিতেন : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِالْكُم : "আল্লাহ্ তোমাদিগকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা ঠিক করিয়া দিন।" হযরত আবু বুরদার সূত্রে অপর একটি রিওয়ায়েতে হুবহু বর্ণনা রহিয়াছে।

٩٤٩- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ [بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ الْكِنْدِيُّ] وَأَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ [الْحَضْرَمِيُّ الصَّفَّارُ] قَالَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرْزِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسْتُ فَشَمِّتَهَا فَأَخْبَرْتُ أُمِّي فَلَمَّا أَنْ آتَاهَا وَقَعَتْ بِهِ وَقَالَتْ عَطَسَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسْتُ فَشَمِّتَهَا فَقَالَ لَهَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ وَإِنْ ابْنِي عَطَسَ فَلَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَمْ أَشَمِّتْهُ وَعَطَسْتُ فَحَمِدَتِ اللَّهَ فَشَمِّتَهَا فَقَالَتْ أَحْسَنْتِ

٤٢٨- بَابُ التَّائِبِ

٩٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظَمْ مَا اسْتَطَاعَ .

৯৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও হাই আসে তখন সে উহা যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিবে।

৪২৮- بَابُ مَنْ يَقُولُ لَبَيْكَ عِنْدَ الْجَوَابِ

৪২৮. অনুচ্ছেদ : ডাকের জবাবে হাযির বলা

৯০৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " يَا مُعَاذُ " قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدِيكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ " يَا مُعَاذُ " قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدِيكَ قَالَ " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ " .

৯০৬. হযরত মু'আয (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর পিছনে একই বাহনের আরোহী ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন : হে মু'আয, জবাবে আমি বলিলাম : লাভবায়ক ও সাদায়েক—হাযির আছি, খাদেম হাযির। অতঃপর তিনি পুনঃ পুনঃ তিনবার এইরূপ বলিলেন। তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী ? (হক হলো) তাহারা তাঁহার ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত অপর কাহাকেও শরীক করিবে না। অতঃপর কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হইতেই আবার ডাকিলেন : মু'আয! আমি পুনঃ জবাব দিলাম : লাভবায়ক ও সাদায়েক! বলিলেন : জান কি মহামহিম আল্লাহর উপর বান্দার কী হক, যখন বান্দা তাঁহার সে হক আদায় করিয়া চলে ? (তা হলো) তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না।

৪২৯- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ

৪২৯. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির তাহার ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানো

৯০৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عُمِّي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوَجَّأَ فَوَجَّأً يَهْتَوْنِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لَتَهْنُكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَاذًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ يَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَتَانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ لَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ .

৯০৭. আবদুল্লাহ ইবন কা'ব হইতে বর্ণিত কা'আবের অঙ্কত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেন—আবদুল্লাহ, কা'আব ইবন মালিককে তাবুক যুদ্ধের সময়

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যান নাই, পিছনে থাকিয়া যান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তাওবা কবূল করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযের সময় আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের তাওবা কবূল করার কথা ঘোষণা করিলেন। ইহা শুনামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া আমার তাওবা কবূল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাইতে লাগিল। তাহারা বলিতেছিল : আমরা আপনার তাওবা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এমতাবস্থায় আমি গিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন রহিয়াছেন। তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৌড়াইয়া আসিয়া আমার সহিত মোসাফাহা (করমর্দন) করিলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন। কসম আল্লাহ্র মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেহই আমার দিকে উঠিয়া আসেন নাই। আমি তালহার এ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি কখনও ভুলিতে পারিব না।

৯০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ائْتُوا خَيْرَكُمْ أَوْ سَيِّدَكُمْ " فَقَالَ " يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ " فَقَالَ سَعْدٌ أَحْكَمْ فِيهِمْ أَنْ تُقَاتِلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِيَ ذُرِّيَّتَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ " أَوْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ .

৯০৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, (মুসলমানগণ এবং বনু কুরায়যা গোত্রের ইয়াহুদীদের বিরোধের ব্যাপারে ইয়াহুদী) লোকেরা যখন সাদ ইব্ন মু'আযের ফয়সালাকে মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল তখন তাহার জন্য লোক পাঠানো হইল। তিনি একটি গাধায় চড়িয়া আসিলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে অথবা বলিয়াছেন : তোমাদের সর্দারকে অভ্যর্থনা কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হে সা'দ! উহারা তোমার ফয়সালা মানিবে বলিয়া তাহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, (সুতরাং তুমি উহাদের ব্যাপারে তোমার ফয়সালা শুনাইয়া দাও!) তখন সা'দ (রা) বলিলেন : উহাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হইল, তাহাদের মধ্যকার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হইবে এবং তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে বন্দী করা হইবে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি আল্লাহ্র অভীষ্ট অনুযায়ী ফয়সালা দিয়াছ অথবা বলিলেন : তুমি মালিকের হুকুম-মুতাবিক ফয়সালা দিয়াছ।

৯০৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كِرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ .

৯০৭ হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে দেখিয়া সাহাবাগণ যত প্রীত হইতেন, আর কাহাকেও দেখিয়া তাহারা ততটুকু প্রীত হইতেন না, অথচ তাহারা যখন তাঁহাকে দেখিতেন, তখন

তাহার জন্য (সম্মানার্থে) কখনো উঠিয়া দাঁড়াইতেন না যেহেতু তাহা যে তাহার অপসন্দনীয় তাহার জানিতেন।^১

৯০৪- جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّضَرُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَاهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يَجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ وَكَانَتْ إِذَا آتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ رَحَبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَتَاهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَرَحَبَ وَقَبَّلَهَا وَأَسَرَ إِلَيْهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَسَرَ إِلَيْهَا فَضَحَكَتْ فَقُلْتُ لِلنِّسَاءِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنْ لِهَذِهِ الْمِرْأَةُ فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ بَيْنَهَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَسَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَتْ إِنِّي إِذَا لَبَذَرْتُ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ أَسَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنِّي مَيِّتٌ فَبَكَيتُ ثُمَّ أَسَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي بِي لِحُوقًا فَسَرَرْتُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَنِي .

৯৫৮. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কথাবার্তায় উঠাবসায় ফাতিমার চাইতে নবী করীম (সা)-এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল আর কেহই ছিলেন না। তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সা) যখন তাহাকে দেখিতেন, তাহাকে খোশ-আমদেদ জানাইতেন, তাহার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাকে চুম্বন দিতেন। অপরদিকে নবী করীম (সা) তাহার নিকট গমন করিলে তিনিও তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন এবং উঠিয়া চুম্বন করিতেন। নবী করীম (সা)-এর অন্তিম রোগের সময় তিনি তাহার সদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি খোশ-আমদেদ জানাইলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিলেন এবং তাহাকে কী যেন কানে কানে বলিলেন। তিনি (ফাতিমা) তাহাতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি কানে কানে আরও কী যেন বলিলেন : এইবার তিনি (ফাতিমা) হাসিয়া উঠিলেন। আমি তখন উপস্থিত মহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আমি মনে করিতাম নারী জাতির মধ্যে এই মহিলাই অনন্যা, কিন্তু এখন দেখিতেছি ইনি একজন সাধারণ মহিলাই, কখনো তিনি কাঁদিয়া ফেলেন, আবার কখনো হাসিয়া উঠেন! (যার কোন অর্থই হয় না) তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কী বলিলেন? বলিলেন : আপাতত এ.রহস্য আমি ফাঁস করিতে পারিব না।

১. ইমাম তিরমিযী (র)ও এই হাদীসখানা রিওয়াযাত করিয়া উহাকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এছাড়া আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবু উমামার প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আজমীদের তথা বিজাতীয়দের মতো দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিও না; তাহারা একে অপরকে দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করে।

অতঃপর যখন নবী করীম (সা)-এর ইত্তিকাল হইল, তখন তিনি (ফাতিমা) বলিলেন : প্রথমবার তিনি কানে কানে বলিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু আসন্ন, তাই আমি কাঁদিয়াছিলাম। অতঃপর কানে কানে বলিয়াছিলেন, আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই (ইত্তিকাল করিয়া) আমার সাথে গিয়া মিলিত হইবে, ইহাতে আমি খুশি হই এবং উহা আমার কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। (তাই তখন আমি হাসিয়া উঠি)।

৬৩- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ

৪৩০. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো

৯০৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يَسْمَعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا - فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِائِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " .

৯৫৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আমরা তাঁহার পশ্চাতে নামায পড়িলাম অথচ তিনি তখন উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন আর আবু বকর (রা) (মুকান্বির হিসাবে) তাঁহার তাকবিরাদি জামা'আতের লোকজনকে শুনাইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দিকে তাকাইলেন এবং আমাদের দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি আমাদের বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তখন আমরাও বসিয়া পড়িলাম এবং উপবিষ্ট অবস্থায়ই তাঁহার সাথে নামায পড়িলাম। যখন তিনি সালাম ফিরাইলেন, তখন বলিলেন : তোমরা তো পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের মত কার্য শুরু করিয়া দিয়াছিলে, তাহারা তাহাদের রাজা-বাদশাহদের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে অথচ তাহারা (রাজা-বাদশাহগণ) থাকে উপবিষ্ট অবস্থায়। তোমরা এরূপ করিও না। তোমরা তোমাদের ইমামগণের অনুসরণ করিবে। ইমাম যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়েন, তবে তোমরাও দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায আদায় করিবে, আর তাহারা যদি উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়েন, তবে তোমরাও উপবিষ্ট অবস্থায়ই নামায আদায় করিবে।'

১. হযরত আমাদের এক রিওয়ায়েতের মাধ্যমে জানান যে, একবার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া হযরত (সা)-এর ডানপার্শ্ব ছিলিয়া যায়। এই সময় তিনি এক নামায বসিয়া পড়ান এবং উত্তমরূপে হুকুম দেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত অপর এক রিওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, নবী (সা)-এর অস্ত্রিম রোগের সময়ও একবার তিনি বসিয়া নামায পড়ান অথচ মুক্তাদীগণ দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায আদায় করেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মানা করেন নাই। এই জন্য ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'রী (র)-এর মতে, ইমাম যদি উপবিষ্ট অবস্থায়ও নামায পড়ান আর মুক্তাদীগণ দণ্ডায়মান থাকেন তবে ইহা দুরন্ত আছে।

৪২১- بَابُ إِذَا تَنَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَيْهِ

৪৩০. অনুচ্ছেদ : হাই উঠিলে মুখে হাত দিবে

৯৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ " .

৯৬০. হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও হাই আসে, তখন সে যেন তাহার হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। কেননা (তাহা না করিলে) শয়তান মুখে প্রবেশ করে।

৯৬১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ .

৯৬১. হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, যখন কোন ব্যক্তির হাই আসে তখন তাহার হাত মুখে চাপিয়া ধরা উচিত। কেননা উহা শয়তানের প্রভাবেই হইয়া থাকে।

৯৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ " .

হাদীস খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কাহারো যখনই হাই আসে, তখন তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা শয়তান উহাতে ঢুকিয়া পড়ে।

হযরত আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির যখন হাই আসে, তখন তাহার হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া নেওয়া উচিত। কেননা শয়তান উহাতে ঢুকিয়া পড়ে।

৪২২- بَابُ هَلْ يُفْلَى أَحَدٌ رَأْسَ غَيْرِهِ

৪৩২. অনুচ্ছেদ : অপরের মাথায় উকুন বাছাই করা

৯৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ

فَتَطْعَمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ فَاطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تُفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ
ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ .

৯৬৩. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই মিলহান-দুহিতা উম্মু হারামের ঘরে তাশরীফ নিতেন এবং তিনি (উম্মু হারাম) তাঁহাকে খাওয়াইতেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইবন সামিতের পত্নী। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাশরীফ নিলেন এবং উম্মে হারাম তাঁহাকে খানা খাওয়াইলেন এবং অতঃপর তাঁহার মাথার উকুন বাহার মত চুল নাড়াচড়া করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘুম পাইল এবং (অল্পক্ষণ পরেই) তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি তখন হাসিতে ছিলেন।

৯৬৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَةَ أَبُو هِشَامٍ
الْمَخْزُومِيُّ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حُزْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُطِيبٍ
عَنِ الْحَسَنِ [الْبَصْرِيِّ] عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ "هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبْرِ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى فِيهِ
تَبِيعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا مِنْ ضَيْفٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "نِعَمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ
وَالْكَثْرَةُ سِتُّونَ وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيمَةَ وَمَنْحَ الْغَزِيرَةِ
وَنَحَرَ السَّمِينَةِ فَآكَلَ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْرَمُ هَذِهِ
الْأَخْلَاقِ لَا يَحِلُّ بِوَادٍ أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةٍ نَعْمَى فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ؟ قُلْتُ
أَعْطَى الْبَكْرَ وَأَعْطَى النَّابَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمُنِيحَةِ؟ قَالَ أَنَّى لَا مَنَحُ
الْمَاءِ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطُّرُوقَةِ؟ قَالَ يَغْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ وَلَا يُوزَعُ رَجُلٌ
مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ فَيَمْسِكُ مَا بَدَّالَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا لَكَ
أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالٌ مَوَالِيكَ؟ [قَالَ مَالِي] قَالَ فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ
فَأَفْنَيْتَ أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ" فَقُلْتُ لَا جَرَمَ لَنَنْ رَجَعْتُ
لَأَقْلَنَ عِدْدَهَا فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ خُذُوا عَنِّي فَإِنَّكُمْ لَنْ
تَأْخُذُوا عَنْ أَحَدٍ هُوَ أَنْصَحُ لَكُمْ مِنِّي لَا تَنْوَحُوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْحَ
عَلَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَكَفَّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ
أُصَلِّي فِيهَا وَسَوِّدُوا أَكَابِرَكُمْ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَّدْتُمْ أَكَابِرَكُمْ لَمْ يَزَلْ لَابِيكُمْ فِيكُمْ
خَلِيفَةٌ وَإِذَا سَوَّدْتُمْ أَصَاغِرَكُمْ هَانَ أَكَابِرَكُمْ عَلَى النَّاسِ وَزَهَّدُوا فِيكُمْ وَأَصْلَحُوا

عَيْشَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ غِنًى عَنْ طَلِبِ النَّاسِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْكَرَمِ
وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَوُّوْا عَلَى قَبْرِى فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَىِّ
مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ خُمَاشَاتٍ فَلَا أَمِنْ سَفِيْهَا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِى
دِينِكُمْ -

قَالَ عَلَىٰ فَذَاكَرْتُ أَبَا النُّعْمَانِ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ فَقَالَ أَتَيْتُ الصَّعْقَ بْنَ حُزْنَ فِى
هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ فَقِيلَ لَهُ عَنِ الْحَسَنِ ؟ قَالَ يُؤْنَسُ بْنُ عَبِيدٍ
عَنِ الْحَسَنِ قِيلَ لَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ يُؤْنَسٍ ؟ قَالَ لَا حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مَطِيبٍ عَنْ
يُؤْنَسَ بْنِ عَبِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ فَقُلْتُ لِأَبِى النُّعْمَانِ فَلَمْ تَحْمَلْهُ ؟ قَالَ لَا
ضِيَعْنَاهُ .

৯৬৪ হাসান (বাসরী) (র) বলেন, কায়স ইব্ন আসম সাদী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন : ইনি হইতেছেন তাঁব্বাসীদের সর্দার! আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কী পরিমাণ মাল থাকিলে কোন যাচঞাকারী বা মেহমানের আমার উপর কোন হক অবশিষ্ট থাকিবে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : চল্লিশটি (পশু সংখ্যা) উত্তম, আর উর্ধ্বতম সংখ্যা হইতেছে ষাট, আর দুই শতের মালিকদের তো বিপদ। অবশ্য যে ব্যক্তি উট বা বকরী সাদাকা প্রদান করে তাহার পশু দ্বারা অপরের উপকার করে এবং হুটপুট পশু যবাই করে যাহাতে নিজেও খাইতে পারে এবং ভদ্র স্বভাবের অভাবীদিগকে এবং যাচঞাকারীদিগকেও খাওয়াইতে পারে (তাহার জন্য ভাবনার কোন কারণ নাই। কারণ সে মালের হক আদায় করিতেছে)। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহা তো অতি উত্তম স্বভাব কিন্তু আমি যে প্রান্তরে বাস করি, সেখানে তো কেহ আমার পশুর প্রাচুর্যের কারণে আসে না, আমি তাহাকে খাওয়াইতে পারি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তুমি কিরূপ পশু দান-খয়রাত করিয়া থাক? আমি বলিলাম, দাঁতাল ও দাঁতহীন উভয় প্রকারের পশুই দান করিয়া থাকি। মহানবী (সা) বলিলেন : তুমি কিভাবে দুধপানের জন্য উষ্ট্রী ধার দিয়া থাক? আমি বলিলাম, আমি শত সংখ্যক দান করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : প্রজননের ব্যাপারে (যদি কেহ তোমার পশুপালের সাহায্য নিতে চায় তখন) তুমি কি করিয়া থাক? আমি বলিলাম, লোকজন তাহাদের গর্ভ গ্রহণকারিণী উটনী নিয়া আসে এবং আমার উষ্ট্রপালের মধ্যকার যে উষ্ট্রটিকে প্ররোচিত করিতে পারে, তাহা লইয়া যায় এবং যতদিন তাহার প্রয়োজন থাকে উহা তাহার কাছে রাখিয়া দেয়, প্রয়োজন শেষে আবার উহা ফিরাইয়া দিয়া যায়। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার নিজের মাল তোমার কাছে অধিকতর প্রিয় নাকি তোমার উত্তরাধিকারীদের মালই তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়? রাবী বলেন, আমার মাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার মাল হইল ঐ মাল যাহা তুমি নিজে পানাহারের মাধ্যমে ভোগ করিয়া লও অথবা নিজে (আল্লাহর রাহে) দান করিয়া ফেল, তাহা ছাড়া অবশিষ্টসমূহ সম্পদই তোমার উত্তরাধিকারীদের মাল। (কারণ উহা শেষ পর্যন্ত তাহাদেরই দখলে আসিবে) তখন আমি বলিলাম, এইবার ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই উহার সংখ্যা কমাইয়া ফেলিব।

অতঃপর (নবীজীর খেদমত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) যখন তাহার মৃত্যুর সময় আসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি তাহার পুত্রদিগকে ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং বলিলেন : বৎসগণ! তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর, কেননা আমার চাইতে তোমাদের অধিকতর মঙ্গলকামী উপদেশদাতা আর কাহাকেও পাইবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ (করার ব্যবস্থা তোমরা) করিও না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইত্তিকালের পর তাঁহার জন্য বিলাপ-এর ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমি নবী করীম (সা)-কে বিলাপের ব্যাপারে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। আর আমার কাফন দিবে সেই বস্ত্রে যে বস্ত্রে আমি নামায পড়িতাম। তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সর্দার নির্বাচিত করিবে। কেননা যাবত তোমরা তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সর্দার বানাইতে থাকিবে, তাবৎ তোমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিত্ব তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে। আর যখন তোমরা তোমাদের মধ্যকার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে সর্দার নির্বাচিত করিবে, তখন লোকসমক্ষে তোমাদের পিতৃপুরুষের অবমাননা সূচিত হইবে এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যুদ্ধ (সংসারের প্রতি অনাসক্তি)-এর প্রেরণা যোগাইও। নিজেদের সংসার ধর্ম সমুন্নত রাখিও, কেননা ইহাতে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না। তোমরা শিক্ষাবৃত্তি হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। কেননা উহা হইতেছে নিকৃষ্টতর পেশা। আর যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে, তখন আমার কবর মাটির সহিত মিলাইয়া সমান করিয়া দিবে। কেননা আমার এবং ঐ পার্শ্ববর্তী জনপদে বসবাসরত বকর ইবন ওয়ায়েল গোত্রের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য চলিত। পাছে তাহাদের মধ্যকার কোন নির্বোধ ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করিয়া বসে, তোমাদের পক্ষ হইতে যাহার পাল্টা ব্যবস্থা তোমাদের দীন ধর্মের জন্য অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে।

৬৩৩- بَابُ تَحْرِيكِ الرَّأْسِ وَغَضُّ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ التَّعْجِبِ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ : বিশ্বয়ের ক্ষেত্রে মাথা দোলানো ও দাঁত দিয়া ঠোট চাপিয়া ধরা

৯৬৫- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْضُوءٍ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ وَغَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ قُلْتُ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي أُذَيْتُكَ ؟ قَالَ " لَا وَلَكِنَّكَ تَذْرِكُ امْرَأً أَوْ أَيْمَةً يُؤَاخِرُونَ الصَّلَاةَ لَوْفَتِهَا " قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُونِي قَالَ " صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْفَتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّهِ وَلَا تَقُولَنَّ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي " .

৯৬৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর ওয়ূর পানি দিয়া আসিলাম, তিনি তখন মাথা দুলাইলেন এবং দাঁতের দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে কষ্ট দিলাম? বলিলেন : না

- প্রতিহিংসাবশত যদি প্রতিদ্বন্দ্বী কবিলার কোন নির্বোধ ব্যক্তি লাশের সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিয়া বসে, তবে হয়ত ইহার পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় তাহার পুত্ররা শরী'আতের গণ্ডির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইবেন না, তাই মরুচারী সাহাবী তাঁহার পুত্রগণকে পূর্ব হইতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়া গেলেন। লক্ষণীয়, নিজের লাশের অবমাননা দুষ্চিন্তার কারণ নহে, দুষ্চিন্তার কারণ হইতেছে পাছে পুত্র সন্তানগণ শরী'আতের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বসে! আল্লাহর ভয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের অন্তরে কিভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, উহার একটি নমুনা ই আমরা এই মরুচারী সাহাবীর উপদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলাম।

তাহা নহে। বরং (ব্যাপার হইতেছে) তুমি এমন অনেক আমীর ও ইমামের দেখা পাইবে, যাহারা সময়মত নামায আদায় করিবে না, দেহিতে নামায পড়িবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এই ব্যাপারে আপনি আমাকে কী হুকুম করেন ? তিনি বলিলেন : তুমি সময় মতই নামায আদায় করিয়া নিবে, তারপর যদি তাহাদের সহিত মিলিত হও, তবে তাহাদের সাথেও নামায পড়িয়া নিবে, কখনও বলিবে না যে, আমি তো নামায পড়িয়া নিয়াছি, তাই আর পুনরায় পড়িব না।

৬২৬- بَابُ ضَرْبِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ أَوْ الشَّيْءِ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ : বিশ্বয়ের ক্ষেত্রে উরুতে হাত মারা

৯৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَقَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " أَلَا تُصَلُّونَ " فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسَنَا عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئٍ ثُمَّ سَمِعْتُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخْذَهُ يَقُولُ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف : ৫৬] .

৯৬৬. হযরত আলী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এবং নবী দুহিতা ফাতিমার দরজায় করাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি (রাতের নফল) নামায পড়িবে না ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর হাতে, যখন তাঁহার মর্জি হইবে তখনই আমরা উঠিব। তখন নবী করীম (সা) আমার কথার কোনই উত্তর না করিয়া ফিরিয়া গেলেন এবং যাইতে তাহাকে উরুতে হাত মারিয়া বলিতে শুনিলাম : جَدَلًا " এবং মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই ঝগড়াপ্রবণ" (সূরা কাহাফ : ৫৪)।

৯৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ اتَّزَعَمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ أَيْكُونُ لَكُمْ الْمَهْنَةُ وَعَلَى الْمَأْثَمِ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْآخَرَى حَتَّى يُصْلِحَ " .

৯৬৭. আবু রাযীন বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি তাহার নিজের ললাটে আঘাত করিয়া বলিতেছেন : হে ইরাকবাসীরা! তোমরা কি মনে কর হাদীস বর্ণনার নামে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করিতেছি ? তোমরা আনন্দ করিবে আর আমার মাথার উপর

১. যে কোন মূল্যে যে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখিতে হইবে, উহারই প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইঙ্গিত করিলেন।

গোনাহর বোঝা থাকিবে? আমি সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির এক জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যায় তখন সে যেন অপর জুতা পায়ে দিয়া না হাটে-যাবত না উহা মেরামত করিয়া লয়।

৬২০- بَابُ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ فَخَذَ أَخِيهِ وَلَمْ يُرْدِ بِهِ سُوءًا

৪৩৫. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের উরুতে থাপ্পড় মারিয়া কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়

৯৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو مُعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ زِيَادٍ قَدْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ فَمَا تَأْمُرُ؟ فَضَرَبَ فَخَذِي ضَرْبَةً (أَحْسِبُهُ قَالَ حَتَّى أَثَرُ فِيهَا) ثُمَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخَذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخَذَكَ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلِّي .

৯৬৮. আবুল আলিয়া বারা বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবন সামিত (রা) আমার বাড়ির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, আমি তাহার জন্য চেয়ার বাড়াইয়া দিলাম। তিনি তাহাতে বসিলেন। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আচ্ছা ইবন যিয়াদ যে নামায দেহিতে পড়িতে শুরু করিল, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করিতে বলেন? তখন তিনি আমার উরুতে একটি থাপ্পড় মারিলেন। (রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি এ প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, উহার আঘাত আমার উরুতে যেন লাগিয়াও ছিল।) তারপর তিনি বলিলেন, হুবহু এই প্রশ্নটি আমি হযরত আবু যারকে করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার উরুতে থাপ্পড় মারিলেন। যেমনিভাবে তোমার উরুতে আমি থাপ্পড় মারিলাম, তখন তিনি বলিলেন, তুমি ওয়াক্ত মতই নামায পড়িয়া লইবে, যদি পরে তাহাদের সহিত মিলিত হও তবে (তাহাদের সাথে) নামায পড়িয়া নিবে, তবুও বলিবে না, আমি তো নামায পড়িয়া নিয়াছি, সুতরাং এখন আর নামায পড়িতেছি না।”

৯৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَّامَانِ فِي أُطْمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحِلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟" فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ فَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَضَهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ "أَمَنْتُ

بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ" ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ "مَاذَا تَرَى" ؟ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "خَلَطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ" قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنِّي خَيَّاتُ لَكَ خَبِيرًا" قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ "أَخْسَا فَلَمْ تَعُدْ قَدْرَكَ" قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَاذَنُ لِي فِيهِ أَنْ أُضْرِبَ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنْ يَكُ هُوَ" لَا تَسْلُطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ "

قَالَ سَالِمٌ وَسَمِعْتُ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَابْنُ أَبِي كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمًا إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقَى بِجَذْوَعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَسْمَعُ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقَى بِجَذْوَعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ (وَهُوَ اسْمُهُ) هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَّا هِيَ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ تَرَكَتُهُ لَبَيِّنٌ "

قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ "إِنِّي أَنْذَرُكُمْوَهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ بِهِ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ .

৯৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একদল সাহাবীসহ ইবন সাইয়াদের খোঁজে বাহির হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহাকে বনি মাগাল গোত্রের দুর্গে ছেলেপেলেদের সাথে খেলায় রত অবস্থায় পাইলেন। ইবন সাইয়াদ তখন প্রায় বালিগ হয় হয়। তাহাদের উপস্থিতি সে টের পায় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ পর্যন্ত পবিত্র হস্তে তাহার পিঠে থাপ্পড় মারিলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ? সে তখন তাহার দিকে তাকাইল এবং বলিয়া উঠিল : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষরদের নবী। ইবন সাইয়াদ বলিল : আমি যে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ আপনি কি তাহার সাক্ষ্য দেন ? নবী করীম (সা) তখন তাহার কাঁধে থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন : আমি আল্লাহর প্রতি এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। অতঃপর তিনি ইবন সাইয়াদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তুমি কি দেখিতে পাও ? ইবন সাইয়াদ বলিল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়টাই আসে। প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সা) বলিলেন, ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হইয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি তোমার কাছে একটি ব্যাপার গোপন করিতেছি। (অর্থাৎ আমি মনে মনে একটি জিনিসের কথা চিন্তা করিতেছি যাহা তোমার কাছে প্রকাশ করিতেছি না।) সে বলিল : উহা হইতেছে দুখ

(ধুয়া) [অন্য হাদীসের দ্বারা জানা যায় নবী করীম (সা) তখন সূরা দুখানের কথাই ভাবিতেছিলেন। (দুখান অর্থ ধোয়াই)] নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না। হযরত উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে উহার গর্দান মারিতে অনুমতি দেন? নবী করীম (সা) বলিলেন : যদি সে (অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে প্রকাশমান দাজ্জাল) হইয়া থাকে, তবে তুমি তাহার সহিত পারিয়া উঠিবে না, আর যদি সে না হইয়া থাকে, তবে তাহার হত্যায় তোমার কোন মঙ্গল নাই।

রাবী সালিম বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমরকে বলিতে শুনিয়াছি, ইহার পর আর একবার নবী করীম (সা) এবং উবাই ইবন কা'ব (রা) সেই খেজুর বাগিচায় গিয়াছিলেন সেখানে ইবন সাইয়াদ ছিল। নবী করীম (সা) যখন সেখানে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি সংগোপনে খেজুর গাছের কাণ্ডের আড়ালে ইবন সাইয়াদ তাঁহাকে দেখিবার পূর্বেই সে যাহা বলিয়া যাইতেছিল, তাহা শুনিতে লাগিলেন। ইবন সাইয়াদ তখন একটি কম্বল গা-মোড়া দিয়া তাহার বিছানায় শায়িত অবস্থায় কী যেন বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। ইবন সাইয়াদের মাতা তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল : হে সাফ (ইহা ছিল তাহার নাম) এই যে মুহাম্মদ। তখন ইবন সাইয়াদ থামিয়া গেল। নবী করীম (সা) বলেন, সে যদি তাহাকে সতর্ক করা হইতে বিরত থাকিত তবে সে তাহার মনের কথা বলিয়া যাইত। এবং তাহার স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত।

সালিম বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদা জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করিলেন—যে প্রশংসা তাঁহার জন্যই শোভনীয়। অতঃপর দাজ্জাল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহার ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিতেছি এবং এমন কোন নবী নাই যিনি তাঁহার কাওমকে এ ব্যাপারে সতর্ক না করিয়াছেন এমন কি হযরত নূহ নবীও তাঁহার কাওমকে সতর্ক করিয়াছেন, তবে আমি তাহার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলিতেছি যাহা পূর্ববর্তী নবীগণ বলেন নাই। জানিয়া রাখ সে হইবে কানা (একচক্ষু বিশিষ্ট) আর আল্লাহ কখনো কানা হইতে পারেন না।

৯৭. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ شَعْرِي أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَضَرَبَ [جَابِرٌ] بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الْحَسَنِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبُ .

৯৭০. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন জুনুবী হইতেন অর্থাৎ যখন গোসল তাঁহার উপর ফরয হইত, তখন তিনু অঞ্জলি পানি তাঁহার মাথার উপর বহাইয়া দিতেন।

হাসান ইবন মুহাম্মদ বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার চুল যে অনেক বেশি ঘন, (তিন অঞ্জলিতে আমার চুল কি ভিজিবে) রাবী বলেন : ইহা শুনিয়া জাবির হাসানের উরুতে একটি খাপ্পড় মারিলেন এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র, নবী করীম (সা)-এর চুল তোমার চুলের চাইতেও বেশি ঘন ও সরস ছিল। (সুতরাং তাঁহার যদি তিন অঞ্জলিতে মাথা ভিজিতে পারে, তোমার না ভিজিবে কেন?)

৪৩৬- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَقُومَ لَهُ النَّاسُ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া অপছন্দনীয়

৯৭১- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَاَنْفَكَتْ قَدَمُهُ فَكُنَّا نَعُودُهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قِيَامًا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قِيَامًا فَلَوْ مَا إِلَيْنَا أَنْ أَقْعُدُوا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ " إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَقُومُوا وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسُ بَعْظَمَائِهِمْ " .

৯৭১. একদা মদীনায় নবী করীম (সা) ঘোড়ার পিঠ হইতে একটি খেজুর গাছের গোড়ার উপর পতিত হন এবং তাঁহার পায়ে ব্যথা প্রাপ্ত হন। আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। একবার আমরা তাঁহার নিকট গেলাম, তখন তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়িতে ছিলেন, আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িলাম। অন্য একবার আমরা তাঁহার নিকট আসিলাম। তখন তিনি ফরয নামায উপবিষ্ট অবস্থায় পড়িতে ছিলেন। আমরা কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়িলাম। তিনি আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হইল, তখন তিনি বলিলেন : যখন ইমাম উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়েন তখন তোমরাও উপবিষ্ট অবস্থায়ই নামায পড়িবে, আর যখন ইমাম দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়িবেন তখন তোমরাও দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়িবে। ইমাম যখন উপবিষ্ট থাকেন তখন তোমরা দণ্ডায়মান হইও না, যেমনটা করে পারস্যবাসীরা তাহাদের নেতাদের সাথে।

৯৭২- قَالَ وَوُلِدَ لِغُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَعَدْنَا فِي الطَّرِيقِ نَسْأَلُهُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ " جِئْتُمُونِي تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ " قُلْنَا نَعَمْ قَالَ " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةً " قُلْنَا وَلِدَ لِغُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَحْسَنْتِ الْأَنْصَارُ سَمُوهَا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي " .

৯৭২. রাবী বলেন, আনসারদের জনৈক যুবকের গৃহে একটি শিশুর জন্ম হইল। সে তাহার নাম রাখিল মুহাম্মদ। আনসারগণ তখন বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুনিয়তে তাহাকে ডাকিব না। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে যাওয়ার পথে রাস্তায় এক জায়গায় বসিয়া পড়িলাম এবং তাঁহার কাছে কিয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিব বলিয়া আলোচনা করিলাম। অতঃপর যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত

হইলাম, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে? আমরা বলিলাম, জী হ্যাঁ। বলিলেন, এমন কোন জীবিত ব্যক্তি নাই, যাহার উপর শতাব্দী কাল ঘুরিয়া আসিবে (আর সে কিয়ামতের দ্বার প্রাপ্ত উপস্থিত না হইবে)। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসারদের জনৈক যুবকের গৃহে একটি শিশু জন্ম হইয়াছে সে তাহার নাম রাখিয়াছে মুহাম্মদ। আনসারগণ তাহাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুনিয়তে আমরা তাহাকে অভিহিত করিব না। তিনি বলিলেন : আনসারগণ যথার্থ কাজই করিয়াছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার। কিন্তু আমার কুনিয়তে কাহাকেও অভিহিত করিও না।

باب - ৬৩৭

৪৩৭. অনুচ্ছেদ :

৯৬৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الدَّرَّأُورِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ فِي السُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفِيهِ فَمَرَّ يَجْدِي أَسْكُ [مَيْتٌ] فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَهْمٍ؟ فَقَالُوا مَا نَحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا لَا قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيهِ أَنَّهُ أَسْكُ (وَالْأَسْكُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أُذُنَانِ) فَكَيْفَ وَهُوَ مَيْتٌ؟ قَالَ فَوَاللَّهِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ " .

৯৭৩. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মদীনাবাসীদের উর্ধ্ব দিকের পথে বাজারে প্রবেশ করিলেন। তাহার উভয় পাশেই লোক ছিল। একটি (মৃত) কানবিহীন ছাগল ছানা পথে পড়িল। রাসূলুল্লাহ (সা) উহার একটি কানে ধরিয়া বলিলেন : কেহ আছে কি যে, এই মৃত ছাগল ছানাটি এক দেহহাম মূল্যে কিনিতে রাজী? উপস্থিত লোকজন বলিলেন : কোন মূল্যেই আমরা উহা কিনিতে রাজী নই। ইহা দ্বারা আমরা কি করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা কি উহার মালিক হইতে পছন্দ করিবে? তাহারা বলিলেন, জী না। তিনি উহা আমাদিগকে তিনবার বলিলেন। তখন তাহারা বলিলেন, কসম আল্লাহর আমরা উহা পছন্দ করি না। যদি উহা জীবিতও হইত তবুও উহা

১. কুনিয়াত হইতেছে সম্বোধনসূচক নাম। আরবের ঘরে ঘরে উহার প্রচলন ছিল। সাধারণত আবুল প্রযুক্ত নাম বা উপনামগুলিকেই কুনিয়াত বলা হয়। যেমন নবী করীম (সা)-এর কুনিয়াত ছিল আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা), হযরত আলী (রা)-এর কুনিয়াত আবুল হাসান (হাসানের পিতা) ইত্যাদি। ইব্ন যোগ করিয়াও কুনিয়াত হয়। যেমন ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমর প্রভৃতি।

“শতাব্দী কাল ঘুরিয়া না আসিতেই কিয়ামতের দেখা পাইবে” বলিতে শতাব্দী কালের মধ্যেই জীবিতদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর হিমশীতল পরম স্পর্শ অনুভব করিবে এবং আখিরাতের (পরকালের) দ্বারপ্রান্তে হানা দিবে বুঝানো হইয়াছে। অন্য হাদীসে আছে কবর হইতেছে পরকালের প্রথম ঘাট। বস্তুত মৃত্যুর পরপরই মানবের পরকালের সূচনা হইয়া যায়, যদিও শেষ বিচারের ধার্য দিন হাজার হাজার বৎসর পরেও আসে। কবরে মুনকীর নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সাওয়াল-জওয়াবের সাথে সাথেই মৃত ব্যক্তি কবরের দিকে বেহেশত অথবা দোযখের হাওয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।

দোষযুক্ত হইত, কেননা, উহার কান নাই। উহা মৃত হওয়া সত্ত্বেও আমরা কি করিয়া উহা পছন্দ করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কসম আল্লাহর তোমাদের কাছে উহা যেমন তুচ্ছ আল্লাহর কাছে দুনিয়া ততোধিক তুচ্ছ।

৯৭৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْمُؤَدِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي رَجُلًا تَعْرِى بَعِزَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضَاهُ أَبِي وَلَمْ يَكُنْهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ قَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمُوهُ فَقَالَ إِنِّى لَا أَهَابُ فِى هَذَا أَحَدًا أَبَدًا إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَعْرِى بَعِزَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ وَلَا تَكُنُّوهُ " حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ مِثْلُهُ .

৯৭৪. উতাই ইব্ন যামরা বলেন, এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকটে দেখিলাম যে, জাহেলী যুগের ন্যায় বিলাপ করিতেছে। তখন আমার পিতা কোনরূপ জ্ঞপ্তিমাত্র না করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে ভর্সনা করিলেন। তখন তাহার সাথীরা তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমাদের কাছে হয়ত উহা খারাপ লাগিবে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি কখনো কাহাকেও পরওয়া করিব না। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের ন্যায় শোকে বিলাপ করিবে, তোমরা তাহার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিবে এবং এই ব্যাপারে মোটেও তাহার প্রতি কোমল হইবে না। উতাই হইতে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

৪২৮- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَدَرَتْ رَجُلُهُ

৪৩৮. অনুচ্ছেদ : পায়ে ঝি ঝি ধরিলে কি বলিবে

৯৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَدَرْتُ رَجُلًا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَذْكَرُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ .

৯৭৫. আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ বলেন, একদা হযরত ইব্ন উমরের পায়ে ঝি ঝি ধরিল। তখন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আপনার নিকট যে প্রিয়তম ব্যক্তির কথা স্মরণ করুন। তিনি বলিয়া উঠিলেন : মুহাম্মদ।

৪২৯- بَابُ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ :

৯৭৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِى يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَذَهَبَتْ فَادًّا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَحَتْ لَهُ

وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَإِذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ افْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَقَالَ " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ " فَذَهَبَتْ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحَتْ لَهُ فَآخَبَرَتْهُ بِالدِّيِّ قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

৯৭৬. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি নবী করীম (সা)-এর সাথে মদীনায কোন এক প্রাচীরের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। তিনি উহা দ্বারা কাদা মাটিতে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহার জন্য দরজা খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়া দেখি আবু বকর। আমি তাঁহার জন্য দরজা খুলিয়া দিলাম এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিলাম। অতঃপর একটু সময় যাইতে না যাইতেই অপর এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। নবী (সা) বলিলেন : উহাকে দরজা খুলিয়া দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। গিয়া দেখি উমর! আমি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলাম এবং বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিলাম। অতঃপর একটু সময় যাইতে না যাইতেই অপর এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। নবী করীম (সা) তখন হেলান দিয়া বসা ছিলেন, তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন : যাও তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকেও বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর যাহা একটি কঠিন বিপর্যয়ের পর তিনি প্রাপ্ত হইবেন। আমি গিয়া দেখি উসমান। আমি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলাম এবং নবী করীম (সা) যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তিনি বলিলেন : আল্লাহুই সাহায্যকারী।

৬৬:- بَابُ مُصَافَحَةِ الصَّبِيَّانِ

৪৪০. অনুচ্ছেদ : বালকদের সাথে মোসাফাহা

৯৭৭. حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَةَ [عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَزَامِيُّ] قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نَبَاتَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَافِحُ النَّاسَ فَسَأَلْنِي مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ مَوْلَى لِبْنَى لَيْثٍ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ .

৯৭৭. সালামা ইবন বিরদান বলেন, একদা আমি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-কে লোকজনের সাথে মোসাফাহা করিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কে হে বাপু ? আমি বলিলাম, আমি বনি লাইস গোত্রের একজন মুক্ত দাস। তিনি তিনবার আমার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।

৬৭:- بَابُ الْمُصَافَحَةِ

৪৪১. অনুচ্ছেদ : মোসাফাহা (করমর্দন)

৯৭৮. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَرْقُ قُلُوبًا مِنْكُمْ " فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ .

৯৭৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, যখন ইয়েমেনবাসীগণ নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : ইয়েমেনবাসীগণ আসিয়াছেন। তোমাদের তুলনায় তাহাদের অন্তর কোমলতর। তাহারা ই সর্বপ্রথম মোসাফাহার (করমর্দনের) প্রচলন করেন।

৯৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ .

৯৭৯. হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, সালাম বা অভিবাদনের পূর্ণতার মধ্যে ইহাও शामिल যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে মোসাফাহা বা করমর্দনও করিবে।

৪৪২- بَابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسِ الصَّبِيِّ

৪৪২. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের বালকদের মাথায় হাত বুলানো

৯৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي (وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَذَهُ الْحَجَّاجُ مِنْهُ) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْبَرَهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَّاجٌ وَتَدْعُو لِي وَتَمْسَحُ رَأْسِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيفٌ .

৯৮০. ইব্রাহীম ইবন মারযুক সাকাফী বলেন, আমার পিতা যিনি প্রথমে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের খেদমতে ছিলেন এবং পরে হাজ্জাজ তাহাকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেয়। বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) আমাকে তাহার মাতা আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে প্রায়ই পাঠাইতেন এবং আমি তাহাকে হাজ্জাজের দুর্ব্যবহারের কথা অবহিত করিতাম। তিনি আমার জন্য দু'আ করিতেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাইতেন। আমি তখন বালক মাত্র।

৪৪৩- بَابُ الْمُعَانَقَةِ

৪৪৩. অনুচ্ছেদ : মু'আনাকা (আলিঙ্গন)

৯৮১. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْتَعْتُ بَعِيرًا فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِي شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ فَأَعْتَنَقَنِي قُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعْهُ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ أَوْ

نَمُوتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَوْ النَّاسَ عُرَاءَ غُرْلًا بَهُمَا قُلْنَا مَا بَهُمَا ؟ قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ (أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرِيبٌ) أَنَا الْمَلِكُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ " قُلْتُ وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاءَ بَهُمَا ؟ قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ .

৯৮২. আবু আকীল (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজে বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একখানা হাদীসের সন্ধান পান, তিনি বলেন : অতঃপর আমি একটি উট ক্রয় করি এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া শাম দেশে (সিরিয়ায়) গিয়া উপস্থিত হই। সেখানে আবদুল্লাহ ইবন আনিস বসবাস করিতেন। তাহার নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলাম যে, জাবির দ্বারে অপেক্ষমান। দূত ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল : জাবির ইবন আবদুল্লাহ নাকি ? আমি বলিলাম হ্যাঁ! তখন তিনি বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমি বলিলাম, এমন একখানি হাদীসের কথা আমার নিকট পৌছিয়াছে যাহা আমি নিজে শুনি নাই। আমার আশংকা হইল পাছে এই হাদীসখানা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার পূর্বে আমিই মৃত্যুমুখে পতিত হই, অথবা আপনিই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে অবহিত হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন বান্দাগণকে অথবা (তিনি বলিয়াছেন) মানবকে উত্তীর্ণ করিবেন বস্ত্রহীন, সহায়-সম্বলহীনভাবে। আমরা বলিলাম, সহায়-সম্বলহীন আবার কি ? তিনি বলিলেন : তাহাদের কোন সাজসরঞ্জাম কিছুই থাকিবে না। তিনি সকলকে এমন ধ্বনিতে আহ্বান করিবেন যে, দূরবর্তিগণ উহা শুনিতে পাইবে। (আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইহাও বলিয়াছেন : যেমন শুনিতে পাইবে নিকটবর্তীরা) আমিই রাজাধিরাজ কোন বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দোষখবাসীর তাহার উপর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকিবে। আর কোন দোষখবাসীও দোষে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বেহেশতবাসীর তাহার উপর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকিবে। আমি বলিলাম : কেমন করিয়া সে দাবি চুকাইবে যেখানে আমরা সকলে উত্তীর্ণ হইব আল্লাহর সমীপে সহায়-সম্বলহীনভাবে ? বলিলেন : নেকী এবং গুনাহ দ্বারা। অর্থাৎ সেদিন দাবি চুকাইবার মাধ্যম হইবে পাপ এবং পুণ্য। পাপী তাহার পুণ্য পাওনাদারকে প্রদান করিয়া তাহার দাবি চুকাইবে আর পুণ্যবান তাহার পুণ্য পাওনাদারের দাবি আদায় করিবে।

৪৪৪- بَابُ الرَّجُلِ يَقْبَلُ ابْنَتَهُ

৪৪৪. অনুচ্ছেদ : কন্যাকে চুখন প্রদান

৯৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهُ خَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَرَحَّبَتْ وَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا .

৯৮৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে হযরত ফাতিমার চাইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অধিকতর মিল আমি আর কাহারো দেখি নাই। যখন তিনি (ফাতিমা) তাঁহার নিকটে আসিতেন, তখন তিনি তাঁহার পানে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইতেন, তাঁহাকে চুম্বন প্রদান করিতেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজের বসার জায়গায় তাঁহাকে বসাইতেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-ও যখন তাঁহার (ফাতিমার) ওখানে যাইতেন তখন ফাতিমাও তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতেন, তাঁহার হাত ধরিতেন, তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইতেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজের বসার স্থানে নিয়া বসাইতেন। তিনি (ফাতিমা) তাঁহার মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাহার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন প্রদান করিলেন।

৬৬০- بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ : হাতে চুম্বন দেওয়া

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً قُلْنَا كَيْفَ نَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ فَرَرْنَا ؟ فَتَزَلَّتْ ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾ [الانفال : ١٦] فَقُلْنَا لَانْقُدُمُ الْمَدِينَةَ فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ فَقُلْنَا لَوْ قَدِمْنَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قُلْنَا نَحْنُ الْفَرَارُونَ قَالَ " أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ " فَقَبَّلْنَا يَدَهُ قَالَ " أَنَا فِتْنُكُمْ .

৯৮৪. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, আমরা একটি যুদ্ধে ছিলাম। (প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে) আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাই। তখন আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আমরা কেমন করিয়া নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিব যেখানে আমরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছি। এমনই যুগ-সন্ধিক্ষণে নাযিল হইল কুরআন শরীফের আয়াত : ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾।

“অবশ্য যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন স্বরূপ যদি কেহ যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ হয় তবে স্বতন্ত্র কথা” (সূরা আনফাল : ১৬)।

তখন আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আমরা আর মদীনায গিয়া পা দিব না। তাহা হইলে আমাদিগকে কেহ দেখিবে না। আমরা আরও বলাবলি করিতে লাগিলাম, যদি আমরা মদীনায যাই (তবে লোকে কি বলিবে ?) অতঃপর নানা কথা ভাবিয়া আমরা মদীনায গিয়া উপস্থিত হইলাম। নবী করীম (সা) ফজরের

নামায পড়িয়া তখন বাহির হইয়াছেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আমরা তো পলাতকের দল! ফরমাইলেন : কে বলে তোমরা পলাতকের দল বরং তোমরা তো হইতেছ, পাল্টা আক্রমণকারী দল! (অর্থাৎ পাল্টা আক্রমণ করিবার সদুদ্দেশ্যেই তোমরা যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপসারণ করিয়া থাকিবে নিশ্চয়ই।) যদিও বা তোমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত চুষন করিলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন : আমিও কিন্তু তোমাদেরই একজন।

৯৮৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَافُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَقِيلَ لَنَا هَهُنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ بَايَعْتُ بِهِاتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَ كَفَّالَهُ ضَخْمَةً كَانَهَا كَفٌ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاَهَا .

৯৮৫. আবদুর রহমান ইব্ন রাযীন বলেন, আমরা একদা রাবাযা নামক স্থান অতিক্রম করিতেছিলাম। আমাদেরকে বলা হইল যে, (রাসূলুল্লাহ্র সাহাবী) হযরত সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) এখানে বসবাস করেন। আমরা তাঁহার খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় বাহির করিলেন এবং বলিলেন : এই দুই হস্তে আমি আল্লাহ্র নবীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাঁহার এক হাতের তালু বাহির করিলেন। যাহা ছিল উটের পাঞ্জার মত বেশ মাংসল ও মসৃণ। আমরা উঠিয়া তাঁহার সেই তালুতে চুষন করিলাম।

৯৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جَدْعَانَ قَالَ ثَابِتٌ لِأَنْسِ أُمْسَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا .

৯৮৬. সাবিত হযরত আনাসকে বলিলেন : আপনি কি স্বহস্তে নবী করীম (সা)-কে স্পর্শ করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁহার হাত চুষন করিলেন।

৬৬- بَابُ تَقْبِيلِ الرَّجُلِ

৪৪৬. অনুচ্ছেদ : কদমবুসি বা পদচুষন

৯৮৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحِ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ أَبَانَ ابْنَةُ الْوَزَاعِ عَنْ جَدِّهَا أَنَّ جَدَّهَا الْوَزَاعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيلَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ نَقَبَلْنَاَهَا .

৯৮৭. ওয়াযি' ইব্ন আমির (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া হাজির হইলাম। আমাকে বলা হইল, ইনিই হইতেছেন আল্লাহ্র রাসূল। আমরা তখন তাঁহার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরিয়া চুমু খাইলাম।

৯৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبْرَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يَقْبَلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرَجْلِيهِ .

৯৮৮. সুহায়ব বলেন : আমি হযরত আলী (রা)-কে দেখিয়াছি তিনি হযরত আব্বাসের হস্ত ও পদদ্বয়ে চুম্বন প্রদান করিতেছেন।

৪৪৭- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيمًا

৪৪৭. অনুচ্ছেদ : কাহারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

৯৮৯. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَجْلَزٍ يَقُولُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَرَجَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ قُعُودٌ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَقَعَدَ ابْنُ الزَّبِيرِ وَكَانَ إِرْزَنَهُمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا بَيْتًا مِنَ النَّارِ .

৯৮৯. আবু মিজলায় বলেন : একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) আসিলেন তখন আবদুল্লাহ্ ইবন আমির ও আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাইর (রা) বসা অবস্থায় ছিলেন। ইবন আমির উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইবন যুবাইর (রা) বসা অবস্থায়ই রহিলেন আর তিনি ছিলেন অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত মু'আবিয়া (রা) বলিলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দারা তাহার জন্য দণ্ডায়মান হইলে খুশি অনুভব করে, সে যেন জাহান্নামে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া লয়।

৪৪৮- بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ

৪৪৮. অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা

৯৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هُمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَوَّلَهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمَعَ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ حَتَّى الْآنَ ."

৯৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলেন : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিলেন, আর তিনি ছিলেন ষাট হাত দীর্ঘ পুরুষ। তিনি বলিলেন : যাও এবং ঐ যে ফেরেশতার দল বসিয়া রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে গিয়া সালাম দাও এবং তাহারা কি জবাব দেন তাহা শুন। ইহাই হইতেছে তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের অভিবাদন। তিনি গিয়া বলিলেন : 'আসসালামু আলাইকুম' তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। জবাবে তাহারা বলিলেন : 'আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ' "তোমার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক"। তাহারা রাহমতুল্লাহ শব্দটি যোগ করিলেন। সুতরাং যাহারাই জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহারা তাহারই আকৃতির হইবে। তৎপর মানুষের আকৃতি খর্ব হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

৬৬৭- بَابُ أَفْشَاءِ السَّلَامِ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার

৯৯১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ قِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَفْشُوا السَّلَامَ تُسَلِّمُوا " .

৯৯১. হযরত বারা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা সালামের বহুল প্রচলন কর, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবে।

৯৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ [بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُهَنِيَّ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ " .

৯৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার না হইবে, তোমরা ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে সৌহার্দ্য স্থাপন করিবে। আমি কি তোমাদিগকে এমন বস্তুর কথা জ্ঞাত করিব না, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ? সাহাবাগণ আরম্ভ করিলেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন করিবে।

৯৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ " .

৯৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : রহমান অর্থাৎ দয়ালু প্রভুর ইবাদত কর, ক্ষুধার্তকে আহার্য প্রদান কর, সালামের বহুল প্রচলন কর এবং (এইসব কাজের মাধ্যমে) বেহেশতে প্রবেশ কর।

৬০- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ

৪৫০. অনুচ্ছেদ : যে সালাম প্রথমে দেয়

৯৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلَامِ .

৯৯৪. বাশীর ইবন ইয়াসার বলেন, হযরত ইবন উমরের পূর্বে কেহ সালাম দিতে পারিত না।

৯৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ يُسَلِّمُ الرَّأَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ .

৯৯৫. আবু যুবার বলেন, তিনি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে পথচারীকে সালাম দিবে। পদব্রজে পথচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে আর দুই পদচারীর মধ্যে যেই প্রথম সালাম দিবে সেই উত্তম।

৯৯৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَغْرَ (وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ مَزِينَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ) كَانَتْ لَهُ أَوْسَقُ مِنْ تَمَرٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَ إِلَيْهِ مِرَارًا قَالَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ مَعِيَ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ لَقِينَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تَرَى النَّاسَ يَبْدَأُونَكَ بِالسَّلَامِ فَيَكُونُ لَهُمُ الْأَجْرُ ؟ إِيذَاهُمْ بِالسَّلَامِ يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ يُحَدِّثُ هَذَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ .

৯৯৬. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, হযরত আগর (সুযায় নামক গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং রাসূলে করীম (সা)-এর সাহচর্যে ধন্য হইয়াছিলেন) আমর ইবন আউফ গোত্রের কোন এক ব্যক্তির নিকট তিনি কয়েক সের খেজুর পাওনা ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবারই এজন্য তাঁহাকে তাগাদা দেন। তিনি বলেন : শেষ পর্যন্ত আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং এই ব্যাপারে নালিশ করিলাম। তিনি আমার সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি বলেন : আমরা তথায় গেলে যাহারাই আমাদের সাক্ষাতে আসিল তাহারাই আমাদের সালাম প্রদান করিল। তখন হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে লোকজন তোমাকে আগে সালাম দিতেছে, সুতরাং তাহাদের সাওয়াব হইতেছে ? তুমিই তাহাদিগকে আগে সালাম দাও তাহা হইলে তোমারই সে সাওয়াব হইবে। ইবন উমর (রা) তাহার নিজের ব্যাপারেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

৯৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْئِي مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

৯৯৭. হযরত আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন মুসলমানের জন্য ইহা বৈধ নহে যে, তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কাল সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকিবে। তারপর তাহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হইবে। আর একজন একদিকে মুখ ফিরাইয়া নিবে অপরজন অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবে। তাহাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয়।

৬০১- بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ

৪৫১. অনুচ্ছেদ : সালামের মাহাত্ম্য

৯৭৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ التِّيمِيُّ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ "عَشْرُ حَسَنَاتٍ" فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ "عَشْرُونَ حَسَنَةً" فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ "ثَلَاثُونَ حَسَنَةً" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا أَوْشِكُ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ بَدَالَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ مَا الْأُولَى بِأَحَقُّ مِنَ الْآخِرَةِ" .

৯৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল, তিনি তখন মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ব্যক্তি বলিল : আসসালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, (এ ব্যক্তির) দশটি নেকী হইল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। সে বলিল : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (অর্থাৎ তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক) রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : (এ ব্যক্তির) বিশটি নেকী হইল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এই পথ দিয়া অতিক্রম করিল। সে বলিল : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : এ ব্যক্তি ত্রিশটি নেকী পাইল। এমন সময় এক ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল : আর সালাম করিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমাদের সাথী কত তাড়াতাড়িই না ভুলিয়া গেল (যে সালামের কি মাহাত্ম্য?) যখন কোন ব্যক্তি মজলিসে আসে তখন তাহার উচিত সালাম দেওয়া। তারপর তাহার যদি মজলিসে বসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় তবে সে বসিবে,

আবার সে যখন চলিয়া যাইবে তখনও তাহার সালাম দেওয়া উচিত। আগমন ও প্রস্থানের এ উভয় সালামের মধ্যে কোনটাই কোনটির চাইতে বেশি বা কম নহে। (অর্থাৎ উভয় সালামেরই সফল সাওয়াব ও গুরুত্ব রহিয়াছে।)

৯৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي بَكْرٍ فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَضَّلْنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بَزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ .

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِثْلُهُ .

৯৯৯ হযরত উমর (রা) বলেন, একদা আমি বাহনে হযরত আবু বকরের সহযাত্রী ছিলাম। তিনি যে কোন জনগোষ্ঠির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেন। তাহাদিগকেই ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলিয়া অভিবাদন করিলেন। উত্তরে তাহারা বলিত ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ আর তিনি যখন বলিলেন : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ তাহারা উত্তরে বলিতে লাগিল : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ’। তখন হযরত আবু বকর (রা) বলিতে লাগিলেন, লোকজন আজ আমাদের চাইতে অনেক বেশি সাওয়াব লইয়া গেল।

১০০০ যাইদ প্রমুখাৎ হযরত উমরের অপর এক রিওয়াযাতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

১০০০- حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا حَسَدَكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّائِمِينَ .

১০০০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : ইয়াহুদীরা অন্য কোন কিছুর ব্যাপারে তোমাদের প্রতি অতটুকু ঈর্ষান্বিত নহে, যতটুকু না ‘সালাম ও আমীন’ বলার ব্যাপারে।

৪৫২- بَابُ السَّلَامِ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৫২. অনুচ্ছেদ : সালাম আত্মাহুঁর নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম

১০০১- حَدَّثَنَا شَهَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ السَّلَامَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَافْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

১০০১. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সালাম হইতেছে আল্লাহর মহিমান্বিত নামসমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য উহা দান করিয়াছেন। সুতরাং নিজেদের মধ্যে তোমরা সালামের বহুল প্রচলন কর।

৯৯২- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَلٌّ [بْنُ مُحَرَّرٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ] قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبَا وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَائِلُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " قَالَ وَقَدْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

১০০২. হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, লোকজন নবী করীম (সা)-এর পশ্চাতে নামায আদায় করিত। এক ব্যক্তি একদা (আন্তাহিয়াতু-এর স্থলে) বলিয়া উঠিল ‘আসসালামু আলাল্লাহ’, আল্লাহর প্রতি সালাম। নবী করীম (সা) যখন নামায সম্পন্ন করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আসসালামু আলাল্লাহ’ কে বলিল ? নিঃসন্দেহে আল্লাহ স্বয়ং হইতেছেন সালাম বরং তোমরা বল “আন্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাৎ, আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”। “সর্বপ্রকার সম্মান, মৌখিক ও আর্থিক ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর করুণা এবং বরকতসমূহ অবতীর্ণ হউক। শান্তি আমাদের উপর এবং সমুদয় নেক বান্দাগণের উপর অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা এবং রাসূল।। সাহাবীগণ উহা এমনভাবে গুরুত্ব ও যত্নসহকারে শিক্ষা করিতেন যেমনভাবে তোমাদের মধ্যকার কেহ কুরআন শরীফের সূরা শিক্ষা করিয়া থাকে।

৪৫৩- بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাতে সালাম করা মুসলমানের হক

১০০৩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ " قِيلَ وَمَا هِيَ ؟ قَالَ " إِذَا لَقِيَهِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاصْحَبْهُ " .

১০০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল সেই হকগুলি কি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন : (১) যখন তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তুমি তাহাকে সালাম দিবে। (২) সে যখন তোমাকে আহবান করিবে বা দাওয়াত করিবে তখন তুমি তাহার আহবানে সাড়া দিবে। (৩) সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ বা উপদেশ চাহিবে তুমি তাহাকে সৎপরামর্শ বা সদুপদেশ দিবে। (৪) সে যখন হাঁচি দিয়া ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলিবে তখন (ইয়ারহামুকাল্লাহ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন বলিয়া) তাহার হাঁচির জবাব দিবে। এবং (৫) সে যখন ইত্তিকাল করিবে তখন তাহার সঙ্গী হইবে (অর্থাৎ জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করিবে)।

৬০৪- بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيَّ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ : পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে

১০০৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبِرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِيُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الرَّاجِلِ وَلِيُسَلِّمَ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَيُسَلِّمَ الْأَقْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

১০০৪. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন শিবলী বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : সাওয়াযীতে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে, অল্প সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিল, সে সালাম তাহার জন্য আর যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিল না তাহার জন্য কিছুই নাই।

১০০৫. حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ (وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ) يَرَوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِيُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সাওয়াযীতে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

১০০৬. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ الْمَاشِيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا فَاتَّيَهُمَا بَدَاءٌ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ .

১০০৬. আবু জুবায়র বলেন : আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : দুইজন পদচারী ব্যক্তি যখন একত্র হয়, তখন তাহাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সেই উত্তম।

৪৫৫- بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاَكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৫. অনুচ্ছেদ : আরোহী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে

১০০৭. حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

১০০৮. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ هَانِيٍّ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .

১০০৮. হযরত ফুযালা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অশ্বারোহী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

৪৫৬- بَابُ هَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الرَّاَكِبِ

৪৫৬. অনুচ্ছেদ : পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?

১০০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ فَارِسًا فَبَدَأَهُ بِالسَّلَامِ فَقُلْتُ تَبَدُّ السَّلَامَ قَالَ رَأَيْتُ شَرِيحًا مَاشِيًا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

১০০৯. হযরত হুসায়ন (রা) হযরত শা'বী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা কোন এক আরোহী ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন তাহাকে প্রথমে সালাম দেন। আমি একটু বিস্মিতভাবে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম : আপনি তাহাকে প্রথমে সালাম দিতেছেন? তিনি বলিলেন : আমি হযরত শুরায়হকে পদচারী অবস্থায় প্রথমে সালাম দিতে দেখিয়াছি।

৪৫৭- بَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ : কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে

১০১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي [حُمَيْدٌ] أَبُو هَانِيٍّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ { عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْمِصْرِيُّ } الْجُنُبِيُّ حَدَّثَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ "

১০১০. হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

১.১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرُ أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُنَبِيُّ عَنْ فُضَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০১১. হযরত ফুযালা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : অশ্বারোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

৪৫৪- بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

৪৫৮. অনুচ্ছেদ : ছোট বড়কে সালাম দিবে

১.১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

১.১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .

১০১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : ছোট বড়কে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

৪৫৭- بَابُ مُنْتَهَى السَّلَامِ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ : সালামের পরম সীমা

১.১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جُرَيْجٌ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ كَانَ خَارِجَةً [بَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ] يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ

إِذَا سَلَّمَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ .

১০১৪. আবু যিনাদ বলেন, হযরত (যায়িদ ইব্ন সাবিত তনয়) খারিজা যখন হযরত যায়দকে পত্রে সালাম লিখিতেন, তখন বলিতেন :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ
“আপনার প্রতি সালাম, হে আমিরুল মু’মিনীন এবং আল্লাহর রহমত, বরকতসমূহ তাঁহার মাগফিরাত (ক্ষমা) ও সর্বোৎকৃষ্ট করুণা রাশি বর্ষিত হউক।”

৬১- بَابُ مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً

৪৬০. অনুচ্ছেদ : ইঙ্গিতে সালাম

১০১৫. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِيَاجُ بْنُ بَسَامٍ أَبُو قُرَّةَ الْخُرَّاسَانِيُّ رَأَيْتُهُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَنْسَا يَمُرُّ عَلَيْنَا فَيُؤْمِي بِيَدِهِ الْيَنَاءِ فَيُسَلِّمُ وَكَانَ بِهِ وَضْعٌ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخْضِبُ بِالْصِّغِيرَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ الْوُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ .

১০১৫. আবু কুরী খুরাসানী বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাদেরকে সালাম করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার হাতে শ্বেত রোগের দাগ ছিল এবং আমি হযরত হাসানকে দেখিয়াছি তিনি জরদ-হলুদ খেযাব ব্যবহার করিতেন এবং তাহার মাথায় থাকিত কাল পাগড়ি। হযরত আস্মা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহার হাত দ্বারা মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিতে সালাম করেন।

১০১৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى إِذَا نَزَلَا سَرَفًا مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِالسَّلَامِ فَرَدَّ عَلَيْهِ .

১০১৬. হযরত সা’দ বলেন : তিনি একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের সাথে ভ্রমণে বাহির হন। তাহারা যখন সারফ নামক স্থানে উপনীত হন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র সেই পথে অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে সালাম করিলেন এবং তাহারা দুইজনে উহার জবাবও দিলেন।

১০১৭. حَدَّثَنَا خَلَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ أَوْ قَالَ كَانَ يَكْرَهُهُ التَّسْلِيمُ بِالْيَدِ .

১০১৭. আলকামা ইবন মারসদ হযরত আতা ইবন আবু রাবাহর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী যুগের বুয়ুর্গগণ হাত দ্বারা সালাম অপছন্দ করিতেন অথবা রাবী বলেন, তিনি (অর্থাৎ আতা ইবন আবু রাবাহ) হাত দ্বারা সালাম করা অপছন্দ করিতেন।

৬১- بَابُ يُسْمَعُ إِذَا سَلَّمَ

৪৬১. অনুচ্ছেদ : শুনাইয়া সালাম

১০১৮. حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمْتَ فَاسْمَعْ فَإِنَّهَا تَحْيَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ .

১০১৮. সাবিত ইবন উবায়দ বলেন, আমি এমন এক মজলিসে উপনীত হই, যেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, যখন তুমি সালাম প্রদান কর, তখন শুনাইয়া করিবে। কেননা ইহা হইতেছে আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি রবকতপূর্ণ ও পবিত্র সম্মান।

৬২- بَابُ مَنْ خَرَجَ يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ

৪৬২. অনুচ্ছেদ : সালাম আদান প্রদানের জন্য বাহির হওয়া

১০১৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيُغْدُو وَمَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سُقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مَسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ .

قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَسَتَتَّبَعْنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلْعِ وَلَا تَسْؤُمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هَهُنَا فَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا بَطْنٍ (وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا الْبَطْنِ) إِنَّمَا فَعَدُّوْا مِنْ أَهْلِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ لَقِينَا .

১০১৯. ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু তালহা (র) বলেন : তুফায়ল ইবন উবাই ইবন কা'ব হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের কাছে যাইতেন এবং তাঁহার সাথে তিনি বাজারে যাইতেন। রাবী বলেন, আমরা যখন বাজারে যাইতাম তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এমন কোন মামুলী লোক, দোকানদার, ফকীর, মিস্কীন বা অন্য কোন ধরনের লোকের কাছ দিয়া অতিক্রম করিতেন না, যাহাকে তিনি সালাম না করিতেন।

তুফায়ল বলেন : একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের খেদমতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি আমাকে লইয়া বাজারে যাইতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম, আপনি বাজারে গিয়া কি করিবেন? না আপনি কোন কেনাকাটা করেন, না কোন সওদাপাতির দামদর জিজ্ঞাসা করেন, না দরদস্তুর করেন, আর না বাজারের কোন মজলিসে কোন দিন বসেন। বরং এখানেই আমাদিগকে নিয়া বসুন, আপনার সাথে কিছু আলাপ-আলোচনা করি। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) আমাকে বলিলেন, আরে পেটমোটা। (তুফায়লের পেট প্রকৃতই মোটা ছিল) আমি তো বাজারে যাই কেবল যাহাকে সামনে পাই তাহাকেই সালাম দেওয়ার জন্য।

৬৭২- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا جَاءَ الْمَجْلِسَ

৪৬৩. অনুচ্ছেদ : মজলিসে গিয়া সালাম দেওয়া

১.২. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الْآخِرَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْأُولَى "

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ .

১০২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তোমাদিগের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কোন মজলিসে গিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার উচিত সালাম করা। সে যদি ফিরিয়া যায় তখনও সালাম করিবে। কেননা পরের সালাম প্রথমে সালাম হইতে কম নহে।

৬৭৬- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ : মজলিস হইতে উঠিবার সময় সালাম

১.২১. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ جَلَسَ ثُمَّ يَدَّاهُ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَى "

১০২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন : যখন কোন ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন তাহার উচিত সালাম করা। সে যদি মজলিসে বসে এবং অতঃপর মজলিস ভঙ্গের পূর্বেই

- এই রিওয়াযাতের মূল আছে الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَى অর্থাৎ দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম হইতে উত্তম নহে। কিন্তু মিশকাত শরীফে তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়া হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র যে রিওয়াযেত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে আছে الْآخِرَى أَحَقُّ الْأُولَى প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম হইতে কোন অংশেই উত্তম নহে। এই বক্তব্যই অধিকতর যুক্তিযুক্ত কেননা প্রথম সালামের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত। দ্বিতীয় সালামের গুরুত্বও যে কোন অংশে কম নহে, এই কথাটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই কিতাবের ৯৮৬ নং হাদীসে হুবহু এই বক্তব্যই হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর রিওয়াযেতের প্রকাশ পাইয়াছে। সাঈদ ইবন আবু সাঈদের সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর অপর এক রিওয়াযেতে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

উঠিয়া যাইবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাহার সালাম করিয়া উঠা উচিত। কেননা প্রথম সালাম কোন অংশেই শেষের সালাম হইতে উত্তম নহে। (অর্থাৎ উভয় সালামই সওয়াবের দিক দিয়া সমান)।

৬৬০. بَابُ حَقِّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ : মজলিস হইতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক

১.২২ - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ إِنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرَجُّوْ خَيْرَهُ فَعَجَلْتَ بِكَ حَاجَةً فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكَ تُشْرِكُهُمْ فِيْمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ إِلَّا كَانَمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ .

১০২২. মু'আবিয়া ইব্ন কুররা বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : হে বৎস, তুমি যদি কোন মজলিসে উপকার লাভের আশায় বসিয়া থাক, আর কোন প্রয়োজনে তোমাকে সেখান হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতে বাধ্য করে তবে (প্রস্থানকালে) বলিবে : সালামুন আলাইকুম! তাহা হইলে সেই মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ যে কল্যাণ লাভ করিবে তুমিও তাহা পাইবে আর যাহারা কোন মজলিসে অংশগ্রহণের পর আল্লাহকে স্মরণ করা ব্যতিরেকেই মজলিস ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া যায়, তাহারা যেন একটা মৃত গাধা হইতে উঠিয়া গেল।

১.২৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ .

১০২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তাহার অপর কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে তাহার উচিত তাহাকে সালাম দেওয়া। যদি তাহাদের মধ্যে কোন বৃক্ষ অথবা প্রাচীর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় অতঃপর পুনরায় তাহাদের সাক্ষাৎ হয় তখন পুনরায় তাহাকে সালাম দেওয়া উচিত।

১.২৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ زَبْرَاسٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَكُونُونَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَإِذَا التَّقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

১০২৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর সহচরবর্গের পথে যদি কখনো বৃক্ষ পড়িত আর তাহাদের একদল গাছের ডান পাশ দিয়া এবং অপর দল বাম পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেন। তবে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তাহারা পরস্পরে সালাম করিতেন।

৬৬- بَابُ مَنْ دَهَنَ يَدَهُ لِلْمُصَافَحَةِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ : করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করা

১.২৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَدَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهَبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ الْبَصْرِيِّ (هُوَ ابْنُ حَيَّانَ) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أُنْسًا كَانَ إِذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طَيِّبٍ لِمُصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ .

১০২৫. হযরত সাবিত বুনানী বলেন, হযরত আনাস (রা) প্রত্যেক দিন সকালে বন্ধুবান্ধবের সাথে করমর্দন করার উদ্দেশ্যে তাহার হাতে সুগন্ধি তৈল মালিশ করিতেন।

৬৭- بَابُ التَّسْلِيمِ بِالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهَا

৪৬৭. অনুচ্ছেদ : পরিচয় অপরিচয়ে সালাম

১.২৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ " تَطْعُمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

১০২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ইসলাম সর্বোত্তম? (অর্থাৎ ইসলামের কোন আমল সর্বোত্তম?) তিনি বলিলেন : তুমি ক্ষুধার্তকে আহায্য প্রদান করিবে, এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে।

৬৮- بَابُ

৪৬৮. অনুচ্ছেদ : রাস্তার হক

১.২৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَفْنِيَةِ وَالصَّغَدَاتِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ لَا نَسْتَطِيعُهُ لَا نَطِيقُهُ قَالَ " أَمَا لَا فَأَعْطُوا حَقَّهَا " قَالُوا وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيلِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ " .

১০২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরের দাওয়ায় এবং উঁচু স্থানসমূহে বসিতে বারণ করিয়াছেন। মুসলমানগণ বলিলেন, ইহা তো আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার (ইয়া রাসূলুল্লাহ)! তিনি বলিলেন, কেন? তবে তোমরা উহার হক আদায় করিবে। সাহাবীগণ বলিলেন : উহার হক কি কি? তিনি বলিলেন : চক্ষু সংযত রাখা, পথিককে পথ চিনাইয়া দেওয়া, হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেওয়া যদি সে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলিয়া থাকে এবং সালামের জবাব দেওয়া।

১.২৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صُفْيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْخَلَ النَّاسَ مَنْ بَخَلَ بِالسَّلَامِ وَالْمُغْبُوءُ مَنْ لَمْ يَرُدَّهُ وَإِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ شَجَرَةٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ لَا يَبْطُكَ فَأَفْعَلْ.

১০২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সর্বাপেক্ষা কৃপণ হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ করে এবং আত্ম প্রতারণাকারী হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে সালামের জবাব দেয় না। যদি তোমার এবং তোমার অপর ভাইয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ পড়ে, তবে যথাসাধ্য তুমিই তাহাকে আগে সালাম দিবে, সে যেন তোমার আগে তোমাকে সালাম দিতে না পারে।

১.২৯- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ .

১০২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা) বলেন : যখন কেহ ইবন উমর (রা)-কে সালাম দিত, তিনি বর্ধিত শব্দের দ্বারা তাহার জবাব দিতেন। একদা আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তিনি তখন উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। আমি বলিলাম : ‘আসসালামু আলাইকুম’। তিনি জবাব দিলেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ! অতঃপর আর একবার আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। এবার আমি বলিলাম, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!’ তিনি জবাব দিলেন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! অতঃপর আর একবার আমি তাঁহার খেদমতে হাযির হইলাম। এইবার আমি বলিলাম : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। তিনি এইবার জবাব দিলেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া তাইয়্যিবু সালাওয়াতিহি!

৬৭৯- بَابُ لَا يُسَلَّمُ عَلَى فَاسِقٍ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ : ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম দিবে না

১.৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَخْرٍ عَنْ حَبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَّابِ الْخَمْرِ .

১০৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা) বলেন : তোমরা মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে সালাম দিবে না।

১.৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَمُعَلَّى وَعَارِمٌ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ .

১০৩১. হযরত কাতাদা (রা) বলেন, হযরত হাসান (রা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : তোমার এবং ফাসিক (অনাচারী পাপাসক্ত) ব্যক্তির মধ্যে সম্মানের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

১.২২- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرَيْقٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُ الْأَشْتِرْنَجَ وَيَقُولُ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى مَنْ لَعِبَ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْمَيْسِرِ .

১০৩২. আবু যুরায়ক বলেন, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, হযরত আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা) দাবা খেলা অপসন্দ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন যাহারা এই খেলায় অভ্যস্ত তাহাদিগকে সালাম দিবে না। (কেননা) ইহা জুয়া বিশেষ।

৪৭.- بَابُ مَنْ تَرَكَ السَّلَامَ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي

৪৭০. অনুচ্ছেদ : আবীর মাখা ব্যক্তি ও পাপাসক্তদিগকে সালাম না দেওয়া

১.২৩- حَدَّثَنَا ذَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَرَنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخُلُقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْرَضْتَ عَنِّي؟ قَالَ "بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ" .

১০৩৩. হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল আবীর মাখা। তিনি তাহাদের প্রতি তাকাইলেন এবং তাহাদিগকে সালাম দিলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিটির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। তখন সেই ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল : (ইয়া রাসূলুল্লাহ) আপনি কি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে জ্বলন্ত তুলা রহিয়াছে।

১. এই হাদীসের পাঠ (Text) অনুসারে بين عينيه -এর অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহার দুই চক্ষুর মধ্যে অন্যান্য হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, অনেক সময় নবী (সা) কাহাকেও সরাসরি কিছু না বলিয়া পরোক্ষভাবে কথা বলিতেন বিশেষত যখন কাহার দোষ বর্ণনায় প্রয়োজন হইত। সেই অনুসারে তাহার এরূপ বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাশখন্দের ছাপা এই কিতাবের টীকায় বলা হইয়াছে, ভারতে মুদ্রিত সংস্করণে এবং অন্য এক সংস্করণে আছে بين عيني عيني অর্থাৎ তোমার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে। যদি তাহাই হয় তবে নবী করীম (সা) সরাসরি ঐ ব্যক্তির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখার বা তাহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের কারণ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। স্পষ্টভাবে নবী করীম (সা)-এর পক্ষে ইহাও বিচিত্র নহে।

১.৩৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ كَرَاهِيَةَ ذَهَبٍ فَالْقَى الْخَاتَمَ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَبَسَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "هَذَا شَرٌّ هَذَا حُلِيَّةُ أَهْلِ النَّارِ" فَرَجَعَ فَطَرَحَهُ وَ لَبَسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ .

১০৩৪. আমর ইব্ন শুয়াইব ইব্ন মুহাম্মদ হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত তিনি তদীয় পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে স্বর্ণ নির্মিত আংটি পরিহিত অবস্থায় উপনীত হইল। নবী করীম (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। সেই ব্যক্তি যখন স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপসন্দ প্রত্যক্ষ করিল তখন সে ঐ আংটিটি ফেলিয়া দিয়া একটি লোহার আংটি পরিধান করিল এবং পুনরায় নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, ইহা মন্দ—ইহা হইতেছে দোষখবাসীদের অলংকার। তখন সেই ব্যক্তি ফিরিয়া গেল এবং উহাও ফেলিয়া দিয়া একটি রৌপ্য নির্মিত আংটি পরিধান করিল। তখন নবী করীম (সা) এই ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য করিলেন না।

১.৩৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو (هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي النَّجَّيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَقْبَلَ مِنْ رَجُلٍ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ حَرِيرٍ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحْزُونًا فَشَكَا إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ لَعَلَّ بَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ جُبَّتَكَ وَخَاتَمَكَ فَالْقَهَا ثُمَّ عُدَّ فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلَامَ فَقَالَ جُبَّتَكَ أَنْفًا فَأَعْرَضَتْ عَنِّي؟ قَالَ "كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرٌ مِنْ نَارٍ" فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ قَالَ إِنْ مَا جِئْتُ بِهِ لَيْسَ بِأَحَدٍ أَغْنَى مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَبِمَاذَا اتَّخَذْتُمْ قَالَ بِحُلَقَةٍ مِنْ وَرَقٍ أَوْ صَفَرٍ أَوْ حَدِيدٍ .

১০৩৫. হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বাহরাইন হইতে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তাহার সালামের জবাব দিলেন না। তাহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণের আংটি এবং তাহার পরিধানে ছিল একটি রেশমী জুব্বা। তখন সেই ব্যক্তি বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করিল এবং তাহার স্ত্রীকে এই দুঃখের কথা জানাইল। তাহার স্ত্রী বলিল : সম্ভবত তোমার এই জুব্বা এবং স্বর্ণের আংটির জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ করিয়া থাকিবেন। তখন সেই ব্যক্তি এ দুইটি ফেলিয়া দিয়া পুনরায় হযরত (সা)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পুনরায় তাঁহাকে সালাম

দিল। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সালামের জবাব দিলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ইয়া রাসূলান্নাহ! ইতিপূর্বে আমি যখন আসিলাম, তখন আপনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন? তিনি বলিলেন : তোমার হাতে দোষখের অঙ্গার ছিল। তখন সেই ব্যক্তি বলিল : তাহা হইলে তো আমি অনেক অঙ্গারই সঞ্চয় করিয়াছি (অর্থাৎ এইরূপ আংটি তো আমার সংখ্যায় কম নহে)। তিনি বলিলেন : তুমি তো তাহাই নিয়া আসিয়াছিলে। (মনে রাখিও) কেহ হারী প্রান্তরের নুড়ি পাথর দিয়া প্রাচুর্যসম্পন্ন ও অভাবমুক্ত হইতে পারিবে না, বরং এইগুলি হইতেছে পার্থিব জগতের (স্বল্পস্থায়ী) সামগ্রী মাত্র। তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমি সীল মোহর বানাইব কিসের দ্বারা? তিনি বলিলেন : রৌপ্য, পিতল অথবা লৌহ দ্বারা।

৬৭৮ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْأَمِيرِ

৪৭৯. অনুচ্ছেদ : আমীরকে সালাম প্রদান

১. ৩৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حُثْمَةَ لَمْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَوَّلِ مَنْ كُتِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي الشَّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ كُتِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَامِلِ الْعِرَاقِيِّنَ أَنْ ابْعَثَ إِلَى بَرَجَلَيْنِ جَلْدَيْنِ نَبِيلَيْنِ أَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا صَاحِبُ الْعِرَاقِيِّنَ بَلْبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَدَى بْنُ حَاتِمٍ فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَا رَاجِلَتِيهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ لَهُ يَا عُمَرُ اسْتَأْذِنَ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَوَثَبَ عُمَرُ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا بَدَأَكَ فِي هَذَا الْأِسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَدِمَ لَيْدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَدَى بْنُ حَاتِمٍ فَقَالَ لِي اسْتَأْذِنَ لَنَا عَلَى

১. আরবী 'খাতাম' শব্দটির অর্থ আংটি এবং সীলমোহর দুইটিই। লৌহ নির্মিত আংটি সম্পর্কে নবী (সা)-এর মন্তব্য পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) লোহার আংটি পরিধান করিতে বলিবেন, এমনটি হইতে পারে না। এই হিসাবেই এখানে প্রশ্নকারীর শেষ প্রশ্নটিতে আংটির কথা না ধরিয়া সীলমোহরের কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নতুবা এই বাক্যের অনুবাদ এইভাবেও করা যাইতে পারে—“তাহা হইলে আমি আংটি কিসের দ্বারা বানাইব ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই প্রশ্নের জবাব যদি নবী (সা) এইরূপ দিয়া থাকেন যে রৌপ্য, পিতল অথবা লোহা দ্বারা”। তবে বুঝাইতে হইবে যে, প্রথম দিকে নবী (সা) লোহা দ্বারা আংটি বানাইতে অনুমতি দিতেন। কিন্তু ইহার অন্য কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নাই।

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ أَنْتُمْ وَاللَّهِ أَصَبْتُمَا إِسْمَهُ وَأَنْتَ الْأَمِيرُ وَنَحْنُ
الْمُؤْمِنُونَ فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১০৩৬. ইবন শিহাব বলেন, একদা হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) সুলায়মান ইবন আবু হাসমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানে হযরত আবু বকর (রা) পত্রে শিরোনামা লিখিতেন আবু বকর খলীফায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে। অতঃপর উমর (রা) লিখিতেন উমর ইবনুল খাত্তাব হযরত আবু বকরের খলীফার (প্রতিনিধির) পক্ষ হইতে সেখানে 'আমীরুল মু'মিনীন' শব্দটি লেখার প্রচলন প্রথম কে করিল? তখন তিনি জবাব দিলেন, আমার পিতামহী শিক্ষা দিলেন প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাগণের একজন এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে গেলেই যাহার সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইরাকের শাসনকর্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন আমার নিকট দুইজন বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাও যাহাদিগকে আমি ইরাক ও তাহার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিব। ইরাকের শাসনকর্তা তখন লাবীদ ইবন রাবীয়া এবং আদী ইবন হাতিম (তাঈ)-কে তাঁহার খেদমতে পাঠাইলেন। তাঁহারা মদীনায় উপনীত হইলেন এবং তাহাদের বাহনদ্বয়কে মসজিদ প্রাঙ্গণে আসিয়া থামাইলেন। অতঃপর তাহারা মসজিদে প্রবেশ করিয়াই আমর ইবন আ'স (রা)-কে সম্মুখে পাইলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকেই বলিলেন : হে আমর আমীরুল মু'মিনীন! উমরের নিকট হইতে আমাদিগকে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি লইয়া দেন। আমর তখন হযরত উমরের কাছে ছুটিয়া গেলেন এবং বলিলেন : আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, এ পদবী কোথা হইতে জুটাইলে হে ইবন আ'স? তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা প্রত্যাহার কর! তিনি বলিলেন : জী, লাবীদ ইবন রাবীয়া এবং আদী ইবন হাতিম আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন : আমীরুল মু'মিনীনের নিকট হইতে আমাদের জন্য অনুমতি লইয়া দিন! তখন আমি বলিলাম, কসম আল্লাহর তোমরা দুইজনে তাঁহার যথার্থ নামকরণ করিয়াছ, তিনি আমীর আর আমরা মু'মিনুন। সেদিন হইতেই উহা লেখার প্রচলন হয়।

১.২৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا حَجَّتُهُ الْأُولَى وَهُوَ خَلِيفَةُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ
بْنُ حَنِيفٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَانْكُرَهَا أَهْلُ
الشَّامِ وَقَالُوا مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي يَقْصِرُ بِتَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَبَرَكَ
عُثْمَانُ عَلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَنْكَرُوا عَلَى أَمْرٍ أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ قَوْلَ اللَّهِ لَقَدْ حَيَّيْتُ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ مَا أَنْكَرَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى رُسُلِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا يَقُولُ
وَلَكِنْ أَهْلُ الشَّامِ لَمَّا حَدَّثْتُ هَذِهِ الْفِتْنُ قَالُوا لَا تَقْصِرُ عِنْدَنَا تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا
فَإِنِّي أَخَا لَكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ .

১০৩৭. যুহরী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ বলিয়াছেন : খলীফা হিসাবে মু'আবিয়া (রা) যখন প্রথমবার হজ্জ করিতে আসিলেন তখন উসমান ইবন হানিফ আনসারী (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন : আসসালামু আলাইকুম আইয়্যাহাল আমীর ওয়া রাহমাতুল্লাহ—হে আমীর! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। সিরিয়াবাসীরা (অর্থাৎ হযরত মু'আবিয়ার সঙ্গীপদগণের উহা অত্যন্ত অপছন্দ হইল। তাহারা বলিল, কে এই মুনাফিক যে আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অভিবাদনটাকে খাটো করিতেছে? তখন উসমান তাহার দুই জানুর উপর ঠিক হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! উহারা এমন একটি ব্যাপারকে অপসন্দ করিল যাহা তাঁহাদের চাইতে আপনার সম্যকভাবেই জানা আছে। কসম আল্লাহর এই সন্োধনে আমি হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-কে সন্োধন করিয়াছি, তাহাদের মধ্যকার একজনও উহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই বা অপসন্দ করেন নাই। তখন মু'আবিয়া (রা) সিরিয়াবাসীদের মধ্য হইতে যে কথা বলিয়াছিল তাহাকে বলিলেন : ওহে চুপ কর, সে যাহা বলিতেছে ব্যাপার অনেকটা তাই। কিন্তু সিরিয়াবাসীরা যখন সাম্প্রতিক গোলযোগ ঘটে তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি (করিয়া স্থির) করে যে, আমাদের খলীফার প্রতি অভিবাদনকে আর খাটো করিতে দিব না। হে মদীনাবাসীরা! আমি তোমাদের স্বরণ করাইয়া দিতে চাই। তোমরা যাকাত আদায়কারীদিগকেও তো হে আমীর, বলিয়া সন্োধন করিয়া থাক! (সুতরাং কেবল যাকাত আদায়কারীদিগকেই হে আমীর বলিয়া সন্োধন করিবে, আর আমীরুল মু'মিনীন বা খলীফাকে তাঁহার পূর্ণ পদবী ব্যবহার করিয়া সম্মানের সহিত 'আমীরুল মু'মিনীন' বলিয়া সন্োধন করিবে। তাহা হইলে উভয় সন্োধনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান থাকিবে। কোনরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকিবে না, কেহ আনুগত্যের ব্যাপারেও সন্দেহ করিবে না।)

১.২৮- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ .

১০৩৮. হযরত জাবির (রা) বলেন : আমি হাজ্জাজের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে সালাম দেই নাই।

১.২৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَزْلٍ قَالَ إِنِّي لِأَذْكُرُ أَوَّلَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْأَمْرَةِ بِالْكُوفَةِ خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ بَابِ الرَّحْبَةِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ أَبُو قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَرِهَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَلْ أَنَا إِلَّا مِنْهُمْ أَمْ لَا قَالَ سَمَّاكِ ثُمَّ أَقْرَبَهَا بَعْدُ .

১০৩৯. তামীম ইবন হায়লম বলেন, কূফাতে প্রথমে আমীর সন্োধন করিয়া কে সালাম দিয়াছিল উহা আমার বেশ মনে আছে। একদা (কূফার আমীর) মুগীরা ইবন শু'বা কূফার রাহবা ফটক দিয়া বাহির হন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট কিন্দা হইতে আগমন করে। ধারণা করা হয় যে, উনি ছিলেন আবু

কুরা কিন্দী। তিনি তাহাকে সালাম দিতে গিয়া বলেনঃ আসসালামু আলাইকা আইয়ুহাল আমীর ও রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম!

মুগীরা তাহা অপসন্দ করেন এবং প্রত্যুত্তরে বলেন : “আসসালামু আলাইকুম ওয়া আইয়ুহাল আমীর ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম” (অর্থাৎ হুবহু ঐ কথাগুলিরই পুনরুক্তি করেন এবং সাথে সাথে বলেন) আমি তাহাদেরই একজন কিনা!

রাবী সাম্মাক বলেন : অতঃপর পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ অভিবাদনকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন।

১.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عُبَيْدٍ (الرَّعِينِي) بَطْنُ مَنْ حَمِيدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رُوَيْفِعٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى انْطَابُلُسَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ [فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى الْأَمِيرِ] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَالَ لَهُ رُوَيْفِعٌ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْنَا لَرَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَلَكِنْ إِنَّمَا سَلَّمْتَ عَلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ (وَكَانَ مَسْلَمَةً عَلَى مِصْرَ) أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَلَبَرَّدَ عَلَيْكَ السَّلَامَ -

قَالَ زِيَادٌ وَكُنَّا إِذَا جِئْنَا فَسَلَّمْنَا وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৪০. যিয়াদ ইবন উবায়দ (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি রুওয়ায়ফার খিদমতে উপস্থিত হই আর তিনি তখন (মিসরের আমীরের অধীনে আলেকজান্দ্রিয়া ও বুর্রা মধ্যবর্তী) উনতাবুলসের আমীর ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সালাম দিল (এবং বলিল ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীর’) আবদা-এর রিওয়ায়েতে আছে। সে বলিল, ‘আসসালামু আলাইকা আইয়ুহাল আমীর!’ তখন রুওয়ায়ফা তাহাকে বলিলেন : তুমি যদি আমাকেই সালাম দিতে তবে অবশ্যই আমি তোমার সালামের জবাব দিতাম বরং তুমি মাসলামা ইবন মুখাল্লাদকেই সালাম দিয়াছ (মাসলামা তখন মিসরের আমীর ছিলেন)। সুতরাং তুমি তাহার নিকট যাও, তিনিই তোমার সালামের জবাব দিবেন।

রাবী যিয়াদ বলেন : আমরা যখন তাহার ওখানে যাইতাম আর তিনি মজলিসে হাযির থাকিতেন, তখন (কেবল) ‘আসসালামু আলাইকুম’-ই বলিতাম।

৬৭২ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّائِمِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ : ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া

১.৪১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِي مِنَ اللَّيْلِ فَيَسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَ يَسْمَعُ الْيَقْظَانَ .

১০৪১. হযরত মিকদাম ইবন আসওয়াদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) রাত্রিতে আসিয়া এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির উহাতে জাগিয়া উঠিত না অথচ জাগ্রতগণ উহা শুনিতে পাইত।

৬৭৩ - بَابُ حَيَاكَ اللّٰهَ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ : ‘আল্লাহ হায়াত দরাজ করুন’ বলা

১.৬২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حَيَّاكَ اللّٰهَ مِنْ مَعْرِفَةٍ -

১০৪২. শা‘বী বলেন : হযরত উমর (রা) হাতিম (তাসী)-এর পুত্র আদীকে বলিয়াছিলেন : আল্লাহ সুনামসহ তোমার হায়াত দরাজ করুন!

৬৭৪ - بَابُ مَرْحَبًا

৪৭৪. অনুচ্ছেদ : মারহাবা স্বাগতম

১.৬৩ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ فَرَّاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلْتُ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَأَنَّ مَشْيَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مَرْحَبًا بِابْنَتِي" ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ .

১০৪৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা ফাতিমা (রা) হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর তাহার হাঁটা ছিল নবী করীম (সা)-এর হাঁটারই অনুরূপ। নবী করীম (সা) তখন বলিয়া উঠিলেন : মারহাবা-স্বাগতম কন্যা আমার! অতঃপর তাহাকে স্বীয় ডানপার্শ্বে অথবা বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেন।

১.৬৪ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هَانِيٍّ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفَ صَوْتَهُ فَقَالَ "مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمَطِيبِ" .

১০৪৪. হযরত আলী (রা) বলেন, একদা আম্মার (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার আওয়াজ চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ সুজন ও পবিত্র ব্যক্তিকে মারহাবা-স্বাগতম!

৬৭৫ - بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ

৪৭৫. অনুচ্ছেদ : কিভাবে সালামের জবাব দিবে

১.৬৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَجْلَفِ النَّاسِ وَأَشَدَّهُمْ فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَ عَلَيْكُمْ .

১০৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন : একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি গাছের ছায়ায় নবী করীম (সা)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় একজন বর্বর ও কঠোর

প্রকৃতির বেদুইন আসিয়া বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম!' জবাবে উপস্থিত লোকজন বলিলেন : ওয়া আলাইকুম!

১.৪৬- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ وَ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ .

১০৪৬. আবু হামযা বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে সালামের জবাবে ওয়া আলাইকা 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলিতে শুনিয়াছি।

১.৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ قَالَتْ قَيْلَةُ قَالَ رَجُلٌ أَسْلَمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ " .

১০৪৮. আবু আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী) বলেন, কলা বিবি বর্ণনা করিয়াছেন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল : আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ! জবাবে তিনি বলিলেন : 'ওয়া আলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ!'

১.৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ " وَ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ مِنْمَنْ وَأَنْتَ؟ " قُلْتُ مِنْ غَفَّارٍ .

১০৪৮. হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসিয়া উপনীত হইলাম আর তিনি তখন সবেমাত্র নামায পড়িয়া উঠিয়াছেন। আমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম তাহাকে ইসলামী রীতি অনুসারে সালাম দেই। জবাবে তিনি বলিলেন : ওয়া আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ! তুমি কোন গোত্রের লোক হে! আমি বলিলাম : গিফার গোত্রের।

১.৪৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جَبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ " قَالَتْ فَقُلْتُ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১০৪৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আয়েশা! ইনি হইতেছেন জিব্রাঈল, তিনি তোমাকে সালাম বলিতেছেন। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আমি যাহা দেখিতে পাই না আপনি তো তাহা দেখিতে পান! হযরত আয়েশার এই সম্বোধন ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি।

১০৫০. حَدَّثَنَا مَطَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُسْطَامٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي بُنَى إِذَا مَرَّبِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقُلْ وَ عَلَيْكَ كَأَنَّكَ تَخْصُهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ وَ لَكِنْ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৫০. মু‘আবিয়া ইব্ন কুরা বলেন, আমার পিতা একদা আমাকে বলিলেন : বৎস যখন কোন ব্যক্তি তোমার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তোমাকে বলে, ‘আসসালামু আলাইকুম’, তখন তুমিও আলাইকা (এবং তোমার উপর) বলিও না, কেননা, ইহাতে মনে হয়, তুমি কেবল তাহাকেই বুঝি সালাম দিতেছ, অথচ সে একা নহে, বরং তুমি বলিবে ‘আসসালামু আলাইকুম!’

৬৭৬ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدِّ السَّلَامَ

৪৭৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না

১০৫১. حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مَلَكَ عَنْ يَمِينِهِ .

১০৫১. আবদুল্লাহ ইব্ন সামিত বলেন, আমি একদা হযরত আবু যারকে বলিলাম, আমি আবদুর রহমান ইব্ন উম্মুল হিকামের পাশ দিয়া অতিক্রম কালে তাহাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের কোন জবাব দিলেন না। জবাবে তিনি বলিলেন : ভাতিজা, তোমার তাহাতে কি আসে যায় ? তোমার সালামের জবাব দিয়াছেন তাহার চাইতে উত্তম জন, তিনি হইতেছেন তাহার ডান পার্শ্বের ফেরেশতা।

১০৫২. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشَوْهُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَضْلُ بَرَجَةٍ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمُ السَّلَامَ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَطْيَبُ .

১০৫২. যাসিদ ইব্ন ওয়াহব হযরত আবদুল্লাহর সূত্রে বলেন : সালাম হইতেছে আল্লাহর পবিত্র নাম সমূহের একটি। তিনি উহা পৃথিবীতে দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা পরস্পরের মধ্যে উহার প্রচলন কর।

১. ‘আসসালামু আলাইকা’ মানে তোমার উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক, বহুবচনে ‘আসসালামু আলাইকুম’ —তোমাদের উপর সালাম-বর্ষিত হউক! মানুষ যদি একান্তই একা থাকে, তখনও তাহার সাথে অন্তত কিরামুন কাতিবীন ফেরেশতা দুইজনে তো থাকেনই, সুতরাং সালামের সময় কার্পণ্য না করিয়া একবচনের স্থলে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করাই বিধেয়। এ ছাড়া সম্মানার্থেও একবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যহারের প্রচলন আরবীতে রহিয়াছে।

এক ব্যক্তি যখন কোন এক দল লোককে সালাম দেয় আর তাহারা উহার জবাব দেয় তাহাদের চাইতে তাহার একটি মর্যাদা (দর্জা) বেশি হয়, কেননা সেই তাহাদিগকে সালামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। যদি তাহারা তাহার সালামের জবাব একান্ত নাও দেয়, তবে এমন একজন তাহার দিয়া দেন যে, তাহার (বা তাহাদের) চাইতেও উত্তম ও পবিত্র।

১০৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ التَّسْلِيمُ تَطَوُّعٌ وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ .

১০৫৩. হিশাম বলেন : হযরত হাসান (রা) বলিয়াছেন : সালাম দেওয়া হইতেছে নফল (ঐচ্ছিক) কিন্তু উহার জবাব দেওয়া ফরয (বাধ্যতামূলক)।

৪৭৭ - بَابُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ

৪৭৭. অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য

১০৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ الْكَذُوبُ مَنْ كَذَبَ عَلَى يَمِينِهِ وَالْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ وَالسَّرُوقُ مَنْ سَرَقَ الصَّلَاةَ .

১০৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) বলেন, সবচাইতে বড় মিথ্যাবাদী হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে শপথ করিয়া মিথ্যা বলে, কপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে এবং সবচাইতে বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে, (অর্থাৎ নামাযের রুকন ইত্যাদি আদায়ে ফাঁকি দেয়।)

১০৫৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ وَإِنْ أَعْجَزَ النَّاسُ مَنْ أَعْجَزَ بِالِدُعَاءِ .

১০৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই ব্যক্তিই সবচাইতে বড় কপণ যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে, আর সবচাইতে অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে, দোয়া করার ব্যাপারে অক্ষম।

৪৭৮ - بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصَّبْيَانِ

৪৭৮. অনুচ্ছেদ : বালকদিগকে সালাম দেওয়া

১০৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِنَانٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ بِهِمْ

১০৫৬. সাবিত বুনাঈ বলেন, একদা হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বালকদের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে তাহাদিগকে সালাম করিলেন এবং বলিলেন নবী করীম (সা) এইরূপ করিতেন।

১.০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَنَبَسَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصَّبْيَانِ فِي الْكِتَابِ .

১০৫৭. আশ্বাসা (র) বলেন, আমি হযরত ইবন উমর (রা)-কে মজবের বালকদিগকেও সালাম দিতে দেখিয়াছি।

৪৭৭- بَابُ تَسْلِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

৪৭৯. অনুচ্ছেদ : মহিলার সালাম পুরুষকে

১.০৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ " مَنْ هَذِهِ ؟ " قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ قَالَ " مَرْحَبًا " .

১০৫৮. আবু তালিব তনয়া উম্মু হানী (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর ঘরে গেলাম, তিনি তখন গোসল করিতেছিলেন। আমি তাহাকে (সশব্দে) সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, উম্মু হানী। তিনি বলিলেন, মারহাবা।

১.০৯- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ كُنَّ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ .

১০৫৯. মুবারক বলেন, আমি হযরত হাসানকে বলিতে শুনিয়াছি, (প্রাথমিক যুগে) মহিলাগণ পুরুষগণকে সালাম প্রদান করিতেন।

৪৮০- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

৪৮০. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সালাম করা

১.৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قَعُودٌ قَالَ بِيَدِهِ الْيَهْنَ بِالسَّلَامِ فَقَالَ " أَيَاكُنَّ وَكُفْرَانِ الْمُتَنَعِمِينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانِ الْمُتَنَعِمِينَ " قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللَّهِ قَالَ " بَلَى إِنْ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمُنُهَا ثُمَّ تَغْضِبُ الْغَضْبَةَ فَتَقُولُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ صَاعَةً خَيْرًا قَطُّ فَذَلِكَ كُفْرَانُ نِعَمِ اللَّهِ وَذَلِكَ كُفْرَانُ الْمُتَنَعِمِينَ " .

১০৬০. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন : তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও, তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ নবী! আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর দেয়া নিয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তিনি বলেন : হাঁ, তোমাদের কোন নারীর স্বামীর বিরহ-যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত হলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও তার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাই নি। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং এটাই হলো নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা।

১-৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ أَبِي غُنْيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَرْبَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي جَوَارٍ أَوْ أَبِي فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ " إِيَّا كُنْ وَكَفَّرَ الْمُتَنَعِمِينَ " وَكُنْتُ مِنْ أَجْرَاهُنَّ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا مُفَرُّ الْمُتَنَعِمِينَ ؟ قَالَ " لَعَلَّ أَحَدًا كُنَّ تَطُولُ أَيْمَتَهَا مِنْ أَبْوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضَبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .

১০৬১. আসমা বিনতে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) আমাকে অতিক্রম করলেন। আমি তখন আমাদের মহিলাদের সাথে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন : নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। নারীদের মধ্যে আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতে খুবই নির্ভীক ছিলাম। অতএব আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নি'আমতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বলেন : হয়তো তোমাদের কারো পিতা-মাতার ঘরে অবিবাহিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বামী দান করেন এবং তার ঔরসে তাকে সন্তানাদি দান করেন। তারপরও সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তোমার নিকট কখনো ভালো ব্যবহার পেলাম না।

৪৮১- بَابُ مَنْ كَرِهَ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ : নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে

১-৬২- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ بِشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكِيمِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا فَجَاءَ أَدْنَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَتَنَا نَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشِينَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ قَمَرٌ رَجُلٌ مُتَبَرِّعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ وَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَّجَ عَلَى أَهْلِهِ وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ

حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ ؟ قَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَفُشْوُ التَّجَارَةِ حَتَّى تَعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ وَفُشْوُ الْقَلَمِ وَطُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَكُتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ " .

১০৬২. তারিক বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় ইকামতের ধ্বনি আসিল : ‘কাদ-কা-মাতিস্ সালাহ্’ ! তখন তিনি উঠিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত উঠিলাম এবং আমরা গিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম। তিনি দেখিলেন, লোকজন মসজিদের অগ্রভাগে রুকূরত। তিনি তাক্বীর বলিয়া রুকূতে চলিয়া গেলেন। আমরাও অগ্রসর হইয়া তাঁহারই অনুরূপ কাজ করিলাম। এমন সময় একজন বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি আসিলেন। তিনি তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, আলাইকুমুস্ সালাম ইয়া আবাবাদির রাহমান ! তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ যথার্থই বলিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূল পূর্ণভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমাদের নামায শেষ হওয়ার পর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কাছে অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। আর আমরা আমাদের জায়গায় বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তখন আমরা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলাম, কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে ? রাবী তারিক বলিলেন, আমিই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে ইব্ন মাসউদ বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট করিয়া সালাম দেওয়ার রেওয়াজ হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার ঘটিবে, এমন কি নারী তাহার স্বামীকে ব্যবসার ব্যাপারে সহযোগিতা করিবে, আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করার প্রবণতা দেখা দিবে, কলম-চর্চার বহুল প্রচলন ঘটিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রাধান্য হইবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হইবে।

১.৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى هَنٍ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১০৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামের কোন কার্য উত্তম ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি ফরমাইলেন, তুমি মানুষকে আহায্য প্রদান করিবে এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে।

৪৮২- بَابُ كَيْفَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحَجَابِ

৪৮২. অনুচ্ছেদ : পর্দার আয়াত কেমন করিয়া নাযিল হয়?

১.৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشَرَ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوطُونِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَخَدَمْتُهُ عَشَرَ سِنِينَ وَتَوَفَّى وَأَنَا ابْنُ عِشْرَيْنَ فَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مَا ابْتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَزِينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَسْبَحَ بِهَا عُرُوسًا فَدَعَى الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَطَالُوا الْمَكْثَ فَقَامَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ لِكِي يَخْرُجُوا فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ السِّتْرَ وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ.

১০৬৪. ইবন শিহাব (র) বলেন, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনার শুভাগমনের সময় তাঁহার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি (আনাস) বলেন, আমার মা-খালাগণ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমত করার জন্য সর্বদা তাগিদ করিতেন। আমি দীর্ঘ দশ বছর তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত থাকি এবং তিনি যখন ইত্তিকাল করেন তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি বছর। সেই সুবাদে পর্দার (আয়াতের) শানে-নুযূল সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনাটা এরূপ : রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাব বিন্তে জাহাশকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সহিত বাসর রাত্রি যাপনের পর সকালে ওলীমার দাওয়াত করেন। লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর চলিয়া যায়, কিন্তু কয়েকজন লোক তাঁহার ওখানে থাকিয়া যান এবং তাঁহারা তাঁহাদের এ বৈঠক দীর্ঘায়িত করেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) (বিস্ত্রবোধ করেন এবং) উঠিয়া বাহির হইয়া যান এবং আমিও বাহির হইয়া যাই, যাহাতে (এই ইশারা বুঝিয়া) তাঁহারাও বাহির হইয়া যান। তিনি বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতে থাকেন এবং আমিও তাঁহার সাথে পায়চারি করিতে থাকি। নবী (সা) পায়চারি করিতে করিতে হযরত আয়েশার হজ্রার দহলিজে গিয়া পৌছেন। অতঃপর উহারা ততক্ষণে চলিয়া গিয়া থাকিবেন এই ধারণা করিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসি। তিনি বিবি যায়নাবের কাছে যান কিন্তু তাঁহারা তখনও বসিয়া ছিলেন। তিনি আবার বাহির হইলেন এবং সাথে সাথে আমিও বাহির হইলাম। তিনি (সা) পুনরায় হযরত আয়েশার দহলিজে গিয়া পৌছেন। অতঃপর ধারণা করেন যে, এতক্ষণে হয়ত তাহারা চলিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ফিরিয়া আসেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসি। তখন দেখা গেল যে, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। এই সময় নবী করীম (সা) তাঁহার এবং আমার মধ্যে পর্দা টানিয়া দেন এবং তখনই পর্দার হুকুম-সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়।

❦

৪৮৩- بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ

৪৮৩. অনুচ্ছেদ : পর্দার তিনটি সময়

১. ৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرْطَبِيِّ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ سُوَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ مَا تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَ ثِيَابِي مِنْ الظَّهِيرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَلْعِ الْحُلَمِ إِلَّا بِإِذْنِي إِلَّا أَنْ أَدْعُوهُ فَذَلِكَ إِذْنُهُ وَلَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَعَرَفَ النَّاسُ حَتَّى تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَلَا إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتَ ثِيَابِي حَتَّى أُنَامَ .

১০৬৫. ইবন শিহাব (র) সা'লাবা ইবন আবু মালিক কুরাজী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা'লাবা) সাওয়াযীতে আরোহণ করিয়া পর্দার তিনটি সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমণ করেন। বনি হারিসা ইবন হারিস এর আবদুল্লাহ ইবন সুয়াইদের নিকট। উক্ত আবদুল্লাহ এই তিনটি সময় মানিয়া চলিতেন। তিনি (আবদুল্লাহ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : কী উদ্দেশ্যে, আগমন ? আমি বলিলাম, আমিও (পর্দার) এই সময়গুলি মানিয়া চলিতে চাই। তিনি বলিলেন : মধ্যাহ্নে যখন আমি গায়ের কাপড় চোপড় ছাড়ি, তখন আমার গৃহের কোন সাবালক ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে না। হ্যাঁ, আমি নিজে যদি তাহাকে ডাকি, তবে উহা তো তাহার জন্য অনুমতিই হইল। আর যখন উষার উদয় হয় এবং মানুষকে (উহার আলোকে) চিনা যায়, তখন হইতে ফজরের নামাযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং যখন এশার নামাযান্তে আমি আমার গায়ের কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করিয়া শুইতে যাই (তখনও কেহ আমার কক্ষে আসিতে পারে না)।

৪৮৪- بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির আপন স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার

১. ৬৬- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْعَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا فَمَرَّ عُمَرُ فَدَعَاهُ فَأَكَلَ فَأَصَابَتْ يَدَهُ إَصْبَعِي فَقَالَ حَسَّ! لَوْ أَطَاعُ فَيَكُنَّ مَا رَأَتْكَ عَيْنٌ فَنَزَلَ الْحِجَابُ.

১০৬৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে একত্রে বসিয়া খেজুরও যবের ছাত্ত দ্বারা তৈরি হালুয়া (হাইস) খাইতেছিলাম। এমন সময় উমর (রা) আসিয়া পড়িলে নবী (সা) তাহাকেও ডাকিয়া লইলেন। তিনিও (আমাদের সাথে) খাইলেন। খাওয়ার সময় তাহার হাত আমার আঙ্গুল স্পর্শ করে। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন : দুস্তুরী ছাই ! তোমাদের ব্যাপারে যদি আমার কথা মানা হইত, তাহা হইলে কোন (বেগানা পুরুষের) চক্ষু তোমাদিগকে দেখিতে পাইত না। তার পরপরই পর্দার বিধান (সম্বলিত আয়াত) নাযিল হয়।

১. ৬৭- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرَجٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَهِيَ حَوْلَةٌ

وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ اخْتَلَفَ يَدَيَّ وَ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

১০৬৭. খারিজা ইবন হারিসের দাদী উম্মে হাবীবা বিন্তে কায়িস (রা) (যাঁহার আসল নাম ছিল খাওলা) বলেন : একই পাত্রে আমার এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের মধ্যে বাজাবাজি হয়। (অর্থাৎ একই পাত্রে আমরা আহা করিয়াছি।)

৪৮৫- بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُونٍ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ : অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ

১.৬৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْمُومِ فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

১০৬৮. নাফি' বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলিয়াছেন : কেহ কোন অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বলা উচিত : আস্-সালামু আলাইনা ও আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন-“আমার ও আল্লাহর সমুদয় নেককার বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক!”

১.৬৯- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور : ২৭] وَأَسْتَتْنِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور : ২৯]

১০৬৯. ইকরামা হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন :

﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور : ২৭] .

“তোমরা নিজেদের ঘরসমূহ ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিবে না যাবৎ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তাহার অধিবাসীদিগকে সালাম প্রদান কর।” (সূরা নূর : ২৭)

এর ব্যতিক্রম নির্দেশ করিয়া আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ [النور : ২৯]

“তোমাদের জন্য কোন বাধা নাই এমন গৃহে প্রবেশে যাহাতে কেহ বাস করে না অথচ সেখানে তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। আল্লাহ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর আর যাহা তোমরা গোপন রাখ।” (সূরা নূর : ২৯)

৪৮৬- بَابُ (لَيْسْتَأَذْنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النور: ৫৮]

৪৮৬. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীগণ যেন অনুমতি নিয়া ঘরে প্রবেশ করে

১.৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ [النور ৫৮] ﴿لَيْسْتَأَذْنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ هِيَ لِلرَّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .

১০৭০. হযরত ইবন উমর (রা) কুরআন শরীফের (সূরা নূর : ৫৮) আয়াত :

لَيْسْتَأَذْنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

“তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ যেন ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি গ্রহণ করে” —এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এই নির্দেশ কেবল পুরুষদের অর্থাৎ দাসদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, নারীদের তথা দাসীদের জন্য প্রযোজ্য নহে।

৪৮৭- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [النور: ৫৯]

৪৮৭. অনুচ্ছেদ : ‘শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়’ কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে

১.৭১. حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ .

১০৭১. নাফি’ হযরত ইবন উমর (রা) সম্পর্কে বলেন, যখন তাঁহার কোন সন্তান সাবালকত্ব-প্রাপ্ত হইত, তখন তিনি তাহাকে পৃথক করিয়া দিতেন (অর্থাৎ তাহার থাকার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করিতেন) এবং তখন আর তাঁহার অনুমতি ছাড়া এই সন্তান তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না।

৪৮৮- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ : মাতার কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

১.৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانَهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا .

১০৭২. আলকামা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল : আমার মাতার নিকট যাইতে হইলেও কি আমাকে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন : তাহার সর্বাবস্থায় তুমি তাহাকে দেখিতে পছন্দ করিবে না।

১০৭৩. حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيرٍ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ حَذِيفَةَ فَقَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ.

১০৭৩. মুসলিম ইব্ন নাযীর বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হযায়ফা (রা)কে প্রশ্ন করিল, আমি কি আমার মাতার নিকট যাইতেও তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিব? উত্তরে তিনি বলিলেন : যদি তুমি তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা না কর, তবে এমন অবস্থা তোমার চোখে পড়িতে পারে যাহা দেখিতে তুমি পছন্দ কর না।

৪৮৯- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : পিতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা

১০৭৪. حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَلَ فَاتَّبَعْتُهُ فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَقْعَدَنِي عَلَى إِسْتِنْيَ ثُمَّ قَالَ أَتَدْخُلُ بغيرِ إِذْنٍ؟

১০৭৪. মুসা ইব্ন তাল্হা বলেন, একদা আমি আমার পিতার সাথে আমার মাতার নিকট গেলাম। তিনি গিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আমিও তাহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি তখন আমার দিকে তাকাইলেন এবং আমার বুকে ধাক্কা দিয়া আমাকে পাহার উপর বসাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন : অনুমতি ছাড়াই কি তুমি ঢুকিয়া পড়িলে?

৪৯০- وَبَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ وَوَلَدِهِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : পিতা এবং পুত্রের নিকট যাইতে অনুমতি চাহিবে

১০৭৫. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأَبِيهِ.

১০৭৫. আবু যুবাইর (র) বলেন, হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করিতেও তাহার অনুমতি চাহিবে। তাহার মাতার কক্ষে প্রবেশ করিতে, যদিও সে বৃদ্ধা হয়, এমনকি তাহার ভাই, বোন ও তাহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিতেও তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিবে।

৪৯১- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ

৪৯১. অনুচ্ছেদ : বোনের নিকট যাইতে অনুমতি চাওয়া

১০৭৬. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي؟ فَقَالَ نَعَمْ فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ

أُخْتَانِ فِي حُجْرِي وَأَنَا أُمُونَهُمَا وَأَتَفَقُ عَلَيْهِمَا اسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ نَعَمْ أُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ ؟ ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور: ৫৮] قَالَ فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلَاءِ بِالَّذِينَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ قَالَ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْأَلُونَا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ৫৯] .

১০৭৬. আ'তা বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করিলাম, আমার বোনের নিকট ও কি আমি অনুমতি চাহিব ! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলাম : আমার দুই বোন আমার অভিভাবকত্বে আছে ; আমিই তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকি। তবুও কি তাহাদের কাছে যাইতে আমাকে তাহাদের অনুমতি লইতে হইবে ? বলিলেন : হ্যাঁ, তুমি কি তাহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিতে চাও ? অতঃপর তিনি (তাহার বক্তব্যের সমর্থনে) তিলাওয়াত করিলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ .

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যকার যাহারা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে তোমরা যখন কাপড়-চোপড় খুলিয়া (হাঙ্কাভাবে) থাক এবং ইশার নামাযের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (সূরা নূর : ৫৮) অতঃপর তিনি বলেন : তাহাদিগকে এই তিনটি গোপনীয়তা অবলম্বনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেওয়া যাইবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো ফরমান :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْأَلُونَا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

“আর যখন তোমাদিগের অপ্রাপ্তবয়স্করা বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালক) হইবে, তখন তাহারাও যেন তাহাদের পূর্ব-বর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে।” (সূরা নূর : ৫৯) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : সুতরাং অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য। ইব্ন জুরায়জ ইহাতে আরও বর্ধিত করেন : সকল লোকের কাছে গমনের ক্ষেত্রেই উহা প্রযোজ্য।

৬৭২- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخِيهِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ : ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া

১.৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّثَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كَرْدُوسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ .

১০৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একজন লোককে তাহার পিতা, মাতা, ভাই অথবা বোনের কক্ষে প্রবেশ করিতে তাহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৭৩- بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

৪৯৩. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা তিনবার

১.৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ؟ إِيذْنُو لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نَوْمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَاَنْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ عُمَرُ أَخْفَى عَلَى مَنْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التَّجَارَةِ.

১০৭৮. উবায়দ ইব্ন উমায়র বর্ণনা করেন : একদা হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের দরবারে হাযির হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করা হইল না। সম্ভবত তিনি তখন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু মুসা (রা) ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাঁহার কাজ হইতে অবসর হইলেন বলিলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের আওয়াজ যেন আমার কানে আসিয়াছিল, তাঁহাকে ডাক। বল হইল, তিনি তো চলিয়া গিয়াছেন। তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন : (রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে) আমাদিগকে এরূপই নির্দেশ দেওয়া হইত। হযরত উমর (রা) বলিলেন : তোমার এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ লইয়া আইস! তিনি তখন আনসারদের এক মজলিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যাপারটি আনুপূর্বিক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদিগের মধ্যকার কেহ কি নবী (সা)-এর এই নির্দেশ শুনিয়াছ এবং এই ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে? তাঁহারা বলিলেন : আমাদের সর্বকনিষ্ঠ আবু সাঈদ খুদরী-ই এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারে। তখন তিনি আবু সাঈদকে লইয়াই হাযির হইলেন। তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এমন একটি নির্দেশ কি আমার নিকট অবিদিত থাকিতে পারে? হ্যাঁ, বাজারে বাজারে বেচাকেনা লইয়া ব্যস্ততার কারণে আমি উক্ত নির্দেশ শ্রবণ করিতে পারি নাই।

৪৭৪- بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ غَيْرَ السَّلَامِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ : সালাম না করিয়া অনুমতি প্রার্থনা

১.৭৭- حَدَّثَنَا بَيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ.

১০৭৯. আ'তা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সালাম না করিয়াই অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহাকে অনুমতি দেওয়া উচিত নহে; যাবৎ না সে প্রথমে সালাম করিয়া তারপর অনুমতি প্রার্থনা করে।

১০৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি 'আসসালামু আলাইকুম' না বলিয়া প্রবেশ করে তবে তাহাকে বলিয়া দিবে, না, তোমার জন্য অনুমতি নাই, যাবৎ না সে সালামরূপী চাবি লইয়া আসে।

৬৭৫- بَابُ إِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ إِذْنٍ تَفَقَّأَ عَيْنَهُ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ : ঘরে উঁকি মারিলে চক্ষু ফুঁড়িয়া দেওয়া

১০৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন ব্যক্তি তোমার ঘরে উঁকি দেয় আর তুমি তাহার চক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া তাহার চক্ষু কানা করিয়া দাও, তবুও তোমার কোন দোষ হইবে না।

১০৮২. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ঘরে উঁকি দিল, তিনি তখন তাঁহার তুণীর হইতে একটি তীর লইয়া তাহার চক্ষুদ্বয় বরাবর তাক করিলেন।

৬৭৬- بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ : তাকাইবার জন্যই অনুমতির প্রয়োজন

১০৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন ব্যক্তি তোমার ঘরে উঁকি দেয় আর তুমি তাহার চক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া তাহার চক্ষু কানা করিয়া দাও, তবুও তোমার কোন দোষ হইবে না।

مَدْرِي يَحْكُ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " لَوْ أَعْلَمَ أَنَّكَ تَنْظُرُ فِي لَطَعَتِ بِهِ فِي عَيْنِكَ "

১০৮৩. হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরজায় ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল। তিনি তখন চিরুণী হস্তে মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন, যদি আমি পূর্বে জানিতে পারিতাম যে, তুমি এভাবে আমার দিকে উঁকি মারিয়া তাকাইতেছ তবে ইহা দ্বারা তোমার চক্ষু ফোটা করিয়া দিতাম।

১.৮৪- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّمَا جَعَلَ الْأَذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ "

১০৮৪. অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন : এই তাকানোর জন্যই তো অনুমতি লওয়ার বিধান !

১.৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَطْلَعَ رَجُلٌ مِنْ خُلَلٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ .

১০৮৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি একটি ফাঁক দিয়া নবী করীম (সা)-এর হুজরার দিকে উঁকি মারিয়া তাকায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার তীরের ধারাল ফলা দ্বারা তাহা বন্ধ করিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি তাহার মাথা বাহির করিয়া নিল।

৪৭৭- بَابُ إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেওয়া

১.৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَثْمَانَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثَلَاثًا فَأَذْبَرْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ أَنْ تَحْتَبِسَ عَلَى بَابِي ؟ أَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْتَبِسُوا عَلَى بَابِكَ فَقُلْتُ بَلْ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ [وَكُنَّا نُوْمِرُ بِذَلِكَ] فَقَالَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا أَوْ يَشْمُ فِي هَذَا أَحَدٌ ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَقَالُوا لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ

يُرِيدُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ حَتَّىٰ أَتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ فَقَالَ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ سَعْدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتُ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَكْثُرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَىٰ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلٌ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْتَنْبِتَ .

১০৮৬. হযরত আবু মূসা (রা) বলেন : একদা আমি হযরত উমর (রা)-এর কাছে হাযির হইবার জন্য তিন তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। আমি ফিরিয়া আসিয়া পড়িলে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং (আমি তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলে) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্! আমার দরজায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা তোমার জন্য যেমন কষ্টকর ঠেকিয়াছে, মনে রাখিও, ঠিক তেমনি তোমার দরজায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করাও লোকদের জন্য কষ্টকর ঠেকে। আমি বলিলাম (ঠিক তাহা নহে) বরং আমি তিন তিনবার করিয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াও অনুমতি না পাইয়া, অগত্যা ফিরিয়া আসিয়াছি আর আমাদিগকে এরূপ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন : এমন বিধানের কথা তুমি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছ ? আমি বলিলাম, স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে এমন একটি কথা শুনিতে, যাহা আমি শুনিতে পাইলাম না ? যদি তুমি উহার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পার, তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই তোমাকে প্রদান করিব। আমি তখন (প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া পড়িলাম এবং মসজিদে উপবিষ্ট কয়েকজন আনসারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিধান সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা ?) তাঁহারা বলিলেন : এ ব্যাপারে কি কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে ? তখন আমি তাঁহাদিগকে উমর (রা) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবগত করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের সর্বকনিষ্ঠজনই আপনার সঙ্গে যাইবেন। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা) অথবা আবু মাসউদ (রা) আমার সঙ্গে উমরের নিকট উপস্থিত হইয়া (নিম্নলিখিত ঘটনাটি) বর্ণনা করেন :

একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে বাহির হইলাম। তিনি সা'দ ইব্ন উবাদার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইয়া তথায় গিয়া উপনীত হন। তিনি তাঁহাকে (সা'দকে বাহির বাটী হইতে) সালাম দিলেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সালাম দিলেন, তবুও অনুমতি পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি বলিলেন : আমাদের দায়িত্ব আমরা সম্পন্ন করিলাম। অতঃপর তিনি ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময় সা'দ (রা) পিছন হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কসম, আপনি যতবারই সালাম করিয়াছেন, প্রত্যেকবারই আমি তাহা শুনিয়াছি এবং সাথে সাথে উহার জবাবও (চুপি চুপি) দিয়াছি। কিন্তু আপনার পাক জবান হইতে আমার ও আমার গৃহবাসীদের প্রতি বেশি সালাম বর্ষিত হউক, ইহাই ছিল আমার কাম্য। (তাই ইচ্ছা করিয়াই সশব্দে উত্তর দেই নাই, যেন আপনি বারবার সালাম দেন।) অতঃপর আবু মূসা (রা) বলিলেন : কসম আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের ব্যাপারে আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ! ইহাতে হযরত উমর (রা) বলিলেন : সত্য বটে, তবে আমি ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলাম।

৬৭৮- بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ إِذْنَهُ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ : ডাকিয়া পাঠানোই অনুমতি দান

১.৮৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.

১০৮৭. আবুল আহুওয়াস বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠানো হয় তখন ধরিয়া নিতে হইবে যে, তাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

১.৮৮- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ إِذْنُهُ " .

১০৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন তোমাদিগের কাহাকেও ডাকিয়া পাঠান হয় এবং সে প্রেরিত ব্যক্তির সাথে সাথে চলিয়া আসে, তখন উহাই তাহার জন্য অনুমতিস্বরূপ। [অর্থাৎ নতুন করিয়া তাহার আর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন করে না।]

১.৮৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ وَهْشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ إِذْنُهُ " .

১০৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : কোন ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তির দূত পাঠানোর অর্থ তাহাকে (প্রবেশের) অনুমতি দেওয়া হইল।

১.৯০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذِنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذِنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّلَاثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ فَلَمْ يُؤْذِنْ لِي فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَقَعَدْتُ فَخَرَجَ إِلَيَّ غُلَامٌ فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ يُؤْذِنْ لَكَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ حَرَامٌ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَفِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَتَّخِذُ عَلَى رَأْسِهِ أَدَمَ فَيُوكَّأُ .

১০৯১. আবুল আলানিয়া বলেন, একদা আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে সালাম করিলাম, কিন্তু আমি অনুমতি পাইলাম না। আমি পুনরায় সালাম দিলাম

কিন্তু এবারও অনুমতি পাইলাম না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার সালাম দিলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম : “আসসালামু আলাইকুম” হে গৃহবাসী! কিন্তু এবারও আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। তখন আমি এক কোণায় গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় একটি বালক বাহির হইয়া আসিয়া বলিল : ভিতরে আসুন! তখন আবু সাঈদ (রা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : ওহে! যদি তুমি ইহার বেশি সংখ্যকবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে তবে তোমাকে আদৌ অনুমতি দেওয়া হইত না।—(অর্থাৎ আমি আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করিলাম, অনুমতি প্রার্থনার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কিনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর কিনা!)

রাবী আবুল আলানিয়া বলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে কয়েক ধরনের পাত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু আমি যে কয়েকটি পাত্র সম্পর্কেই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, সব কয়টি সম্পর্কেই তিনি কেবল ‘হারাম’ শব্দ বলিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁহাকে মশক (ভিঙি) সম্পর্কে প্রশ্ন করিলামঃ এবারও তিনি বলিলেন—“হারাম”। রাবী মুহাম্মদ বলেন, উহা এমন পাত্র যাহার মুখে চামড়া রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

৬৭৭- بَابُ كَيْفَ يَقُومُ عِنْدَ الْبَابِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ : দরজার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে ?

১.৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِنْ أَدْنَى لَهُ وَإِلَّا أَنْصَرَفَ .

১০৯২. নবী করীম (সা)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুশর (রা) বলেন : যখন কাহারও দ্বারপ্রান্তে কোন ব্যক্তি উপনীত হইবে এবং অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইবে তখন একেবারে দরজায় মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইবে না, বরং একটু ডানপাশে বা বামপাশে সরিয়া দাঁড়াইবে। যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে ঢুকিবে, নতুবা চলিয়া যাইবে।

৫০০- ٥- بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقَالَ حَتَّى أُخْرَجَ، أَيْنَ يَقْعُدُ

৫০০. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা করিলে যদি জবাব আসে যে, আমি আসিতেছি তখন কোথায় বসিবে ?

১.৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ وَاهِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَافِرِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لِي مَكَانَكَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْكَ فَقَعَدْتُ قَرِيبًا مِنْ بَابِهِ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِنَ الْبَوْلُ هَذَا ؟ قَالَ مِنَ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .

১০৯৩. আবদুর রহমান ইবন মু'আবিয়া ইবন খাদীজ (রা) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন : একদা আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে গেলাম এবং তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার লোকজন আমাকে বলিল : অপেক্ষা করুন, তিনি আসিতেছেন। আমি তখন দরজার সন্নিহিতে বসিয়া পড়িলাম।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পানি আনাইয়া উযু করিলেন এবং মোজাদ্ধয়ের উপর মাসেহ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহা কি পেশাব হইতে পাক হওয়ার জন্য? তিনি বলিলেন : পেশাব হইতে হউক বা অন্য কিছু হইতে হউক। (উযুতে মোজাদ্ধয় মাসেহ করা চলে।)

৫০১. -بَابُ قَرَعِ النَّبَابِ

৫০১. অনুচ্ছেদ : দরজা খটখটানো

১.৭৬- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْفَهَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُثَنِّصِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَوَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقْرَعُ بِالْأَظْفِيرِ .

১০৯৪. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর দরজাসমূহে অঙ্গুলীসমূহের নখ দ্বারা খটখটানো হইত।

৫০২. -بَابُ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

৫০২. অনুচ্ছেদ : বিনা অনুমতিতে প্রবেশ

১.৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (وَأَفْهَمَنِي بَعْضُهُ عَنْهُ أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَلِيٍّ) قَالَ ابْنُ حُرَيْجٍ إَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفَتْحِ بِلَبَنٍ وَجَدَّيَّةٍ وَضَغَابِيَسَ (قَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي الْبَقْلَ) وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ " ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ " وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ .

قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ بِهَذَا عَنْ كَلْدَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ .

১০৯৫. আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান (র) বলেন, কাল্দা ইবন হাম্বল (র) তাঁহাকে বলিয়াছেন, সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) তাঁহাকে নবী করীম (সা)-এর দরবারে মক্কা বিজয়ের সময় দুধ, ছাগলের বাচ্চা এবং ছোট শশা (হাদীয়া স্বরূপ) দিয়া পাঠান। (রাবী আবুল আসিম ছোট শশার স্থলে 'সজী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।) নবী করীম (সা) তখন মক্কা উপত্যকার উচ্চভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম না কিংবা তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম না। তখন নবী করীম (সা)

ফরমাইলেন : ফিরিয়া যাও এবং (পরে আসিয়া) বল : “আস্-সালামু আলাইকুম”, আমি শিক ভিতরে আসিতে পারি? এ-ঘটনা সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরে ঘটিয়াছিল।

রাবী আমর বলেন, উমাইয়া ইব্ন সাফওয়ান (রা) এই ঘটনা সম্পর্কে আমাকে কালদার বরাতে অবহিত করিয়াছেন কিন্তু ‘আমি কালদার কাছ হইতে নিজে গুনিয়াছি’ এই একটি তিনি বলেন নাই।

১০৯৬- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا أَدْخَلَ الْبَصَرَ فَلَا إِذْنَ لَهُ " .

১০৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি আগেই গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তাহার অনুমতি পাইবার অধিকার নাই।

৫.৩- بَابُ إِذَا قَالَ أَدْخُلُ ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ

৫০৩. অনুচ্ছেদ : যখন কেহ বলে, ‘আসিতে পারি কি ? এবং সালাম করে না’

১০৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا قَالَ أَدْخُلُ ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقُلْ لَا حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ قُلْتُ السَّلَامُ ؟ قَالَ نَعَمْ .

১০৯৭. আতা বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, যখন কেহ বলে, আসিতে পারি কি ? অথচ সে সালাম করে নাই, তখন বলিয়া দাও, না, যাৱৎ না তুমি প্রবেশের চাবি লইয়া আস।

রাবী (আতা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চাবি মানে কি ‘সালাম’ ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ।

১০৯৮- قَالَ وَأَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَلْجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْجَارِيَةِ " أَخْرِجِي فَقُولِي لَهُ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْسِنِ الاسْتِئْذَانَ " قَالَ فَسَمِعْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ ؟ فَقَالَ " وَعَيْكَ أَدْخُلُ " قَالَ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتُ ؟ فَقَالَ " لَمْ آتِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ أَتَيْتُكُمْ لِتَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبَدَعُوا عِبَادَةَ اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَتَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَتَصُومُوا فِي السَّنَةِ شَهْرًا وَتَحْجُوا هَذَا الْبَيْتَ وَتَأْخُذُوا مِنْ مَالِ أَغْنِيَانِكُمْ فَتَرُدُّوهُمَا عَلَى فَقَرَانِكُمْ " قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنْ الْعِلْمِ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُهُ ؟ قَالَ " لَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا وَأَنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ الْخَمْسُ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا

اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿[لقمان: ২৬]

১০৯৮. রিব্বী ইব্ন হিরাশ বলেন, নবী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলেন : আমি কি ভিতরে আসিতে পারি ? তখন নবী করীম (সা) তাঁহার বাঁদীকে বলিলেন : বাহিরে গিয়া তাহাকে বলিয়া দাও, ওহে! তুমি বল : ‘আসসালামু আলাইকুম’, আমি কি ভিতরে আসিতে পারি? কেননা, সে যথারীতি সুন্দরভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে নাই।

রাবী বলেন, আমি বাঁদীকে বাহিরে আসিবার পূর্বেই তাহা শুনিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম : “আস-সালামু আলাইকুম! আমি কি ভিতরে আসিতে পারি?” তিনি বলিলেন : ও ‘আলাইকা, আস!’ রাবী বলেন, অতঃপর আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরম্ভ করিলাম : আপনি কী পয়গাম নিয়া আসিয়াছেন ? তিনি ফরমাইলেন : উত্তম পয়গাম নিয়া আসিয়াছি ? আমি তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি যাহাতে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং লাত ও উয্যার পূজা পরিত্যাগ কর, দিবা রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, বছরে একটি মাস রোযা রাখ, এই ঘরটির (কা’বা ঘরের) হাজ্জ কর এবং তোমাদের ধনীদের সম্পদ হইতে কিছু অংশ উত্তল করিয়া তাহা তোমাদিগের গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দাও।

রাবী বলেন, অতঃপর আমি প্রশ্ন করিলাম, এমন কোন ইল্ম আছে কি যাহা আপনারও অজ্ঞাত ? তিনি ফরমাইলেন : আল্লাহই ভাল জানেন, তবে এমন অনেক ইল্ম আছে যাহা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই অবগত নহে। পাঁচটি বস্তু এমন আছে যাহা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই অবগত নহে। (অতঃপর কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ .

“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকাল্য সে কী অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন্ স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটবে।” (সূরা লুকমান : ৩৪)

৫.৪- بَابُ كَيْفِ الْإِسْتِئْذَانِ ؟

৫০৪. অনুচ্ছেদ : কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়?

১.৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَأْذَنْ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلْ عُمَرُ ؟

১০৮৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এই বলিয়া : 'আস-সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ ! আস-সালামু আলাইকুম ! উমর কি ভিতরে আসিতে পারে?

৫.৫- بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ أَنَا

৫০৫. অনুচ্ছেদ : প্রশ্নকারীর 'কে ?' বলার জবাবে 'আমি' বলা সম্পর্কে

১১০০- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دِينَ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ " مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ " أَنَا أَنَا " كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

১১০০. হযরত জাবির (রা) বলেন : আমার পিতার দেনা সংক্রান্ত এক ব্যাপারে আমি একদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিলাম এবং দরজায় করাঘাত করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে ?' আমি বলিলাম : 'আমি।' তিনি বলিয়া উঠিলেন : 'আমি, আমি !' যেন তিনি উহা অপসন্দ করিলেন।

১১০১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَبُو مُوسَى يَقْرَأُ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " فَقُلْتُ أَنَا بَرِيدَةَ جُعِلَتْ فِدَاكَ ! فَقَالَ " قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " .

১১০১. আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা তাঁহার পিতা বুরায়দা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (সা) মসজিদের দিকে বাহির হইলেন। আবু মুসা (রা) তখন মসজিদে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন। এমন সময় নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : এ কে ? জবাবে আমি বলিলাম, বুরায়দা অর্থাৎ আবু মুসা, আপনার জন্য কুরবান ! তখন তিনি বলিলেন : উহাকে তো দাউদ বংশীয়দের সুরমাধুর্য্য প্রদান করা হইয়াছে !

৫.৬- بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقَالَ ادْخُلْ بِسَلَامٍ

৫০৬. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনার জবাবে 'শান্তি সহযোগে প্রবেশ কর' বলা

১১০২- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ فَقِيلَ ادْخُلْ بِسَلَامٍ فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ .

১১০২. আবদুর রহমান ইব্ন জাদ'আন বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের সাথে ছিলাম। তিনি একটি গৃহে প্রবেশের জন্য গৃহবাসীদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিলে জবাবে তাঁহাকে বলা হইল :

... .. (শান্তি সহযোগে প্রবেশ করুন) কিন্তু তিনি (এই জবাব শুনিয়া) প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন।

৫.৭- بَابُ النُّظَرِ فِي الدُّوَرِ

৫০৭. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরে উঁকি মারা !

১১.৩- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَخَلَ الْبَصْرَ فَلَا إِذْنَ " .

১১০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন, অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই যদি কাহারও দৃষ্টি ঘরের অভ্যন্তরে পতিত হয় তবে তাহার (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি পাইবার কোন অধিকার নাই।

১১.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ فَاطَّلَعَ وَقَالَ ادْخُلْ ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ أَمَا عَيْنُكَ فَقَدْ دَهَلَتْ وَأَمَا أَسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ وَقَالَ رَجُلٌ اسْتَأْذَنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ رَأَيْتَ مَا بِسُوءِكَ .

১০৯০. মুসলিম ইব্ন নাযীর বলেন, একব্যক্তি হযরত হুযায়ফা (রা)-এর কাছে তাঁহার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। অতঃপর ভিতরের দিকে উঁকি মারিল এবং বলিল, ভিতরে আসিতে পারি কি ? জবাবে হুযায়ফা (রা) বলিলেন : তোমার চক্ষু ত ঢুকিয়াই পড়িয়াছে, বাকী রহিল তোমার নিতম্ব, উহা আর ঢুকিবে না। (অর্থাৎ ইহার পর আর অনুমতি চাওয়ার কী মানে ? মোটকথা, বিরক্তি সহকারে তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।)

১১.৬- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ إِسْحَقَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَ الْبَابِ فَأَخَذَ سَهْمًا أَوْ عُودًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الْأَعْرَابِيُّ لِيَفْقَأَ عَيْنَ الْأَعْرَابِيِّ فَذَهَبَ فَقَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبِتَ لَفَقَأْتَ عَيْنَكَ " .

১০৯১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিল এবং দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত বেদুইনের চোখ ফোটা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে একটি তীর বা চোখা কাঠ তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ফরমাইলেন : ওহে! তুমি যদি ওখানে থাকিতে তবে আমি অবশ্যই তোমার চোখ ফোটা করিয়া দিতাম।

১১.৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمَارِ بْنِ سَعْدٍ التَّجِيبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ.

১১০৭. হযরত উমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অনুমতি লাভের পূর্বেই কোন ঘরের আঙিনার দিকে তাকাইয়া আপন চক্ষুদ্বয় পূর্ণ করিল (জুড়াইল) সে একটি অপকর্মই করিল।

১১.৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا حَى الْمُؤَدَّبِ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَوْمُ قَوْمًا فَيَخْصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةِ دُونِهِمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَلَا يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ "

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصَحُّ مَا يَرَى فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ

১১০৮. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম সাওবান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বিনা অনুমতিতে কাহারও অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করা বৈধ নহে। যদি সে এদ্রুপ করে, তবে যেন সে উহাতে প্রবেশই করিল। আর কোন মুসলমানের জন্য ইহাও বৈধ নহে যে, সে কোন সম্প্রদায়ের ইমামতী করিবে অথচ দু'আর সময় তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া দু'আ করিবে। সে প্রশাব পায়েখানার বেগ চাপিয়াও যেন নামায না পড়ে যাবৎ না মলমূত্র ত্যাগ করিয়া হাল্কা হয়।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহের মধ্যে ইহাই বিশুদ্ধতম হাদীস।

০.৮- بَابُ فَضْلِ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ

৫০৮. অনুচ্ছেদ : সালামের সাথে ঘরে প্রবেশ করার ফযীলত

১১.৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ إِنْ عَاشَ كُفِيَ وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ "

১১০৯. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর--তাহাদের জীবিত অবস্থায় আল্লাহই তাহাদের জন্য যথেষ্ট আর মৃত্যু হইলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে : ১. যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করে সে মহামহিম আল্লাহর দায়িত্বে; ২. যে ব্যক্তি মসজিদ পানে বাহির হইয়া যায়, সে ব্যক্তিও আল্লাহর দায়িত্বে এবং ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বাহির হইয়া পড়ে, সেও আল্লাহর দায়িত্বে।

১১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَبَارَكَةً طَيِّبَةً . قَالَ مَا رَأَيْتُهُ إِلَّا تَوْحِيَةً قَوْلُهُ ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء : ৮৬]

১১১০. আবু যুবাইর (র) বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদিগকে সালাম করিবে, যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য হইবে একটি বরকতপূর্ণ উৎকৃষ্ট বস্তু।
রাবী বলেন, আমার মতে ইহা মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

“যখন তোমাদিগকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা উহার চাইতে উত্তম প্রত্যাবিবাদন কর অথবা উহাই ফিরাইয়া দাও। [অর্থাৎ কমপক্ষে উহারই পুনরাবৃত্তি কর।]” (সূরা নিসা : ৮৬)—এর ব্যাখ্যা স্বরূপ।

৫০৭. -بَابُ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ يَبِيتُ فِيهِ الشَّيْطَانُ

৫০৯. অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নিলে সেই ঘরে শয়তান রাত্রিযাপন করে

১১১১. حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ . "

১১১১. হযরত জাবির (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি ঘরে ঢুকিবার সময় এবং আহাৰ্য্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম লয় তখন শয়তান বলে : এই ঘরে রাত্রিযাপনের ঠাই হইবে না, আহাৰ্য্যও জুটিবে না। আর যখন সে ঘরে ঢুকিবার সময় আল্লাহর নাম না লয়, তখন শয়তান বলিয়া উঠে : বেশ, রাত্রি যাপনের ঠাই তো জুটিয়া গেল, আর যদি আহাৰ্য্য গ্রহণের

সময় আল্লাহর নাম লয় তাহা হইলে শয়তান বলিয়া উঠে : বেশ, রাত্রি যাপনের ঠাইও আহাৰ্য্য উভয়ই জুটিয়া গেল।

৫১. - بَابُ مَا لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهِ

৫১০. অনুচ্ছেদ : যেখানে প্রবেশ করিতে অনুমতির প্রয়োজন নাই

১১১২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَعْيَنُ الْخَوَارِزْمِيُّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي دَهْلِيْزِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبِيُّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ أَنَسٌ ادْخُلْ هَذَا مَكَانٌ لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهِ أَحَدٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا فَجَاءَ بَعْسٌ نَبِيذٌ خُلُوٌّ فَشَرَبَ وَسَقَانَا .

১১১২. হযরত আইয়ান খাওয়ারিয়মী বলেন, একদা আমরা হযরত আনাস (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন তাঁহার দহলিজে উপবিষ্ট ছিলেন। আমার সঙ্গী তাঁহাকে সালাম দিয়া বলিলেন : ভিতরে আসিতে পারি কি ? তখন হযরত আনাস (রা) বলিলেন : আস ; ইহা তো এমনি একটি স্থান যেখানে কাহারও জন্য অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন করে না। তিনি আমাদেরকে আহাৰ্য্য বস্তু আগাইয়া দিলেন। আমরা উহা গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি একটি সুমিষ্ট নাবীযের পাত্র লইয়া আসিলেন। তিনি নিজেও উহা হইতে পান করিলেন এবং আমাদেরকেও পান করাইলেন।

৫১১. - بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ فِي حَوَائِطِ السُّوقِ

৫১১. অনুচ্ছেদ : বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশে অনুমতি লাগে না

১১১৩- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عُوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ .

১১১৩. হযরত মুজাহিদ (রা) বলেন, হযরত ইবন উমর (রা) বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশ করিতে অনুমতি লইতেন না।

১১১৪- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْأَلُنُ فِي ظِلَّةِ الْبَزَّازِ .

১১১৪. হযরত আতা বলেন, কাপড় বিক্রেতাদের ছাওনীতে প্রবেশে হযরত ইবন উমর (রা) অনুমতি গ্রহণ করিতেন।

৫১২. - بَابُ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْفَرَسِ

৫১২. অনুচ্ছেদ : ফারসীতে অনুমতি গ্রহণ

১১১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْعَلَاءِ الْخَزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى أُمِّ مَسْكِينٍ بِنْتِ [عُمَرَ بْنِ] عَاصِمٍ

بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أُرْسِلْتَنِي مَوْلَاتِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَ مَعِيَ فَلَمَّا قَامَ بِالْبَابِ قَالَ أُنْدَرَأَبِيمُ قَالَتْ أَتَدْرُونَ فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّهُ يَأْتِينِي الزَّوْرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَأَتَحَدَّثُ ؟ قَالَ تُحَدِّثِي مَا لَمْ تُؤْتِرِي فَاذَا أَوْتَرْتَ فَلَا حَدِيثَ بَعْدَ الْوَتْرِ .

১১১৫. হযরত উমর (রা)-এর পৌত্রী উম্মে মিস্কীনের গোলাম আবু আবদুল মালিক বলেন, একদা আমার মনিব (উম্মে মিস্কীন) আমাকে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে ডাকিতে পাঠাইলেন। তিনি আমার সাথে আসিলেন। তিনি যখন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন (ফারসীতে) বলিলেন : أُنْدَرَأَبِيمُ (ভিতরে আসিতে পারি কি ?) জবাবে তিনি বলিলেন : أَتَدْرُونَ ! তিনি (উম্মে মিস্কীন) বলিলেন : হে আবু হুরায়রা! দর্শনার্থীরা ইশার পর আমার কাছে আসে, আমি কি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারি? জবাবে তিনি বলিলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত বেতরের নামায না পড়েন, আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু যখন বেতরের নামায পড়িয়া ফেলিবেন, তখন আর আলাপ-আলোচনা করা চলে না।

৫১৩- بَابُ إِذَا كَتَبَ الَّذِي فَسَلَّمَ يُرَدُّ عَلَيْهِ

৫১৩. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী সালাম লিখিয়া পত্র দিলে জবাব দেওয়া

১১১৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ) عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى رَهْبَانٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ فَقِيلَ لَهُ أَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ ؟ قَالَ إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ فَسَلِّمَ عَلَيَّ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ .

১১১৬. আবু উসমান নাহ্দী বলেন, একদা আবু মূসা (রা) জনৈক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীকে সালাম লিখিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল : আপনি তাহাকে সালাম দিতেছেন, অথচ সে বিধর্মী। তিনি বলিলেন : সে আমাকে পত্র লিখিয়াছে এবং তাহাতে সালাম দিয়াছে আমি কেবল তাহার উত্তরই দিয়াছি।

৫১৪- بَابُ لَا يَبْدَأُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ

৫১৪. অনুচ্ছেদ : যিম্মীকে (বিধর্মীকে) আগে সালাম দিবে না

১১১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ " .

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ وَزَادَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

১১১৭. আবু বুরসার গিফারী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা ফরমাইলেন : আগামীকাল আমি ইয়াহুদী পল্লীতে যাইতে মনস্থ করিয়াছি। সেখানে গিয়া তোমরা কিন্তু আগে সালাম দিতে শুরু করিও না। যখন তাহারা তোমাদিগকে সালাম দিবে, তখন তোমরা বলিবে : 'ও আলাইকুম'। (অর্থাৎ তোমাদের উপরও) অপর এক রিওয়াযাতে অনুরূপ বর্ণনা আছে। কেবল বেশি আছে : আমি নবী করীম (সা)কে বলিতে শুনিয়াছি।

১১১৮- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَهْلُ الْكِتَابِ لَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَأَضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَاقِ الطَّرِيقِ " .

১১১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তোমরা কিন্তু অগ্রে সালাম দিবেনা এবং তাহাদিগকে সংকীর্ণতার পথে চলিতে বাধ্য করিবে।

৫১৫- بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّي إِشَارَةً

৫১৫. অনুচ্ছেদ : যিস্মীদিগকে (বিধর্মীদিগকে) ইশারায় সালাম করা

১১১৭- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى الدَّهَاقَيْنِ إِشَارَةً .

১১১৯. আলকামা (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (ইবন উমর) বিধর্মী নেতাদিগকে ইঙ্গিতে সালাম দিয়াছেন।

১১২০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ يَهُودِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ أَصْحَابُهُ السَّلَامَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ " فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَاَعْتَرَفَ قَالَ " رَدُّوا عَلَيْهِ مَا قَالَ " .

১১২০. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈক ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিল : আস্‌সামু আলাইকুম। সাহাবীগণ তখন তাঁহাকে সালামের জবাব দিলেন। তখন নবী (সা) বলিলেন : সে তো (আস্‌সালামু আলাইকুম এর স্থলে) 'আস্‌ সামু আলাইকুম' (অর্থাৎ তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হউক), বলিয়াছে। তখন তাঁহারা ইয়াহুদীকে, আসলে কী বলিয়াছে সত্য করিয়া বলিবার জন্য ধরিলেন। তখন সে উহা স্বীকার করিল। তখন নবী (সা) ফরমাইলেন : সে যাহা বলিয়াছে তোমরাও তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া জবাব দিয়া দাও।

৫১৬- بَابُ كَيْفَ الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

৫১৬. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীদের সালামের জবাব কী ভাবে দিতে হয়?

১১২১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ " .

১১২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : ইয়াহুদীদের কেহ যখন তোমাদিগকে সালাম দেয় তখন বলিয়া থাকে ; ‘আস্ সামু আলাইকা’ (তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হউক!) তখন জবাবে তোমরা বলিবে : “ওয়া আলাইকা” (তোমার উপরও)।

১১২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سَمَّاكَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدُّوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهَا﴾ [النساء : ৮৬]

১১২২. ইকরামা (র) হযরত ইবন আব্বাসের প্রমুখাৎ বলেন : সালামের জবাব দিবে, চাই সে ইয়াহুদী হউক, খ্রিষ্টান হউক, কিংবা অগ্নি উপাসকই হউক। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন : “যখন তোমাদিগকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে।” (সূরা নিসা : ৮৬)

৫১৭- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ

৫১৭. অনুচ্ছেদ : মুসলিমও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিসে সালাম দেওয়া

১১২৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكْافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيهَةً وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَأَاهُ يَقُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَدُوَّ اللَّهِ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةُ الْاَوْتَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

১১২৩. হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) একটি গর্দভে আরোহণ করেন যাহার হাওদায় ছিল ফদকে নির্মিত মুখমলী চাদর বিছানো এবং উসামা ইবন যায়িদ একই বাহনে তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সা‘দ ইবন উবাদার রোগশয্যায় তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পশ্চিমধ্যে এমন একটি মজলিস পড়িল যাহাতে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলও ছিল, আল্লাহর এই দুশমন তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। সেই মজলিসে মুসলিম, মুশরিক এবং মূর্তিউপাসক সব শ্রেণীর লোকই ছিল। নবী (সা) তাহাদিগকে সালাম দিলেন।

৫১৮- بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

৫১৮. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদিগকে কী ভাবে পত্র লিখিবে?

১১২৪- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ

حَرْبٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ هِرَقْلَ مَلِكُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي مَعَ بَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتَ أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرَبِيِّينَ" وَ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران : ٦٤]

১১২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রুম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান-কে ডাকাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই পত্রখানা আনাইলেন, যাহা দাহইয়া কালবী (রা) বুসরার শাসনকর্তার কাছে লইয়া আসেন। উহা তখন হিরাক্লিয়াসের কাছে দেওয়া হইল। তিনি তাহা পাঠ করিলেন। যাহাতে লিখিত ছিল : “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রহীম। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে রুম-প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াত তথা সত্যপথের যে অনুসারী তাহার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করিবেন। আর যদি আপনি মুখ ফিরাইয়া লন (অর্থাৎ এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন) তবে প্রজাকূলের গোনাহ ও আপনার উপর বর্তাইবে।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

“হে কিতাবধারীগণ! আইস সে কথার দিকে যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে....। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমরা বলিয়া দাও : তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।” [আলে ইমরান : ৬৪]

৫১৭- بَابُ إِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

৫১৯. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাব যখন ‘আস-সা-মু আলাইকুম’ বলে

১১২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ "وَعَلَيْكُمْ" فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رَغَضِبَتْ) أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ "بَلَى قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ نَجَابٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ فِينَا" .

১১২৫. আবু যুবার ব বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)কে বলিতে শুনিয়াছি, একদা একদল যাহুদী নবী করীম (সা)-কে সালাম দিতে গিয়া বলিল : আস-সা-মু আলাইকুম (আপনার উপর মৃত্যুবর্ষিত হউক)

জবাবে তিনি বলিলেন ও আলাইকুমু। (তোমাদের উপরও হউক!) তখন হযরত আয়েশা (রা) রাগান্বিত হইয়া বলিলেন : আপনি কি শুনে নাই, তাহারা কি বলিল ? নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : হ্যাঁ, শুনিয়াছি বৈ কি ! তাহাদিগকে উহা ফিরাইয়া দিয়াছি। তাহাদের ব্যাপারে আমার দু'আ তো কবুল হইবে কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের বদদু'আ কবুল হইবে না।

৫২. - بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلَ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أُضْيَقَهَا

৫২০. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদিগকে সংকীর্ণ পথে ঠেলিয়া দিতে হইবে

১১২৬ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذْ لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أُضْيَقَهَا . "

১১২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন রাস্তায় মুশরিকদের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন তোমরা অগ্রে তাহাদিগকে সালাম দিবে না এবং তাহাদিগকে সংকীর্ণ পথে চলিতে বাধ্য করিবে। (অর্থাৎ সদর রাস্তায় বুক ফুলাইয়া চলিতে দিবে না।)

৫২১. - بَابُ كَيْفَ يَدْعُو الذَّمِّيُّ

৫২১. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীর জন্য কীভাবে দু'আ করিবে ?

১১২৭ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهَنِيِّ أَنَّهُ

১. হাদীসের পাঠে মুশরিকদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে কিন্তু শিরোনামায় 'আহলে-কিতাব' শব্দ রহিয়াছে। কুরআন শরীফের আয়াতে আছে : 'ইয়াহুদীরা বলে উযায়র আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, ঈসা মাসীহ্ আল্লাহর পুত্র। -এই হিসেবে ইয়াহুদী এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণও মুশরিক পদবাচ্য। এই কারণেই হযরত ইমাম বুখারী (রা) ইচ্ছাপূর্বক মুশরিক বলিয়া, আহলে কিতাবদিগকে গণ্য করিয়াছেন। অথবা এই আচরণ উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য এই কথা বুঝাইবার জন্য মুশরিক শব্দের স্থলে আহলে কিতাব শিরোনামার ব্যবহার করিতে পারেন। মুশরিক বা আহলে কিতাবদিগের সহিত এই আচরণের কথা কেন বলা হইল এই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। যেখানে ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে, 'লা-ইকরাহা ফি-দ্বীন' ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ, যেখানে পৌত্তলিকদের দেবদেবীকে গালি দিতে কুরআন শরীফে বারণ করা হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ধর্মযাজকদের অপমান করিতে বারণ করা হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে অগ্রে সালাম দিতে বারণ করার কথা কেন বলা হইল ? ইহার জবাব খুজিয়া পাওয়া যায় অন্য একটি হাদীসে। নবী (সা)-এর ইরশাদ : "যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করিল সে যেন দীন ধ্বংস করার ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিল।" ৪৬৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত, হাদীসসমূহ ফাসিক বা পাপাচারী মুসলমানদেরকে সালাম দিতে বারণ করা হইয়াছে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ফাসিক ও বিদ্'আতীর ব্যাপারেই যেখানে ইসলাম এতটুকু আপোষহীন, সেখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে অগ্রাহ্য করিয়া কুফর ও শিরকের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, সত্য ধর্মের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে গর্বভরে পথ চলার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, অনেকটা তাহাদের ঔদ্ধত্যের প্রতি মৌন সমর্থন যোগানোরই শামিল। তাই হাদীসে তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

مَرَّ رَجُلٌ هَيْئَةً هَيَّاءُ مُسْلِمٍ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ
الْغُلَامُ إِنَّهُ نَصْرَانِي فَقَامَ عَقْبَةً فَتَبِعَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ فَقَالَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكِنْ أَطَالَ اللَّهُ حَيَاتَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ وَوَلَدَكَ .

১১২৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন আমর শায়বানী তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, উক্বা ইব্ন আমির জুহানী এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাকে বেশভূষায় মুসলমান বলিয়া মনে হইতেছিল। সে তাহাকে সালাম দিলে তিনি ‘ওয়া আলাইকা ও রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু’ বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন। তাঁহার গোলাম বলিয়া উঠিল : হুয়র, লোকটি কিন্তু খৃষ্টান। তখন উক্বা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন, এমন কি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, ‘ইন্না রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু আ’লাল মু’মিনীন’-নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতও আশিষসমূহ কেবল মুমিনদের প্রতিই। তবে আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তোমার ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করুন !

১১২৮- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَرَّارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ قُلْتُ وَفِيكَ وَفِرْعَوْنُ قَدْ
مَاتَ .

১১২৮. সা’দ ইব্ন জুবায়র বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ফির’আউনও যদি আমাকে বলিত : ‘বা-রাকাতুল্লাহু ফীক’-‘আল্লাহ তোমাতে বরকত দিন’ তবে আমিও জবাবে বলিতাম ও-ফীক্ অর্থাৎ ‘তোমাতেও’ ; অথচ ফির’আউন তো সেই কবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

১১২৯- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ
بِنَعَاظَسُونٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهُمْ " يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ " فَكَانَ يَقُولُ
يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُمُ .

১১২৯. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, ইয়াহুদীরা নবী করীম (রা)-এর ধারে আসিয়া হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি তাহাদিগকে ‘ইয়ারহামুকুল্লাহু’ বলিয়া (তাহাদের জন্য রহমতের দু’আ করিয়া) জবাব দিবেন ; কিন্তু তিনি জবাব দিতেন ‘ইয়াহুদীকুমুল্লাহু ইউস্লিহু বালাকুম’ বলিয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদিগকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিন।

৫২২- بَابُ إِذْ سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ

৫২২. অনুচ্ছেদ : না চিনিয়া খৃষ্টানকে সালাম দেওয়া

১১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَّاءِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَصْرَانِيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ
فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ فَقَالَ رَدَّ عَلَى سَلَامِي .

১১৩০. আবদুর রহমান (র) বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা) জনৈক খৃষ্টানের পাশ দিয়া অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিলেন এবং সে উহার জবাব দিল। এমন সময় তাঁহাকে জানানো হইল যে, এই ব্যক্তিটি আসলে খৃষ্টান। তিনি যখন উহা জানিতে পারিলেন তখন ফিরিয়া তাহার নিকট গেলেন এবং বলিলেন : ওহে, আমার সালাম ফেরত দাও ! [অর্থাৎ আমি আমার সালাম প্রত্যাহার করিয়া নিলাম।]

৫২৩- بَابُ إِذَا قَالَ فُلَانٌ يُقَرِّتُكَ السَّلَامُ

৫২৩. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, ‘অমুক আপনাকে সালাম দিয়াছে’

১১৩১- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا " جَبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ " فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

১১৩১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন : জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিতেছেন। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন : ও আলাইহিস্ সালাম ও রাহমুতুল্লাহি অর্থাৎ তাঁহার প্রতিও সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক!

৫২৪- بَابُ جَوَابِ الْكِتَابِ

৫২৪. অনুচ্ছেদ : পত্রের জবাব দান

১১৩২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنِّي لَأَرَى لَجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدَ السَّلَامُ .

১১৩২. হযরত আমির হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে তিনি বলিয়াছেন : আমার সুস্পষ্ট অভিমত হইল এই যে, সালামের জবাব দেওয়ার মত চিঠির জবাব দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য।

৫২৫- بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ

৫২৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়

১১৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا فِي حَجْرِهَا وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ فَكَانَ الشَّيْخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّرُونِي فِيهِدُونَ إِلَيَّ وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْصَارِ فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ يَا خَالَةَ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَهَدِيَّتُهُ فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ أَيْ بِنِيَّةٍ فَأَجِيبُهُ وَأَتِيبُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ ثَوَابٌ أُعْطَيْتُكَ فَقَالَتْ فَتُعْطِينِي .

১১৩৩. আয়েশা বিনতে তা'লহা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলাম—আর আমি তাঁহার কোলে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম এবং দেশ বিদেশ হইতে লোকজন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিত। প্রধানগণ আমাকে কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কারণ আয়েশা (রা) আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর বয়সে যাহারা নবীন তাহারা আমাকে ভগ্নি মনে করিতেন এবং আমার কাছে হাদিয়া-তোহফা পাঠাইতেন এবং দেশ-বিদেশ হইতে আমার কাছে চিঠিপত্র লিখিতেন। তখন আমি হযরত আয়েশাকে বলিতাম : খালান্না, এই হইল অমুকের পত্র এবং তাহার প্রেরিত হাদিয়া। তখন তিনি আমাকে বলিতেন, হে আমার কন্যা, তুমিও তাহার জবাব দাও, উপহারের প্রতিদান দাও। আর যদি তোমার কাছে প্রতিদানে দেওয়ার মত কিছু না থাকে, তবে আমিই তোমাকে উহা দিয়া দিব। রাবী আয়েশা বিনতে তাল্হা বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে উহা প্রদান করিতেন।

৫২৬- بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ صَدْرُ الْكِتَابِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ : পত্রের শিরোনামা কিভাবে লেখা হইবে ?

১১৩৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَقْرَأُكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

১১৩৪. আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কাছে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখেন : “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”- এই পত্র আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের সমীপে আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের পক্ষ হইতে আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনার সমীপে সেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। আল্লাহর বিধান ও তদীয় রাসুলের সুন্নাত অনুযায়ী সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ শ্রবণের ও আপনার আনুগত্যের ওয়াদা করিতেছি।

৫২৭- بَابُ أَمَّا بَعْدُ

৫২৭. অনুচ্ছেদ : ‘বাদ সমাচার’ লেখা

১১৩৫- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ.

১১৩৫. যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে হযরত ইব্ন উমরের নিকট প্রেরণ করেন, আমি দেখিলাম যে, তিনি (তাঁহার পত্রে) লিখিতেছেন, “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম”-‘বাদ সমাচার’ এই যে ...

১১৩৬- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ "

১১৩৬. হিশাম ইবন উরওয়া বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর বেশ কয়েকখানা পত্র দেখিয়াছি। যখনই কোন ঘটনা বলা শেষ হইত অমনি তিনি বলিতেন, আশ্বা বা'দ (বাদ সমাচার এই যে,)।

৫২৮- بَابُ صَدْرِ الرِّسَالَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৫২৮. অনুচ্ছেদ ৪ পত্রের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা

১১৩৭- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ كُبْرَاءَ أَلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ] كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ .

১১৩৭. খারিজা ইবন যায়িদ, হযরত যায়িদ ইবন সাবিতের পরিবারবর্গের জনৈক প্রবীণ বুজুর্গ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, যায়িদ (রা) (আমির মু'আবিয়াকে) এইরূপ পত্র লিখেন : বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়ার প্রতি, আপনার উপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হউক! আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি-যিনি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নাই। বাদ সমাচার এই যে, ...

১১৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْإِنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجَرِيرِيُّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ عَنْ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؟ قَالَ تِلْكَ صُدُورِ الرِّسَائِلِ .

১১৩৮. হযরত আবু মাসুউদ জারীরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হাসানকে নামাযে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবে বলেন, উহা তো পত্রসমূহের শিরোনাম।

৫২৯- بَابُ بَعْدِ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

৫২৯. অনুচ্ছেদ ৪ পত্রের প্রারম্ভে কী লেখা হইবে ?

১১৩৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ حَاجَةٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ فَقَالُوا ابْدَأْ بِهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى مُعَاوِيَةَ .

১১৩৯. হযরত নাকি' বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ইবন উমরের হযরত মু'আবিয়ার কাছে কোন এক প্রয়োজন পড়িল। তখন তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার পাশ্চর্চগণ তাঁহাকে

বলিলেন : (কোন প্রকার ভূমিকা ও শ্রদ্ধা নিবেদন ব্যতিরেকেই) সরাসরি তাঁহার নামে পত্র শুরু করুন ! তাঁহাদের এই জেদ অব্যাহত রহিল। কিন্তু তিনি লিখিলেন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ! মু'আবিয়ার প্রতি।

১১৪. وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَتَبْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَا بَعْدُ إِلَى فَلَانٍ.

১১৪০. হযরত আনাস ইবন সীরীন (র) বলেন, একদা আমি হযরত ইবন উমর (রা)-এর পক্ষ হইতে পত্র লিখিতেছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হ্যাঁ, লিখ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। অতঃপর অমুকের প্রতি।

১১৪১. وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلَانٍ فَتَهَاةُ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ هُوَ لَهُ.

১১৪১. আনাস ইবন সীরীন (র) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবন উমরের সম্মুখে লিখিল "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম", অমুকের প্রতি। তখন তিনি তাহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, বরং বল, বিসমিল্লাহ্ এবং উহা তাঁহারই উদ্দেশ্যে। (অমুকের প্রতি বিসমিল্লাহ্ আবার কি?)

১১৪২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ عَنْ كِبْرَاءِ آلِ زَيْدٍ [أَنَّ زَيْدًا كَتَبَ] بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَا بَعْدُ.

১১৪২. (১১৩৭ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি।)

১১৪৩. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ فَلَانٍ إِلَى فَلَانٍ".

১১৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : বনি ইসরাঈল বংশের এক ব্যক্তিকে তাঁহার বন্ধু পত্র লিখিল-(অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন) : অমুকের তরফ হইতে অমুকের প্রতি।

৫৩. -بَابُ كَيْفِ أَصْبَحَتْ

৫৩০. অনুচ্ছেদ : 'সকাল কেমন-অতিবাহিত হইল'-বলা

১১৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ لَبِيدٍ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَتَقُلُّ حَوْلَهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ

لَهَا رَفِيدَةٌ وَكَانَتْ تَدَاوِي الْجَرَحَى فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ " كَيْفَ أَمْسَيْتَ ؟ " وَإِذَا أَصْبَحَ " كَيْفَ أَصْبَحْتَ " فَيُخْبِرُهُ

১১৪৪. মাহমুদ ইব্ন লাবীদ বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদের বাহুর রগ যখন দারুণভাবে যখম হইয়া গেল এবং তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইল তখন তাঁহাকে রাফীদা নামী এক মহিলার নিকট নেওয়া হইল যে আহতদের চিকিৎসা করিত। নবী করীম (সা) যখন তাহার পাশ দিয়া যাইতেন তখন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছেন : তোমার সন্ধ্যা কেমন অতিবাহিত হইল ? আবার যখন সকাল বেলা তাহার পাশ দিয়া যাইতেন তখন জিজ্ঞাসা করিতেন : তোমার সকাল কেমন অতিবাহিত হইল ? উত্তরে হযরত সা'দ (রা) তাঁহার নিজ অবস্থা তাহাকে অবহিত করিতেন।

১১৪৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ (قَالَ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَيَّبَ عَلَيْهِمْ) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَىَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا قَالَ فَأَخَذَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِيَدِهِ فَقَالَ أُرَيْتَكَ فَأَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرِ الْعَصَا وَأَنْتَ وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى فِي مَرَضِهِ هَذَا إِنْنِي أَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَذَهَبَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَنَسَّأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ ؟ فَإِنْ كَانَ قَيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا فَقَالَ عَلَىُّ إِنَّا وَاللَّهِ إِنْ سَأَلْنَاهُ فَمَنْعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا .

১১৪৫. যুহরী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা) আমাকে বলিয়াছেন (আর কা'ব ইব্ন মালিক ছিলেন সেই তিনজনের একজন যাহাদের তাওবা কবুল হইয়াছিল।) ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম শয্যায় তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া আসিলে, লোকজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হাসানের পিতা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকাল কেমন গেল ? তিনি বলিতেন, আল্লাহর শুকর, তাঁহার সকাল ভালই গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন, আমি দেখিতেছি মাত্র তিন দিন পরই তুমি অন্যের প্রভাবাধীনে চলিয়া যাইবে, আর কসম আল্লাহর, আমি দিব্য দেখিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অচিরেই তাঁহার এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। মুত্তালিব বংশের লোকদের মৃত্যুকালীন চেহারা আমি সম্যকভাবেই চিনি। চল, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে চল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লই যে, তাঁহার পর কাহার খিলাফত হইবে ? যদি আমাদের মধ্যে হয়

তাহা হইলে আমরা তাহা জানিয়া লইব। আর যদি অন্য কাহারও হাতে উহা চলিয়া যায়, তবে আমরা এ ব্যাপারে তাঁহার সহিত আলোচনা করিব, তখন তিনি আমাদের ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া যাইবেন। তখন আলী (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি উহা করিতে যাইব না, যদি আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই আর তিনি বারণ করিয়া দেন, তবে অতঃপর লোক আর কোনদিনই আমাদিগকে এই পদ দান করিবে না। সুতরাং কসম আল্লাহ্‌র, আমি কস্মিনকালেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে উহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইব না।

৫৩১- بَابُ مَنْ كَتَبَ آخِرَ الْكِتَابِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَكَتَبَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ
عِشْرَ بَقِيْنٍ مِنَ الشَّهْرِ

৫৩১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পত্র শেষে সালাম এবং তারিখ লিখে

১১৬৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَمِنْ كُبْرَاءِ آلِ زَيْدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ (فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ) وَنَسَأَلَ اللَّهُ الْهُدَى وَالْحِفْظَ وَالتَّيَبُّتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ مَضِلَّ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ نُكَلَّفَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَكَتَبَ وَهَيْبَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لثِنْتِي عَشْرَةَ بَقِيَّتٍ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَآرْبَعِينَ .

১১৬৬. ইবন আবুয যিনাদ বলেন, খারিজা ইবন যায়িদ, যায়িদ বংশের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট হইতে এই পত্র উদ্ধার করেন, যাহাতে লিখা ছিল ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।’ যায়িদ ইবন সাবিতের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র বান্দা মু‘আবিয়া-আমীরুল মু‘মিনের প্রতি, হে আমীরুল মু‘মিনীন! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক! অতঃপর আমি আপনার সমীপে সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই।

বাদ সমাচার এই যে, আপনি দাদা ও ভাইদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মীরাস সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। (তিনি এখানে পত্রের উল্লেখ করিলেন)। আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে হেদায়েত, হিফায়ত এবং আমাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি এবং পথভ্রষ্ট হওয়া ও অজ্ঞ থাকা হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর যাহা আমাদের জ্ঞানে নাই এমন ব্যাপারের দায়িত্ব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ওসসালামু আলাইকা, আমীরুল মু‘মিনীন ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু।

এই পত্র ওহায়ব বৃহস্পতিবার ৪২ হিজরীর রমযান মাসের বারদিন থাকিতে লিখিল।

৫৩২- بَابُ كَيْفَ أَنْتَ ؟

৫৩২. অনুচ্ছেদ : কেমন আছেন ? বলা

১১৪৭- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرَ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ أَحْمَدُهُ اللَّهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا الَّذِي أُرَدْتُ مِنْكَ .

১১৪৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে একব্যক্তি সালাম দিল। তিনি তাঁহাকে ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দিতে শুনিয়েছেন। অতঃপর উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : কেমন আছেন ? জবাবে সে ব্যক্তি বলিল, আমি আপনার সমীপে আল্লাহর প্রশংসা করি। তখন উমর (রা) বলিলেন : আমি তোমার নিকট ইহাই আশা করিয়াছিলাম।

৫৩৩- بَابُ كَيْفَ يَجِيبُ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟

৫৩৩. অনুচ্ছেদ : 'সকাল কেমন গেল', বলিলে জবাবে কী বলা হইবে

১১৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ " بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوا جَنَازَةً وَلَمْ يَعُودُوا مَرِيضًا " ০

১১৪৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সকাল কেমন গেল? জবাবে তিনি বলিলেন : যে সমস্ত লোক কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করে নাই, আর কোন রোগীকেও দেখিতে যায় নাই, তাহাদের চেয়ে ভাল।

১১৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُهَاجِرٍ (هُوَ الصَّائِغُ) قَالَ كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ضَخَمٍ مِنَ الْحَضْرَمِيِّينَ فَكَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ .

১১৪৯. হযরত মুহাজির (রা) (তিনি ছিলেন স্বর্ণকার) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর জনৈক হাযরামী (স্থান বা গোত্রবোধক শব্দ) সাহাবীর সাথে উঠাবসা করিতাম, যিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, 'আপনার সকাল কেমন গেল ?' তখন তিনি জবাব দিতেন : আমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিতেছি না (অর্থাৎ আল-হামদু লিল্লাহ। শিরক বিহীন ঈমানের সহিত সকাল হইয়াছে।)

১১৫০- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرُودِ الْهَدَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الطُّفَيْلِ كَمْ أَتَى عَلَيْكَ ؟ قُلْتُ أَنَا ابْنُ

ثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ قَالَ أَفَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؟ أَنْ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ خَصْفَةَ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَ بِسْنَى يَوْمِئِذٍ وَأَنَا بِسْنِكَ الْيَوْمِ أَتَيْنَا حُذَيْفَةَ فِي مَسْجِدٍ فَقَعَدْتُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَانْطَلَقَ عَمْرُو حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أُمْسَيْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ أَحْمَدُ اللَّهُ مَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَأْتِينَا عَلَيْكَ ؟ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي يَا عَمْرُو قَالَ أَحَادِيثٌ لَمْ أَسْمَعْهَا قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أُحَدِّثُكُمْ بِمَا أَسْمَعُ مَا أَنْتَظِرُ ثُمَّ بَيَّ جَنَحَ هَذَا اللَّيْلِ وَلَكِنْ يَا عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ إِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا تَوَاكَ بِالشَّامِ فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ فَوَاللَّهِ لَا تَدْعُ قَيْسُ عَبْدًا اللَّهِ مُؤْمِنًا إِلَّا أَخَافَتْهُ أَوْ قَتَلَهُ وَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ لَا يَمْنَعُونَ مِنْهُ ذَنْبٌ تَلْعَهُ قَالَ مَا نَصْرُكَ عَلَى قَوْمِكَ يَرْحِمُكَ اللَّهُ ؟ قَالَ ذَلِكَ إِلَيَّ ثُمَّ قَعَدَ .

১১৫০. সাযফ ইব্ন ওহাব (র) বলেন, আবু তুফায়েল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার বয়স কত ? আমি বলিলাম তেত্রিশ বছর। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি ব্যাপার শুনাইব না যাহা আমি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানের কাছে শুনিয়াছি ? (তাহা হইল এই যে,) মাহারিবে-খাস্ফার একব্যক্তি যাহাকে আমর ইব্ন সূলায় বলিয়া ডাকা হইত এবং যিনি নবী করীম (সা)-এর সাহচর্যও লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বয়স তখন ছিল আমার আজকের বয়স, আর আমার বয়স তখন ছিল তোমার আজকের বয়সের মত। আমরা মসজিদে হযরত হুযায়ফার কাছে গেলাম। আমি সকলের শেষের কাতারের পিছন বসিলাম। কিন্তু আমর আগে গিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন : আপনার সকাল কেমন গেল, অথবা সন্ধ্যা কেমন গেল, হে আবদুল্লাহ্ ? [সকাল না বিকালের কথা তাহা রাবীর সঠিক স্মরণ নাই] জবাবে তিনি বলিলেন : আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি। তখন আমর জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনার বারাতে যে সমস্ত কথাবার্তা শুনিতে পাই, সেগুলি সত্য ? তখন হুযায়ফা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : আমার বারাতে তোমার কাছে কী কথাবার্তা পৌছিয়াছে, হে আমর ? তিনি বলিলেন : এমন সব কথাবার্তা যাহা ইতিপূর্বে আর কোনদিন শুনি নাই ! জবাবে তিনি বলিলেন : কসম আল্লাহ্র, আমি যাহা শুনিতে পাই তাহা যদি তোমাদের কাছে বলি তবে এই রাত পর্যন্ত তোমরা তাহা শুনিবার অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু হে আমর ইব্ন সূলায় ! (যখন একান্তই শুনিতে আসিয়াছ, তখন শুনিয়া রাখ,) যখন সিরিয়ার উপর বনী কায়েস গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হইবে। কসম আল্লাহ্র, হে কায়েস, আল্লাহ্র কোন মু'মিন বান্দাকেই ভীতি প্রদর্শন করিতে অথবা হত্যা করিতে ছাড়িবে না। কসম খোদার, এমন একটি সময় আসিবে যখন এমন কোন পাপ নাই যাহা তাহারা করিবে না। তখন আমর বলিলেন : আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন! এমতাবস্থায় আপনি আপনার স্বজাতিকে কী সাহায্য করিবেন ? তিনি বলিলেন : উহাই তো আমি ভাবিতেছি। অতঃপর তিনি বসিয়া পড়িলেন।

৫২৬- بَابُ خَيْرِ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا

৫৩৪. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম

১১৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعُقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَوْذَنَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِجَنَازَةٍ قَالَ فَكَأَنَّهُ تَخَلَّفَ حَتَّى أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَلَمَّا رَأَاهُ الْقَوْمُ تَسَرَّعُوا عَنْهُ وَقَامَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ لِيَجْلِسَ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا " ثُمَّ نَتَحَى فَجَلَسَ فِي مَجْلِسٍ وَاسِعٍ.

১১৫১. আবদুর রহমান ইব্ন আবু উমারা আনসারী (র) বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে এক জানাযায় ডাকা হইল। রাবী বলেন : তিনি সম্ভবত আসিতে দেরি করিয়াছিলেন। ততক্ষণে লোকেরা জানাযার স্থানে আসিয়া যার যার স্থান গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর তিনি আগমন করিলেন। যখন লোকজন তাঁহাকে দেখিতে পাইল তখন সকলেই সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, এমন কি কেহ কেহ নিজ নিজ স্থান হইতে সরিয়া গেল, যেন তিনি সেই স্থানে আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলিলেন : না, তাহা হয় না, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বোত্তম মজলিস বা আসন গ্রহণের স্থান হইল প্রশস্ততর স্থান। এই কথা বলিয়া তিনি এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন এবং প্রশস্ততর স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

৫২৫- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

৫৩৫. অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হইয়া বসা

১১৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُنْقِذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَرَأَ يَزِيدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ سَجْدَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ عُمَرَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَلَّ عَبْدُ اللَّهِ حُبُوهَ ثُمَّ سَجَدَ وَقَالَ أَلَمْ تَرَ سَجْدَةَ أَصْحَابِكَ ؟ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي غَيْرِ حِينٍ صَلَاةٍ.

১১৫৩. সুফিয়ান ইব্ন মুনকিয় (র) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) অধিকাংশ সময়ই কেবলামুখী হইয়া বসিতেন। একদা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুসাইত সূর্যোদয়ের পর সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করিলেন এবং সাথে সাথে সিজদা করিলেন। অন্যান্যরাও অনুরূপ সিজদা করিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) কিবলামুখী বসা থাকা সত্ত্বেও সিজদা করিলেন না। যখন সূর্য (পূর্ণরূপে) উদিত হইল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার পিঠ ও পায়ের সাথে জড়াইয়া থাকা

কাপড়ের ভাঁজ খুলিলেন। অতঃপর সিজ্‌দা করিলেন এবং বলিলেন : তোমার সঙ্গীদের সিজ্‌দা দেখিয়াছ তো ? তাহারা এমন অসময়ে সিজ্‌দা করিল যখন নামায পড়া যায় না।

৫৩৬- بَابُ إِذَا قَامَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ

৫৩৬. অনুচ্ছেদ : মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসা

১১৫৬- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " ০

১১৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন তাঁহার (বসার) জায়গা হইতে উঠিয়া যায় এবং পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসে, তখন সে-ই সেই জায়গায় বসার বেশি হক্‌দার।

৫৩৭- بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ

৫৩৭. অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা

১১৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ صَبِيَّانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ وَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ يَنْتَظِرُنِي حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ؟ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ فَاحْفَظْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৫৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমরা তখন ছেলে মানুষ। তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন। তিনি আমাদের একটি কাজে পাঠাইলেন এবং আমার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় রাস্তায় বসিয়া রহিলেন। তিনি বলেন, ইহাতে (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মের কাছে পৌঁছিতে আমার বিলম্ব হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাকে এতক্ষণ কিসে আটকাইয়া রাখিয়াছিল ? আমি বলিলাম : নবী করীম (সা) একটি কাজে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কাজটি কী ? বলিলাম : উহা একটি গোপনীয় ব্যাপার। তিনি বলিলেন, বেশ, রাসূলুল্লাহ (সা) এর গোপনীয় ব্যাপারের গোপনীয়তা রক্ষা করিও।

৫৩৮- بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْمَجْلِسِ

৫৩৮. অনুচ্ছেদ : মজলিসের স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া

১১৫৬- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا "

১১৫৬. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমান : কোন ব্যক্তিকে, তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন কখনো তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া সেখানে নিজে না বসে ; বরং স্থান একটু প্রশস্ত করিয়া দিবে এবং খোলামেলা হইয়া বসিবে।

৫৩৭- بَابُ يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهَى

৫৩৯. অনুচ্ছেদ : মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা

১১৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سَمَّاكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهَى.

১১৪১. হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) বলেন, আমরা যখন নবী করীম (সা)-এর দরবারে যাইতাম, তখন মজলিসের শেষপ্রান্তে বসিতাম। [অর্থাৎ লোক ঠেলিয়া কেহ আগে গিয়া বসিবার চেষ্টা করিত না, বরং যেখান পর্যন্ত মজলিসের লোক থাকিত আগন্তুক তাহার পিছনেই বসিত।]

৫৪০- بَابُ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ

৫৪০. অনুচ্ছেদ : দুইজনের মধ্যস্থলে বসিবে না

১১৫৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَاتُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " .

১১৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : কোন ব্যক্তির জন্য দুইজনের মধ্যস্থলে বসিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা বৈধ নহে, অবশ্য তাহাদের অনুমতি সাপেক্ষে ইহা বৈধ হইবে।

৫৪১- بَابُ يَتَخَطَّى إِلَى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ

৫৪১. অনুচ্ছেদ : মজলিস-প্রধানের কাছে লোক ডিকাইয়া যাওয়া

১১৫৯- حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمَزَنِيُّ (هُوَ صَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ) عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ فِيْمَنْ جَمَلَهُ حَتَّى ادْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَخِي اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ أَصَابَنِي وَمَنْ أَصَابَ نَعِيْ فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ لِأَخْبِرَهُ فَإِذَا الْبَيْتُ مَلَانُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابِهِمْ وَكُنْتُ حَدِيثَ السَّنِّ فَجَلَسْتُ وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أُرْسِلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا وَإِذَا هُوَ مَسْجِيٌّ وَجَاءَ كَعْبُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ دَعَا أَمِيرٌ

الْمُؤْمِنِينَ لِيُبَيِّنَهُ اللَّهُ وَلِيَرَفَعَنَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَفْعَلَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ
الْمُنَافِقِينَ فَسَمَّى وَكُنَى قُلْتُ أَبْلَغُهُ مَا تَقُولُ ؟ مَا قُلْتُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تَبْلَغَهُ
فَتَشَجَعْتُ فَقُمْتُ فَتَخَطَّاتُ رِقَابَهُمْ حَتَّى جَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي بِكَذَا
وَأَصَابَ مَعَكَ كَذَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَصَابَ كُلِّيْبَا الْجَزَارِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمُهْرَاسِ
وَأَنْ كَعْبًا يَحْلِفُ بِاللَّهِ بِكَذَا فَقَالَ أَدْعُوا كَعْبًا فَدَعَى فَقَالَ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ أَقُولُ
كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَدْعُوا وَلَكِنْ شَقِيَ عَمْرُؤُا إِنْ لَمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ.

১১৬০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) যখন আহত হন, তখন তাঁহাকে
বহনকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাঁহাকে ঘরে পৌছাইলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য
করিয়া বলিলেন : ভ্রাতুষ্পুত্র, একটু দেখিয়া আইস তো কে আমাকে আহত করিল এবং আমার সাথে আর
কাহারো আহত হইল ! আমি তখন গেলাম, অতঃপর তাঁহাকে উহা জানাইতে আসিলাম। তখন ঘর
লোকে লোকারণ্য। লোকের ঘাড় ডিঙ্গাইয়া আমি আগে যাইব উহা যেন আমার কাছে কেমন কেমন
ঠেকিল ? আর বয়সেও তখন আমি নবীন। অগত্যা আমি বসিয়া পড়িলাম। তিনি সাধারণত কাহাকেও
কোন কাজে পাঠাইলে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে উহা জানাইতে বলিতেন। তখন তিনি কাঁথা মুড়ি দেওয়া
অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হযরত কা'ব (রা) আসিলেন এবং বলিলেন : দোহাই আল্লাহর, আমীরুল
মু'মিনের উচিত দু'আ করা যেন আল্লাহ তাঁহাকে আরো দীর্ঘকাল জীবিত রাখেন এবং এই উম্মাতের
স্বার্থেই তাঁহাকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিসিক্ত করেন, যাহাতে উম্মাতের অমুক অমুক কাজ তিনি করিয়া
যাইতে পারেন। বলিতে বলিতে তিনি এই প্রসঙ্গে কোন কোন মুনাফিক ব্যক্তির নাম যদিও নিলেন এবং
কাহারও কাহারও কথা ইশারা ইঙ্গিতে বলিলেন। আমি বলিলাম : এইসব কথা কি আমি তাঁহার কানে
তুলিব ? তিনি বলিলেন : তাঁহার কানে তুলিবার উদ্দেশ্যেই তো আমি এসব বলিতেছি। তখন আমি
সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম এবং লোকের ঘাড় ডিঙ্গাইয়া একেবারে তাঁহার শিয়রে গিয়া বসিলাম। আমি
তখন বলিতে লাগিলাম : (আমীরুল মু'মিনীন) আপনি আমাকে অমুক দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।
আপনার সাথে আরও তের ব্যক্তি আহত হইয়াছেন এবং হযরত কুলায়ব আল-জায়যারও আহত
হইয়াছেন, তিনি তখন উখলির পাশে বসিয়া ওযু করিতেছিলেন। আর হযরত কা'ব আল্লাহর কসম
করিয়া অমুক অমুক কথা বলিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন : আচ্ছা, কা'আবকে ডাক দেখি ! তখন
তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী বল ? তিনি বলেন, আমি অমুক অমুক
কথা বলি। তিনি বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, আমি এরূপ দু'আ করিব না। বরং উমরকে যদি আল্লাহ
ক্ষমা না করেন, তবে তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকিবে না। [অর্থাৎ এ পর্যন্ত দায়িত্বপালনে যত ত্রুটি
হইয়াছে, উহাই আল্লাহ ক্ষমা না করিলে আমার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকিবে না। আরো জীবিত থাকার দু'আ
করিয়া নিজের উপর আর বর্ধিত দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে চাই না।]

۱۱۶۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ جُلُوسٌ، يَتَخَطَّى إِلَيْهِ

فَمَنْعُوهُ فَقَالَ اُتْرُكُوا الرَّجُلَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ " .

১১৬১. হযরত শা'বী বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা ছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকজনকে ঠেলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। উপস্থিত লোকজন তাহাকে বাধা দিল। তিনি বলিলেন : তাহাকে পথ ছাড়িয়া দাও। সে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল এবং বলিল : আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছেন এমন কিছু কথা আমাকে শুনান ! তিনি বলিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যাহার রসনা ও হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকে।

৫৪২- بَابُ أَكْرَمِ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ جَلِيسُهُ

৫৪২. অনুচ্ছেদ : তাহার পার্শ্বচরই সর্বাধিক সম্মানের পাত্র

۱۱۶۲- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى جَلِيسِي .

১১৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার পার্শ্বচরগণই আমার কাছে সর্বাধিক সম্মানের পাত্র।

۱۱۶۳- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَمَّلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى جَلِيسِي أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى يَجْلِسَ إِلَيَّ .

১১৬৩. ইব্ন মুলায়কা বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার নিকট সর্বাধিক সম্মানের পাত্র হইতেছে আমার পার্শ্বচর, যদিও আমার নিকট আসিতে গিয়া সে লোকের ঘাড় টপকাইয়া বসে।

৫৪৩- بَابُ هَلْ يُقَدَّمُ الرَّجُلُ رَجُلَهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِهِ

৫৪৩. অনুচ্ছেদ : পার্শ্বচরের দিকে কি পদবিস্তার করা যাইবে?

۱۱۶৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ جَالِسًا فِي خَلْقَةٍ

مَدَّ رِجْلَهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا رَأَى قَبْضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي تَدْرِي لَأَيِّ شَيْءٍ مَدَدْتُ رِجْلِي ؟ لِيَجِيءَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَيَجْلِسُ .

১১৬৪. কাসীর ইবন মুররা বলেন, একদা আমি জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করিয়া হযরত আওফ ইবন মালিক আশজারীকে একটি বৃত্তাকার সমাবেশে উপবিষ্ট অবস্থায় পাইলাম। তিনি তখন তাঁহার সম্মুখ দিকে পদদ্বয় বিস্তার করিয়া বসে অবস্থায় ছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি পদদ্বয় গুটাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, তুমি কি জান কেন আমি পদবিস্তার করিয়া বসিয়াছিলাম? এই উদ্দেশ্যে যে, কোন যোগ্য ব্যক্তি আসিলে এখানে বসিবে। [কেননা, পদবিস্তার করিয়া ঐ জায়গা জুড়িয়া না রাখিলে এতক্ষণে অন্যলোক এখানে বসিয়া পড়িত, আর তোমার মত যোগ্য লোককেও জায়গা দিতে অসুবিধা হইত।]

৫৪৪- بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَيَزُقُّ

৫৪৪. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলা

১১৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي زُوَارَةُ بْنُ كَرِيمٍ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو السَّهْمِيِّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِمِنَى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ وَيَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهُ مُبَارَكٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا " فَذَهَبَ بِيَدِهِ بُزْقُهُ وَمَسَحَ بِهِ نَعْلَهُ مَرَّةً أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ حَوْلِهِ .

১১৬৫. হযরত হারিস ইবন আমর সাহমী (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন মিনা অথবা আরাফাতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। বেদুইনরা আসিয়া তাঁহার চেহারা মুবারক দর্শনে বলিতেছিল : ইহা হইতেছে বরকতপূর্ণ আশীসপ্রাপ্ত চেহারা। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন! তিনি বলিলেন : প্রভু! আমাদের সকলকে মাগফিরাত করুন! আমি পুনরায় আরম্ভ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন! তিনি আবার বলিলেন : প্রভু, আমাদের সবাইকে মাগফিরাত করুন! তখন (লক্ষ্য করিলাম) তাঁহার হাতের মুঠোয় থুথু এবং তিনি তাহা তাঁহার জুতায় মুছিয়া লইলেন। তাঁহার আশেপাশের কাহারও উপর পতিত হউক তাহা তিনি পছন্দ করিলেন না।

৫৪৫- بَابُ مَجَالِسِ الصُّعْدَاتِ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ : বারান্দায় মজলিস জমানো

১১৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَجَالِسِ بِالصُّعْدَاتِ فَقَالُوا يَا

رَسُولَ اللَّهِ لَيَشُقُّ عَلَيْنَا الْجُلُوسَ فِي بُيُوتِنَا قَالَ " فَاِنْ جَلَسْتُمْ فَأَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا " قَالُوا وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ " اِدْلَالُ السَّائِلِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَغَضُّ الْاَبْصَارِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

১১৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বারান্দায় মজলিস জমাইয়া বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা যে আমাদের জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়! ফরমাইলেন, যদি তোমরা একান্তই বারান্দায় বস, তবে বারান্দায় মজলিসের হক আদায় করিও! তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন : উহার হক কি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ফরমাইলেন : প্রশ্নকারীকে রাস্তার সন্ধান দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, চক্ষুসমূহকে সংযত রাখা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

۱۱۶۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَّاءُورِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا يَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا إِذْ أَتَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَى وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

১১৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : সাবধান, রাস্তায় মজলিস জমাইয়া বসিও না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করিলেন, এ ছাড়া বসিয়া একটু কথাবার্তা বলার আর যে কোন উপায়ই নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (অথবা এরূপ ও অর্থ করা যায় : আমরা যদি এরূপ বসিয়া কথাবার্তা বলি, তবে আমাদের করণীয় কি?) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন : একান্তই যখন তোমরা মানিতেছ না, তখন রাস্তার হক আদায় করিবে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন : রাস্তার হক কী ইয়া রাসূলুল্লাহ্? ফরমাইলেন : চক্ষু সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু পথে ফেলা ইহাতে বিরত থাকা (বা উহা সরাইয়া ফেলা), সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

۵۶۶- بَابُ مَنْ أَذَى رَجُلَهُ إِلَى الْبَيْتِ إِذَا جَلَسَ وَكَشَفَ عَنِ السَّاقَيْنِ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ : কুয়ার কিনারে পা লটকাইয়া বসা

۱۱۶۸- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطُ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بِوَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِي

فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قَفِّ الْبَيْتِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنُ لَكَ فَوَقَّفَ وَجِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ "إِذْنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ" فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنُ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذْنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ" فَجَاءَ عُمَرُ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا إِلَى الْبَيْتِ فَامْتَلَأَ الْقُفْلُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنُ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذْنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ" مَعَهَا بِلَاءٌ يُصِيبُهُ" فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَيْتِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَجَعَلْتُ أُتَمْنَى أَنْ يَأْتِيَ أَخٌ لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فَلَمْ يَأْتِ حَتَّى قَامُوا .

قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَأُولَتْ ذَلِكَ قُبُورُهُمْ اجْتَمَعَتْ هَهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ .

১১৬৮. হযরত আবু মুসা আশ্'আরী (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মদীনার কোন এক খেজুর বনে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। যখন তিনি খেজুর বনে প্রবেশ করিলেন তখন আমি উহার দ্বারদেশে বসিয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, আজ আমি অবশ্যই নবী করীম (সা)-এর দ্বাররক্ষী হইব। অবশ্য, তিনি এজন্য আমাকে আদেশ দেন নাই। নবী করীম (সা) গেলেন এবং তাঁহার প্রয়োজন চুকাইয়া কূপের কিনারে গিয়া বসিলেন। তিনি তাঁহার পায়ের গোছাছয় অনাবৃত করিলেন এবং কূপের ভিতর উহা ঝুলাইয়া বসিলেন। তখন আবু বকর (রা) আসিলেন। তিনি আমার মাধ্যমে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, একটু দাঁড়ান আমি আপনার জন্য অনুমতি লইয়া আসিতেছি। তিনি দাঁড়াইলেন এবং আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আবু বকর আপনার কাছে আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে দাও এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও ! তিনি আসিলেন এবং পায়ের গোছাছয় অনাবৃত করিয়া পদদ্বয় কূপে ঝুলাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ডানপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহাকেও বলিলাম : একটু থামুন, আমি আপনার জন্য অনুমতি লইয়া আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : তাঁহাকেও অনুমতি দাও এবং তাহাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও ! তিনিও আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বামপার্শ্বে বসিয়া গোছাছয় অনাবৃত করিয়া পদদ্বয় কূপের ভিতর লটকাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন কূপের কিনার পূর্ণ হইয়া গেল এবং বসিবার মত স্থান আর রহিল না। অতঃপর উসমান (রা) আসিলেন। আমি বলিলাম, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লইয়া আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন : তাঁহাকেও জান্নাতের

সুসংবাদ দাও--তবে ইহার সাথে তাঁহাকে বিপর্যয়ও পোহাইতে হইবে। অতঃপর তিনি ভিতরে আসিলেন কিন্তু তাঁহাদের সাথে বসিবার স্থান পাইলেন না। তিনি ঘুরিয়া গিয়া তাঁহাদের মুখোমুখি কূপের অপর পার্শ্বে গিয়া গোছাছয় অনাবৃত করিয়া পদদ্বয় কূপের ভিতরে লটকাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম, যদি আমার ভাইও এমন সময় আসিয়া পড়িতেন, এমন কি আমি তাঁহার আগমনের জন্য দু'আও করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উঠিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন কিন্তু, ভাই আসিলেনই না।

ইবনুল মুসাইয়্যিব (র) বলেন, উহা দ্বারা আমি এই লক্ষণ ধরিয়া নিলাম যে, তাঁহাদের কবর একত্রে হইবে এবং হযরত উসমান (রা) একাকী থাকিবেন।

১১৬৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ [مِنَ النَّهَارِ] لَا يَكْلُمْنِي وَلَا أَكْلِمُهُ حَتَّى أَتَى سَوْقَ بَنِي قَيْنَقَاعٍ فَجَلَسَ بِغَنَاءٍ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ " أَتَمُّ لَكُمْ ؟ أَتَمُّ لَكُمْ " فَحَبِسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَلْبِسُهُ سَخَابًا أَوْ تَغْسِلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ " اَللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ " .

১১৬৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) সদলবলে বাহির হইলেন। পথে তিনিও আমাকে কিছু বলিলেন না এবং আমি তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। এমন অবস্থায় তিনি বনি কায়নুকার বাজারে আসিয়া পড়িলেন। (অতঃপর সেখান হইতে) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরের আঙিনায় আসিয়া বসিলেন। অতঃপর বলিলেন : খোকা কি এখানে আছে ? এখানে খোকা কি আছে ? তখন ফাতিমা (রা) শিশুকে আসিতে দিতে কিছু দেৱী করিতেছিলেন। আমি ধারণা করিলাম হয় বাচ্চাকে তিনি কাপড় পরাইতেছেন অথবা তাহাকে গোসল দেওয়াইতেছেন। তখন খোকা দ্রুত ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি উহাকে ভালবাসিও এবং যে উহাকে ভালবাসিবে তাহাকেও ভালবাসিও।

০৫৭- بَابُ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ

৫৪৭. অনুচ্ছেদ : মজলিসে কেহ জায়গা ছাড়িয়া দিলেও সেখানে বসিবে না

১১৭- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ .

১১৭০. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন : নবী করীম (সা) কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেখানে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর হযরত ইবন উমর (রা) কেহ তাঁহার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলে, সেখানে তিনি বসিতেন না।

৫৪৮- بَابُ الْأَمَانَةِ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ : আমানতদারী

১১৭১- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ فَرَعْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يَقِيلُ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِذَا غُلَمَةٌ يَلْعَبُونَ فَقُمْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ إِلَى لَعِبِهِمْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْتَهَى إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَعَانِي فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَكَانَ فِيَّ فَيٌّ حَتَّى أَتَيْتُهُ وَابْطَأْتُ عَلَى أَيْ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ ؟ قُلْتُ أَنَّهُ سِرٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ احْفَظْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ فَمَا حَدَّثْتُ بِتِلْكَ الْحَاجَةِ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ فَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا حَدَّثْتُكَ بِهَا .

১১৭১. হযরত সাবিত বলেন, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন আমি কাজ হইতে অবসর হইলাম, তখন মনে মনে ভাবিলাম, এবার নবী করীম (সা) বুঝি বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। (তাই আমার আর তাঁহার ঘরে থাকা সমীচীন হইবে না) এই ভাবিয়া যখন বাহিরে আসিলাম তখন কয়েকটি বালক বাহিরে খেলিতেছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় নবী করীম (সা) বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমাকে কাছে ডাকাইলেন এবং একটি কাজে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমি কাজ সারিয়া তাঁহার কাছে আসিলাম এবং আমার মায়ের কাছে যাঁহাতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এতক্ষণ কিসে আটকাইয়া রাখিয়াছিল ? আমি বলিলাম : নবী করীম (সা) একটি কাজে আমাকে পাঠায়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : উহা কি ? আমি বলিলাম, উহা নবী করীম (সা)-এর একটি গোপনীয় ব্যাপার। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর গোপনীয় তা ব্যাপারে গোপনীয় অবশ্যই রক্ষা করিবে। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সৃষ্টিজগতের কাহারও কাছে সেই কাজটি যে কী ছিল প্রকাশ করি নাই। যদি উহা বলিবারই হইত, তবে (হে সাবিত!) অবশ্যই তোমার কাছে উহা বলিতাম।

৫৪৯- بَابُ إِذَا التَفَتَ التَّفَتَ جَمِيعًا

৫৪৯. অনুচ্ছেদ : কাহারও পানে তাকাইলে পুরাপুরি তাকাইবে

১১৭২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزَّبِيدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَبْعَةً وَهُوَ إِلَى الطُّوْلِ أَقْرَبُ شَدِيدُ الْبَيَاضِ أَسْوَدُ شَعْرُ اللَّحْيَةِ حَسَنُ الثَّغْرِ أَهْدَبُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدُ مَا

بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ مَفَاضُ الْخَدَيْنِ بَطَأٌ بِقَدَمِهِ جَمِيعًا لَيْسَ لَهَا أَخْمَصُ يُقْبِلُ جَمِيعًا وَيَذِيرُ جَمِيعًا لَمْ أَرْ مِثْلَهُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ .

১১৭২. হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা) বলেন যে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় একরূপ বলিতে শুনিয়াছেন : তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির তবে সামান্য একটু লম্বাটে। উজ্জ্বল শুভ্র, ঘনকৃষ্ণ শশ্রমণ্ডিত, উজ্জ্বল দন্তশোভিত, প্রশস্ত ক্র ও বিশাল কঙ্ক, মাংসল চেহারা বিশিষ্ট এবং তিনি তাঁহার পূর্ণ পদতল ব্যবহার করিয়া হাঁটিতেন। উহাতে গর্ত ছিল না, কাহারও দিকে যখন তাকাইতেন, তখন পুরাপুরি তাহার দিকেই তাকাইতেন এবং যখন মুখ ফিরাইতেন পূর্ণরূপেই ফিরাইতেন। (একদৃষ্টি বা চোরাই দৃষ্টিতে কাহারও দিকে তাকাইতেন না।) আমি আগেও তাঁহার মত কাহাকেও দেখি নাই এবং পরেও (একরূপ গুণবিশিষ্ট কোন পুণ্যাত্মা ও সুন্দর মানুষের সাক্ষাৎ লাভ আমার ভাগ্যে জুটে নাই।)

৫০. -بَابُ إِذَا أُرْسِلَ رَجُلًا [إِلَى رَجُلٍ] فِي حَاجَةٍ فَلَا يُخْبِرُهُ

৫৫০. অনুচ্ছেদ : কাহারও তদন্তের জন্য গেলে আগে তাহার কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে না

১১৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ يَ عُمَرُ إِذَا أُرْسِلْتُكَ إِلَى رَجُلٍ فَلَا يُخْبِرُهُ بِمَا أُرْسِلْتُكَ إِلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لَهُ كَذِبَةً عِنْدَ ذَلِكَ .

১১৭৩. আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম তাঁহার পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার দাদা হইতে বলিয়াছেন, হযরত উমর (রা) একদা আমাকে বলিলেন, যখন আমি তোমাকে কাহারও নিকটে তদন্তের উদ্দেশ্যে পাঠাই, তখন কি জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছি, উহা তাহার কাছে বলিবে না, নতুবা শয়তান ঐ মুহূর্তেই তাহাকে একটি মিথ্যা (অজুহাত) গড়িতে সাহায্য করিবে।

৫০১ -بَابُ هَلْ يَقُولُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُ

৫৫১. অনুচ্ছেদ : 'কোথা হইতে আসিলেন' বলা

১১৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أَخِيهِ أَوْ يَتَّبِعُهُ بَصَرَهُ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ ؟

১. এখানে নবী দরবারের কবি হযরত হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা) এর ঐতিহাসিক প্রশংসা গাঁথাটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যাহাতে তিনি বলেন :

“আমার দু’চোখ হেরে নাই কভু তোমার চেয়েও সুন্দরতর!

কোন নারী কভু করে নি প্রসব তোমার চেয়ে হে সুন্দরতর!

খুঁই নাই তব সৃজন নিখুঁত, নাই তব সাথে ক্রটির লেশ,

কুশলী শিল্পী আপন মনেতে একেছে নিখুঁত রূপ ও বেশ!”

১১৭৪. হযরত লায়স (র) বলেন, হযরত মুজাহিদ অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন। কোন ব্যক্তির তাহার অপরাধের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানোকে অথবা সে যখন উঠিয়া যায় তখন সে কোথায় যায় দেখিবার জন্য তাহার যাত্রাপথের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকানোকে অথবা কোথা হইতে আসিয়াছে বা কোথায় যাইবে এরূপ প্রশ্ন করাকে।

১১৭৫- حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قُلْنَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ هَذَا عَمَلُكُمْ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَّا مَعَهُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ ؟ قُلْنَا لَا قَالَ اسْتَأْنَفُوا الْعَمَلَ .

১১৭৫. হযরত মালিক ইব্ন যুযায়দ বলেন, একদা আমরা রাবাযা নামক স্থানে হযরত আবু যার (রা)-এর পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কোথা হইতে আসিতেছ হে ! আমরা বলিলাম : মক্কা শরীফ হইতে অথবা বায়তুল আতীক (আদি গৃহ-কা'বাগৃহ অর্থে) হইতে। (অর্থাৎ হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি) তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন : কেবল এই কাজের জন্যই আসিয়াছিলে ? আমরা বলিলাম, জী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বেচা-বিক্রী কিছু উদ্দেশ্য ছিল না তো ? আমরা বলিলাম : জী না। বলিলেন : নতুন করিয়া কাজ শুরু করিয়া দাও ! [অর্থাৎ এমন হজ্জ বা উমরার পর অতীতের গোনাহরাশি মোচন হইয়া গিয়াছে। এবার নতুন করিয়া আবার জীবন শুরু কর।]

৫৫২- بَابُ مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

৫৫২. অনুচ্ছেদ : কাহারও অপছন্দ সত্ত্বেও আড়ি পাতিয়া তাহার কথা শোনা

১১৭৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ كُفٍّ أَنْ يَنْفَخَ فِيهِ وَعُذَّبَ وَإِنْ يَنْفَخَ فِيهِ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُفٍّ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيتَيْنِ وَعُذَّبَ وَلَنْ يَعْقُدَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَغْرُونَ مِنْهُ صِبُّ قِيٍّ أَذْنِيهِ الْآنَكَ .

১১৭৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করিবে কিয়ামতের তাহাকে বলা হইবে, 'উহাতে প্রাণ দান কর'। এবং এজন্য তাহাকে শাস্তিও দেওয়া হইবে। এবং যে ব্যক্তি কষ্ট কল্পনার স্বপ্ন রচনা করিবে তাহাকে বলা হইবে, দুইটি যবের মধ্যে গিরা লাগাও দেখি ! এবং যখন সে গিরা লাগাইতে অক্ষম হইবে তখন এজন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পাতিয়া শুনিবে অথচ তাহার তাহাকে উহা শুনাইতে অনিচ্ছুক, এমন ব্যক্তিদের কানে উত্তুঙ তরল শীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

৫০৩. بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ

৫৫৩. অনুচ্ছেদ : খাটে উপবেশন

১১৭৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُضَارِبٍ عَنِ الْعَرَبَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ وَقَدْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَأَنَا غُلَامٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ مَرَحِبًا مَرَحِبًا وَرَجُلٌ قَاعِدٌ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا الَّذِي تَرَحَّبَ بِهِ ؟ قَالَ : هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ هَذَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْأَسْوَدِ قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا فَلَانٍ مَنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ ؟ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَهْلَ بَادٍ أَسْأَلُ عَنْ بَعِيدٍ وَلَا أَتْرُكُ لِلْقَرِيبِ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ أَنْتَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتَ شَجَرٍ وَنَخْلٍ .

১১৭৭. উরইয়ান ইবন হায়সাম বলেন, একবার আমার পিতা একটি প্রতিনিধিদলসহ হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে গেলেন। আমি তখন বালক মাত্র। যখন তিনি তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি মারহাবা! মারহাবা!! বলিয়া তাঁহাকে স্বাগতম জানাইলেন। তখন অপর একব্যক্তিও তাঁহার সাথে আসীন ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন : কাহাকে স্বাগত জানাইতেছেন হে আমীরুল মু'মিনীন? জবাবে তিনি বলিলেন, ইনি হইতেছেন পূর্বদেশীয়দের সর্দার হায়সাম ইবন আস্ওয়াদ! আমি তখন প্রশ্ন করিলাম : আর উনি? উপস্থিত সকলে বলিয়া উঠিলেন : উনি হইতেছেন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)। আমি তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম : হে অমকের পিতা! দাজ্জাল কোথা হইতে বাহির হইবে? তিনি বলিলেন : তুমি যে দেশের লোক সেখানের লোক ছাড়া নিকটের কথা ছাড়িয়া সুদূরের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন করিতে আর কোথাকার লোককেও আমি দেখি নাই!

অতঃপর তিনি বলিলেন : বৃক্ষ ঘেরা ইরাকের খেজুর বীথিকা হইতে তাহার উদ্ভব হইবে।

১১৭৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى سَرِيرٍ .

(.....) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَقْعُدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ .

১১৭৮. আবুল আলিয়া বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে চৌকিতে বসিয়াছি।

০০০ আবু জামরাহ বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে প্রায়ই বসিতাম। তিনি আমাকে তাঁহার চৌকিতে বসাইতেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি আমার সাথে থাকিয়া যাও, যাবত না আমার সম্পত্তির একাংশ আমি তোমাকে দিয়া দেই। অতঃপর আমি তাঁহার সাথে দুইমাস অবস্থান করি।

১১৭৭- حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خُلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ أَمِيرٍ بِالْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ .

১১৭৮. খালিদ ইব্ন দীনার আবু খালদাহ বলেন, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বসরার শাসনকর্তা হাকামের সাথে চৌকিতে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন : নবী করীম (সা) গরমের মওসুমে রৌদ্রের তেজ কমিলে (মানে, একটু দেরী করিয়া) নামায পড়িতেন। পক্ষান্তরে, শীত মওসুমে তিনি নামায একটু তাড়াতাড়ি (আউয়াল ওয়াঙ্কে) পড়িতেন।

১১৮০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ مَرْمُولٍ بِشَرِيطٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لَيْفٌ مَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَبَيْنَ السَّرِيرِ ثَوْبٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " مَا يَبْكُيكَ يَا عُمَرُ ؟ " قَالَ أُمَا وَاللَّهِ مَا أَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَكُونُ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ كِسْرِي وَقَيَّصَرُ فَهَمَا يَعِيشَانِ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالْمَسْكَنِ الَّذِي أَرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أُمَا تَرْضَى يَا عُمَرُ أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ " قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ .

১১৮০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম, তিনি তখন খেজুরের চটে নির্মিত একটি চৌকির উপর শায়িত। তাঁহার মাথার নীচে চট নির্মিত একটি বালিশ যাহার ভিতরে খেজুরের ছাল পরিপূর্ণ। চৌকি এবং তাঁহার চটের মাঝখানে কোন কাপড় ছিল না। এমন সময় হযরত উমর (রা) সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তো রীতিমত কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাকে কিসে কাঁদাইতেছে হে উমর? বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কসম আল্লাহর আমি যদি আল্লাহর নিকট রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের চাইতেও আপনার অধিক মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কথা না জানিতাম, তবে হযরত কাঁদিতাম না। তাহারা দুনিয়ার সকল রকম আরাম-আয়েশ লুটিতেছে, আর আপনাকে এখন কী অবস্থায় দেখিতেছি? তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : হে উমর ! তুমি কি ইহাতে খুশি নও যে, তাহারা দুনিয়ার মজাই কেবল লুটিবে আর আমাদের জন্য রহিয়াছে আখিরাতের নিয়ামতরাজি। আমি বলিলাম : জী, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ফরমাইলেন : ব্যাপার স্যাপার এই রকমই।

১১৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ فَأَتَى بِكُرْسِيِّ خَلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا (قَالَ حَمِيدٌ أَرَاهُ خَشَبًا أَسْوَدَ حَسْبِهِ حَدِيدًا) فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَمَّ خُطْبَتَهُ خَرَهَا .

১১৮১. আবু রিফা'আ আদওয়ী (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন খুত্বা দিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক আগভুক দীন সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য হাযির হইয়াছে, সে তাহার দীন সম্পর্কে কিছুই জানে না। তিনি তখন খুত্বা বাদ দিয়া আমার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় তাহার জন্য একখানা চেয়ার আনা হইল, আমার ধারণা হইল উহার পায়াগুলি লৌহ নির্মিত। (অধঃস্তন রাবী হুমাইদ বলেন, আমি দেখিয়াছি উহা ছিল কাল কাঠের। অনেকটা লৌহ বলিয়া ধারণা হইত।) তিনি তাহাতে বসিলেন এবং আমাকে দীনের শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যে শিক্ষা আল্লাহ তাঁহাকে দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার খুতবার অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিলেন।

۱۱۸۲- حَدَّثَنَا تَمِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ دِهْقَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ عَرُوسٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حُمْرٌ .

... - وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ وَاضِعًا أَحَدِي رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

১১৮২. মুসা ইব্ন দিহকান (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-কে উরুসী পালঙ্কে উপবিষ্ট দেখিয়াছি- যাহার উপর একটি লাল কাপড় ছিল।

০০০ ইমরান ইব্ন মুসলিম (র) বলেন : আমি হযরত আনাস (রা)-কে একটি পালঙ্কে এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

۵۵۴- بَابُ إِذَا رَأَى قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ

৫৫৪. অনুচ্ছেদ : চুপি চুপি যাহারা কথা বলিতেছে তাহাদের মধ্যে ঢুকিবে না

۱۱۸۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ يَقُولُ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ إِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِي صَدْرِي فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ اثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلَا تَقُمْ مَعَهُمَا وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا رَجَوْتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا .

১. 'উরুস' শব্দের অর্থ হইতেছে বাসর রাত্রি। এখানে উরুসী পালঙ্ক বলিতে বাসর ঘরের পালঙ্কের মত জাঁকজমকপূর্ণ পালঙ্ক অর্থ হইতে পারে। আবার কোন এক নির্দিষ্ট ডিজাইন বা ফ্যাশনের পালঙ্কের নামও হইতে পারে।

১১৮৩. সাঈদ আল-মাকবুরী বলেন, একবার হযরত ইবন উমর (রা) একটি লোকের সাথে কী যেন আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় আমি সেদিক দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। আমি তাঁহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার বুকে একটি থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন : যখন দুইজনকে কোন কথা বলিতে দেখিবে তখন না তাহাদের পাশে দাঁড়াইবে, আর না সেখানে বসিবে যাবৎ না তাহাদের অনুমতি গ্রহণ কর। তখন আমি বলিলাম : হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন ! আমি তো এই আশায় দাঁড়াইয়াছিলাম যে, আপনাদের দুইজনের নিকট হইতে কোন ভাল কথা শুনিব।

১১৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَسْمَعُ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ بِحَلْمٍ كُلَّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً.

১১৮৪. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আলাপের ব্যক্তিদের আলাপ কান পাতিয়া শুনে অথচ তাহারা উহা অপসন্দ করে, তাহার কানে শীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট কল্পনার স্বপ্ন দেখে, তাহাকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে, যবের মধ্যে গিরা দিতে।

৫৫- بَابُ لَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

৫৫৫. অনুচ্ছেদ : তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানেকানে কথা বলিবে না

১১৮৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ " .

১১৮৫. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন তিনজন বিদ্যমান থাকিবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া দুইজন কানেকানে কথা বলিবে না।

৫৫৬- بَابُ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : যখন চারিজন থাকে

১১৮৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَحْزَنُهُ ذَلِكَ " .

১১৮৬. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকিবে, তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানাকানি করিবে না। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে।

১১৮৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؟ قَالَ لَا يَضُرُّهُ.

১১৮৭. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকিবে, তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানাকানি করিবে না। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে। আমরা তখন বলিলাম, যদি চারজন হয় ? ফরমাইলেন : তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই।

১১৮৮. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তৃতীয়জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানে কানে কথা বলিবে না যাবৎ না অন্যান্য মানুষের সাথে মিশিয়া যাইবে। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে।

১১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তৃতীয়জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানে কানে কথা বলিবে না যাবৎ না অন্যান্য মানুষের সাথে মিশিয়া যাইবে। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে।

১১৮৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ الْاٰخِرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنْ ذٰلِكَ يُحَدِّثُهٗ " .

১১৮৯. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন : যখন চারিজন হইবে, তখন (কানে কানে যে কোন দুইজন কথা বলিতে) কোন আপত্তি নাই।

৫৫৭- بَابُ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ يَسْتَاْذِنُهٗ فِى الْقِيَامِ

৫৫৭. অনুচ্ছেদ : যখন কাহারও কাছে বসিবে তখন উঠিবার সময় তাহার অনুমতি লইবে

১১৯০- حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ جَلَسْتُ اِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ إِنَّكَ جَلَسْتَ اِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ فَاِذَا شِئْتُ فَقَامَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ الْبَابَ .

১১৯০. হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) এর নিকট বসিলাম। তখন তিনি বলিলেন : তুমি তো আমার নিকট আসিয়া বসিলে অথচ আমার এখন উঠিবার সময় হইয়া গিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, আপনার যখন মর্জি হয়, উঠিয়া যাইতে পারেন। তখন তিনি উঠিয়া পড়িলেন, আর আমি তাঁহার পিছনে পিছনে দরজা পর্যন্ত গেলাম।

৫৫৮- بَابُ لَا يَجْلِسُ عَلَى حَرْفِ الشَّمْسِ

৫৫৮. অনুচ্ছেদ : রৌদ্রে বসিবে না

১১৯১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ اَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ اِلَى الظِّلِّ .

১১৯১. হযরত কায়েস তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন খুত্বা দিতেছিলেন। তিনি গিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদেশে তিনি ছায়ার দিকে আসেন।

৫৫৭- بَابُ الْاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ

৫৫৯. অনুচ্ছেদ : পায়ের গোছা ও কোমরে বাঁধিয়া কাপড় পরা

১১৯২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمَلَابِسَةِ وَالْمَنَابِذَةِ فِي الْبَيْعِ (الْمَلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ وَالْمَنَابِذَةُ يَنْبِذُ الْآخِرَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ) وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَاللُّبْسَتَانِ اشْتِنَالُ الصَّمَاءِ (وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ فَيَبْذُوهُ أَحَدَ شَقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) وَاللُّبْسَةُ الْآخَرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

১১৯২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রকমের কাপড়-পরিধান এবং দুই রকমের বোচা-বিক্রী সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন : কাপড় স্পর্শের বোচা-বিক্রী এবং কাপড় নিক্ষেপের বোচা-বিক্রী। এই ধরনের বোচা-বিক্রী সম্পাদিত হইত পণ্য (ভালমতে) না দেখিয়াই। আর যে দুই ধরনের কাপড় পরিধান সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইল, এক কাঁধে কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া অপর কাঁধ উন্মুক্ত রাখা এবং কোমরের সাথে কাপড় বাঁধিয়া গোছা পর্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া এমনভাবে যে, বসিয়া থাকিলে সতর খোলা থাকে (লজ্জাস্থানের সাথে কোন কাপড় সংলগ্ন থাকে না।)

৫৬- بَابُ مَنْ أُلْفِيَ لَهُ وَسَادَةٌ

৫৬০. অনুচ্ছেদ : আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান

১১৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشَوُهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوَسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ" ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "خُمْسًا" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "سَبْعًا" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "تِسْعًا" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "إِحْدَى عَشْرَةَ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ) .

১১৯৩. আবু মালীহ বলেন, আমি তোমার পিতা যায়িদ (র) সমভিব্যাহারে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর সকাশে গেলাম। তখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করিলেন : একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার রোযা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমার ঘরে তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার সম্মানার্থে একটি বালিশ তাঁহার দিকে ছুড়িয়া দিলাম যাহার আবরণ ছিল চামড়ার আর ভিতরে ছিল খেজুরের খোসা। তিনি মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন এবং বালিশ আমার এবং তাঁহার মধ্যখানে পড়িয়া রহিল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন : ওহে! প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখিলে কি তোমার চলে না? তখন আমি বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! (উহার বেশি কি অনুমতি দেওয়া যায় না?) বলিলেন : পাঁচ? আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : যাও, সাতটা। আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : যাও নয়টা। আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিলেন : যাও, এগারটি। আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এবার তিনি ফরমাইলেন : দাউদ (আ)-এর রোযার উপর আর রোযা হয় না। অর্ধেক সময়। একদিন রোযা এবং একদিন ইফতার (বিরতি)।

১১৯৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى أَبِيهِ فَأَلْقَى لَهُ قَطِيفَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا.

১১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন বসর (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার পিতার ওদিক হইয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে একটি মখমলী চাদর ছুড়িয়া দেন এবং তিনি উহাতে বসেন।

৫১- بَابُ الْقُرْفَصَاءِ

৫৬১. অনুচ্ছেদ : পোঁট সারিয়া বসা

১১৯৫. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتَايُ صَنْفِيَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ وَدَخِيْبَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ وَكَانَتَا رَبِيَّ قِيلَةً أَنَّهُمَا أَخْبَرْتُهُمَا قِيلَةً قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَاعِدًا الْقُرْفَصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ الْمُتَخَشَّعُ فِي الْجَلْسَةِ أَعَدَّتْ مِنَ الْفَرْقِ.

১১৯৫. বিবি কুইলা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছি, দুই উরুর নিচের দিকে হাত রাখিয়া পোঁট ও উরু মিলাইয়া মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া থাকিতে। আমি যখন তাঁহাকে এরূপ বিনীত বিনম্র অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, তখন আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম।

৫২- بَابُ التَّرْبُعِ

৫৬২. অনুচ্ছেদ : চারজানু বসা

১১৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ذِيَالُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ حَنْظَلَةَ حَدَّثَنِي جَدِّي حَنْظَلَةُ بْنُ حَذِيمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا مُتْرَبِعًا.

১১৯৬. হযরত হানযালা ইবন হিয়ইয়াম (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি তখন চারজানু অবস্থায় বসা ছিলেন।

১১৯৭- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ [الْقَزَانُ] قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رُزَيْقٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا وَأَضِعَا أَحَدِي رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

১১৯৭. আবু রুযায়ক বলেন, তিনি হযরত আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে তাঁহার ডান পা তাঁহার বাম পায়ের উপর তুলিয়া বসিতে দেখিয়াছেন।

১১৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ هَكَذَا مُتَرَبِّعًا وَيَصْنَعُ إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

১১৯৮. ইমরান ইবন মুসলিম বলেন, আমি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-কে চারজানু অবস্থায় একপায়ের উপর অপর পা রাখিয়া বসিতে দেখিয়াছি।

৫৬২- بَابُ الْإِحْتِبَاءِ

৫৬৩. অনুচ্ছেদ : কাশফ জড়াইয়া গোঁট মারিয়া বসা

১১৯৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ مُوسَى الْهُجَيْمِيُّ عَنْ سَلِيمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي بُرْدَةٍ وَإِنْ هَدَّابَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ "عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَفْرُغَ لِلْمُسْتَسْقَى مِنْ دَلُوكَ فِي إِنْائِهِ أَوْ تَكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ وَإِنْ أَمَرُوا عَيْرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعَا يَكُونُ وَبِأَلِّهِ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ وَلَا تَسْبِنَنَّ شَيْئًا. قَالَ فَمَا سَبَيْتُ بَعْدَ دَابَّةٍ وَلَا إِنْسَانًا.

১১৯৯. সালীম ইবন জাবির হুজায়মী (রা) বলেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি তখন চাদর জড়াইয়া গোঁট মারিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন এবং চাদরের প্রান্তদ্বয় তাঁহার পদদ্বয়ের উপর ছিল। আমি তখন বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন! ফরমাইলেন : অবশ্যই আব্রাহীমীতী (ডাকওয়া) অবলম্বন করিবে এবং নেকী সেটা যত ছোটই হউক না কেন উহাকে ছোট মনে করিবে না যদিও তাহা কোন পানি-প্রাণীর পাত্রের তোমার বালতি হইতে পানি ঢালিয়া দেওয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে কথা বলাই হয়। আর লুগি (গিরার নিচে) ঝুলাইয়া

পরিধান করা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। কেননা, উহা অহংকার বিশেষ এবং আল্লাহ্ উহা পসন্দ করেন না। আর যদি কোন ব্যক্তি তাহার জ্ঞাত তোমার কোন দোষণীয় ব্যাপারের জন্য তোমাকে খোঁটা দেয়, তবে তুমি তোমার জ্ঞাত তাহার কোন দোষের জন্য তাহাকে খোঁটা দিবে না। তুমি তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। তাহার পাপের ফল সেই ভোগ করিবে এবং তোমার এই চাপিয়া যাওয়ার জন্য তুমি উহার প্রতিফল (নেকী) পাইবে। এবং কখনো কিছুকে গালি দিবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আর কাহাকেও কোনদিন গালি দেই নাই না কোন মানুষকে আর না কোন চতুষ্পদ জন্তুকে।

১২০০- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ الْمُجَمَّرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَا كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَإِنَّا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فَاحْتَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ "أَيْنَ لُكَاعُ؟" أَدْعُ لِي لُكَاعُ " فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْدُ فَوْقَ فِي حُجْرِهِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي لَحِيَّتِهِ ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَحُ فَاهُ فَيَدْخُلُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحْبِبْهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ".

১২০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখনই আমি হাসান (রা)-কে দেখিয়াছি তখনই আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এই কারণে এই যে, নবী করীম (সা) একদা (তাহার হুজরা হইতে) বাহির হইয়াই আমাকে মসজিদে পাইলেন। তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমিও তাহার সহিত চলিলাম। তিনি আমার সহিত কোন কথাই বলিলেন না। এভাবে আমরা বনি কায়নুকার বাজারে গিয়া পৌছিলাম। তিনি সেখানে ঘোরাফেরা করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমিও তাহার সাথে আসিলাম। এমন কি আমরা মসজিদ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিলাম। তিনি সেখানে গৌট মারিয়া বসিলেন এবং গায়ে চাদর জড়াইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, বাছা কোথায়? বাছাকে আমার কাছে ডাক! হাসান ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলে বসিয়া পড়িলেন এবং তাহার হাত তাহার দাঁড়ির মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। তখন নবী করীম (সা) তাহার মুখ খুলিয়া আপন পবিত্র মুখ তাহার মুখে দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন : হে আল্লাহ্! আমি ইহাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাহাকে ভালবাস এবং যে বা যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহাদিগকেও তুমি ভালবাসিও।

৫৬৬- بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

৫৬৪. অনুচ্ছেদ : দুই জানু বসা

১২০১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ

عَلَى الْمُنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنْ فِيهَا أُمُورًا عَظَامًا ثُمَّ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أُخْبِرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا " قَالَ أَنَسٌ " فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ " سَلُوا " فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَوْلَى أُمَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قِي عَرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أَصْلَى فَلَمْ أَرْ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " .

১২০১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যুহরের নামায আদায় করিলেন। নামাযান্তে তিনি মিসরে আরোহণ করিলেন এবং বজ্রতা প্রসঙ্গে কিয়ামতের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন : উহাতে (কিয়ামতের সময়) অনেক বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হইবে। অতঃপর বলিলেন, যে কেহ এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করিতে চায়, তাহার উচিত প্রশ্ন করা। কসম আল্লাহর, তোমরা যে প্রশ্নই আজ করিবে এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই আজ আমি উহার উত্তর দিব।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অধিকাংশ শ্রোতাই কাঁদিয়া আকূল হইলেন। নবী (সা) ঘন ঘন বলিতেছিলেন, কাহার কি প্রশ্ন করিবার আছে প্রশ্ন কর! প্রশ্ন কর! তখন হযরত উমর (রা) দুই জানুতে (আদবের সহিত নামাযের বসার মত) বসিলেন এবং বলিলেন : আমরা আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে পাইয়া তুষ্ট আছি। উমর (রা) একথা বলার সময় নবী (সা) মৌন রহিলেন। অতঃপর বলিলেন : কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, নামায পড়ার সময় আজ ঐ প্রাচীরের গায়ে (দর্পনের মত) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হইয়াছে। আজকের মত মঙ্গলও অমঙ্গল (পাশাপাশি এত স্বচ্ছভাবে) দেখার সুযোগ আমার আর ঘটে নাই।

৫৬০- بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ

৫৬৫. অনুচ্ছেদ : চিৎ হইয়া শয়ন

١٢٠٢- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ (هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ) قَالَ رَأَيْتُهُ (قُلْتُ لِابْنِ عُيَيْنَةَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ) مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

১২০২. আব্বাদ ইবন তামীম তাঁহার চাচার প্রমুখ্যৎ বলেন, 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি' (রাবী আব্বাদ জিজ্ঞাসা করেন, নবী করীম (সা)-কে ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ) চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায়, এক পায়ের উপর অপর পা রাখিয়া ।

১২.২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمُسَوَّرِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْقٍ مُسْتَلْقِيًا رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

১২০৩. মিসওয়্যার (র) তাঁহার পিতা সূত্রে বর্ণন করেন । তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায় দেখিয়াছি, এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া রাখা অবস্থায় ।

৫৬৬- بَابُ الضُّجْعَةِ عَلَى وَجْهِهِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ : উপুড় হইয়া শয়ন করা

১২.৪- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ مُوسَى بْنِ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ طَخْفَةَ الْغِفَارِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَتَانِي أَتٍ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى بَطْنِي فَحَرَكَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ " قُمْ هَذِهِ ضُجْعَةٌ يَبْغِضُهَا اللَّهُ " فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي.

১২০৪. ইবন তিখফা গিফারী-এর পিতা, যিনি আসহাবে সুফ্যাদের একজন ছিলেন । বলেন, একদা আমি শেষ রাতে মসজিদে শায়িত অবস্থায় ছিলাম । এমন সময় একজন আগন্তুক আসিলেন আর আমি তখন উপুড় অবস্থায় নিদ্রিত । তিনি আমাকে তাঁহার পা দ্বারা নাড়া দিলেন এবং বলিলেন ওহে, ওঠ, এক্রপ শয়ন করা আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয় । তখন আমি মাথা উঠাইয়া দেখি, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন ।

১২.৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ السَّكَنْدِيُّ (مِنْ أَهْلِ فَلِسْطِينَ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا لَوَجْهِهِ فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ " قُمْ نَوْمَ جَهَنَّمِيَّةٍ ".

১২০৫. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মসজিদে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল । তিনি তাহাকে পা দ্বারা ঠুকিলেন এবং বলিলেন, ওহে উঠ, ইহা হইতেছে জাহান্নামীদের শয়ন ।

৫৬৭- بَابُ لَا يَأْخُذُ وَلَا يُعْطَى إِلَّا بِالْيَمْنَى

৫৬৭. অনুচ্ছেদ : ডান হাতে আদান-প্রদান

১২.৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "

قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا " لَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطَى بِهَا " .

১২০৬. হযরত সালেম তাঁহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যেন বাম হাতের সাহায্যে না খায় এবং বাম হাতে সাহায্যে পানীয় গ্রহণ না করে, কেননা, শরতান বাম হাতের সাহায্যেই আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাবী বলেন : হযরত নাফি উহাতে আরও যোগ করিতেন : এবং উহা দ্বারা কিছু গ্রহণও করিবে না, প্রদানও করিবে না।

৫৬৮- بَابُ أَيْنَ يُضَعُّ نَعْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ : বসিবার সময় জুতা কোথা রাখিবে ?

১২.৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ نَهْيِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مِنَ السَّنَةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ .

১২০৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যে, যখন কোন ব্যক্তি কোথাও বসিবে, তখন তাহার পাদুকাঙ্কয় খুলিয়া লইবে এবং পার্শ্বে রাখিয়া দিবে।

৫৬৯- بَابُ الشَّيْطَانُ يُجِئُ بِالْعُودِ وَالشَّيْءِ يَطْرَحُهُ عَلَى الْفِرَاشِ

৫৬৯. অনুচ্ছেদ : বিছানায় ধূলাবাগি নিক্ষেপ শয়তানের কাজ

১২.৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي إِلَى فِرَاشٍ أَحَدِكُمْ بَعْدَ مَا يَفْرُشُهُ أَهْلُهُ وَيُهَيِّئُونَهُ فَيَلْقَى عَلَيْهِ الْعُودَ وَالْحَجَرَ أَوْ الشَّيْءَ لِيَغْضِبَهُ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

১২০৮. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, শয়তান তোমাদের মধ্যকার কাহারও শয্যায় আসে যখন তাহার পরিবার শয্যা রচনা সম্পন্ন করে এবং কাঠ পাথর প্রভৃতি নিক্ষেপ করে যাহাতে সেব্যক্তি তাহার পরিবারের প্রতি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। সুতরাং যখন কোনব্যক্তি এরূপ দেখিতে পাইবে, সে যেন তাহার পরিবারের উপর দ্রুত না হয়, কেননা উহা শয়তানের কাজ।

৫৭. -بَابُ مَنْ يَأْتِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ لَهُ سِتْرَةٌ

৫৭০. অনুচ্ছেদ : উন্মুক্ত ছাদে শয়ন করা

১২. ৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ هُوَ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ رَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ " فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ " .

১২০৯. আবদুর রহমান ইবন আলী তাঁহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি কোনরূপ আবরণ ছাড়াই উন্মুক্ত ছাদে রাত্রি যাপন করে, তাহার হিফাযতের যিম্মাদারী প্রত্যাহত হয়।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এই রিওয়াযাতের সনদ সংশয়মুক্ত নহে।

১২. ১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ رِبَاحٍ التَّقْفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمَّارَةَ قَالَ جَاءَ أَبُو أَيُّوبُ الْأَنْصَارِيُّ فَصَعِدَتْ بِهِ عَلَى سَطْحٍ أَفْلَحَ فَنَزَلَ وَقَالَ كِدْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ وَلَا ذِمَّةَ لِي .

১২১০. আলী ইবন উমারা বলেন, একদা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) আমার এখানে তাকরীফ আনিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া উন্মুক্ত ছাদে আরোহণ করিলাম। কিন্তু তিনি নিচে নামিয়া আসিলেন এবং বলিলেন : আমি তো এমনভাবেই রাত্রিযাপন করিতে উদ্যত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার হিফাযতের কোন যিম্মাদারী থাকিত না।

১২. ১১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاتَ عَلَى أَنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِينَ يَرْتَجُّ (يَعْنِي يَغْتَلَمُ) فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .

১২১১. হযরত যুহায়র জুনৈক সাহাবীর প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি কোন মাচানের উপর রাত্রি যাপন করে এবং উহা হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ করে, তাহার জন্য

অপর কেহ দায়ী হইবে না, আর যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝাবিস্কন্ধ সাগরে পাড়ি জমায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তাহার জন্যও অপর কেহ দায়ী হইবে না। (সে নিজেই তাহার এরূপ অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে।)

৫৭১- بَابُ هَلْ يُدْلَى رَجُلِيهِ إِذَا جَلَسَ

৫৭১. অনুচ্ছেদ : পা' ঝুলাইয়া বসা

১২১২- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي حَائِطٍ عَلَى قَفِّ الْبَيْتِ مُدْلِيًا رَجُلِيهِ فِي الْبَيْتِ .

১২১২. হযরত আবু মুসা আশু'আরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা এক খজুর বীথিকার কূপের পাড়ে পা' ভিতর দিকে লটকাইয়া বসিয়াছিলেন।

৫৭২- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ

৫৭২. অনুচ্ছেদ : ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কী পড়িবে ?

১২১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُنِي وَسَلِّمْ مِنِّي .

১২১৩. মুসলিম ইবন আবু মারইয়াম বলেন, হযরত ইবন উমর (রা) যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন, তখন এরূপ দু'আ পড়িতেন : “আল্লাহ্ম্মা সাল্লিমুনী ও সাল্লিম মিন্নী” প্রভো! আমাকেও নিরাপদ রাখুন এবং আমা হইতেও নিরাপদ রাখুন !

১২১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصُّلْتِ أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَتَمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ “بِسْمِ اللَّهِ التَّكْلَانُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ” .

১২১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন। তখন বলিতেন : “বিস্মিল্লাহি, আত্-তুকলানু আলাল্লাহি-লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।” আল্লাহ্র নামে- আল্লাহ্রই উপর ভরসা। একটু নড়িবার বা কিছু করিবার শক্তি নাই আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া।”

৫৭২- بَابُ هَلْ يَقْدُمُ الرَّجُلُ رَجُلَهُ بَيْنَ يَدَيِ أَصْحَابِهِ وَهَلْ يَتَكَبَّرُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

৫৭৩. অনুচ্ছেদ ৪ বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসা বা তাকিয়া ব্যবহার করা

১২১০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْلًا بْنُ عَبْدِ الْمَعْصَرِيِّ أَنَّ يَعْضَ وَفَدَ عَبْدَ الْقَيْسِ سَمِعَهُ يَذْكُرُ قَالَ لَمَّا أَبْدَأْنَا فِي وَفَادَتِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سِرْنَا حَتَّى إِذَا شَارَفْنَا الْقُدُومَ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوَضِّعُ عَلَى قُعُودٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ قَالَ مَرَحَبًا بِكُمْ وَأَهْلًا إِيَّاكُمْ طَلَبْتُ جَنَّتُ لِأَبَشْرُكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا الْأَمْسَ لَنَا إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ "لَيَأْتِيَنَّ غَدًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (يَعْنِي الْمَشْرِقِ) خَيْرٌ وَقَدْ الْعَرَبُ" فَبِتَ أَرْوُغٌ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَأَمْعَنْتُ فِي الْمَسِيرِ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَهَمَمْتُ الرُّجُوعَ ثُمَّ رُفِعَتْ رُؤُوسُ رُؤَاةِكُمْ ثُمَّ ثَنَى رَاحِلَتِهِ يَزُمَامِهَا رَاجِعًا يُوَضِّعُ عَوْدَةً عَلَى يَدْنِهِ حَتَّى تَنْهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - وَأَصْحَابِهِ حَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ - فَقَالَ يَا بَيِّ وَأُمِّي جَنَّتُ أَبَشْرُكَ بِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ "أَنْتَى لَكَ بِهِمْ يَا عُمَرُ" قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَرَى قَدْ طَلُّوا فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ "بَشْرُكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ" وَتَهَيَّأَ الْقَوْمُ فِي مَقَاعِدِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِذَا فَالَقَى ذَيْلُ رِدَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ رِجْلَيْهِ فَقَدِمَ الْوَفْدَ فَفَرِحَ بِهِمْ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ حَوَارِ كُلِّهِمْ فُرَحًا بِهِمْ وَأَقْبَلُوا سَرِعًا فَأَوْسَعَ الْقَوْمُ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَتَكِيٌّ عَلَى حَالِهِ فَتَخَلَّفَ الْأَشْجُ وَهُوَ مُنْذِرُ بْنُ عَائِذِ بْنِ مُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَصْرٍ - فَجَمَعَ رِكَابَهُمْ ثُمَّ أَنَاَحَهَا وَحَطَّ أَحْمَالَهَا جَمَعَ مَتَاعَهَا ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَةً لَهُ وَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ حُلَّةً ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي مُتْرَسِلًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ وَصَاحِبُ أَمْرِكُمْ" فَأَشَارُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ سَلَاتِكُمْ هَذَا "قَالُوا كَانَ أَبَاؤُهُ سَادَتُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ قَائِدُنَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمَّا حَى الْأَشْجَ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ نَاحِيَةِ اسْتَوَى النَّبِيُّ ﷺ قَاعِدًا قَالَ "هَهُنَا يَا أَشْجُ" أَنْ أَوَّلَ يَوْمٍ سَمِي الْأَشْجُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَصَابَتْهُ حِمَارَةٌ بِحَافِرِهَا وَهُوَ فَطِيمٌ فَكَانَ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ الْقَمَرِ

فَأَقْعُدْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَالْطَّفَةَ عَرَفَ فَضَّلَهُ عَلَيْهِمْ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
يَسْأَلُونَهُ وَيَخْبِرُهُمْ حَتَّى كَانَ بِعَقَبِ الْحَدِيثِ قَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ ؟
قَالُوا نَعَمْ فَقَامُوا سَرِعًا كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى ثَقْلِهِ فَجَاءُوا بِصَبْرِ التَّمْرِ فِي أَكْفِهِمْ
فَوُضِعَتْ عَلَى نَطْعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَرِيدَةٌ دُونَ الذَّرَاعَيْنِ وَفَوْقَ الذَّرَاعِ
فَكَانَ يَخْتَسِرُ بِهَا فَلَمَّا يَفَارِقُهَا فَأَوْمَأَ بِهَا إِلَى صُبْرَةٍ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ فَقَالَ "
تُسْمُونَ هَذَا التَّغْضُوضَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ " وَتُسْمُونَ هَذَا الصَّرْفَانَ ؟ قَالُوا
نَعَمْ قَالَ " وَتُسْمُونَ هَذَا الْبَرْنَى ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ " هُوَ خَيْرٌ تَمَرَكُمْ وَيَنْعِي لَكُمْ "
وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ الْحَيِّ وَأَعْظَمُهُ بَرَكَةً وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصْبَةٌ نَعْلُقُهَا أَبْلَانًا
وَحَمِيرَنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ وَفَادَتِنَا تِلْكَ عَظُمَتْ رَغْبَتُنَا فِيهَا وَفَسَلْنَاهَا حَتَّى
تَحَوَّلَتْ تِمَارُنَا مِنْهَا وَرَأَيْنَا الْبَرَكَةَ فِيهَا .

১২১৫. শিহাব ইব্ন আব্বাদ আল-আসরী বলেন, আবদুল কায়েস প্রতিনিধিদলের জটনিক সদস্যকে তিনি বলিতে শুনিয়াছেন, যখন আমরা আমাদের প্রতিনিধিদল সমভিব্যাহারে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপনীত হই, তখন আমরা মদীনার সন্নিহিতবর্তী হইতেই একব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায়ই সে আমাদের সালাম দিল। আমরাও তাঁহার সালামের জবাব দিলাম। অতঃপর সেব্যক্তি দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমাদের সাক্ষাৎ করিল : 'তোমরা কোন্ গোত্রের লোক হে ?' আমরা বলিলাম, আমরা আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ। সে ব্যক্তি বলিল : তোমাদিগকে খোশ-আমদেদ ! তোমাদের সন্ধানই আমি আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। নবী করীম (সা) গতকাল (তোমাদিগের কথা) আমাদের বলিয়াছেন। তিনি পূর্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আগামীকাল এদিক হইতে অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে আরবের সেরা প্রতিনিধিবর্গ আসিবে। আমি অধীর অপেক্ষায় রাত কাটাইয়াছি এবং সকাল হইতেই বাহন প্রস্তুত করিয়া পথপানে তাকাইয়া আছি। দেখিতে দেখিতে বেলা উঠিয়া গেল এবং আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম এমন সময় তোমাদের বাহনসমূহের উর্ধ্বোখিত শিরসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। অতঃপর সেই ব্যক্তি উটকে ফিরাইবার জন্য তাহার লাগাম কষিয়া ধরিল এবং দ্রুতবেগে যাত্রা করিয়া নবী করীম (সা) এবং তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সে ব্যক্তি তখন বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আমি আপনাকে আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিবর্গের সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তাহাদের সহিত কোথায় তোমার সাক্ষাৎ হে উমর ? তিনি বলিলেন : তাহারা আমার পিছনেই আসিতেছে ! তখন উপস্থিত সাহাবীগণ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি বসিয়া পড়িলেন। নবী করীম (সা)-ও বসিয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার চাদরের কোণসমূহকে হাতের নিচে রাখিয়া উহার উপর ঠেস দিয়া (তাকিয়া স্বরূপ ব্যবহার করিয়া) বসিলেন এবং পদদ্বয় ছড়াইয়া বসিলেন। এমন সময় প্রতিনিধিদল আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের উপস্থিতিতে আনসার ও মুহাজির মহলে খুশীর ধুম পড়িল। তাহারাও নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে দেখিতে পাইয়া

অত্যন্ত উৎফুল্ল হন এবং সাওয়াবী হইতে লাফাইয়া পড়েন এবং দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখে যান। লোকজন একটু নড়িয়া চড়িয়া তাহাদের স্থান করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা) পূর্বের মতই ঠেস দিয়া বসা অবস্থায় রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আশাজ্জ পিছনে রহিলেন। তিনি হইলেন মুনযির ইবন আয়িয ইবন মুনযির ইবন হারিস ইবন নুমান ইবন যিয়াদ ইবন আসর। তিনি বাহনসমূহকে একত্রিত করেন, ঐগুলিকে বসান, ঐগুলির পিঠের বোঝা নামান এবং গোটা প্রতিনিধিদলের সকল আসবাবপত্র একত্রিত করেন। অতঃপর পেটরা বাহির করিয়া সফরের কাপড় খুলিয়া রাখিয়া উহা হইতে নূতন কাপড় লইয়া পড়িলেন এবং অতঃপর ধীরপদক্ষেপে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযিরা দিতে আসিলেন। নবী করীম (সা) তখন প্রতিনিধিদলের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদের নেতা এবং তোমাদের কাজ কর্মের দায়িত্বশীল ব্যক্তি কে ? তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন : ইনিই কি তোমাদের সর্দার-পো ? জবাবে তাঁহারা বলিলেন, জাহেলিয়তের যুগে তাঁহার পিতৃপুরুষগণই আমাদের নেতা ছিলেন। আর ইনি হইতেছেন ইসলামের পথে আমাদের অগ্রণী। আশাজ্জ যখন নবী (সা)-এর নিকটবর্তী হইলেন, তখন এক কোণে বসিয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন। তখন নবী করীম (সা) সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন : এখানে আস হে আশাজ্জ এখানে। এই প্রথম দিনের মত আশাজ্জ এই নামে সম্বোধন হইল। ব্যাপার হইয়াছিল এই যে, শিশুকালে একটি গদভী যাহার বাচ্চার দুধ ছাড়ান হইয়াছিল তাহাকে লাথি মারে এবং উহার আঘাতের চিহ্ন চন্দ্রের মত তাঁহার চেহারায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নবী (সা) তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও সম্মানজনক ব্যবহার করিলেন। অতঃপর তাঁহারা নবী (সা)-কে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিলেন। আলাপ আলোচনা শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদের সাথে কি তোমাদের পাথেয় স্বরূপ কিছু আছে ? তাঁহারা বলিলেন : জ্বী, হ্যাঁ। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তখন দ্রুত উঠিয়া নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রীর দিকে গেলেন এবং মুষ্টি ভরিয়া ভরিয়া খেজুর আনিয়া নবী (সা)-এর সম্মুখে রক্ষিত চামড়ার দস্তরখানে রাখিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি ছড়ি রক্ষিত ছিল-যাহা দৈর্ঘ্যে দুই হাতের চাইতে কম অথচ এক হাতের চাইতে বেশি ছিল। তিনি সাধারণত বেড়াইতে বাহির হইলে উহা হাতে রাখিতেন এবং খুব কমই উহা তাঁহার হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইত। উহা দ্বারা খেজুরের স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন : তোমরা কি এই খেজুরকে 'তা'মূয' বলিয়া থাক ? তাঁহারা বলিলেন : জ্বী হ্যাঁ ! তিনি ফরমাইলেন : এই খেজুরগুলি তোমাদের জন্য উত্তম ও উপাদেয়। কবীলার কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন : এবং বরকতের দিক দিয়াও ঐগুলি সেরা। রাবী বলেন : আমরা চাষবাস বলিতে করিতাম তরিতরকারী-সজীর চাষ যাহা প্রধানত আমাদের উট গাধার খাবাররূপেই আমরা ব্যবহার করিতাম। কিন্তু যখন আমরা এই ডেপুটেশনের পর প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন ঐসব খেজুরের ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইল। আমরা উহার প্রচুর চারা লাগাইলাম। এমন কি এখন উহাই আমাদের প্রধান ফসল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর উহাতে প্রভূত বরকতও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

৫৭৬- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

৫৭৪. অনুচ্ছেদ : প্রত্যুষে পড়িবার দু'আ

۱۲۱۶- حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ " اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ

أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " وَإِذَا أَمْسَى قَالَ " اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ " .

১২১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রত্যুষে এরূপ দু'আ করিতেন : “প্রভো! তোমারই নামে আমার প্রভাত হয়, তোমারই নামে আমার সন্ধ্যা হয়, তোমারই নামে আমি জীবন ধারণ করি। তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি আর তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল।”
আর যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি এরূপ বলিতেন : “প্রভো! তোমারই নামে আমার সন্ধ্যা হয়, তোমারই নামে আমার প্রভাত হয়, তোমারই নামে আমি জীবন ধারণ করি, তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল।”

১২১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَبْرِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " .

১২০০. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ বলিতে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও ছাড়িতেন না : “প্রভো! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখিরাতের স্বাচ্ছন্দ্য। প্রভো! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি ক্ষমা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমার দীন ও দুনিয়াতে আমার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদে। প্রভো! আমার গোপনীয়তা তুমি রক্ষা কর! আমার ভীতিবিহীনতা হইতে আমাকে মুক্ত রাখ। প্রভো! আমাকে হিফাযত কর আমার সম্মুখ হইতে, আমার পশ্চাৎ হইতে, আমার ডান দিক হইতে, আমার বাম দিক হইতে, আমার উর্ধদেশ হইতে এবং আমি তোমার মহত্ত্বের কাছে আশ্রয় কামনা করিতেছি যেন আমার নিম্নদিক হইতে আমার জন্য সঙ্কট সৃষ্টি না করা হয়।”

১২১৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا أَعْتَقَ اللَّهُ رَبْعَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ " .

১২১৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বলে : [প্রভো! আমি প্রত্যুষে উপনীত হইয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি তোমাকে, তোমার আরশবাহীদিগকে, তোমার ফিরিশতাকুলকে এবং তোমার সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এই মর্মে যে, নিঃসন্দেহে তুমিই সেই সত্তা, যে সত্তা ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক (অংশীদার) নাই এবং এই মর্মে সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও তোমার রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ঐদিনের এক চতুর্থাংশের জন্য রেহাই দান করেন, আর যে ব্যক্তি দুইবার বলে তাহাকে অর্ধদিনের জন্য এবং যে ব্যক্তি চারবার বলে তাহাকে ঐ দিনের পূর্ণ দিবসের জন্য দোযখ হইতে রেহাই দান করেন।

৫৭৫- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَمْسَى

৫৭৫. অনুচ্ছেদ : সন্ধ্যাকালে কী বলিবে ?

১২১৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ قَالَ " قُلْ اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ بِكَفَيْكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ شَرِّكَهُ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ " .

১২১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যাহা সকাল-সন্ধ্যায় বলিব। তিনি ফরমাইলেন : তুমি সকালে, সন্ধ্যায় ও তোমার শয্যাগ্রহণের সময় বলিবে :

اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ بِكَفَيْكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ شَرِّكَهُ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ " .

“প্রভো ! গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞানী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তোমারই করপুটে সবকিছু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি এই মর্মে যে, কোনই উপাস্য নাই তুমি ব্যতীত। আমি শরণ লইতেছি তোমারই দরবারে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে, শয়তানের অনিষ্ট হইতে এবং তাহার শিরক হইতে।”

১২২০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ يَعْلَى عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ وَقَالَ " رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ " وَقَالَ " شَرُّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ " .

১২২০. আবু হুরায়রা (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে, “প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও তার মালিক” এবং “শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেক (থেকে আশ্রয় চাই)”।

১২২১- حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَبْرِ أَنِّي أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ أَهْ حَدَّثَنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِلَى صَحِيفَةٍ فَقَالَ هَذَا كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنْظَرْتُ فِيهَا فَرَدَّدْتُ فِيهَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَدِيقُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عَلَّمَنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ وَأَنْ أَقْرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

১২২১. আবু রাশিদ আল-হিবরানী (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা শুনেছে তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান। তিনি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করে বলেন, এটা নবী (সা) আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, হে আবু বকর! তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার অংশীবাদিতা থেকে, আমার নিজের অনিষ্ট করা থেকে এবং কোন মুসলমানের ক্ষতি করা থেকে”।

৫৭৬- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : শয্যাগ্রহণের সময় যাহা বলিবে

১২২২- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ وَأَبُو نَعِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ " بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا " وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " .

১২২২. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন বলিতেন : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا ‘তোমারই নামে হে প্রভু, আমি মৃত্যুবরণ করিব এবং সঞ্জীবিত হইব। [অর্থাৎ নিদ্রা যাইব ও জাগ্রত হইব]। এবং যখন জাগ্রত হইতেন, তখন বলিতেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাকে জীবিত করিয়াছেন. আমাকে মৃত্যুদান করার পর এবং তাহারই কাছে পুনরুত্থিত হইতে হইবে।

১২২২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوْتَنَا كَمِمْ لَ كَافِي لَهُ وَلَا مَوْوِي " .

১২২৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন শয্যাগ্রহণ করিতেন, তখন বলিতেন : “সেই অল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা কীর্তন করি যিনি আমাকে আহাৰ্য্য ও পানীয় দান করিয়াছেন, আমার প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছেন এবং আমাকে ঠাই দিয়াছেন। কত লোক তো এমনও রহিয়াছে যাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার এবং ঠাই দিবার কেহ নাই।

১২২৪- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَهُمَا تَفْضُلَانِ كُلُّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً وَمَنْ قَرَأَهُمَا كُتِبَ لَهُ بِهِمَا سَبْعُونَ حَسَنَةً وَرُفِعَ بِهِمَا لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً وَحُطُّ بِهِمَا عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيئَةً .

১২২৪. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আলিফ-লাম মীম তানযীল এবং ‘তাবারাকাল্লাযী বি-ইয়াদিহিল মুল্ক’ না পড়া পর্যন্ত শয়ন করিতেন না।

আবুয্ যুবায়র বলেন, উক্ত দুই সূরা কুরআন শরীফের অন্যান্য সূরার তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযীলতসম্পন্ন। যে ব্যক্তি উক্ত দুইটি সূরা তিলাওয়াত করিবে, তাহার জন্য সত্তরটি নেকী লিখিত হয় এবং এই সূরাদ্বয় দ্বারা তাহার সত্তরটি দরজা বুলন্দ হয় এবং এই সূরাদ্বয় দ্বারা তাহারা সত্তরটি গুনাহ মোচন হয়।

১২২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ شَمِيطٍ (أَوْ سَمِيطٍ) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ النَّوْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوا إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ وَارَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১২২৫. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যিকিরকালে ঘুম আসে শয়তানের প্রভাবে। যদি চাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া নিতে পার। যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শয্যাগ্রহণ করে এবং নিদ্রা যাইতে চায়, তখন তাহার উচিত যিক্র করা।

১২২৬- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَبَارَكَ وَالْمُ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ .

১২২৬. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ‘তাবারাকা’ ও ‘আলিফ-লাম-মীম তানযীল’ সাজ্জাদাহ না পড়িয়া নিদ্রা যাইতেন না।

১২২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقَرَّرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَحِلِّ دَاخِلَهُ إِزَارَهُ فَلْيَنْقُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَ فِي فِرَاشِهِ وَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ " وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ احْتَبَسَتْ نَفْسِي فَارْحَمَهَا وَإِنْ أُرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ " أَوْ قَالَ " عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " .

১২২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণ করিতে যায়, তখন আলাদা কোন কাপড় না থাকিলে তাহার লুঙ্গির ভিতরের অংশ (অর্থাৎ ভিতরের ভাঁজ) খুলিয়া উহা দ্বারা তাহার বিছানা ঝাড়িয়া লওয়া উচিত। কেননা, সে ব্যক্তি জানে না যে, তাহার বিছানার কী পড়িয়া আছে! আর সে তাহার ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করিবে এবং বলিবে :

بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ احْتَبَسَتْ نَفْسِي فَارْحَمَهَا وَإِنْ أُرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ " أَوْ قَالَ " عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " .

“প্রভো! তোমারই নামে পার্শ্ব রাখিলাম (শয়ন করিলাম), যদি (এই শয়নেই) তুমি আমার জান কবয করিয়া লও, তবে তুমি উহাকে দয়া করিও আর যদি প্রাণ ফিরাইয়া দাও (আবার জাগ্রত কর) তবে, পুণ্যবানদিগকে অথবা বলিয়াছেন, তোমার পুণ্যবান বান্দাদিগকে যে রূপ হিফায়ত কর, সে রূপ উহার হিফায়ত করিও।”

১২২৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ حَازِمٍ أَبُو بَكْرٍ النَّخَعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَالْجَاءَتْ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً لَا مَنَجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتُ " قَالَ " فَمَنْ قَالَ هُنَّ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " .

১২২৮. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন শয্যায় গমন করিতেন, তখন তিনি ডান কাতে শয়ন করিতেন অতঃপর বলিতেন :

اَللّٰهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ وَاسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَالْجَاثُ ظَهَرِيْ اِلَيْكَ رَهْبَةً
وَرَغْبَةً لَا مَنَجًا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ
اُرْسَلْتَ "

“প্রভো! তোমারই পানে মুখ করিলাম, তোমারই কাছে আমার প্রাণ সপিলাম, তোমাতেই আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে বরণ করিলাম-তোমারই ভয়ও ভক্তি অনুরাগ অন্তরে পোষণ করিয়া, ছুটিয়া বা পলাইয়া যাওয়ার স্থান নাই তোমারই পানে ছাড়া। আমি তোমার সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহা তুমি অবতীর্ণ করিয়াছ এবং সেই নবীর প্রতি যাহাকে তুমি প্রেরণ করিয়াছ।”

অতঃপর নবী করীম (সা) ফরমান, যে ব্যক্তি রাত্রিতে উহা বলিল, অতঃপর (ঐ রাত্রিতে) মৃত্যুবরণ করিল, সে মৃত্যুবরণ করিল ফিত্রাতের উপর। [অর্থাৎ তাহার কোন পাপ থাকিবে না, নিষ্পাপ বলিয়াই সে গণ্য হইবে।]

১২২৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ
" اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ
التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَلٍّ ذِيْ شَرٍّ اَنْتَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ اَنْتَ
الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ
فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّي الدِّيْنَ وَاَغْنِنِيْ مِنَ
الْفُقْرِ "

১২২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বিছানায় গমন কালে বলিতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ
وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَلٍّ ذِيْ شَرٍّ اَنْتَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ اَنْتَ الْاَوَّلُ
فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ
فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّي الدِّيْنَ وَاَغْنِنِيْ مِنَ الْفُقْرِ "

“প্রভো! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পালনকর্তা এবং সবকিছুর পালক, শস্যবীজও আঁটি অংকুরকারী, তাওরাত-ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফের অবতারণকারী, সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হইতে তোমারই শরণ লইতেছি, যাহার ললাটের চুল তোমারই মুঠায় রহিয়াছে। [অর্থাৎ কোন অনিষ্টকারীকেই তো তোমার ক্ষমতায় আওতার বাহিরে নহে।] তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অন্ত, তোমার পরে

আর কিছুই নাই। তুমিই প্রকাশ্য, (সবার উপরে গরীয়ান) তোমার উপরে কেহই নাই, তুমিই গোপন, তোমার চাইতে গোপনীয় আর কিছুই নাই। আমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিয়া দাও এবং আমার দৈন্য তুমিই দূর কর।

৫৭৭- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ : শয়নকালে দু'আর ফযীলত

১২৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَسْلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ "وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَنَاجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" قَالَ "مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَةٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ".

১২৩০. হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) শয্যাগ্রহণকালে ডান কাতে শয়ন করিতেন : অতঃপর বলিতেন :

اللَّهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَنَاجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

“হে আল্লাহ! আমি নিজকে তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরাইয়া দিলাম, আমার সকল বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করিলাম এবং তোমার রহমতের আশা ও তোমার শাস্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিলাম। তোমার থেকে পালাইয়া আশ্রয় নেওয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করিয়াছ এবং যে রাসূল পাঠিয়েছ, আমি তার উপর ঈমান আনিলাম” রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান, যে ব্যক্তি এই কথাগুলি বলিল অতঃপর ঐ রাত্রিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সে ফিতরাতের উপর (নিষ্পাপ অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করিল।”

১২৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ الْمَلَكُ أَخْتِمُ بِخَيْرٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ أَخْتِمُ بِشَرٍّ فَإِنْ حَمِدَ اللَّهُ وَذَكَرَهُ أَطْرَدَهُ وَبَاتَ يَكُلُّهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ مِثْلَهُ فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَى نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمْتِهَا فِي مَنَامِهَا ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمَسِّكُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَنْزِلَ لَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٢٣١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَى رُءُوفٍ رَحِيمٍ ﴿١٢٣٢﴾ فَإِنْ مَاتَ شَهِيدًا وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّيْ فِي فَضَائِلٍ.

১২৩১. হযরত জাবির (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ ঘরে অথবা শয়্যাগ্রহণ করে তখন ফিরিশতা ও শয়তানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফিরিশতা বলেন, তোমার সারাদিনের ব্যস্ততা পুণ্যের সহিত সমাপ্ত কর, আর শয়তান বলে, পাপের সহিত সমাপ্ত কর। যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা ও যিকর করে, তাহা হইলে সে শয়তানকে বিতাড়িত করে এবং ফিরেশতার হেফাযতে সে রাজিযাপন করে। অতঃপর যখন সে জাগরিত হয়, তখনও ফিরিশতা ও শয়তান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং অনুরূপ বলে। তখন সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর যিকর করে এবং বলে : সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমার মৃত্যুর পর আমাতে পুনঃ প্রাণ ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং নিদ্রার মধ্যে উহা (প্রাণ) হরণ করেন নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, “যিনি আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে রুখিয়া রাখিয়াছেন। যদি এই দুইটি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেহই এদের প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই তিনি পরম সহিষ্ণু পরম ক্ষমাশীল।” (সূরা ফাতির : ৪১) “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয়, পৃথিবীর উপর তাহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ালু পরম দয়ালু।” (সূরা হজ্জ, ২২ : ৬৫)

—আর (ঐ দিন) মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। আর যদি সে বাঁচিয়া থাকে এবং নামায পড়ে, তবে তাহার এই নামায অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ।

৫৭৮- بَابُ يَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ

৫৭৮. অনুচ্ছেদ : গালের নীচে হাত রাখিবে

۱۲۳۲- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْيَمَنِ وَيَقُولُ " اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ " .

(.....) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৩২. হযরত বারা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন নিদ্রা যাইতে মনস্থ করিতেন, তখন তাঁহার হাত ডান গালের নিচে রাখিতেন এবং বলিতেন : اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ — “প্রভু, তোমার শাস্তি হইতে সেই দিন আমাকে রক্ষা করিও, যেদিন তোমার বান্দাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে।” ০০০ হযরত বারা (রা) এর অন্য একটি রিওয়ায়েত অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

৫৭৯- بَابُ

৫৭৯. অনুচ্ছেদ : (তাসবীহ-তাহলীলের মাহাত্ম্য)

۱۲۳۳- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا

يَسِيرُ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ " قِيلَ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ " يُكَبِّرُ أَحَدُكُمُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَالْأَفْ وَخَمْسَ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعُدُّ هُنَّ بِيَدِهِ " وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَهُ وَحَمَدَهُ وَكَبَّرَهُ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَالْأَفْ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ سَيِّئَةٍ " ؟ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لَا يَحْصِيهِمَا ؟ قَالَ " يَأْفِي أَحَدُكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً كَذَا وَكَذَا فَلَا يَذْكُرُهُ " .

১২৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : দুইটি অভ্যাস এমন, যাহা যে কোন মুসলমান করিলে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে, ঐ দুইটি কাজ অতি সহজ অথচ উহার আমলকারীর সংখ্যা অতি অল্প। আরয করা হইল : এই আমল দুইটি কী, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ফরমাইলেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর দশবার 'আল্লাহ আকবর' বলিবে, দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিবে এবং দশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলিবে। মুখে বলিতে তো উহা (পাঁচ ওয়াক্তে) দেড়শত (বার) অথচ নেকীর পাল্লায় (ওজনে উহা) দেড় হাজার।

রাবী বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে হাতে উহা গণনা করিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। আর যখন সে শয্যাগ্রহণ করিবে, তখনও "সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ ও আল্লাহ আকবর" (একশত বার) পড়িবে। উহা মুখে বলিতে একশত (বার), অথচ নেকীর পাল্লায় (ওজনে উহা) এক হাজার। এবার বল দেখি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দিবারাত্রির মধ্যে আড়াই হাজার গুনাহ করে ?

তখন বলা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তাহা হইলে এমন দুইটি সহজ অথচ মাহাত্ম্যপূর্ণ অভ্যাস কেমন করিয়া ছাড়া পড়ে ? ফরমাইলেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি নামাযে থাকে, তখন শয়তান তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাকে তাহার অমুক অমুক প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, ফলে সে আর যিক্র করিতে পারে না।

৫৪. -بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ

৫৮০. অনুচ্ছেদ : শয্যা ত্যাগের পর পুনরায় শুইলে বিছানা ঝাঁড়িয়া লইবে

১২২৪- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَهُ إِزَارَهُ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسِّمِ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلْفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ " .

১২৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তাহার বিছানায় যায় তখন তাহার উচিত লুঙ্গির ভিতরের (নিচের) অংশ দিয়া তাহার বিছানা ঝাড়িয়া লওয়া এবং আল্লাহর নাম লওয়া, কেননা, সে ব্যক্তি জানেনা যে তাহার যাওয়ার পর বিছানায় কী পড়িয়াছে ! অতঃপর যখন সে শয্যাগ্রহণ করিতে মনস্থ করে, তখন তাহার ডানপাশের উপর শয়ন করিবে এবং বলিবে :

سُبْحَانَكَ رَبِّيْ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

“হে প্রভু, তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, তোমারই নামে গাত্র রাখিতেছি এবং তোমারই নামে আবার গাত্রোত্থান করিব। যদি এই শয়নেই তুমি আমার প্রাণ কবয় করিয়া লও, তবে উহাকে ক্ষমা করিও, আর যদি পুনরায় প্রাণ দান কর অর্থাৎ জাগ্রত কর তবে যেভাবে তোমার নেককার—বান্দাদের হিফায়ত কর, সেভাবে উহার হিফায়ত কর।”

৫৪১- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ بِاللَّيْلِ

৫৮১. অনুচ্ছেদ : রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে কী বলিবে ?

১২৩৫- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى (هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رِبِيعَةُ بْنُ مَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أُبَيْتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْطِيَهُ وَضُوءَهُ قَالَ فَأَسْمَعُهُ الْهُوَّى مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ " وَأَسْمَعُهُ الْهُوَّى مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " .

১২৩৫. হযরত রাবী‘আ ইবন কা‘ব (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর দরজার নিকটেই রাত্রিযাপন করিতাম এবং আমি তাঁহার উয়র পানি উঠাইয়া রাখিতাম। তিনি বলেন, আমি কখনো রাত্রিতে তাঁহাকে ‘সামি‘আল্লাহ লিমান হামিদা’ বলিতে শুনিতাম, আবার কখনো শুনিতাম রাত্রিতে তিনি বলিতেছেন : আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন।

৫৪২- بَابُ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ

৫৮২. অনুচ্ছেদ : হাতে চর্বি লাগিয়া অবস্থায় শয়ন করিবে না

১২৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يُلَوِّمُنْ إِلَّا نَفْسَهُ " .

১২৩৬. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাত্রিযাপন করিল এবং সে কারণে কোন বিপদ ঘটিল, তবে সে যেন উহার জন্য নিজেকে ছাড়া অপর কাহাকেও দোষারোপ না করে।

১২২৭- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاثَ وَبَيَّدَهُ غَمْرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ " .

১২৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাত্রিযাপন করিল এবং সে কারণে তাহার কোন বিপদ ঘটিল, তবে সে যেন উহার জন্য নিজেকে ছাড়া অপর কাহাকেও দোষারোপ না করে।

৫৪২- بَابُ إِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ

৫৮৩. অনুচ্ছেদ : বাতি নিভাইয়া দেওয়া

১২২৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَرْكُوا السَّقَاءَ وَأَكْفِئُوا الْأَنَاءَ وَخَمِّرُوا الْأَنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا وَلَا يَحِلُّ وَكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى النَّاسِ يَتَهُمْ " .

১২৩৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : (শয়নকালে) দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দিবে, মশকের (বা কলসীর) মুখ আটকাইয়া দিবে, পাত্র বা ভাণ্ডসমূহ উপুড় করিয়া রাখিবে এবং (উহাতে কোন বস্তু থাকিলে) উহা ঢাকনী দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে এবং প্রদীপ নিভাইয়া দিবে, কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না, বা মশকের বন্ধমুখ খোলে না বা ঢাকনা দিয়া রাখা পাত্রের ঢাকনা সরায় না ! তবে ছোট পাখী অর্থাৎ ছিঁহকে ইঁদুর লোকের ঘর জ্বলাইয়া দেয়।

১২২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجْرُ الْفَتِيلَةَ فَذَهَبَتْ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " دَعِيهَا " فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْتَرَقَ مِنْهَا مِثْلُ مَوْضِعِ دِرْهِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا نَمِيتُمْ فَأَطْفِئُوا سَرَجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ فَتُحْرَقُكُمْ " .

১২৩৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা একটি ইঁদুর আসিয়া প্রদীপের সলিতা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একটি বালিকা উহাকে ছাড়িয়া দাও! তখন ঐ নেংটি ইঁদুরটি উহা ঐ বালিকা যে চাটাইর উপর উপবিষ্ট ছিল উহার উপর নিয়া ফেলিয়া দিল ! তাহাতে উহার এক দিরহাম পরিমাণ স্থান পুড়িয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন, যখন তোমরা নিদ্রা যাও তখন তোমাদের প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিবে। কেননা শয়তান এরূপই করিতে শিখাইয়া দেয়। আর উহারা এভাবে তোমাদিগকে পুড়াইয়া দেয়।

১২৪০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَرَزَا فَارَةً قَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ فَصَعِدَتْ بِهَا إِلَى السَّقْفِ لِتَحْرِفَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ فَلَعَنَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَحَلَّ قَتْلَهَا لِلْمُحْرِمِ .

১২৪০. হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে হযরত নবী করীম (সা) নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। উঠিয়া দেখেন একটি নেংটি ইঁদুর ঘর পুড়াইবার জন্য সলিতা নিয়া ছাদের দিকে উঠিতেছে। তখন নবী করীম (সা) উহাকে অভিশাপ দিলেন এবং ইহরামকারীদের জন্য উহার হত্যা বৈধ করিয়া দিলেন।

৫৪১- بَابُ لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ حِينَ يَنَامُونَ

৫৮৪. অনুচ্ছেদ : শয়নকালে ঘরে প্রজ্জ্বলিত আগুন রাখিবে না

১২৪১. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " .

১২৪১. হযরত সালিম তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : শয়নকালে তোমাদের গৃহসমূহকে আগুন প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় রাখিবে না।

১২৪২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّارَ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّبِعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ وَيَطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبُيْتُ .

১২৪২. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন : আগুন হইতেছে শত্রু। সুতরাং তোমরা উহা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। তাই হযরত ইবন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার ঘরে তালাশ করিয়া দেখিতেন কোথাও প্রজ্জ্বলিত আগুন রহিয়া গেল কিনা এবং শয়ন করিবার পূর্বেই নিজেই উহা নিভাইয়া দিতেন।

১২৪৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوٌّ " .

১২৪৩. হযরত ইবন উমর (রা) বলেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন : তোমাদের ঘরে প্রজ্জ্বলিত আগুন রাখিয়া দিবে না, কেননা উহা হইতেছে শত্রু।

১২৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَحْتَرَقَ بِالْمَدِينَةِ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " إِنَّ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " .

১২৪৪. হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে মদীনা শরীফের এক ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। নবী করীম (সা)-কে উহা বলা হইলে তিনি ফরমাইলেন : আগুন হইতেছে তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন নিদ্রা যাও তখন উহা নিভাইয়া দিবে।

৫৪৫- بَابُ التَّيْمُنِ بِالْمَطَرِ

৫৮৫. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দ্বারা বরকত হাসিল করা

১২৬৫- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي سَرَجِي أَخْرِجِي ثِيَابِي وَيَقُولُ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ﴾ [سورة ق ৯] .

১২৪৫. ইবন আবু মুলায়ক, হযরত ইবন আব্বাস (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, বৃষ্টিপাত হইলেই তিনি তাঁহার দাসীকে বলিতেন, হে বালিকা, আমার ঘোড়ার জিন এবং কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া (বৃষ্টিতে) দাও ! (যাহাতে রহমতের বৃষ্টি উহাতে পতিত হয়।) সাথে সাথে তিনি তিলাওয়াত করিতেন কুরআন শরীফের এই আয়াত : وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا “আর আকাশ হইতে বর্ষণ করি বরকতপূর্ণ বারিধারা”। (সূরা বাকারা : ৯)

৫৪৬- بَابُ تَغْلِيْقِ السُّوْطِ فِي الْبَيْتِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ : কোড়া ঘরে লটকাইয়া রাখা

১২৬৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبُو الْمُغِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَغْلِيْقِ السُّوْطِ فِي الْبَيْتِ .

১২৪৬. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কোড়া (বেত্র বা ছড়ি) ঘরে লটকাইয়া রাখিবার অনুমতি নবী করীম (সা) দান করিয়াছেন।

৫৪৭- بَابُ غُلُقِ الْبَابِ بِاللَّيْلِ

৫৮৭. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে দরজা বন্ধ করা

১২৬৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرِ

بَعْدَ هَدْوٍ اللَّيْلِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَبِثُّ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ غَلَّقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوَكُوا السَّقَاءَ وَأَكْفَيْتُوا الْأَنْاءَ وَأَطْفَيْتُوا الْمَصَابِيحَ .

১২৪৭. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন : রাত্রি গভীর হইলে তোমরা গালগল্পের মজলিসে বসিও না। কেননা তোমরা জাননা যে, (রাত্রিতে) আল্লাহ্ তাহার কোন কোন সৃষ্টজীবকে ছড়াইয়া দেন। দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দিবে। মশকসমূহের মুখ আঁটিয়া দিবে। ভাণ্ডসমূহ উপড় করিয়া রাখিবে এবং বাতিসমূহ নিভাইয়া দিবে।

৫৪৪- بَابُ ضَمِّ الصَّبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ

৫৮৮. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে শিশুদিগকে বাহির হইতে দিবে না

١٢٤٨- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُفُّوا صَبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمُهُ أَوْ فَوْرَةُ الْعِشَاءِ سَاعَةَ تَهَبُ الشَّيَاطِينُ " .

১২৪৮. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, রাত্রির অন্ধকার যখন নামিয়া আসে (অর্থাৎ সূচনালাগে) তখন শিশুসন্তানদিগকে ঘরে আটকাইয়া রাখিবে। কেননা, এই সময়টি হইতেছে এমন সময় যখন শয়তান উড়িয়া বেড়ায়।

৫৪৭- بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করান

١٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ لِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرَشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১২৪৯. হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন উমর (রা) চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করিতে উদ্বুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন।

৫৭- بَابُ نَبَاحِ الْكَلْبِ وَتَهْيِيقِ الْحِمَارِ

৫৯০. অনুচ্ছেদ : কুকুর ও গাধার নৈশ চীৎকার

١٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْوٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَّ يَبْئِثُهُنَّ فَمَنْ سَمِعَ نَبَاحَ الْكَلْبِ أَوْ نِهَاقَ حِمَارٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُمْ يَرُونَ مَا لَا تَرُونَ .

١٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكَلَابِ أَوْ نَهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوِّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أَجِيفَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجَرَارَ وَأَوْكُوا الْقِرَابَ وَاكْفُوا الْأَنِيَةَ " .

১২৫১. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চীৎকার রাত্রিকালে শুনিতে পাইবে, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করিবে। কেননা, উহারা এমন বস্তু দেখিতে পায় যাহা তোমরা দেখিতে পাও না। এবং দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দিবে এবং উহাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করিবে। কেননা শয়তান, রুদ্ধ করিয়া রাখা দরজা এবং যে দরজায় আল্লাহর নামের যিক্র হইয়াছে, উহা খোলে না। কলসী ঢাকিয়া রাখিবে, মশকের মুখ আঁটিয়া দিবে এবং খালি ভাণ্ডসমূহ উপড় করিয়া রাখিবে।

١٢٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي شَرْحَبِيلُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَذِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْفًا بَيْنَهُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ أَوْ مَهْلَقَ الْحَمِيرِ فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ."

১২৫২. হযরত জাবির (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছেন : ৪ রাত্রি গভীর হইলে তোমরা কম বাহির হইবে। কেননা, আল্লাহর এমন অনেক সৃষ্টজীব আছে যাহাদিগকে ঐসময় তিনি ছড়াইয়া দেন। সুতরাং তোমরা যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চীৎকার শুনিতে পাইবে তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।

٥٩١- بَابُ إِذَا سَمِعَ الدِّيْكَ

৫৯১. অনুচ্ছেদ : মোরগের বাক শুনিলে

١٢٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا

سَمِعْتُمْ صَبَاحَ الدِّيَكَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَانْهَارَ رَأَتْ مَلَكَاً فَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَانْهَارَ رَأَتْ شَيْطَانًا فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ".

১২৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : রাত্রিকালে যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনিবে, তখন বুঝিবে যে সে ফিরিশতা দেখিতে পাইয়াছে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে আর যখন রাত্রিকালে গাধার চীৎকার শুনিতে পাইবে, তখন বুঝিবে সে শয়তানকে দেখিতে পাইয়াছে। তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। (আউযুবিল্লাহ বলিবে।)

৫৭২- بَابُ لَا تَسْبُوا الْبِرْعُوثَ

৫৯২. অনুচ্ছেদ : মশাকে গালি দিবে না

۱۲۵۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ أَبُو حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ بَرْعُوثًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ أَيْقُظُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ " .

১২৫৪. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, একব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে মশাকে অভিশাপ দিল। তিনি ফরমাইলেন : উহাকে অভিশাপ দিও না, কেননা উহা আল্লাহর নবীগণের মধ্যকার একজন নবীকে নামাযের জন্য ঘুম হইতে উঠাইয়াছিল।

৫৭৩- بَابُ الْقَائِلَةِ

৫৯৩. অনুচ্ছেদ : কায়লুলা বা দুপুরে আহারোত্তর বিশ্রাম

۱۲۵۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَعَدَ عَلَى بَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَالَ قَوْمُوا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ ثُمَّ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَقَامَهُ قَالَ ثُمَّ بَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ قِيلَ هَذَا : مَوْلَى بَنِي الْحَسَّاسِ يَقُولُ الشَّعْرَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَقَالَ :

وَدَّعَ سُلَيْمِي إِنْ تَجَهَّزْتَ غَدِيًّا * كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ الْمِرَّةَ نَاهِيًا
فَقَالَ حَسْبُكَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ .

১২৫৫. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, কুরায়শ বংশীয় কিছু লোক প্রায়ই হযরত ইবন মাসউদের বাড়ীতে জমায়েত হইতেন। যখন ছায়া ঢলিয়া পড়িত অর্থাৎ দুপুর গড়াইয়া যাইত তখন তিনি বলিতেন,

এবার উঠিয়া পড়, বাকী সময়টা (এভাবে বসিয়া কাটাইলে উহা হইবে) শয়তানের। একথা বলিতে বলিতে যাহার নিকট দিয়াই তিনি যাইতেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল, এই ব্যক্তি হইল বনি হাস্‌হাস গোত্রীয় গোলাম, কবিতা চর্চায় লিপ্ত রহিয়াছে। তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কী বলিতেছ বল দেখি ! তখন সে ব্যক্তি আবৃত্তি করিল :

وَدَّعَ سُلَيْمِي إِنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيَا * كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ الْمِرَّةَ نَاهِيَا

“সুলায়মা প্রেমিকার বিদায়ের আয়োজন যদি করিয়াই থাক, তবে তাহাকে বিদায় দিয়া দাও, কেননা, অবৈধ প্রণয়ের পথে বার্ধক্য ও ইসলামই প্রতিবন্ধকরূপে যথেষ্ট।” ইব্ন মাসউদ (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন : যথার্থ বলিয়াছ ! যথার্থ বলিয়াছ !

১২৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمُرُّ بِنَا نِصْفِ النَّهَارِ - أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَيَقُولُ قَوْمُوا فَقِيلُوا فَمَا بَقِيَ فَلِلشَّيْطَانِ.

১২৫৬. সাযিব ইব্ন ইয়াযীদ বলেন, হযরত উমর (রা) দ্বিপ্রহরে বা দ্বিপ্রহর হয় হয় এমন সময় আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন, উঠ এবং গিয়া কিছু আরাম কর, বাকীটা শয়তানের।

১২৫৭- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ يَجْتَمِعُونَ ثُمَّ يَقِيلُونَ.

১২৫৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, প্রাথমিক যুগে সাহাবীগণ বৈঠকে মিলিত হইতেন অতঃপর (বৈঠক শেষে) নিদ্রাও যাইতেন।

১২৫৮- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ مَا كَانَ الْمَدِينَةُ شَرَابٌ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخُمُرُ أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ فَإِنِّي لَا سَقَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخُمُرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَمَا قَالُوا مَتَى ؟ أَوْ حَتَّى نَنْظُرُ قَالُوا يَا أَنَسُ أَهْرِقْهَا ثُمَّ قَالُوا عِنْدَ أُمِّ سَلِيمٍ حَتَّى أُبْرَدُوا وَاغْتَسَلُوا ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سَلِيمٍ ثُمَّ رَاحُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخْبَرَ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ قَالَ أَنَسُ فَمَا طَعَمُوها بَعْدُ .

১২৫৮. হযরত আনাস (রা) বলেন মদ্যপান হারাম ঘোষিত হওয়ার সময় মদীনাবাসীদের নিকট যে মদ সর্বাধিক প্রিয় ছিল উহা হইল খেজুর ও খোর্ম হইতে উৎপন্ন মদ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদল সাহাবীকে আমি মদ পরিবেশন করিতেছিলাম। তাঁহারা তখন আবু তালহার গৃহে সমবেত ছিলেন। এমন সময় এক

ব্যক্তি ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, “মদ্যপান তো হারাম ঘোষিত হইয়াছে।” তখন না কেহ বলিলেন যে, কখন হারাম ঘোষিত হইল অথবা না কেহ বলিলেন যে আচ্ছা দেখা যাইবে সত্যসত্যই হারাম ঘোষিত হইয়াছে কিনা ! বরং সকলে একবাক্যে বলিলেন : হে আনাস, এই মদ ঢালিয়া দাও ! অতঃপর তাঁহারা বিবি উম্মে সুলায়মের গৃহে আরাম করিলেন এবং যখন রৌদ্র একটু ঠান্ডা হইয়া আসিল তখন গোসল করিলেন। বিবি উম্মে সুলায়ম তাহাদিগকে সুগন্ধি প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর দরবারে গিয়া উপনীত হইলেন। গিয়া শুনিলেন যে, লোকটি যাহা বলিয়াছে সে খবর সত্যই।

রাবী আনাস (রা) বলেন : অতঃপর আর কোনদিন তাঁহারা মদ মুখে দিয়াও দেখেন নাই !

৫৯৬- بَابُ نَوْمِ آخِرِ النَّهَارِ

৫৯৪. অনুচ্ছেদ : শেষ প্রহরে নিদ্রা

১২৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ نَوْمٌ أَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ وَأَوْسَطُهُ خُلُقٌ وَآخِرُهُ حُمُقٌ.

১২৫৯. হযরত খাওয়াত ইব্ন জুবায়র বলেন, দিনের প্রথম ভাগে শয়ন করা নির্বুদ্ধিতা, মধ্যভাগে শয়ন করা স্বভাব-জাত এবং শেষভাগে শয়ন করা অর্বাচীনতা।

৫৯৫- بَابُ الْمَدْبَةِ

৫৯৫. অনুচ্ছেদ : যিয়াফত খাওয়ানো

১২৬০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونًا (يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ) قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْعُوَ لِلْمَدْبَةِ ؟ قَالَ لَكِنَّهُ انْكَسَرَ لَهُ بَعِيرٌ مَرَّةً فَنَحَرَ فَاهُ ثُمَّ قَالَ أَحْشَرُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَى شَيْءٍ ؟ لَيْسَ خُبْرُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ هَذَا عِرَاقٌ وَهَذَا مَرْقُ أَوْ قَالَ مَرْقُ وَبُضْعَ فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ وَمَنْ شَاءَ وَدَعَّ.

১২৬০. মায়মুন ইব্ন মিহরান বলেন, আমি একদা নারফি'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইব্ন উমর (রা) কি সাধারণভাবে বেশি লোক ডাকিয়া যিয়াফত খাওয়াইতেন ? তিনি বলিলেন : (বড় একটা) না, তবে একবারের কথা। তাঁহার একটি উট অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। আমরা উহা যবাহু করিয়া ফেলি। তখন তিনি বলিলেন : মদীনাবাসীদিগকে সাধারণভাবে যিয়াফত করিয়া দাও !

নারফি' বলেন, আমি বলিলাম, হে আবু আবদুর রহমান, কিসের দ্বারা যিয়াফত ? আমাদের কাছে রুটি নাই। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন : হে আল্লাহ্! তোমারই সব প্রশংসা ! এই হইল গোশত, এই হইল ঝোল, যাহার রুটি হইবে খাইবে, যাহার রুটি হইবে না (খাইবে না) চলিয়া যাইবে।

৫৭৬- بَابُ الْخَتَانِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : খাতনা

১২৬১- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ (ع) بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْني مَوْضِعًا) .

১২৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আশি বৎসর বয়সে খাতনা (ত্বকছেদ) করেন এবং তাঁহার এই খাতনা হয় কুদুম নামক স্থানে।

৫৭৭- بَابُ خَفْضِ الْمَرْأَةِ

৫৯৭. অনুচ্ছেদ : স্ত্রী লোকের খাতনা

১২৬২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَجُوزٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَدَّةُ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ قَالَتْ حَدَّثَنِي أُمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبَيْتُ فِي جَوَارِي مِنَ الرُّومِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يُسَلِّمْ مِنَّا غَيْرِي أُخْرَى فَقَالَ عُثْمَانُ اذْهَبُوا فَأَخْفَضُوا هُمَا وَطَهَّرُوهُمَا .

১২৬২. হযরত আবদুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন যে, আমাকে কূফার জনৈক বৃদ্ধা আলী ইবন গুরাবের দাদী বলিয়াছেন, আমার কাছে বিবি উম্মুল মুহাজির বলিয়াছেন, রূমের যুদ্ধে আমি অন্যান্য কতিপয় দাসীর সাথে বন্দিনী অবস্থায় আসি। হযরত উসমান (রা) আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমিও অপর একজন দাসী ব্যতিরেকে আর কেহই কিন্তু এই দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল না। তখন উসমান (রা) বলিলেনঃ উহাদিগকে লইয়া যাও, উহাদের খাতনার ব্যবস্থা কর এবং উহাদিগকে পবিত্র কর !

৫৭৮- بَابُ الدُّعْوَةِ فِي الْخَتَانِ

৫৯৮. অনুচ্ছেদ : খাতনা উপলক্ষে দাওয়াত

১২৬৩- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ خَتَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَا وَنَعِيمًا فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَآنَا لَنَجْذِلُ بِهِ عَلَى الصَّبِيَّانِ أَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا .

১২৬৩. হযরত সালিম (রা) বলেন, হযরত ইবন উমর (রা) আমার এবং নঈমের খাতনা করান এবং এই উপলক্ষে একটি মেষ যবাহ করেন। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেদের মধ্যে এই নিয়া আমি গর্ব প্রকাশ করিতাম যে, আমার খাতনা উপলক্ষে একটি মেষ যবাহ করা হইয়াছে।

৫৭৭- بَابُ اللُّهُوفِ فِي الْخَتَانِ

৫৯৯. অনুচ্ছেদ : খাতনা উপলক্ষে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ

১২৬৬- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَنَاتَ أَعْيَ عَائِشَةَ [خُتَنَ] فَقِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَا نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يَلْهِيَهُنَّ ؟ قَالَتْ بَلَى فَأُرْسِلَتْ إِلَى عِدِي فَأَتَاهُنَّ فَمَرَّتْ عَائِشَةَ فِي الْبَيْنِ فَرَأَتْهُ يَغْنَى وَيَحْرُكُ رَأْسَهُ طُرْبًا وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ فَقَالَتْ أَفْ شَيْطَانٌ أَخْرَجُوهُ أَخْرَجُوهُ .

১২৬৪. হযরত উম্মে আলকামা বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাইঝিদের খাতনা হইল। তখন হযরত আয়েশা (রা)-কে বলা হইল : ইহাদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করার জন্য কি আমরা কাহাকেও ডাকিয়া লইব না ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ। তিনি আদীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। আদী তাহাদের নিকট আসিয়া পৌছিল। হযরত আয়েশা (রা) ঘরে আসিয়া দেখিলেন সে গান গাহিতেছে এবং গানের নেশায় তন্ময় হইয়া মাথা নাড়িতেছে। সে ছিল ঝোঁপড়া চুলবিশিষ্ট। [তাই তাহার এই মাথা নাড়ায় অবিন্যস্ত চুলে তাহাকে কিছুখকিমাকার দেখাইতেছিল।] তিনি তখন বলিলেন, উহ ! কী শয়তান ! উহাকে বাহির করিয়া দাও ! উহাকে বাহির করিয়া দাও !!

৬০০- بَابُ دَعْوَةِ الدُّمِيِّ

৬০০. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীর দাওয়াত

১২৬৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ أَتَاهُ الدَّهْقَانُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَاحْبَبْ أَنْ تَأْتِيَنِي بِأَشْرَافٍ مِنْ مَعَكَ فَإِنَّهُ أَقْوَى لِي فِي عَمَلِي وَأَشْرَفُ لِي قَالَ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هَذِهِ مَعَ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا .

১২৬৫. হযরত উমর (রা)-এর ভৃত্য আসলাম (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে যখন আমরা সিরিয়ায় পদার্পণ করিলাম, তখন তাঁহার নিকট জনৈক বিধর্মী সর্দার আসিয়া বলিল : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি আপনার জন্য ভোজের আয়োজন করিয়াছি, আমার একান্তই কাম্য হইল আপনার সম্ভ্রান্ত সঙ্গী-সাথীগণ সহ আমার কুটিরে পদধূলি দান করিবেন। উহা আমার শক্তিও মর্যাদার কারণ হইবে। উত্তরে হযরত উমর (রা) বলিলেন : তোমাদের গীর্জাসমূহে (এবং গৃহসমূহে) রক্ষিত চিত্রগুলি বর্তমান থাকিতে তোমার গৃহ প্রবেশে তথা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা অপারগ।

৬০১. অনুচ্ছেদ : বাঁদীদের খাতনা

৬০১. অনুচ্ছেদ : বাঁদীদের খাতনা

১২৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَجُوزُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَدَّةٌ عَلَى بْنِ غُرَابٍ قَالَتْ حَدَّثَنِي أُمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبَيْتُ وَجَوَارِي مِنَ الرُّومِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يُسَلِّمْ مِنَّا غَيْرِي وَغَيْرُ أُخْرَى فَقَالَ أَخْفِضُوهُمَا وَطَهِّرُوهُمَا فَكُنْتُ أَخْدِمُ عُثْمَانَ .

১২৬৬. আবদুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ বলেন, কুফার জনৈক বৃদ্ধা আলী গুরাবের দাদী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুহাজির আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, রুম হইতে আমি এবং অপর কতিপয় দাসী বন্দিনী অবস্থায় আনীত হই। তখন হযরত উসমান (রা) আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু আমি এবং অপর একটি বাঁদী ছাড়া আর ইসলাম গ্রহণ করিল না। তখন তিনি বলিলেন : উহাদের খাতনার ব্যবস্থা কর এবং উহাদিগকে পবিত্র কর ! অতঃপর আমি হযরত উসমানের সেবায় নিয়োজিত হই।

৬০২. অনুচ্ছেদ : অধিক বয়সে খাতনা

৬০২. অনুচ্ছেদ : অধিক বয়সে খাতনা

১২৬৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ   وَهُوَ ابْنُ عَشْرَيْنَ وَمِائَةٍ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً -

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُ مَنْ اخْتَتَنَ وَأَوَّلُ مَنْ أَضَافَ وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ الشَّارِبَ وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ الظُّفْرَ وَأَوَّلُ مَنْ شَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا ؟ قَالَ وَقَارَ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا .

১২৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন খাতনা করান তখন তাঁহার বয়স একশ কুড়ি বছর। অতঃপর তিনি আরও আশি বছর জীবিত ছিলেন। এই রিওয়াযের এক পর্যায়ের রাবী সাঈদ বলেন : ইব্রাহীম (আ) প্রথম ব্যক্তি যিনি খাতনা করেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অতিথি আপ্যায়ন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গৌফ ছাঁটেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নখ কাটেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বার্ষিক্যপ্রাপ্ত হন। বার্ষিক্যের পরিচায়ক শুভ কেশ দর্শন করিয়াই তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন, প্রভো ! ইহা কী ? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন : ইহা হইতেছে সন্তানের প্রতীক ! তখন তিনি বলিলেন : প্রভো ! আমার সন্তান বৃদ্ধি কর।

১২৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعْتَبِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الذِّيَالِ (وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ) قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَمَّا تَعْجِبُونَ

هَذَا ؟ (يَعْنِي مَالِكُ بْنُ الْمُنْذِرِ) عَمِدَ إِلَى شَيْوُخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرٍ أَسْلَمُوا فَفَتَشَهُمْ فَأَمْرَبَهُمْ فَخْتَنُوا وَهَذَا الشِّتَاءُ فَبَلَّغَنِي أَنْ بَعْضُهُمْ مَاتَ وَفَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فَتَشُوا عَنْ شَيْءٍ .

১২৬৮. হযরত হাসান (রা) বলেন : তোমাদের কাছে কি উহার অর্থাৎ মালিক ইবন মুনযিরের এই আচরণ অদ্ভুত ঠেকে না যে সে কাকর (ইরাকের একটি গ্রাম) এর নওমুসলিম বৃদ্ধদের লুঙ্গি খুলিয়া পর্যন্ত তালাশী লয় যে, তাহারা খাতনা করিয়াছেন কিনা, অতঃপর যখন দেখা গেল যে, তাহারা খাতনা করান নাই, তখন আদেশ বলে এমন তীব্র শীতের সময় তাঁহাদের খাতনা করাইল যে, আমার কাছে তো এমনও সংবাদ পৌছিয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যকার কেহ কেহ মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করিয়াছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে তো ক্রমী ও হাবশী অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কই, তাঁহাদের তো কোনদিন খাতনার তালাশী লওয়া হয় নাই !

১২৬৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالْأَخْتَتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا .

১২৬৯. হযরত ইবন শিহাব বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত, তখন তাহার খাতনা করার আদেশ দেওয়া হইত, যদিও বা সে ব্যক্তির বয়স বেশি হইত।

৬.২- بَابُ الدَّعْوَةِ فِي الْوَلَادَةِ

৬০৩. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের জন্য উপলক্ষে দাওয়াত

১২৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ كَعْبٍ الْبَكِّيَّ قَالَ زُرْنَا يَحْيَى بْنَ حَسَّانٍ [الْبَسْمَرِيُّ الْفِلِسْطِينِيُّ] فِي قَرْيَتِهِ أَنَا وَابْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قُدَيْدٍ وَمُوسَى بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ بِطَعَامٍ فَأَمْسَكَ مُوسَى وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ يَحْيَى أَمَّا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُكْنَى أَبَا قُرْصَافَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا فَوَلَدَ لِأَبِي غَلَامٌ فَدَعَاهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ فَأَفْطَرَ فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَكَنَسَهُ بِكَسَائِهِ وَأَفْطَرَ مُوسَى .

[قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو قُرْصَافَةَ اسْمُهُ جُنْدَرَةُ بْنُ خَيْشَنَةَ] .

১২৭০. হযরত বিলাল ইবন কা'ব মাক্কী বর্ণনা করেন, আমরা ইয়াহুইয়া ইবন হাস্সানের সাথে তাঁহার গ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ করি। এই দলে আমি ছিলাম আর ছিলেন ইব্রাহীম ইবন আদহাম (র)। আবদুল আযিয

ইবন কুদায়েদ ও মূসা ইবন ইয়াসার। তিনি আমাদের জন্য খাবার লইয়া আসিলেন। কিন্তু মূসা হাত গুটাইয়া লইলেন। তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। ইয়াহুইয়া বলিলেন : এই মসজিদে বনী কিনানা বংশীয় এক ব্যক্তি যিনি নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন-দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত আমাদের ইমামতী করিয়াছেন, তাঁহাকে আবু কুরসাফা নামে অভিহিত করা হইত। তিনি পালাক্রমে একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন রাখিতেন না। [তাঁহার এই ইমামতির আমলেই] একদা আমার পিতার একটি শিশুসন্তানের জন্ম হইল। তিনি তাঁহাকে এমন একদিনে দাওয়াত করিলেন যেদিন তিনি রোযা রাখিয়া-ছিলেন। তিনিই (এই দাওয়াত উপলক্ষে) রোযা ভাঙ্গিয়া ছিলেন। অতঃপর ইব্রাহীম দাঁড়াইলেন এবং আপন পরিধেয় কাপড় দ্বারা তাহার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া ছিলেন। আর মূসা রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। [আবু আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ ইমাম বুখারী স্বয়ং বলেন, আবু কুরসাফার নাম ছিল জুনদায়া ইবন খায়শানা।]

৬.৪- بَابُ تَحْنِيكِ الصَّبِيِّ

৬০৪. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের মুখে মিষ্ট দ্রব্য দান

১২৭১ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ زَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ وَلَدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي عِبَاءَةٍ بِهِنَّاءٍ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ "مَعَكَ تَمْرَاتُ" ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاولَتْهُ تَمْرَاتٍ فَلَا كَهْنَ ثُمَّ فَعَرَفَا الصَّبِيَّ وَأَوَجَّرَهُنَّ إِيَّاهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمَرُ وَسَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ .

১২৭১. হযরত আনাস (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন আবু তালহা যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন আমি তাহাকে লইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নবী করীম (সা) তখন একখানা কব্বল গায়ে জড়ানো অবস্থায় তাঁহার একটি উট চরাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার কাছে কি খেজুর-টেজুর আছে? আমি বলিলাম, জ্বী হ্যাঁ। তখন আমি তাহার সম্মুখে কয়েকদানা খেজুর পেশ করিলাম। তিনি ঐগুলি চিবাইলেন। অতঃপর শিশুটির মুখ খুলিয়া উহা তাহার মুখে রাখিলেন। শিশুটি চু চু করিয়া ঠোট চাটিতে লাগিল। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : আনসারদের প্রিয় বস্তু হইতেছে খেজুর এবং তিনি ঐ নবজাত শিশুটির নাম রাখিলেন আবদুল্লাহ্।

৬.৫- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْوِلَادَةِ

৬০৫. অনুচ্ছেদ : জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ দেওয়া

১২৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ قُرَّةَ يَقُولُ لَمَّا وَلَدَ لِي إِيَّاسُ دَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَدَعَوْا فَقُلْتُ إِنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمْ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا دَعَوْتُمْ وَإِنِّي أَدْعُو بِدُعَاءٍ فَأَمْنُوا قَالَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ وَكَذَا قَالَ فَإِنِّي لَا تَعُوفُ فِيهِ دُعَاءُ يَوْمَئِذٍ .

১২৭২. হাযম বলেন, আমি হযরত মু'আবিয়া ইব্ন কুররাকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার ঘরে যখন 'ইয়াস' ভূমিষ্ঠ হইল, সেদিন আমি নবী করীম (সা)-এর কতিপয় সাহাবীকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলাম এবং তাহারা দু'আ করলেন। আমি বললাম, আপনারা দু'আ করিয়াছেন আল্লাহ আপনাদেরকে রবকত দিন এবং আনাদের দু'আ কবুল করুন। এবার আমি দু'আ করিব, আপনারা আমার সাথে আমীন বলিবেন : তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাহার দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির ব্যাপারে অনেক দু'আ করিলাম। তিনি বলেন : আমি আজ পর্যন্ত তাহার মধ্যে সেদিনের সে দু'আ কবুল হওয়ার লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

৬.৬- بَابُ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ الْوَلَادَةِ إِذَا كَانَ سَوِيًّا وَمَنْ يُبَالِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

৬০৬. অনুচ্ছেদ : ছেলেমেয়ে নির্বেশেষে সুষ্ঠুদেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা

১২৭৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُكَيْنٍ سَمِعَ كَثِيرَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا وَلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ (يَعْنِي فِي أَهْلِهَا) لَا نَسْأَلُ غُلَامًا وَلَا جَارِيَةً تَقُولُ خَلِقَ سَوِيًّا؟ فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

১২৭৩. কাসীর ইব্ন উবায়দ বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন শিশু সন্তানের জন্ম হইলে কখনো জিজ্ঞাসা করিতেন না যে নবজাতক ছেলে না মেয়ে? তিনি বরং জিজ্ঞাসা করিতেন : সুষ্ঠুদেহী হইয়াছে তো? যখন বলা হইত, জ্বী হ্যাঁ, তখন তিনি বলিতেন : আল-হাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন-সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।

৬.৭- بَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ

৬০৭. অনুচ্ছেদ : নাতীর নীচের লোম পরিষ্কার করা

১২৭৪- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ نَتْفُ الْإِبْطِ، وَالسَّوَاكِ.

১২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : পাঁচটি কাজ হইতেছে স্বভাবজাত। যথা : ১. গোঁফ ছাঁটা, ২. নখসমূহ কাটা, ৩. নাতীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, ৪. বগলের লোম পরিষ্কার করা এবং ৫. মিসওয়াক করা।

৬.৮- بَابُ الْوَقْتِ فِيهِ

৬০৮. অনুচ্ছেদ : সময় সীমা নির্ধারণ

১২৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَوَادٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْلِمُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ خَمْسٍ عَشْرَ لَيْلَةٍ وَيَسْتَحْدُ فِي كُلِّ شَهْرٍ.

١٢٧٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَدْرِ قَالَ حَدَّثَنِي نَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتَمَرَا عَلَى دَيْكَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدَّيْكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَقْتُلُ أُمَّةً تُسَبِّحُ؟ فَتَرَكَهَا.

১২৭৮. হযরত রাবীয়া ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর যুগে দুই ব্যক্তি দুইটি মোরগের দ্বারা জুয়া খেলে। হযরত উমর (রা) মোরগগুলিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন সময় জনৈক আনসারী তাঁহাকে বলিলেন : আপনি এমন একটি জীব হত্যা করিবেন যে আব্দুল্লাহর গুণগান (তাসবীহ) করিয়া করিয়া থাকে ? তখন তিনি ঐগুলি ছাড়িয়া দিলেন।

৬১১- بَابُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ

৬১১. অনুচ্ছেদ : বন্ধুকে জুয়ার দাওয়াত দেওয়া

১২৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ فَلْيَتَّصِدْ " .

১২৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমাদিগের মধ্যকার যে ব্যক্তি শপথ করে এবং শপথের মধ্যে লাত ও উজ্জার নাম লয়, তাহার উচিত হইবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর যে ব্যক্তি তাহার কোন সাথীকে বলে আইস, জুয়া খেলি, তাহার উচিত হইবে সাদাকা করা।

৬১২- بَابُ قِمَارِ الْحَمَامِ

৬১২. অনুচ্ছেদ : কবুতরের জুয়া

১২৮০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مَصْعَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّا نَتَرَاهُنَّ بِالْحَمَامَتَيْنِ فَتَنَكْرُهُ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلًّا تَخَوْفُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ الْمَلَلُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصَّبْيَانِ وَتَوْشِكُونَ أَنْ تَتْرَكُوهُ .

১২৮০. হোসাইন ইবন মাস'আব বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলিল, আমরা দুইটি কবুতরের মধ্যে বাজী ধরিয়া থাকি, কিন্তু পাছে সালিসই উহা মারিয়া দেয় এই ভয়ে আমরা কোন সালিস নিযুক্ত করিতেও কুণ্ঠিত থাকি। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন : ইহা তো একটা ছেলেমী ব্যাপার ! তোমরা কি উহা পরিত্যাগ করিতে পার না ?

৬১৩- بَابُ الْحِدَاءِ لِلنِّسَاءِ

৬১৩. অনুচ্ছেদ : রমনীদের উদ্দেশ্যে হদীখানি বা গান গাওয়া

১২৮১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَحْدُو بِالرِّجَالِ وَكَانَ أَنْجَشَةُ يَحْدُو بِالنِّسَاءِ وَكَانَ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَنْجَشَةُ رُودَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ " .

১২৮১. হযরত আনাস (রা) বলেন, বারা ইব্ন মালিক পুরুষদের (সাওয়ারীর উদ্দেশ্যে) হুদীখানি করিতেন আর আনজাশা করিতেন রমণীদের (সাওয়ারীর উদ্দেশ্যে)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠী। তাই নবী করীম (সা) তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন : হে আনজাশার, একটু রহিয়া সহিয়া গাও। কেননা তোমার পালা যে কাচ জাতীয়দের সাথে !

৬১৬- بَابُ الْغِنَاءِ

৬১৪. অনুচ্ছেদ : গান গাওয়া

১২৮২- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان] قَالَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ.

১২৮২. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবার ব বলেন, কুরআন শরীফের আয়াত : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [অর্থঃ মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা- অসার বাক্য বাহিয়া লয় (সূরা লুকমান)]-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : উহা হইতেছে গান এবং অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে।

১২৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْشُوا السَّلَامَ تَسَلَّمُوا وَلَا شَرَّ شَرٍّ " (قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الْأَشْرَةُ الْغَبَثُ).

১২৮৩. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : তোমরা সালামের বিস্তার তথা বহুল প্রচলন কর। ইহাতে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবে এবং ‘আশিরী’ হইতেছে অকল্যাণ। আবু মু‘আবিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আশিরী হইতেছে বেহুদা কার্যকলাপ।

১২৮৪- حَدَّثَنَا عِصَامُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَلْمَانَ الْإِلْهَانِيِّ عَنْ فَضَلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ مُجْمِعًا مِنَ الْمَجَامِعِ فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقْوَامًا يَلْعَبُونَ بِالْكُوبَةِ فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّاعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ قَمَرَهَا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمُتَوَضِّي بِالِدَمِّ يَعْنِي بِالْكُوبَةِ النَّرْدَ.

১২৮৪. সালমান আল-ইলহানী বর্ণনা করেন যে, হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দের কাছে এই সংবাদ পৌছিল যে, একদল লোক সমবেত হইয়া কোন এক মজলিসে ছকা পাঞ্জা খেলিতেছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোরভাবে উহাতে বাধা দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন : উহা দ্বারা যাহারা খেলে এবং এই খেলার বিজয়লব্ধ বস্তু খায় সে যেন শূকরের মাংস খায় এবং রক্তের দ্বারা উষ্ম করে। ছকা পাঞ্জার ঘুঁটি দ্বারা যাহারা খেলে তিনি এখানে তাহাদের কথাই বুঝাইয়াছেন।

৬১৫- بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدِ

৬১৫. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়দিগকে সালাম দিবে না

১২৮৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَكَمِ الْقَاضِي قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ فَرَأَى أَصْحَابَ النَّرْدِ انْطَلَقَ بِهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِنْ عُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْقُلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ الَّذِي يَعْقُلُ إِلَى اللَّيْلِ الَّذِينَ يَعَامِلُونَ بِالْوَرَقِ وَكَانَ الَّذِي يَعْقُلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ الَّذِينَ يَلْهُونَهَا وَكَانَ يَأْمُرُ أَنْ لَا يُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ.

১২৮৫. ফুযায়ল ইবন মুসলিম তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আলী (রা) যখন 'বাবুল কাসর' হইতে বাহির হইতেন। তখন যদি তাঁহার দৃষ্টিতে কোন পাশা খেলার লোক পড়িয়া যাইত, তবে তিনি তাহাদিগকে লইয়া গিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আটক করিয়া রাখিতেন। তাহাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আটক করিয়া রাখিতেন।

রাবী বলেন, যাহাদিগকে তিনি রাত্রি পর্যন্ত আটক রাখিতেন, তাহারা হইল যাহারা টাকা কড়ি দিয়া এই খেলা খেলিত। অর্থাৎ এই খেলায় টাকা পয়সার বাজী ধরিত, আর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিতেন ঐ সমস্ত লোককে যাহারা শুধু খেলাই খেলিত। (টাকা পয়সার বাজী ধরিত না।) আর তিনিই এমন ব্যক্তিদিগকে সালাম দিতে নিষেধ করিতেন।

৬১৬- بَابُ إِيْثَمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ

৬১৬. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলার পাপ

১২৮৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

১২৮৬. হযরত আবু মুসা আশ্'আরী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলা খেলিল, সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের না-ফরমানী করিল।

১২৮৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكُعْبَتَيْنِ الْمُوسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَزْجُرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسَرِ.

১২৮৭. আবুল আহুয়াস বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন : সাবধান ঐ দুইটি ঘুঁটি হইতে সাবধান, যে ঘুঁটিগুলি থাকে চিহ্নিত এবং ঐগুলি (খেলার সময়) নিষ্ক্ষেপ করা হইয়া থাকে। মনে রাখিও, ঐগুলি হইতেছে জুয়া। [অর্থাৎ জুয়ার উপকরণ]

১২৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ وَقُبَيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرَ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خنزِيرٍ وَدَمِهِ " .

১২৮৮. হযরত আবু বুয়ায়দার পিতা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে পাশা ঘুঁটি দিয়া খেলা করে সে যেন শূকরের রক্তমাংসে নিজের হাত রঞ্জিত করিল।

১২৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

১২৮৯. হযরত ইবন মূসা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি পাশার ঘুঁটি দিয়া খেলিল, সে আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিল।

১১৭- بَابُ الْأَدَبِ وَإِخْرَاجِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ

৬১৭. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান ও ঘর হইতে বহিষ্কার করা

১২৯০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا .

১২৯০. হযরত নাকি' বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁহার পরিবারের কেহ পাশা ঘুঁটি দিয়া খেলিলে তাহাকে মারধর করিতেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

১২৯১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سَكَّانًا فِيهَا عَنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَبَنٌ لَمْ تَخْرِجُوهَا لِأَخْرِجَنَكُمْ مِنْ دَارِي وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .

১২৯১. আবু আলকামা তাঁহার মাতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, তাঁহার ঘরে যাহারা বসবাস করে তাহাদের কাছে পাশার ঘুঁটি আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাদের কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা যদি উহা ঘর হইতে বাহির না কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে আমার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিব। আর এজন্য তিনি তাহাদের উপর ভীষণ রুষ্ট হন।

১২৯২- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَّغْنِي عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ يَلْعَبَةُ يُقَالُ لَهَا النَّرْدُ شَيْرٌ وَكَانَ أَعْسَرُ قَالَ اللَّهُ ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ﴾ [المائدة : ৯০] (وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَا أُوتِي بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلَّا عَاقَبْتُهُ شَعْرَهُ وَأَعْطَيْتُ سَلْبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ).

১২৯২. রাবিয়া ইবন কুলসূম ইবন জুবারর বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবারর (রা) আমাদের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিলেন এবং উক্ত খুতবায় তিনি বলিলেন, হে মক্কাবাসীরা! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কুরায়শ বংশীয় কিছুলোক একপ্রকার খেলা খেলিয়া থাকে। যাহাকে পাশা খেলা বলা হইয়া থাকে। উহা তো হইতেছে জুয়া বিশেষ। আর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ﴾ নিশ্চয়ই মদ এবং জুয়া (নিষিদ্ধ ও শয়তানী কার্য...) আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি এই খেলার অপরাধে যাহাকেই পাকাড়ও করা হইবে, আমি তাহাকে চুলে চামড়ায় শাস্তি দিব এবং তাহার পরিধেয় সেই ব্যক্তিকে দান করিয়া দিব যে তাহাকে পাকাড়ও করিয়া লইয়া আসিবে।

১২৯৩- حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْحَنْفِيِّ (هُوَ الطَّنَافِيسِيُّ) قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى أَبُو عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّارِ قِمَارًا كَالَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْخَنَزِيرِ وَالَّذِي يَلْعَبُ بِهِ غَيْرُ الْقِمَارِ كَالَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ فِي دَمِ خَنَزِيرٍ وَالَّذِي يَجْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا كَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى لَحْمِ الْخَنَزِيرِ.

১২৯৩. ইয়ালা আবু উমর বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) কে যে ব্যক্তি পাশার মাধ্যমে জুয়া খেলে তাহার সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে শূকরের মাংস খায়, আর যে, জুয়া ছাড়া শুধু পাশা খেলে সে ঐ ব্যক্তির তুল্য যে শূকরের রক্ত হাতে মাখে, আর যে ব্যক্তি তাহার ধারে বসিয়া উহা দেখে সে ঐ ব্যক্তির তুল্য যে শূকরের মাংসের দিকে তাকাইয়া থাকে।

১২৯৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَلْعَبُ بِالْفَصَّيْنِ قِمَارًا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنَزِيرِ وَاللَّاعِبُ بِهِمَا غَيْرُ قِمَارٍ كَالْغَامِسِ يَدَهُ فِي دَمِ خَنَزِيرٍ

১২৯৪. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, বাজি ধরে দু'টি গুটি দ্বারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের গোশত ভক্ষণকারীর সমতুল্য এবং বাজিবিহীন খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের রক্তে হাত ডুবানো ব্যক্তিতুল্য।

৬১৮- بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ .

৬১৮. অনুচ্ছেদ : মু'মিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না

১২৯৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَوَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ " .

১২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন, মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

৬১৯- بَابُ مَنْ رَمَى بِاللَّيْلِ

৬১৯. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে তীরন্দাযী করা

১২৯৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ) .

১২৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, আমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তীর নিক্ষেপ করে সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

আবু আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ ইমাম বুখারী স্বয়ং ইহার সনদ সম্পর্কে বলেন যে, ইহার সনদ সংশয়মুক্ত নহে।

১২৯৭- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

১২৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

১২৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

১২৯৮. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

৬২০- بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً

৬২০. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুস্থানের হাতছানি

১২৯৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً " .

১২৯৯. হযরত আবুল মালীহ্ (র) তাহার স্বগোষ্ঠীয় এক সাহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন স্থানে তাহার কোন বান্দার জান কবয করিতে [অর্থাৎ মৃত্যুদান করিতে] চান। তখন তিনি সেখানে তাহার কোন না কোন প্রয়োজন রাখিয়া দেন। [যাহাতে সে সেখানে যাইতে বাধ্য হয়]।

৬২১- بَابُ مَنْ امْتَحَطَ فِي ثَوْبِهِ

৬২১. অনুচ্ছেদ : কাপড় দিয়া নাক ঝাড়া

১৩০০- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَمَحَّطَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَحَّطُ فِي الْكَتَانِ رَأَيْتَنِي أَصْرَعُ بَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالْمَنْبَرِ يَقُولُ النَّاسُ مَجْنُونٌ وَمَا بِيَ إِلَّا الْجُوعُ.

১৩০০. হযরত মুহম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) রুমাল দিয়া নাক ঝাড়িলেন এবং নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন : বাঃ বাঃ, আবু হুরায়রা আজ রেশমী রুমালে নাক ঝাড়িতেছে, অথচ এমনও এক সময় গিয়াছে যখন আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরা এবং মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে পড়িয়া লুটিপুটি খাইয়াছি। আর লোক বলাবলি করিতেছিল, পাগল, পাগল ! অথচ ক্ষুৎ- কষ্ট ছাড়া অপর কোন রোগ তখন আমার ছিল না।

৬২২- بَابُ الْوَسْوَسةِ

৬২২. অনুচ্ছেদ : ওস্বাসা বা অশুরের কুমন্ত্রণা

১৩০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نُحِبُّ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ وَأَنْ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ " أَوْ قَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ ؟ " قَالُوا نَعَمْ قَالَ " ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ " .

১৩০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা সাহাবীগণ আরয করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অন্তরে সময় সময় এমন সব কথার উদ্ভব হয়, যাহা মুখে প্রকাশ করিতে আমরা পসন্দ করি না যদিও বা ইহার বিনিময়ে সূর্যালোক যতদূর পর্যন্ত পৌছায় তাহার সবটাই আমাদের হস্তগত হইয়া পড়ে। নবী (সা) ফরমাইলেন : সত্যই কি তোমাদের অন্তরে এরূপ কথার উদ্ভব হইয়া থাকে ? তাঁহারা বলিলেন : জ্বী, হ্যাঁ। ফরমাইলেন : ইহাই তো সুস্পষ্ট ঈমান (এর পরিচায়ক)!

১৩.২- وَعَنْ خَرِيزٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَنَا يَعْزِضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ وَلَمْ ظَهَرَ لِقَتْلٍ بِهِ قَالَ فَكَبَّرْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ " إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيَكْبِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْسِرَ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ " .

১৩০২. শাহর ইব্ন হাওশাব বলেন, একদা আমি এবং আমার মামা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। মামা বলিলেন, আমাদের এক এক জনের অন্তরে এমন সব কথার উদ্ভব হয় যে, যদি উহা মুখে উচ্চারণ করে তবে তাহার পরকাল উজাড় হইয়া যাইবে। আর যদি উহা প্রকাশ পায় তবে এজন্য তাহাকে হত্যা করা হইবে। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রা) তিনবার তাক্বীর বলিলেন। অতঃপর বলিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই প্রশ্ন করা হইলে জবাবে তিনি বলেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও এমন অবস্থা হয়, তখন তিনবার তাক্বীর বলিবে : কেননা, মু'মিন ছাড়া আর কেহই এরূপ অনুভব করে না।

১৩.৩- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ السَّكُونِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ مَرْزَبَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَقُولُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ ؟

১৩০৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : লোকজন অবাস্তব প্রশ্ন করিতেই থাকিবে। এমন কি এমন কথাও বলিতে ছাড়িবে না যে, আল্লাহ তো সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে কে সৃষ্টি করিল ?

১২২- بَابُ الظَّنِّ

৬২৩. অনুচ্ছেদ : কু-ধারণা

১৩.৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا " .

১৩০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : সাবধান, কু-ধারণা পোষণ করা হইতে বিরত থাকিবে, কেননা, কু-ধারণাই হইতেছে সবচাইতে বড় মিথ্যা। আর কাহারও বিরুদ্ধে গুণ্ডচরবৃত্তি করিও না। একে অপরের পতন বা ধ্বংস সাধন করিয়া নিজের উত্থান কামনা করিও না, একে অপরের পশ্চাতে লাগিও না, একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা-ভাই ভাই হইয়া যাও।

১৩.০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ " قَالَ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ " .

১৩০৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিনীর সাথে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তখন নবী করীম (সা) সেই ব্যক্তিটিকে ডাকিয়া বলিলেন, ওহে ! ইনি হইতেছেন আমার সহধর্মিনী অমুক। তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ‘(ইয়া রাসূলুল্লাহ !) আমি যদি অপর কাহারও সম্পর্কে এরূপ মন্দধারণা পোষণ করিতাম ও তবে আপনার ব্যাপারে তো আমি এরূপ মন্দধারণা পোষণ করিতাম না !’ ফরমাইলেন : শয়তান আদম-সন্তানের রক্তপ্রবাহের শিরায় শিরায় বিচরণ করে। [সূত্রাং মন্দ ধারণা যে কোনদিনই হইবে না, এমন কথা নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। তাই, চিরতরে উহার মূলোৎপাটন করিয়া দিলাম।]

১৩.৬ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخُو عَبْدِ الْقُرْشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا يَزَالُ الْمُسْرُوقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى حَتَّى بَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ .

১৩০৬. আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, যাহার বস্তু চুরি যায়, কু-ধারণা পোষণ করিতে করিতে সে এমন এক পর্যায়ে গিয়া পৌছে যখন সে চোর হইতেও বড় অপরাধী হইয়া যায়। [অর্থাৎ অযথাই এমন অনেক সৎলোক সম্পর্কে সে সন্দেহ পোষণ করিতে থাকে যে, এমন পুণ্যবান ও সৎব্যক্তিদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা চুরির চাইতেও গুরুতর।]

১৩.৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ بِلَالٍ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ أَكْتُبُ إِلَيْ فُسَّاقٍ دِمَشْقُ فَقَالَ مَا لِي وَفُسَّاقٍ دِمَشْقُ وَمِنْ أَيْنَ أَعْرِفُهُمْ ؟ فَقَالَ ابْنُهُ بِلَالُ أَنَا أَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مَنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ مَا عَرَفْتُ أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ إِلَّا وَأَنْتَ مِنْهُمْ أَبَدًا يَنْفَسِكُ وَلَمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَائِهِمْ .

১৩০৭. বিলাল ইবন সা'দ আল-আশ'আরী (র) বলেন, একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত আবুদারদা (রা)-কে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, দামেশ্কে দাগী লোকগুলির নাম আমার কাছে লিখিয়া পাঠাও। তিনি উত্তরে লিখিলেন : দামিশ্কে দাগীদের সহিত আমার কী সম্পর্ক, আর কোথা হইতেই বা আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিব ? তখন তাঁহার পুত্র বিলাল বলিলেন। (আব্বা), আমি তাহাদের নাম লিখিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদের নাম লিখিয়া দিলেন। আবু দারদা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে তুমি ইহা জানিতে পারিলে ? তুমি নিজে দাগী না হইলে তাহারা যে দাগী তাহা তুমি কিভাবে জানিলে ? তাহা হইলে নিজের নাম দিয়াই (তালিকা) শুরু কর ! ফলে, বিলাল আর তাহা পাঠাইলেন না।

৬২৪- بَابُ حَلْقِ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

৬২৪. অনুচ্ছেদ : বাদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুগুন

১৩.৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي سَكِينُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَةٍ تَحْلُقُ الشَّعْرَ وَقَالَ النُّورَةُ تَرْقُ الْجِلْدَ.

১৩০৮. সুকায়ন ইবন আবদুল আযীয ইবন কায়স তাঁহার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তখন তাঁহার দাসী তাঁহার মস্তক মুগুন করিয়া দিতেছিল। তিনি তখন বলিলেন : চূণ চর্মকে নরম করে।

৬২৫- بَابُ نَتْفِ الْإِيطِ

৬২৫. অনুচ্ছেদ : বগলের লোম পরিষ্কার করা

১৩.৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِتَانِ وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِيطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ "

১৩০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : পাঁচটি কাজ স্বভাবধর্মভুক্ত। যথা : ১. খাতনা বা ত্বক্ছেদ ২. ক্ষৌর করা ৩. বগলের লোম পরিষ্কার করা ৪. গৌফ ছাঁটা এবং ৫. নখ কাটা।

১৩১০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَخَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الضُّبُعِ وَقَصُّ الشَّارِبِ "

১৩১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : পাঁচটি কাজ হইতেছে স্বভাবভুক্ত বা একান্তই সহজাত। যথা : ১. খাতনা করা, ২. নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, ৩. নখকাটা, ৪. বগল পরিষ্কার করা এবং ৫. গৌফছাঁটা।

১৩১১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خُمُسُ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْأَبِيطِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخَتَانُ.

১৩১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে : পাঁচটি কাজ স্বভাব ধর্মজাত। যথা : ১. নখ কাটা, ২. গৌফ ছাঁটা, ৩. বগল পরিষ্কার করা, ৪. নাভীমূল পরিষ্কার করা এবং ৫. খাতনা করা।

৬২৬- بَابُ حَسَنِ الْعَهْدِ

৬২৬. অনুচ্ছেদ : সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহার্দ প্রদর্শন

১৩১২- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّافِيلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَجْمًا بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمَلُ عَضْوُ الْبُعَيْرِ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ قُلْتُ مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.

১৩১২. হযরত আবুত তুফায়ল বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জা'রানা নামক স্থানে গোশত বিতরণ করিতে দেখিতে পাই। আমি তখন ছেলে মানুষ ; আমি উটের এক একটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধরিয়া উঠাইতেছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট জনৈকা মহিলা আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জন্য নিজের চাদরখানি বিছাইয়া দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিলাটি কে ? জবাবে একজন বলিয়া উঠিল : নবী (সা)-এর সেই মাতা যিনি তাহাকে শৈশবে দুগ্ধদান করিয়াছিলেন।

৬২৭- بَابُ الْمَعْرِفَةِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ : পরিচয়

১৩১৩- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَدْنَكَ يَعْرِفُ رَجُلًا فَيُؤَثِّرُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ عَذْرَةُ اللَّهِ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَعِنْدَ الْجَمَلِ الصَّنُؤْلِ.

১৩১৩. হযরত মুগীরা ইবন শু'বা সম্পর্কে আবু ইসহাক বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন ! আপনার দ্বাররক্ষী কোন কোন লোককে চিনে। তাই আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে সে ঐ সব লোককেই অগ্রাধিকার দিয়া থাকে [এবং তাহার নিকট অপরিচিতদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়] শুনিয়া তিনি বলিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহই তাহাকে মা'যুর (ওয়রগ্ৰস্ত) করিয়া রাখিয়াছেন। [ইহা তাহার দোষ নহে] কেননা, পরিচয় দংশনকারী কুকুর এবং

মাতোয়ীলা অর্থাৎ আক্রমণোদ্যত উটের সম্মুখেও মানুষের উপকারে আসে। অর্থাৎ পরিচয় থাকিলে এমন যে দংশনকারী কুকুর বা আক্রমণোদ্যত হিংস্র উট- উহাও পরিচিত জনকে খাতির করে।

৬২৮- بَابُ لَعِبِ الصَّبْيَانِ بِالْجُوزِ

৬২৮. অনুচ্ছেদ : বালকদের জন্য খেলাধুলার অনুমতি

১৩১৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُنَا يُرَخِّصُونَ لَنَا فِي اللَّعِبِ كُلِّهَا غَيْرَ الْكِلَابِ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي لِلصَّبْيَانِ)

১৩১৪. হযরত ইব্রাহীম (র.) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ আমাদের সর্বপ্রকার খেলাধুলা করারই অনুমতি দিতেন- তবে কুকুরের খেলা ছাড়া।

আবু আবদুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ বালকদিগকে এই অনুমতি দেওয়া হইত।

১৩১৫- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ يُكْنَى أَبَا عُقْبَةَ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَرَّةً بِالطَّرِيقِ فَمَرَّ بِغِلْمَةٍ مِنَ الْحَبَشِ فَرَأَاهُمْ يَلْعَبُونَ فَأَخْرَجَ دِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمْ.

১৩১৫. হযরত আবদুল আযীয (র.) বলেন, আবু উক্বা নামে যাহাকে অভিহিত করা হইত এমন একজন পুণ্যবান প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা আমি হযরত ইবন উমরের সাথে রাস্তায় চলিতেছিলাম। কতিপয় কাফ্রী (হাবশী) বালক রাস্তায় পড়িল। তিনি তাহাদিগকে খেলা করিতেছে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি দুইটি দিরহাম বাহির করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

১৩১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْرُبُ إِلَى صَوَاحِبِي بَلْعَيْنَ بِاللَّعِبِ الْبَنَاتِ الصَّغَارِ.

১৩১৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমার নিকট আমার সইদের পাঠাইতেন। তাহারা আসিয়া আমাকে নিয়া খেলাধুলা করিত। তাহারা ছিল ছোট ছোট বালিকা।

৬২৯- بَابُ ذَبْحِ الْحَمَامِ

৬২৯. অনুচ্ছেদ : কবুতর যবাহ করা

১৩১৭- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً قَالَ " شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً " .

১৩১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া ছুটিতে দেখিয়া বলিলেন : একটা শয়তান একটা শয়তানীর পিছু পিছু ছুটিতেছে।

১৩১৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ كَانَ عُمَانُ لَا يَخْطُبُ جُمُعَةً إِلَّا أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ. (.....) حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكَلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

১৩১৮. হযরত হাসান (রা) বলেন : হযরত উসমান (রা) জুম্মার কোন খুতবাই দিতেন না যাহাতে তিনি কুকুর হত্যা ও কবুতর যবাহের কথা না বলিতেন।

০০০ (অন্যসূত্রে). হযরত হাসান (রা) বলেন : হযরত উসমান (রা)-কে আমি জুম্মা'র খুতবায় কুকুর হত্যা ও কবুতর যবাহের আদেশ দিতে শুনিয়াছি।

৬২- بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ.

৬৩০. অনুচ্ছেদ : যাহার প্রয়োজন সে-ই অপরজনের কাছে যাইবে

১৩১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَآذَنَ لَهُ وَرَأْسَهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجَّلَهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دَعِهَا تَرْجُلُكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أُرْسِلْتُ إِلَى جِثَّتِكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي.

১৩১৯. হযরত যারিদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, একদা হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁহার কাছে আসিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন- তাঁহার মাথা তখন তাঁহার বাদীর হাতে। সে তখন তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। তিনি মাথা টানিয়া সরাইয়া লইলেন। তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন : তাহাকে তোমার চুল আঁচড়াইয়া দিতে দাও। তখন তিনি বলিলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি একটা লোক পাঠাইয়া দিতেন তবে তো আমি নিজেই আপনার খেদমতে আসিয়া হাযির হইতাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন : (তাহা কেমন করিয়া হয় ?) প্রয়োজন যে আমার নিজের।

৬২- بَابُ إِذَا تَخَعَّ وَهُوَ مَعَ الْقَوْمِ

৬৩১. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলিতে হইলে

১৩২০- حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عِيَّاشٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا تَخَعَّ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَلْيُؤَارِ بِكَفِّهِ حَتَّى تَقَعَ نَخَاعَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَإِذَا صَامَ فَلْيُدْهِنْ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ.

১৩২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন লোক সমক্ষে থুথু ফেলিতে হয়, তখন দুই হাতে উহা আড়াল করিয়া মাটিতে ফেলিবে, যাহাতে থুথু না ছড়ায়। আর যখন রোযা রাখিবে তখন তৈল ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে রোযার আলামত (রোযাজনিত শুদ্ধতা) পরিলক্ষিত হইবে না।

৬৩২- بَابُ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ لَا يَقْبَلُ عَلَى وَاحِدٍ

৬৩২. অনুচ্ছেদ : মজলিসে কথা বলিতে একজনের দিকেই কেবল তাকাইবে না

১৩২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَشِيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَلَكِنْ لِيُعَمَّهُمْ.

১৩২১. হাবীব ইবন আবু সাবিত (রা) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ অর্থাৎ সাহাবায় কিরাম যখন কোন ব্যক্তি কথা বলিত তখন কেবল একজনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সকলের দিকে সমানভাবে তাকাইয়া কথা বলা পসন্দ করিতেন।

৬৩৩- بَابُ فَضُولِ النَّظَرِ

৬৩৩. অনুচ্ছেদ : অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো

১৩২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ الْأَجْلَجِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْهُدَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الدَّارَ جَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ تَفَقَّاتُ عَيْنَاكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

১৩২২. হযরত আবুল হুযায়ল বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) একব্যক্তির রোগভোগের সময় তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন তাঁহার সহিত তাঁহার জনৈক সঙ্গীও ছিল। যখন তিনি সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সঙ্গীটি এদিক সেদিক তাকাইতে লাগিল। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাহাকে বলিলেন : যদি তোমার চক্ষু ফোঁড়া করিয়া দিতাম তবে, উহা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হইত।

১৩২৩- حَدَّثَنَا خَلَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَوْا عَلَى خَادِمٍ لَهُمْ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَظَرُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَا أَفْطَنَكُمْ لِلسَّرِّ.

১৩২৩. হযরত নাকি' বলেন, একদা ইরাকবাসীদের একটি দল হযরত ইবন উমর (রা)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের খিদমতের জন্য নিয়োজিত খাদিমের কাছে একটি স্বর্ণের হার দেখিতে পাইয়া তাহারা- মুখ চাওয়া চাওয়া করিতে লাগিল। তখন হযরত ইবন উমর (রা) বলিলেন : অনিষ্টের দিকে তোমাদের দৃষ্টি কতই না সজাগ !

৬৩৪- بَابُ فُضُولِ الْكَلَامِ

৬৩৪. অনুচ্ছেদ : বেহদা কথাবার্তা

১৩২৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي فُضُولِ الْكَلَامِ.

১৩২৪. হযরত আতা বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন : বেহদা কথাবার্তায় কোনই মঙ্গল নাই।

১৩২৫- حَدَّثَنَا مَطَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " شِرَارُ أُمَّتِي الثَّرَثَارُونَ الْمُتَشَدَّقُونَ الْمُتَفَهِّقُونَ وَخِيَارُ أُمَّتِي أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا " .

১৩২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দুই লোক হইল উহারা যাহারা কেবল ফরফর করিয়া কথা বলিতে থাকে, যাহারা চাপাইয়া চাপাইয়া কথা বলে, যাহারা কোনদিকে দিকপাত না করিয়া অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতেই থাকে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম লোক তাহারা যাহাদের চরিত্র উত্তম।

৬৩৫- بَابُ ذِي الْوَجْهَيْنِ

৬৩৫. অনুচ্ছেদ : দু'মুখী লোক

১৩২৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ " .

১৩২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : সর্বনিকৃষ্ট লোক হইতেছে দু'মুখী লোক যে একদলের কাছে এক মুখ লইয়া যায়। আর অপর দলের কাছে যায় আর এক মুখ লইয়া।

১৩২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْفَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ كَانَ رَذًا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ نَارٍ " فَمَرَّ رَجُلٌ كَانَ ضَخْمًا قَالَ " هَذَا مِنْهُمْ " .

১৩২৭. হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দু'মুখী হইবে, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন দুইটি আগুনের জিহবা হইবে। এমন সময় একটি মোটাসোটা লোক ঐপথে অতিক্রম করিতেছিল। নবী (সা) ফরমাইলেন : এই ব্যক্তিও ঐ দলভুক্ত।

৬২৭- بَابُ شَرِّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقَى شَرَّهُ

৬৩৭. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সে, যাহার অনিষ্ট হইতে মানুষ দূরে পালায়

১২২৮- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْنَةُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " ائْذِنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ " فَلَمَّا دَخَلَ الْأَنْ لَهُ الْكَلَامَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ ثُمَّ أَلَنْتَ الْكَلَامَ ؟ قَالَ " أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ (أَوْ دَعَا النَّاسُ) اتَّقَاءَ فَحْشِهِ "

১৩২৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। নবী (সা) বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। তবে লোকটি গোত্রের নিকৃষ্টতম লোক। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল, তিনি তাহার সহিত সদয়ভাবে কথাবার্তা বলিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি তাহার সম্পর্কে যাহা বলিলেন, তাহা তো বলিলেন ? তারপর আবার সদয়ভাবে কথাবার্তা বলিলেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন, হে আয়েশা, নিকৃষ্টতম লোক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যাহাকে তাহার অশ্লীলতার জন্য লোক পরিত্যাগ করে। [অর্থাৎ কেহ তাহার ধারে কাছে ঘেষে না।]

৬২৮- بَابُ الْحَيَاءِ

৬৩৮. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

১২২৯- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ " فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَجَدُّكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحَدَّثَنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ .

১৩২৯. হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : লজ্জাশীলতা মঙ্গলই আনয়ন করে। তখন বাশীর ইবন কা'ব বলিলেন : 'হিকমত' গ্রন্থে লিখিত আছে : লজ্জাশীলতায় সম্ভ্রম, লজ্জাশীলতায় প্রশান্তি। তখন ইমরান তাঁহাকে বলিলেন : আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহর হাদীস শুনাইতেছি আর তুমি তোমার পুস্তিকার কথা আমাকে শুনাইতেছ !

১২৩০- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَلَا إِيمَانَ قَرْنًا جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ .

১৩৩০. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন : লজ্জাশীলতা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখন ঐ দুটির একটি তিরোহিত হইয়া যায় তখন অপরটিও সাথে সাথে তিরোহিত হইয়া যায়।

৬৩৭- بَابُ الْجَفَاءِ

৬৩৯. অনুচ্ছেদ : অত্যাচার

১২২১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " .

১৩৩১. হযরত আবু বকর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন : লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশবিশেষ। আর ঈমান বেহেশতে লইয়া-যাইবে। আর রুঢ়তা হইতেছে অত্যাচার বিশেষ আর অত্যাচার দোযখে লইয়া যাইবে।

১২২২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخَمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ إِذَا مَشَى تَكْفًا كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَعْدٍ إِذَا التَفَتَ التَفَتَ جَمِيعًا .

১৩৩২. মুহম্মদ ইব্ন আলী (ইবনুল হানফিয়া) (র.) তাঁহার পিতা হযরত আলী (রা)-এর প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) অপেক্ষাকৃত বড় মস্তক ও আয়তলোচন বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন পথ চলিতেন, তখন মনে হইত যেন কোন উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতেছেন এবং যখন কাহারও দিকে তাকাইতেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাকাইতেন।

৬৪০- بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

৬৪০. অনুচ্ছেদ : যখন লজ্জাইবোধ কর না তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পার

১২২৩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " .

১৩৩৩. হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন যে সমস্ত নবুওয়াতী বাণী মানুষ এপর্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল : যখন তোমার লজ্জাবোধ রহিত হইয়া যায় তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

৬৪১- بَابُ الْغَضَبِ

৬৪১. অনুচ্ছেদ : ক্রোধ

১৩৩৪- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " .

১৩৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইয়াছেন : কুস্তী (মল্লযুদ্ধ) শক্তি মত্তায় পরিচায়ক নহে বরং প্রকৃত শক্তিমান হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে, ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করিতে পারে ।

১৩৩৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرًا مِنْ جُرْعَةٍ غِيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ .

১৩৩৫. হযরত হাসান (রা) হযরত ইবন উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার দিক হইতে সর্বোত্তম ঢোক গেলা হইতেছে ক্রোধের ঐ ঢোক গেলা যাহা বান্দা তাহার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গিলিয়া থাকে এবং উহা হজম করিয়া যায় ।

৬৪২- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ

৬৪২. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় কী বলিবে ?

১৩৩৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرْدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضِبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ هَذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى ذَاكَ الرَّجُلِ فَقَالَ تَدْرِي مَا قَالَ ؟ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَجْنُونًا تَرَانِي ؟

(.....) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَرَأَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَتَبَانِ فَأَحَدُهُمَا أَحْمَرُّ وَجْهَهُ وَانْتَفَخَتْ أُوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ " فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " قَالَ وَهَلْ بِي مِنْ جُنُونٍ ؟

১৩৩৬. হযরত সালমান ইব্ন মুরাদ (রা) বলেন, একদা দুইব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখেই পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হইল। তন্মধ্যে একজন খুব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহার চেহারা আরক্তিম হইয়া উঠিল। নবী করীম (সা) তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, আমি এমন একটি কথা জানি যাহা ঐ ব্যক্তি বলিলে তাহার এই অবস্থা দূরীভূত হইয়া যাইবে। উহা হইল : আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম-বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহর শরণ লইতেছি। তখন এক ব্যক্তি গিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিল, জান, তিনি কী বলিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন : আউযুবিবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। তখন সে ব্যক্তি বলিল : তুমি কি আমাকে পাগল পাইয়াছ নাকি?

০০০ সালমান ইব্ন মুরাদ বলেন, আমি একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম তখন দুই ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করিতেছিল। তন্মধ্যে একব্যক্তির চেহারা আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং তাহার ঘাড়ের শিরাসমূহ ফুলিয়া উঠিল। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন : আমি এমন একটি কথা জানি যাহা বলিলে তাহার এই অবস্থা তিরোহিত হইবে। তখন উপস্থিত লোকজন ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, নবী করীম (সা) তোমাকে আউযুবিবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম পড়িতে তথা বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তখন সে বলিল : আমি পাগল নাকি?

৬৬২- بَابُ يَسْكُتُ إِذَا غَضِبَ

৬৪৩. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় মৌনতা অবলম্বন করিবে

১২২৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَعَلِّمُوا وَيَسِّرُوا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ" مَرَّتَيْنِ.

১৩৩৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তিন তিনবার ফরমাইলেন : শিক্ষা দাও ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর। শিক্ষা দাও ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর আর যখন তুমি ক্রুদ্ধ হও, তখন মৌনতা অবলম্বন কর।

৬৬৪- بَابُ أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا

৬৪৪. অনুচ্ছেদ : বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আতিশয্য বাঞ্ছিত নহে

১২২৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ الْكَوَاءِ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ الْأَوَّلُ؟ أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضِكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ يَوْمًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

১৩৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-কিন্দী বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে, ইবনুল কাওয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনিয়াছি : প্রবীণরা কি বলিয়াছেন জান? তোমার বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেও

সীমার মধ্যে থাকিবে। কালে হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হইবে এবং তোমার শত্রুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতেও সীমার মধ্যে থাকিবে। কালে সে হয়ত তোমার বন্ধুতেও পরিণত হইবে।

৬৪৫- بَابُ لَا يَكُنْ بَغْضُكَ أَلْفًا

৬৪৫. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়

১৩৩৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يَكُنْ حُبَّكَ كُفًّا وَلَا بَغْضُكَ تَلْفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ كَلَّفْتُ الصَّبِيَّ وَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلْفَ .

১৩৩৯. যাইদ ইব্ন আসলাম তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন : তোমার বন্ধুত্ব যেন কাহারও কষ্টের কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। আর তোমার শত্রুতা যেন কাহারও ধ্বংসের কারণ হইয়া না দাঁড়ায়। আমি বলিলাম : তাহা কিভাবে হইতে পারে ? বলিলেন : যখন তুমি কাহারও বন্ধু হও তখন তোমার বন্ধুসুলভ আবদার শিশুসুলভ জেদে পরিণত হয়, আর যখন তুমি তোমার সাথীর শত্রু হও, তখন তাহার ধ্বংস তোমার কাম্য হইয়া দাঁড়ায়।

الأدب المفرد
আল-আদাবুল মুফরাদ

(অনন্য শিষ্টাচার)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ
ইবন ইসমাইল বুখারী (র)



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ